CONTENTS

Thursday, the 27th August, 1998

given of by Shri Birajit Sinha and Shri Sudip Roy Barman regarding a news Publicshed in the Syandan Patrika.

iii) Shri Anil Sarkar, Minister of Education Department, agreed to make a statement on the reference notice given of by Shri Manik Dey and Shri Samir Deb Sarkar, regarding shortage of Teaching and Non-Teaching staff in the Private Schools.

iv) Shri Anil Sarkar, Minister of Education Department on the reference notice given of by Shri Prakash Ch. Das, regarding Financial crisis in Education Dapartment.
All Clarification made by Members.

i) Shri Manik Sarkar, Chief Minister, agreed to make a statement on the Calling Attention notice given of by Shri Prakash Ch. Das, regarding attempt to kill the Congress-Legislaturers.

ii) Shri Anil Sarkar, Minister of Education Department, agreed to make a statement on the Calllng Attention notice given of by Shri Pranab Deb Barma and Shri Padma Kr. Deb Barma, regarding problems of Admission in the Schools.

iii) Shri Badal Choudhury, Minister of Power Department, agreed to make a statement on the Calling Attention notice given of by Shri Rabindra Deb Barma, regarding Failure of Supplying Electricity,

Friday, the 28th August, 1998

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly house, Agartala, at 11 A. M. on Thursday, the 27th August, 1998.

PRESENT

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker — — 16 — Ministers, and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার- আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় কতৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য গণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহোদয় জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর):- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য টি, সি, এস, অফিসারদের সংরক্ষনের নিয়ম মেনে প্রমোশন দেওয়ার প্রশ্নে একটি মামলা হয়েছে,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে এখন মামলাটি কোন স্তরে আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ইহা সত্য।

২। তফসিলী জাতি-উপজাতিদের সংরক্ষননীতির যথার্থতার বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক টি, সি, এস অফিসার মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টের ১৯৯৪ সালে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। মাননীয় হাইকোর্টের দ্বিসদস্যক বেঞ্চ উক্ত মামলাটির শুনানি গ্রহন করে তার সমাপ্তি টেনেছেন।

পুনরায় কিছু সংখ্যক টি, সি, এস, গ্রেড টু (২) অফিসার ১৯৯৮ সালে এই সংরক্ষননীতি চালু করার বিরুদ্ধে মাননীয় গৌহাটি হাই কোর্টের এক সদস্যক বেঞ্চে একটি মামলা দায়ের করলে মাননীয় আদালত এক অন্তবর্তী রায়ে সংরক্ষণ কার্যকর না করার নির্দেশ দেন। এই অন্তবর্ত্তী রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেন। মাননীয় দ্বিসদস্যক বেঞ্চ ঐ অন্তবর্তী রায় সংশোধন করেন এবং মামলাটি দ্রুত শুনানীর নির্দ্দেশ দেন। বর্তমানে উক্ত মামলা বিচারাধীন আছে।

শ্রীসুধন দাসঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই মামলা চলাকালীন কিছু টি. সি. এস অফিসারকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। আমরা যতটুকু জানি এই ঘটনা সত্য কিনা এবং যদি দেওয়া হয়ে থাকে এখানে সংরক্ষণের সে নিয়ম মেনে দেওয়া হয়েছে কিনা এটা মাননীয় চীফ মিনিষ্টার মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মামলাটি যখন কোর্টে দায়ের হয় তাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরবর্তী সময়ে মাননীয় কোর্টকে জানানো হয়েছিল যে যারা এতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন ভেবে মামলা করেছিলেন তাদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কোন কারন নেই ! তারা নিয়মমাফিক সবাই গ্রেড টু (২) থেকে গ্রেড ওয়ান (১)-এ রিলেভেটেড হবেন এবং এটা পরবর্ত্তী সময়ে মাননীয় কোর্ট পরীক্ষা করে দেখেন যে সরকারের এই বক্তব্যের মধ্যে যথার্থতা আছে এবং এর ভিত্তিতে মামলাটি শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি ঘটে। দেখা যায় যাদের এই ধরনের প্রমোশন হওয়ার কথা ছিল তারা সবাই প্রমোটেড হয়ে গেছে। তারপর আরএকটা মামলা এখন পর্যন্ত যা হয়েছে সমস্তটাই সরকারের যে সিদ্ধান্ত আছে সমস্তটা মেনেই করা হচ্ছে।

শ্রী জওহর সাহা (বীরগঞ্জ):- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, টি সি এসের যে সিনিয়ারিটি লিস্ট কিংবা রিজার্ভেশান এটা এস, টি ; এস, সি দের যে কোটা যেগুলি আছে কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে টি পি, এস, সির ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে একটা সুপারস্টেশান করার মানসিকতা, এবং কাউকে বঞ্চিত করার মানসিকতা এবং এখানে কিছু কিছু অনিয়ম কিছু কিছু দুর্নীতির কথা আমরা প্রায়ই শুনি। সেই সকল কাজ যারা করছেন এই অনিয়ম বা বেনিয়ম বা দুর্নীতি টি, সি, এস বা টি, এফ, এস এই সব ক্ষেত্রে যেসকল অনিয়ম বা বেনিয়ম যারা করছেন বা যাদের কারনে হচ্ছে সেই সকল ক্ষেত্রে সরকার যারা এগুলি করছেন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন কিনা বা নিয়েছেন কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আসলে প্রমোশনের ক্ষেত্রে যে রিজার্ভেশান এটাও দীর্ঘদিন ছিলনা। এটি, চালু হয়েছে আমাদের রাজ্যে। আর অন্যান্য রাজ্যেও থাকতে পারে সেটা আমার জানা নেই। এই ক্ষেত্রে এটা অস্বীকার করাতে সত্যের অপালাপ হবে যে প্রথমতঃ চাকরীতে রিজার্ভিশান দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে বহু জল ঘোলা হয়েছে। যাহোক সংবিধানের নির্দেশ সেটা থানার ক্ষেত্রে একটা কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। প্রমোশনের ব্যাপার নিয়ে জল ঘোলা কম হয়নি। প্রমোশান দিতে গেলে আমাদের যেটা বলা হচ্ছে যে ১০০ পয়েন্ট রোস্টার মেন টন করতে হবে। এখন এইক্ষেত্রে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এই রোস্টার মেনটেন করতে হবে। এখন এই ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এই রোস্টার প্রথা মেনে তারা সিনিয়ারিটি মেনটেন করার ক্ষেত্রে কখনও কখনও দপ্তরের ঘাটতি থাকতে পারেনা তা না; থাকতেই পারে। তবে এখানে দুর্নীতি আছে, এইরকম কোন তথ্য আমার জানা নেই। অনিয়ম থাকাটা অস্বাভাবিক না, থাকতেই পারে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি এটা সরকারের তরফ থেকে হচ্ছে এবং যেকোন প্রমোশনের প্রশ্নে আমাদের

যে এস. সি ও.য়ল ফয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আছে, সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহন করার আগে তাদের মাধ্যমে এটা নোটেড হয়ে আসে ইউ প্লিজ চেক আপ। আপনারা চেকআপ করে দেখুন ব্যাপারটা ঠিক আছে কিনা। তা.দর এন কোয়ারী করার পূর্ন অধিকার সরকার থেকে দেওয়া আছে। সেটা টি পি, এস, সি হোক, আই, পি, এস সি হোক, আই, আই, সি সি হোক বা টি, আই, সি সি হোক। এটা করা হচ্ছে। এতে কিছু কিছু সময় বেশি লাগছে। লাগলেও আমরা এটা মেনে নিচ্ছে যাতে এতে অহেতুক কোন ভোল আর নতুন করে সৃষ্টি না হয়।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী):- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি টি, সি, এস প্রমোশনের ক্ষেত্রে যে এ, সি, আর লেখা হয় এটা বিশেষ করে কিসের উপর ভিত্তি ক'রে হয়, এমন তথ্য আমার কাছে আছে। তার সিনিয়ারিটি ডিউ থাকা সত্বেও এ, সি, আর, এর মধ্যে গুড- ভেরী গুড, ভেরী ভেরী গুড এই তিনটি ক্যাটাগরি থাকে। অনেক সময় মুখ চিনে মুগের ডালের মত হয়। যেমন ধরুন একজন এস টির প্রমোশন ডিউ হয়ে আছে হয়ত এস,টি এসে যা.ব এর মধ্যে ফাষ্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে এস-টি থাকলে পরে এস, সি, তারপরে জেনারেল, এইরকম করে যাতে ডাইভার্ট করা যায় তখনই এ, সি, আর, লিখতে গিয়ে ট্রাইবেলের বিরুদ্ধে খারাপ লিখে অটোমেটিক্যালি তাকে ডিঙ্গিয়ে আর এক জনকে দেওয়া হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই আমরা দেখি, পত্র-পত্রিকায় দেখে থাকি, এই তথ্য যদি থাকে এটা দূরীকরণের কি ব্যবস্থা আছে? কারন বিভিন্ন অফিসার পর্যায়ে ট্রাইবেলরা কমই আছে। ডিউ হয়ে গেলেও সেটাকে জায়গায় পৌছাতে গিয়ে তারা তখন আর পৌছুতে পারছে না। সেটার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- প্রমোশনের ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টেল কিছু প্রভিডিউর মেনে চলতে হয়। এ, সি, আর, এর কথা যেটা বলেছেন, সেটা সর্বভারতে আছে। এ, সি, আর লেখার প্রক্রিয়ার এটাও নির্ধারন করা আছে। এ, সি, আরে কে কি লিখবেন, তার উপরে-ত আমাদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করা কঠিন। এটা আমরা করতে পারি না। তবে যেটা আপনি বলেছেন এরকম হওয়াটা বাঞ্চনীয় না। কিন্তু এইরকম হয়েছে, এইরকম নির্দিষ্ট কোন কেইস অন্ততঃ আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার কাছে আসেনি। তবে এরকম ঘটনা যদি দেখা যায় এস. টি প্রার্থী নেই, সেটা রোটেড করে এস সি আসে, এটাও যদি পাওয়া না যায়, জেনারেল যাওয়ার আগে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের চাইতেও বেশী সময় অপেক্ষা করি। তবে এটা ঠিক এইরকম যা.ত না হয় এস,টি বা এস সি, বলে এ, সি, আর লেখার ক্ষেত্রে কোন অফিসার যদি জায়গাতে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে লেখেন, যার উপরে দায়িত্ব, সেটা-ত অসমীচীন হবে। এটা-ত হওয়া উচিত না। সরকার থেকে আমরা এটা কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষে না। এতে যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে চলার চেষ্টা এটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আমাদের সমাজেরই ক্ষতি হবে। এটা হওয়া উচিত না। কাজেই আমরা যে প্রমোশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশান মানছি, এর জন্য বার বার মামলা হচ্ছে, লক্ষ্য করেছেন যে আমরা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ

করেছি, আপটু সুপ্রীম কোর্ট পর্যান্ত যাচ্ছি। আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর জায়গায় দৃঢ়তা নিয়ে চলার চেষ্টা করছি এবং যেটা বলেছেন এইরকম যাতে না ঘটতে পারে সবাই আমাদের সতর্ক রয়েছে।

শ্রী মানিক দে (মজলিশপুর):- মিঃ স্পীকার স্যার, এই এস. টি; এস, সি বা যে কোন বিষয়ে প্রমোশনের ক্ষেত্রে মামলা থাকতে পারে, তা এই মামলার ক্ষেত্রে কোন ইনজাংকশন ছিল কিনা এবং ইনজাংকশন থাকা অবস্থায় কাউকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে এই রকম কোন ঘটনা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন, আমি একটা জায়গায় বলেছি, এখানে আমার উত্তরে আছে যে, দ্বিতীয় দফায় যখন মামলা হয় গ্রেড টু থেকে গ্রেড ওয়ানে যাওয়ার ক্ষেত্রে মামলাটা হয়েছিল যে, গ্রেড টু থেকে গ্রেড ওয়ানে যেটা এটাকে প্রমোশন ধরা ঠিক হবে না, এটা নরমাল কোর্স। এইভাবে তারা বলেছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটাতো মীমাংসা হয়ে যায়। আমি যেটা বলেছি ১৩ জনের মত তারা ছিল, বোধহয় এর মধ্যে তাদের প্রমোশন হয়ে গেছে। কাজেই মামলাটার আর কোন ভিত্তি থাকছে না। পরবর্তী সময়ে আবার গ্রেড টু থেকে কিছু অফিসার বন্ধুরা মামলা করেছেন, বলেছেন যে, না এটাকে প্রমোশন হিসাবে ট্রিট করা দরকার। এটা যখন কোর্টে এক সদস্যের ব্যাঞ্চে গেছে তখন এখানে হয়তো এই রকম কিছু ইনজাংকশন এর ব্যাপার থাকতে পারে। আমি ঠিক বলতে পারছি না, কারণ এটা সম্পর্কে ডিটেলস এখন আমার কাছে নেই। সেখানে গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে ডাবল ব্যাঞ্চের কাসে গেছে মানে দুই সদস্যের যে বিচারক মণ্ডলী সেটা কোর্টে গেছে এবং তারাই এটার সংশোধন করে একটা নির্দেশ দিয়েছেন এবং কোর্টের বা আইনের সেই নির্দেশ মেনে প্রমোশনের ব্যবস্থা হয়তো হয়েছে। কোর্ট বলেছেন যে "তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি কর"। কাজে তারা যে নির্দেশ দিয়েছেন সেটা মেনেই প্রমোশনের ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস (বামুটিয়া):- স্পীকার স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, টি, সি, এস অফিসারদের সংরক্ষনের কথা বলা হয়েছে, তা সংরক্ষনে কিছু অনিয়ম থাকতে পারে এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কিন্তু এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে জুটমিল এবং টি, আর, টি, সি সার্ভিস আছে তাতে সেই সংরক্ষন ব্যবস্থা চালু আছে কিনা বা না থাকল তার কারণটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- এটাতো আমি সঠিক ভাবে বলতে পারছি না, আপনি যদি আলাদা ভাবে প্রশ্ন করেন তো নিশ্চয়ই আমি তার জবাব দেব।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস :- স্যার, আবার অনেকদিন পর হাউস বসবে। তাই আমার আবেদন এই বিষয়টা সম্পর্কে খবর নিয়ে এর মধ্যেই তার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- নিশ্চয়ই।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস:- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬৭

QUESTIONS AND ANSWERS

শ্রী নারায়ণ রুপিনী(মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, আ্য ডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৬১

-প্রশ্ন-

১) ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট এবং প্লেনটেশন কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন বাগানে কতজন ট্যাপার ও লিভকার্ড হোল্ডার শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন ?

২) উল্লিখিত শ্রমিকদের মধ্যে কতজন মহিলা শ্রমিক রয়েছেনা ?

৩) হাণ্ড্রেড পয়েন্ট রে।ষ্টার প্রথা অনুসারে কতজন করে এস. টি এবং এস. সি শ্রমিক রয়েছেন ?

৪) এই সমস্ত শ্রমিকদের কাজের সুবিধার্থে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলাপমেন্ট এবং প্ল্যানটেশন কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন বাগানে ট্যাপিং-প্রসেসিং ও অন্যান্য কাজের জন্য মোট ১৭২২ জন লিভ কার্ড হোল্ডার শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়া শুধুমাত্র ট্যাপিং-এর কাজে লিভ কার্ড হোল্ডার শ্রমিক ব্যতীত আরও ২৭ জন অস্থায়ী শ্রমিক কর্মরত আছেন।

২) ১ নং প্রশ্নে উল্লিখিত ১৭২২ জন লিভ কার্ড হোল্ডার শ্রমিকদের মধ্যে ১২২ জন মহিলা শ্রমিক।

(৩) ৭৯৯ জন এস. টি. সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ২৯৬ জন এস. সি. সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক রয়েছে।

১নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত ২৭ জন অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে ১৭ জন এস. টি. সম্প্রদায় ভুক্ত এবং ১০ জন এস. সি. সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিক রয়েছেন। তাদের মধ্যে কোন মহিলা শ্রমিক নেই।

এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য ১০০ শতাংশ রোস্টার প্রথা মানা হয় না। শ্রমিকদের যে সকল সুবিধাদি দেওয়া হয় সেগুলি হচ্ছে: প্রতি ২০ দিন কাজের জন্য ১ দিনের সবেতন ছুটি তারা পায়। ১ বছর কাজের জন্য ১৪ দিনে দৈনিক তিন চতুর্থাংশ মজুরীতে তারা লিভ পায়। শ্রমিকদের ৮.৩৩ পার্সেন্ট হাতে বোনাস দেওয়া হয়। প্রতি দুই বছরে একবার শীতের পোযাক দেওয়া হয়। প্রতি বছরই হান্টিং সু (কেবলমাত্র টেপারদের জন্য) দেওয়া হয়। প্রতি বছরে শ্রমিকরা জাতীয় ছুটি দিনগুলি উপভোগ করেন। কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হলে তাদের অসুখের ব্যবস্থা করা হয় এবং সরকারী হাসপাতালে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার. এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মহিলা এবং এস, সি. এবং এস, টি শ্রমিকদের যে হিসেব দিয়েছেন তা ঠিক হয়নি। কারন এস. সি, শতকরা কত জন সেটা বলা হয় নি। আর মহিলা শ্রমিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তাদের সংখ্যা শুধু ১২২ জন। কিন্তু আমি তার পার্সেন্টেজ হিসেবে চেয়েছিলাম-সেটা পাইনি। যাইহোক-এইগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন। আর এখানে বোনাসের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শ্রমিকদের ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হচ্ছে। এটাকে আর বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের ফলে শ্রমিকরা বাগানে কাজ করতে যেতে পারছেন না। এ অবস্থায় অনেক বাগান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং অনেক বাগান বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া কোন কোন শ্রমিককে বসিয়ে রেখে বেতন দেওয়া হচ্ছে- আবার কিছু শ্রমিককে ছাঁটাই করা হচ্ছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, মহিলাদের জন্য কোন রিজার্ভেশন নেই। এখানে যতসংখ্যক কর্মচারী বা শ্রমিক রয়েছে তাদের সংখ্যা উল্লেখ করেছি। আর বর্তমানে যে ৮,৩৩ পার্সেন্ট বোনাস দেওয়া হচ্ছে সেটা বাড়ানোর জন্য নিশ্চয়ই আমাদের উদ্যোগ থাকবে। তবে এখন বাড়াতে পারছি না। তাছাড়া মাননীয় সদস্য বলেছেন যে, অনেক কর্মচারী বসে বসে বেতন পাচ্ছেন-এই ধরনের কোন খবর আমার কাছে নেই। তবে টাকার অভাবে কিছু বাগানের কাজ আমরা করতে পারছিনা-এটা ঠিক।

আর উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপের জন্য শ্রমিকরা বাগানে কাজ করতে পারছেন না এটাও ঠিক।

শ্রী দীপক কুমার রায় (বড়জলা):- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ১৭শত ২২ জন শ্রমিক এখানে কাজ করছেন। তারমধ্যে ২৭ জন স্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন। বাকি শ্রমিকরা সেখানে কত দিন ধরে কাজ করছেন এবং তাদেরকে স্থায়ী করা হয়েছে কিনা, না করে থাকলে তার কারণ কি ? কত বছর ধরে বাকি শ্রমিকরা কাজ করছেন ?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী):- স্যার, যেসমস্ত শ্রমিকরা এখানে কাজ করছেন তাদের মধ্য থেকে সিনিয়রিটি হিসাবে স্থায়ী করা হয় সেইভাবে পদ্ধতি আছে।

শ্রী দীপক কুমার রায়:- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কত দিন কাজ করলে পরে একজন শ্রমিককে স্থায়ীকরণ করা হয় ? যদি এই আইনে পরে থাকে তাহলে কেন তাদের স্থায়ীকরণ করা হল না ?

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :- এখানে পদ্ধতিগতভাবে ২৭৭ দিন কাজ করতে হয়। তারমধ্যে সিনিয়র হিসাবে বিশেষভাবে যারা পড়েন, যারা ২৭৭দিন কাজ করতে পারবে বিশেষ করে যারা পুরা না তারা সুযোগ পায় পাবেন।

শ্রী দীপক কুমার রায়:- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দীর্ঘদিন কাজ করার পরে।

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য আপনি বসুন, প্লিজ বসুন।

শ্রী মানিক দে:- স্যার, ...

মিঃ স্পীকার :- না না প্লিজ বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী দীপক কুমার রায়:- সাপ্লিমেন্টারী স্যার শ্রমিকরা কতদিন ধরে কাজ করলে এবং ২৭৭ দিনের উর্দ্ধে হলে এখন পর্যন্ত কেন তাদেরকে স্থায়ীকরণ করা হয়নি ? বামফ্রন্ট সরকারের নিয়মে রয়েছে

শ্রমিক দরদী সরকার। এই বছর পরের বছর কাজ করার পরও তাদেরকে স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে না কেন?

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নের উত্তর পান নি সেটা বলুন।

শ্রী নারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী):- পদ্ধতিগত ভাবে ২৭৭ দিন কাজ করা হলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

শ্রী দীপক কুমার রায়:- স্যার, শ্রমিকরা কতদিন কাজ করছে তার হিসাব?

শ্রী নারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী):- কেউ ২৭৭ দিন কাজ করছে কেউ কম করছে এবং সেটা সাঠকভাবে এখন বলা সম্ভব হচ্ছে না।

শ্রী দীপক কুমার রায়:- ১২ বছর ধরে কাজ করছে তারপরও হচ্ছে না।

শ্রী নারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী):- শুনুন ২৭৭ দিন কাজ করলে পারমানেন্ট লেবার করা হয়। কিন্তু বছরের পরে হিসাব করলে দেখা যায় কেউ পুরো সময় কাজ করতে পারছে না। এইজন্য অনেক সময় বাদ যায়।

শ্রী মানিক দে (মজলিশপুর):- সাপ্লিমেন্টারী স্যার এই প্লেনটেশন কর্পোরেশনের আওতাধীন অনেকগুলো রাবার বাগান আছে। এই রাবার বাগানে কর্মরত যেসমস্ত শ্রমিক কর্মচারী আছেন আমরা সময় সময় দেখতে পারছি তারা নিয়মিত বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা প্রতিবন্ধকতার স্বষ্টি হচ্ছে। তার অন্যতম কারন যেসমস্ত রাবার এখানে প্রোডাকশন হচ্ছে সেই রাবার গুদামজাত হয়েছে তার পরিমাণ কত এবং শ্রমিক কর্মচারীরা বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে পাচ্ছে না তার অন্যতম কারন হিসাবে কর্পোরেশন থেকে আমরা সময় সময় জানতে পারছি প্লোলটিনেশন্যাল ক্যাপিটেল এবং উদারীকরণের ফলশ্রুতিতে একটা বিশাল অংকের রাবার যেগুলি সিনথেটিক রাবার মালয়েশিয়া থেকে আমাদের ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে রাবার জাত শিল্প গড়ে উঠার যে সম্ভাবনা ছিল সেগুলি এখন গুদামজাত হয়ে পরে আছে। তার অন্যতম কারণ কম্পিটিশনে গিয়ে ভারতের যে রাবারগুলি টিকতে পারছে না। এবং এতে রাবারের যে দামটা পড়ে গেছে ফলে শ্রমিকদের যে কাজের সম্ভাবনা সেটি কমে গেছে। এই সম্পর্কে কেন্দ্র সরকারের কাছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ জানানো হয়েছে কিনার এবং এখানে যে সমস্ত রাবারগুলি গুদামজাত হয়ে গেছে তারজন্য কর্পোরেশনে যে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে এবং কর্মচারীদের বেতন সময় মত দেওয়া যাচ্ছে না সেই ব্যাপারে সরকার কি চিন্তা ভাবনা করছেন?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মাননীয় সদস্যের সাপ্লিমেন্টারীগুলি প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকাতে উত্তর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা।

শ্রী অনিল চাকমা (পেচারথল):- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার-৬২।

শ্রী অনন্ত পাল (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার-৬২।

১ নং প্রশ্নঃ- ১৯৯৮-৯৯ সালে রাজ্যে নূতন করে সাব ব্লক স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তরঃ- ১৯৯৮-৯৯ সালে সাব-ব্লক স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

২নং প্রশ্নঃ- থাকলে কোন মহকুমায় এইগুলি করা হবে ?

উত্তরঃ- প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অনিল চাকমাঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে ব্লক সাব-ব্লক করা হয়েছে। জম্পুই হিলেও করা হয়েছে। রাজ্যের সার্বিক স্বার্থে এইগুলি করা হয়েছে। এখানে এই কথা বলতে হয় যে আমার পেচারথল ব্লকে কোন জায়গা থেকে ৩৯ কি, মি, পায়ে হেটে বা গাড়ীতে করে আসতে হয়। আর সেখানে যদি বি, এ, সি মিটিং এ গাড়ী দিয়ে যেতে হলে খুব তাড়াতাড়ি ছাড়তে হয়। যারা দূর দুরান্ত থেকে এসেছে তাদের কথা চিন্তা করে সাব ব্লক করার জন্য কারন দেরী হলে গাড়ী পাওয়া যাবে না। কাজেই সেখানে দামছড়া কে নিয়ে সেখানে দামছড়াতে একটি সাব ব্লক করবেন কিনা, এই বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রী অনন্ত পাল (মন্ত্রী)ঃ- আমাদের রাজ্য যে ব্লকগুলি আছে সেগুলি ছাড়াও আরও ব্লকের দরকার আছে সেইগুলি প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তী সময় করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তখনই এই বিষয়গুলি দেখা হবে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা (ছামনু)ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অনিল চাকমার প্রশ্নের সাব-ব্লক খোলার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বলছি- খেদাছড়া দূর্গম এলাকা সেখানে অবশ্যই পাশাপাশি মুঙ্গিয়াবাড়ী আঠার মাইল একেবারে আমবাসা লাগাপর্যান্ত এটা তেলিয়ামুড়া ব্লকের আণ্ডারে। তাদের আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। তেমনি শিলাছড়ি সাব্রুম এখন করবুক আলাদা হয়েছে। শিলাছড়ি যদি আলাদা করা যায় সাব্রুম থেকে শিলাছড়ি সাব্রুম যাওয়ার কোন ডাইরেক্ট রাস্তা নেই। সুতরাং সেটা আলাদা করা দরকার। আর বিশেষ করে আঠারমুড়াতে একটা ব্লক দরকার। আমরা দেখেছি যে, মনিপুরে বড় বড় পাহাড়ের উপরে ব্লক আছে। এই বিষয়টা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী অনন্ত পাল (মন্ত্রী)ঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে যে বিষয়টা এখানে তুলেছেন, আমরা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বিষয়টা গুরুত্ব দিচ্ছি এবং আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি যে কোথাও তা বাড়ানো যায় কিনা।

শ্রী সমীর দেব সরকার (গোয়াই)ঃ- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৯৮-৯৮ ইং সনে সাব ব্লক করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারছেন না। কিন্তু প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে রাজ্যে আরো কিছু ব্লক বাড়ানো হবে, এই ধরনের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে কিনা, বা নেওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

QUESTIONS AND ANSWERS

মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশাসনকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডিসেন্টালাইজেশান দরকার। এই প্রশ্নে ব্লক প্রশাসনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সেই দিক থেকে ডিসেন্টালাইজেশান একটা স্টেজ পর্য্যন্ত হয়েছে এবং এখানে যে প্রশ্নগুলি উৎথাপিত হয়েছে এই সবগুলি বিবেচনার মধ্যে রেখে, আমাদের রাজ্যে সমতলে এমন কিছু বড় বড় ব্লক আছে যা সংখ্যার দিক থেকে বিরাট সংখ্যা এবং এই সবটাকে ম্যানেজ করাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ী এলাকায় যেমন যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সমস্যা আছে তেমনি সমতলে কন্‌সুলেটেড করে পরিচালনার ক্ষেত্রে কতগুলি সমস্যা তৈরী হচ্ছে। এই সমস্তগুলির বিবেচনার মধ্য রেখে আগামীদিনে আমরা কি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় এই সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে ভাবনা চিন্তা করছি এবং এই বিষয়ে ভবিষ্যতে আমরা একটা সঠিক বাস্তব সিদ্ধান্তে পেঁছিতে পারব এটা আমি হাউজে বলতে পারছি।

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়।

শ্রী জওহর সাহা:- মিঃ স্পীকার স্যার আমার কোশ্চেন নাম্বার ৯৭।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী).- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার ৯৭।

প্রশ্ন নং ১- রাজ্য সরকারের অধীনে বেকারদের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ধরণের নিয়োগনীতি আছে কি ?

উত্তর :- বেকারদের রাজ্য সরকারের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নিয়োগ নীতি বহাল আছে যা ৩১শে মে ১৯৯৫ ইং তারিখ হইতে চালু আছে।

প্রশ্ন নং ২ যদি থাকে তা কি কি ধরণের ;

উত্তর:- সেই নিয়োগনীতি অনুযায়ী চাকুরীর উর্দ্ধ বয়স সীমা সাধারণ শ্রেনীভুক্তদের ক্ষেত্রে ৩৭ বৎসর এবং তফসিলী জাতি, উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪২ বৎসর করা হয়েছে। এতে তফসিলী উপজাতি, তফসিলী জাতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য সংরক্ষণের সুযোগ আছে। তাছাড়া চাকুরীরত অবস্থায় মৃতদের পরিবারের সদস্যদের চাকুরীদান নিয়োগের ক্ষেত্রে অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীলদের, ছাঁটাই কর্মচারীদের, অনাথ হোম বা পি, এন, হোম-এর বাসিন্দাদের সুযোগ প্রদান এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেকারদের অগ্রাধিকার প্রদানের সংস্থান রয়েছে। এই নিয়োগনীতিতে ৭০ শতাংশ সিনিয়রিটি (বরিষ্ঠতা) ভিত্তিতে এবং ৩০ শতাংশ অভাব গ্রস্ত-তার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রশ্ন ৩ না থাকলে কিসের ভিত্তিতে নূতন নিযুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে ?

উত্তর:- প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী জওহর সাহা:- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে চাকুরীর জন্য নিয়োগ নীতি ১৯৯৫ থেকে একটা নেওয়া হয়েছে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা দুর্বল তাদের জন্য থার্টি পারসেন্ট কোটা রাখা হয়েছে। যেখানে সরকার থেকে বার বার বলা হচ্ছে, দারিদ্র্য সীমার

নীচে ৭৪ শতাংশের অধিক লোক বাস করছেন সেখানে এই সংখ্যা কি তাদের আরো সংকোচিত করছে না? বামফ্রন্ট সরকারের একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, যেসব পরিবারে কেহ সরকারী চাকুরী করে না সেইসব পরিবারে একটি করে সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্বেও সেইসব পরিবারে চাকুরী দেওয়া হচ্ছে কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী :- মাননীয় সদস্য যে বিষয় সম্পর্কে পরিস্কার হতে চেয়েছেন সেজন্য প্রথমেই বলে নিতে চাই আমাদের এই রাজ্যে চাকুরীর জন্য কোন নিয়ম নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ এখানে চাকুরী সীমিত। অর্থাৎ ১টি রুটি ১০০ জনের মধ্যে ভাগ করে দিলে কারোরই পেট ভরবে না। ঠিক তেমনি প্রবলেমটা আমাদের এই জায়গায়। আমাদের রাজ্যে প্রতি ১৯ জনে একজন করে কর্মচারী আছেন। যা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে মেলে না। ফিনান্স কমিশনের সঙ্গে আলোচনার সময় তারা বলেছেন, "তোমাদের রাজ্যে এত কর্মচারী হলে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তোমরা কিভাবে উন্নতি করবে? এত কর্মচারী হলে তো তোমাদের অ্যাকসপেণ্ডিচার বেড়ে যাবে"। যেমন ধরুন, টিচার্স নিয়োগও আমাদের অন্যান্যদের সঙ্গে মেলে না। তার মধ্যে যোগ হয়েছে সাবজেকট টীচার দিতে হচ্ছে। সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে রেসিও হচ্ছে ২০ : ১। আমাদের সময়ে ক্লাস টেন পর্যন্ত একজন টীচার সব সাবজেকট পড়াতেন। এখন সাবজেকট টীচাররা অন্য কিছু পড়াতে চান না। আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। বলেছি, যিনি সংস্কৃত টীচার তিনি কি ভূগোল পড়াতে পারবেন না। ১০ পর্য্যন্ত সাবজেকট টীচার থাকার কি মানে আছে? পরে তো ইলেভেন টুয়েলভ কলেজ আছে উপরের ক্লাসে তো সাবজেকট টীচার আছেই। এই সব বেসিক প্রবলেম আমাদের রয়ে গেছে। ন্যাশনেল রেসিও আমরা মেনটেইন করতে পারছি না। আর মাননীয় সদস্য দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন দারিদ্র সীমার নীচে যারা আছে, এবং যেসব পরিবারে সরকারী চাকুরী নেই সেইসব পরিবারে চাকুরী দেওয়ার জন্য। আমাদের ইচ্ছা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই আছে। নিজেদের জন্য থার্টি পারসেন্ট আমাদের কোটা আছে। হয়ত কোন অফিসে ১০ জন নেওয়া হবে। তাহলে নীতি হিসাবে ৩ জন। হয়ত ১০০ জনই পড়ল আমাদের নীতি। সেক্ষেত্রে আমাদের বাছাই করতে হয় এবং ৯৭ জনই বাদ পড়ে যান। এই ৯৭ জনও কিন্তু দারিদ্র সীমার নীচে আছেন ওরা আমার কাছে আসেন। মুখ্য মন্ত্রী হবার আগেও আসতেন। তাদেরকে আমাদের বিষয়টি বুঝাতে হয়েছে। কি কারণে তারা বাদ পড়ছেন। তাদেরকে বুঝাতে হচ্ছে, আমাদের পলিসি মেনে চলতে হচ্ছে। এই পলিসি বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কাজ হচ্ছে না।

শ্রী জওহর সাহা :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় রাজ্যের এই পরিস্থিতির কথা এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সীমিত অবস্থার কথা জানিয়েছেন। এটা বাস্তব হলেও এই রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের মাথায় বজ্রাঘাতের সামিল। এটা সত্য কথা যে, এই রাজ্যে শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে উঠে নি। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের সংখ্যা অনেক বেশী এবং তার জন্য সরকার এখানে বি. পি. এল প্রথা চালু করেছেন। এই বি. পি. এল. দের

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হয় কিন্তু সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেবার কোন সুযোগ আছে কিনা? দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান আর্থিক বছরে সরকারী চাকুরীতে কতজনকে নিয়োগ করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের আগেও বি, পি, এলদের সম্পর্কে প্রশ্নে বলেছিলেন যে বাড়ীতে একজনও চাকুরী করে না অথচ উপার্জন করার ক্ষমতা সম্পন্ন লোক আছে তাদের পরিবারে একটা চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা? এ ব্যাপারে আমি যাতে চাই যে রিক্সা শ্রমিক অনেক কস্ট করে একটা ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন বা অন্যের বাড়ীতে থালা বাসন মেজে বিধবা মা ছেলেকে লেখা পড়া শিখিয়েছেন। তাদেরকে চাকুরী দিতে পারলে আমরা-আপনারা সবাই খুশী হব। সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু দেওয়া যাচ্ছে না। তবে চাকুরী দেবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকছে। তবে ঐ গ্যারান্টিতো দেওয়া যাবে না যে সবাইকেই চাকুরী দেওয়া যাবে। আমি আগেই বলেছি যে, আমাদের সোর্স লিমিটেড। দ্বিতীয়তঃ, এই বছর আমরা কতজনকে চাকুরী দিতে পারব এই ধরণের কোন সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি নি। নরম্যালী একটা ভেকেন্সী হলে যোগ্যতার নীরিখে সেই সমস্ত পদগুলি ফিল আপ করা হয়। এটা হিসাব করে এখনই বলে দিতে পারছি না যে চলতি আর্থিক বছরে আমরা কতজনকে নেব।

শ্রী বিল্লাল মিঞা (বকসনগর):- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চাকুরীরত অবস্থায় মারা গেলে পর সরকার চাকুরী দেবার ব্যাপারে নীতি ঘোষণা করেছেন। সেই নীতিতে আমি এখানে সাপ্লিমেন্টারী করতে চাই কত জন চাকুরীরত অবস্থায় মারা যাওয়ার পর তাদের পরিবারে এখনও চাকুরী হয় নি? দ্বিতীয়তঃ, যারা চাকুরী পেয়েছে-ডাই ইন হারনেস এ তারা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে কনসিডার করা হয়েছে কিনা? আমার জ নামতে তিনটা অফার অব এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে এম. এ, বি. এ এল ডি ডিগ্রী হোল-ডারদেরকে ক্লার্কের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, এম, এ পাসকে এল, ডি ক্লার্কের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আরেক জন এম এ পাস তাকে পি ডাবলিউ ডি তে এল, ডি ক্লার্কের চাকুরী দেওয়া হয়েছে। এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট দুই জন এবং পি. ডাবলিউ, ডি তে দুইজনকে চাকুরী দেও হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে তাদের স্কেল দেওয়া হবে কিনা এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ মন্ত্রী মহোদয় সুস্পষ্ট আশ্বাস দেবেন কিনা জানাবেন কি? প্রয়োজনে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের নিকট কপি দিতে পারি।

শ্রী মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী):- স্যার মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন ডাই-ইন-হারনেস অর্থাৎ কর্মরত অবস্থায় যদি মারা যায় তাদের পরিবারে দেবার জন্য। এখানে ক্যাটাগোরীক্যালী বলা আছে-এমপ্লয়-মেন্ট টু ডিপেনডেন্ট অব পারসনস হু ডাই ইন হারনেস। কোন কর্মচারী মারা যাওয়ার পর যদি দেখা যায় যে ঐ পরিবারে সরকারী বা আধা সরকারী দপ্তরে কেউ চাকুরী করেন না তাহলে ঐ পরিবারে একটা চাকুরী দেবার বিষয়টি বিবেচনায় আসে। এমন না যে মারা গেলে পরেই ঐ পরিবারে চাকুরী দিতে হবে। এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এবং এটা নিয়োগ নীতির মধ্যেও নেই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, চাকুরী

দেবার ক্ষেত্রে বন্ধুটি যে দপ্তরে চাকুরী করতেন সেই দপ্তরে তার পরিবারের আর কোন উপার্জন করার লোক না থাকেন তার পরিবারের কাউকে চাকুরী দেবার ব্যবস্থা আছে। তখন যিনি সেই পোষ্টে চাকুরী করতেন তার পরিবার থেকে মনে করুন আর কেউ চাকুরী করেন না চাকুরী পাবেন যোগ্যতা সম্পন্ন যে লোকটি আছেন সেই পদের জন্য তিনি যোগ্য নন হয়তো যিনি মারা গেলেন তিনি প্রমোশন নিয়ে সেই একটা জায়গায় গেছেন। ফলে সেই জায়গায় তাকে তো বসান যাবে না। উনার যে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ডিপার্টমেন্টের যে পোষ্ট এভেল্যাবল আছে তার উপর মিলিয়ে চাকুরী দেওয়ার প্রশ্ন আসে। এখানে যে কথাগুলি মাননীয় সদস্য বলেছেন সেগুলি সঠিক কারণ অনেক এম. এ, পাশ এসে বলেছেন ' আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরী দিন "। আমি একটা ঘটনার কথা বলছি তারা এক সময় অফিসার ছিলেন ভদ্রলোকের নামটা আমার মনে নেই। তাই বলতে পারছি না, উনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন এবং তাদের ছেলে বি. এস সি পাশের সার্টিফিকেট আছে। কিন্তু তারা বলছেন "আমাদের ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল পাশ করতে পারে নি" কিন্তু কেসটা পারসনালি আমার জানা আছে। তাই আমি তখন সেই ছেলের মা এবং বাবাকে বলেছি দেখুন আমি আপনার সমস্যাটা বুঝতে পারছি। কিন্তু সত্য চাপা দেওয়া তো ঠিক হবে না। কারণ এখন ধরুন আপনাদের ছেলে বা মেয়ে যদি এটা চেপে রেখে যদি কোন একটা চাকুরী পেয়ে যায় তারপর যদি বলে আমি বি. এস. সি পাশ তাহলে তো বেকায়দায় পড়ে যাবে. এটা ঠিক হবে না। আপনাদের প্রতি পুরো সহানুভূতি আছে এবং চাকুরী সবাইকে দিতে না পারলেও চেষ্টা চালিয়ে যাক আপনাদের ছেলে. বিভিন্ন লোন নিয়ে কিছু করা যায় কিনা প্রাইমমিনিষ্টার রোজগার যোজনায় দেখুন না চেষ্টা করে আমরা সাহার্য করতে পারি কিনা দেখব। এই কেসগুলি আমরাও জানি। কাজেই এখানে তারা যখনই চাকুরীতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু উনারা জেনে শুনেই গেছেন এবং উনাদের যোগ্যতা চেপে রেখে ঐ চাকুরীটা পাওয়ার প্রশ্নে যদি বলে থাকেন আমার এই যোগ্যতা তাহলে আর এক জিনিষ। আর যদি এটা জেনেও গ্রহণ করে থাকেন যে আমার যোগ্যতা যা-ই থাকুক এখন যে-হেতু ''এটা পাচ্ছি আমাকে এটাই দিয়ে দিন" তাহলে প্রশ্নটা আলাদা।

শ্রী বিল্লাল মিঞা:- সাপ্লিমেন্টারী স্যার,

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রী বিল্লাল মিঞা:- আমার উত্তরটা ক্লিয়ার হয় নি স্যার।

মিঃ স্পীকার:- কি ক্লিয়ার হয় নি বলুন।

শ্রী বিল্লাল মিঞা:- সাপ্লিমেন্টারী স্যার. ডাই-ইন-হারনেস কোন পরিবারের চাকুরী হওয়ার থাকলে চাকুরী পাওয়া যায়, এটা আমরা জানি। আমার প্রশ্ন ছিল কতজন আছে যারা মারা যাওয়ার পর যাদের পরিবারের কেউ চাকরী করেন না এবং যারা দুমুঠো ভাত খেতে পারেননা এমন বহু পরিবার আছে তাদের সংখ্যা কত? এটা হচ্ছে আমার ১ নং প্রশ্ন।

আবার ২ নং প্রশ্ন হচ্ছে যে চাকুরীগুলি হয়েছে যেমন এমন একজনের চাককী হয়েছে সে এম,এ

পাশ তার বাবা ছিলেন হেড মাষ্টার, সেখানে পোষ্ট আছে। কিন্তু সে জায়গায় তার ছেলেকে এম, এ পাশ হওয়া সত্ত্বেও তাকে এল, ডি, কেরানীর চাকুরী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার আগে তাকে কোন চিঠি দিয়ে বলা হয় নি। যে সমস্ত সার্টিফিকেট প্রডিউস্ করার পরও তাকে বলা হয় নি যে, তুমি এই চাকুরী নেবে কিনা? তাকে ডাইরেকটলি এল, ডি, কেরানীর এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে সে না খেতে পেয়ে বাধ্য হয়ে চাকুরীটা নিয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে এই ক্ষেত্রে এগুলিকে কনসিডার করা হবে কিনা এটা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে স্পেসিফিক ভাবে জানতে চাই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- প্রথম প্রশ্ন যেটা মাননীয় সদস্য করেছেন এটা ঠিকই আমি এটা মিস করেছি। ডাই-ইন-হারনেসে যারা চাকুরী পেতে পারে সেই ক্রাইটেরিয়াতে তারা কত জন পায়নি এটা তো মাননীয় সদস্য আমি এখন দিতে পারব না। কারণ এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। তবে আমি এটা বলতে পারি থার্ড লেফট্ গভর্ণমেন্টের সময় থেকে একটা স্পেসিফিক সিদ্ধান্ত এবং উদ্যোগ ছিল। এগুলি কোন দপ্তরে কতগুলি জমা ছিল বিশেষ করে দেখা গিয়েছিল পি, ডবলিউ, ডি এবং এডুকেশান দপ্তরে এই কেইসগুলি সবচেয়ে বেশী ছিল এবং সেখানে পর্য্যায়ক্রমে তাদের নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটা কমিয়ে আনা হয়েছে কিন্তু এখনও সব দপ্তরে সবগুলি ক্লিয়ার হয় নি তারপর এখন নূতন নূতন আরও কিছু কেস যুক্ত হয়েছে। আমাদের একটা নির্দেশ আছে সরকারের এই কেসগুলি যত দ্রুত সম্ভব ক্লিয়ার করার চেষ্টা করুন। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এই রকমও বলেছি যে, যদি কোন পোষ্ট না থাকে তা হলে সুপার নিউমারি পোষ্ট ক্রিয়েট করা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য। পুলিশের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমরা বলেছি এই ক্ষেত্রে দরকার হলে সুপার নিউমারি পোষ্ট ক্রিয়েট করা যায় কিনা সেটা দেখার জন্য। মাননীয় সদস্যের ২নং প্রশ্নের উত্তরে আমি আগেই বলেছি যেমন পোষ্ট আছে তার যোগ্যতার সঙ্গে মিলছে না তিনি যদি গ্রহণ করেন তাহলে করবেন, যদি গ্রহণ না করেন তার যোগ্যতার সঙ্গে মিলিয়ে যখন সুযোগ আসবে তখন দেখা যাবে।

শ্রী রতন লাল নাথ:- স্যার ৫০ মিনিট হয়েছে, মাত্র ৪টা কোয়েশ্চান উত্তর হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা:- স্যার দুইবারে একইরকম প্রশ্ন হয়েছে। এত বারবার এত সময় নষ্ট করার কোন দরকার ছিলনা। চাকুরী দেওয়া হয় পোস্টের অ্যাগেইনস্টে নট অ্যাগেইনস্ট কোয়ালিফেকেশান।

এই কথা বললেইত শেষ হয়ে যেত। এখানে এম, এ না ভাবল এম, এ, এল, এল, বিই হোক সে যদি কেরানীর চাকুরী চায়, কেরানীই পাবে। আমার সাপ্লিমেন্টারী হল, নিয়োগ নীতি যাই থাকুক না কেন, এখানে উনি বলেছেন আমাদের সরকারের নিয়োগ নীতি আছে। এটা থাকবেই। প্রত্যেকটা সরকারের আছে। নিয়োগ নীতি যাই থাকুক না কেন ওপেন সিমেন্ট হল বিরোধী দলের সমর্থকরা চাকরী পাচ্ছে না। আমি উদাহরণ দিচ্ছি, গতবারে থার্ড লেফ্‌ট ফ্রন্টের আমলে এই সব ফরম বলে একটা হয়েছিল। শুধু মাষ্টার ডিগ্রী ১৬ জন এস, টি অ্যাপ্লিকেশান করেছিল। এর মধ্যে একজন পেয়েছিল। আর বাকী ঐ মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন বাছাই করতে গিয়ে দেখেছে সব যুব-সমিতি, কংগ্রেস। এটার জন্য আমার দুঃখ নেই, এখনও আছে। কাজেই আমার প্রস্তাব হল, আপনাদের সেভ করার জন্য যেসম বেকার শুধু শুধু দিন গুনছে, তারা যাতে স্বয়ং সম্পূর্ন হতে পারে, স্বয়ংসম্পূর্নভাবে কাজে লাগতে পারে সেজন্য এইরকম একটা সিদ্ধান্ত বা নিয়োগনীতি করা যায় কিনা যখন যে দল যে সরকারে থাকবে শুধু তারাই পাবে, অন্যরা পাবে না। এইরকম নিয়োগনীতি তৈরী করলে খুব ভাল হয়।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন কিন্তু আমার অপোজিশান বেনচ থেকে এসেছে। উত্তর দিলে পরে বলবেন সেটিসফাইড হতে পারে নি। কি করব বলেনত। মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু সাহায্য করেছেন তার অভিজ্ঞতা দিয়ে কিভাবে উত্তর দিতে হবে। তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। আর বাদ বাকী যেটা বলেছেন, আমি দুঃখিত আমি শ্যামাবাবুর সংগে একমত হতে পারছিনা।

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সদস্য শ্রী প্রশান্ত দেববর্মা (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক কুমার রায়।

শ্রী দীপক কুমার রায়:- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-১৪১।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং-১৪১।

প্রশ্ন

১। কোলকাতার ত্রিপুরা ভবনের প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে নব নির্মিত বিল্ডিংয়ে চিকিৎসা সহ জরুরী প্রয়োজনে রাজ্যের জনগণের থাকার সুবিধার্থে কতগুলি রুম বরাদ্দ করার ব্যবস্থা আছে,

২। না থাকিলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। চিকিৎসাসহ জরুরী প্রয়োজনে ভ্রমণরত ও জনগণের সুবিধার্থে কলিকাতার প্রিটোরিয়া ষ্ট্রিটস্থিত

নবনির্মিত ত্রিপুরা ভবনে নির্দ্দিষ্ট কোন রুমের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু রুম খালি থাকলে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে থাকার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া প্রিন্স আনোয়ার শাহ এবং সল্টলেইকস্থিত ত্রিপুরা ভবনেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের জবাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন আসে না।

শ্রী দীপককুমার রায়:- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কলিকাতা ত্রিপুরা ভবনে প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে আমরা আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ কিছু অনুরোধে জনগণকে থাকার সুযোগ করে দেওয়া হয় চিকিৎসার সুবিধার্থে' কিন্তু এখানে যা বলা হয়েছে নেই। তাই আমি অনুরোধ রাখতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষের মাধ্যমে এই ২৩টা বা ২৪টি রুম ত্রিপুরা ভবন প্রিটোরিয়া স্টিটে সেখানে বিশেষ মুমূর্ষু রোগী যারা রয়েছে, সল্টলেক থেকে আসার জন্য অনেক সময় লাগে মুমূর্ষু অবস্থায় যেসব রোগীকে রেফার কার হয় এটার জন্য একটা কোটা রিজার্ভেশান করা হোক। এট লিস্ট ৫টি কোটা মুমূর্ষু রোগীদের জন্য রিজার্ভেশান। কারণ কাছাকাছি যেহেতু এস. এস. কে. এম হাসপাতাল ত্রিপুরা ভবনের সেদিক থেকে লক্ষ্য রেখে এটার ব্যবস্থা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী কাছে জানতে চাই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- এটা খুব সঠিক প্রশ্ন করেছে মাননীয় সদস্য। আমি শুধু একটু বলছি। প্রশ্নটা হচ্ছে, ওখানে যেটা দেখা গেছে এন এস যেটা হয়েছে এটা বাদ দিয়ে পুরোনো যে বাড়ীটা ছিল আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর তার সমস্ত ঘরগুলি ঘুরে দেখেছি তাতে দেখা যায় বেইচমেন্টের মধ্যে কিছু কর্মচারী থাকেন ছাদের উপরে শেড করে কিছু কর্মচারী থাকেন। এগুলি খুব বিপদজনক, এরকম করা উচিৎ না, । কিন্তু হয়ে গেছে কি করা যাবে এখন এবং এভাবে যারা আছে তারা সাধারণ নিম্মানের কর্মচারী কিন্তু একটা বাড়ী যেহেতু আছে কাজেই এখানে যার তো কিছু জরুরী ... আছে। এখানে ড্রাইভারকে থাকতে দিতে হবে, যারা বাড়ীটা পরিস্কার করবেন তাদেরকে থাকতে দিতে হবে। প্লামবারকে থাকতে দিতে হবে, কুককে থাকতে দিতে হবে। এই রকম জরুরী প্রয়োজনের সঙ্গে যে কর্মচারী বন্ধুরা যুক্ত তার যদি সেখানে বাড়ী ঘর না থাকে যদি সুযোগ থাকে তো সেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। বাকী যে যেমন চাইবে সবাইকে তো কোয়াটার দেওয়া যাবে না, এটা পাওয়া যায় না। সেখানে আই সি, এ সি টি ডিপার্টমেন্টের জন্য যে জায়গাটা নেওয়া হয়েছিল আমরা সেখানেও এটা মানিনি, ওখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, সেখানে ছয় সাত জনের থাকার ব্যবস্থা করতে পারি এবং সেটা আমরা করেছি। সেখানে নীচ যে দুইটা ভি. আই. পি রুম ছিল সেটাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি, ছেড়ে দিয়ে আই সি সি টির পোরশানটা আমরা নিয়ে নিয়েছি। এটা ইম্পট্যান্ট, কারণ

বাহিরে থেকে লোকজন আসছে। সেখানে আমাদের যে বাঁশবেতের জিনিসপত্র আছে তাতে অনেক লোক যায়, যোগাযোগ করে। ওখানে জাষ্ট শো-রুমের জন্য ছোট একটা রুম রাখা হয়েছে,। রুমটা এত ছোট যে ওখানে বিক্রী করা যায় না এবং বিক্রী করার কোন পারমিশানও নেই। আমরা তার ব্যবস্থা করেছি। আমি এখানে সবটা মিলিয়ে বলছি এখানে বিশেষ করে কিডনির পেশেণ্ট, হার্টের পেশেণ্ট, তারপর এরকম যারা আছেন শিশুদের নিয়ে যাচ্ছেন এস, এস, কে, এম হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর জন্য। এই বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে তার জন্য আপনি যেটা বলছেন আরও কয়েকটা সীট রাখা যায় কিনা তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। তার সঙ্গে আমি আর একটু যোগ করব, সল্ট লেকে যেটা আছে সেখানে আমরা কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছি। ওখানে এতদিন ডাক্তারের কোন ব্যবস্থা ছিল না, আমরা নূতন করে ব্যবস্থা যেটা করেছি তাতে সেখানে গাড়ীর ব্যবস্থা করেছি। এই কিছু দিন আগে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেখানে যে কোন সময়ে যেকেউ অসুস্থ হতে পারেন, এক্ষুণি তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এই কাজের জন্য একটা ভাড়া গাড়ী সেখানে থাকবে, আমরা গাড়ী এপ্রুভ করেছি। রোগীরা আমাদের যা রেট তাই দেবন এবং তাতে বাজার থেকে কম পড়

দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে, একজন ডাক্তার বাবু সেখানে থাকবেন, তার সঙ্গে আমরা কনট্র্যাক্ট নিচ্ছি, তিনি ঐ এলাকারই, তিনি সপ্তাহে দুই দিন কি তিন দিন আসবেন, তার জন্য আমরা সংকার থেক তার সঙ্গে একটা কনট্র্যাক্ট করে নেব। সল্ট লেকে রোগী যারা থাকবেন হাসপাতাল থেকে এসে বা হাসপাতালে যাওয়ার আগে তারা যদি ডাক্তার চানতো এই ডাক্তার বাবু অন্ কল আসবেন এবং তার ভিজিটিং চার্জ যেটা হবে সেটা আমরা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছি।

তৃতীয়তঃ ফোন ব্যবহার করার ব্যাপারে সমস্যা হয়। কারণ সরকারী ফোন ব্যবহার হওয়াতে কিছু মিসইউজ হয়েছ। তাই আমরা আলাদা বোথ সেখানে করে দেওয়ার কথা বলেছি এবং পদ্ধতিগুলি আমরা সেখানে করার চেষ্টা করছি। তারপরও ঘটনা যেটা হচ্ছে, সেটা হল, যেভাবে রোগীরা যাচ্ছেন আমাদের চিকিৎসার সুযোগ বাড়ানো সত্বেও কিছু কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা করে উঠতে পারছি না। ফলে রোগীরা যাচ্ছেন। সব সময় একোমোডেশান করা যাচ্ছে না। কিন্তু প্রিটরিয়াস্ট্রিটেও যাতে রোগীদের থাকার ব্যাপারে আরও সুযোগ বাড়ানো যায় সেই ব্যাপারে আমরা সচেতন।

মিঃ স্পীকারঃ- মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সংকার।

শ্রী সুধীপ রায় বর্মনঃ- স্যার, কালকে থেকে সময়টা আরও একটু কনট্রোল করে নেবেন। না হলে বেশী প্রশ্ন উঠানো যায় না।

মিঃ স্পীকারঃ- এটা আপনারা চিন্তা ভাবনা করে নেবেন, তাছাড়া কি কনট্রোল করব, আপনারাই

তো আউট অফ্ কনট্রোল, আমি কি করে কনট্রোল করব ? আমি আপনাদের দলনেতার কাছে বলছি আপনি কনট্রোলের ব্যবস্থা করে দিন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণঃ- স্যার, একটা সিদ্ধান্ত করা উচিৎ যে, সাপ্লিমেন্টারী তিনটার বেশী করা যাবে না, নাম্বার ওয়ান। আর সাপ্লিমেন্টারী যারা করবেন তাদের প্রশ্নটা এবং সেই প্রশ্নের উত্তরটা যে মিনিষ্টার দেবেন সেটাও টু দি পয়েন্ট দেবেন, এই হলো নাম্বার টু।

মিঃ স্পীকারঃ- হ্যাঁ, এটাই হওয়া উচিৎ, আমিতো বার বার বলছি।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- স্যার, এই ব্যাপারে আমি মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যদের সঙ্গে একমত যে সাপ্লিমেন্টারী একটা নয় অন্ততঃ তিনটা হওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকারঃ- প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্র এবং তারকা বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE "A" "B"

মিঃ স্পীকারঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড।

MATTER RAISED BY MEMBER

শ্রী জওহর সাহাঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, জিরো আওয়ারে আমি একটা বিষয় জানতে চাই। সেটা হলো আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের বিরোদ্ধে একটা স্পেসিফিক মার্ডার কেস-এর জন্য চার্জশীট দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি এখনো তার অফিস হোল্ড করছেন এটা একটা বিরাট প্রভাব ফেলবে। কারণ "মানুষ" পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে যে- আমি এই প্রশ্নোটা উঠানোর পর সরকার নাকি কেসটা উইদড্র করে নিতে চাইছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্পেসিফিক বক্তব্য চাইছি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রতনলাল নাথঃ- স্যার, মাননীয় সদস্য এই বিষয়টি উত্থাপন করার পর এই কেইসটিকে নাকি উইদড্র করার জন্য সরকার চাইছেন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট থেকে আমরা পরিস্কার ভাবে জানতে চাই এটা ঠিক কি না ? এই মামলা প্রত্যাহার করা হবে কি হবে না তার স্পষ্ট উত্তর জানতে চাই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরণের কোন উদ্যোগ সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই ।

আর মামলা প্রত্যাহার করা হবে কি হবে না তারজন্য ল-ডিপার্টমেন্ট রয়েছে 'ল' সেক্রেটারী আছেন, ও অ্যাড্‌ভোকেট্‌ জেনারেল আছেন তারা সিদ্ধান্ত নেন । আর আমরা মামলা যে প্রত্যাহার করিনা তা নয় । কিন্তু এই মামলাটির ব্যাপারে প্রত্যাহার করা হবে কি না সে সম্পর্কে কোন তথ্য আমার কাছে নেই ।

মিঃ স্পীকার:- আমি মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই যে আমাদের এখানে জিরো আওয়ার বলে কিছুই নেই । তার পরিবর্তে এখানে রেফারেন্স পিরিয়ড্‌ রয়েছে । এবং এই রেফারেন্স পিরিয়ডে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে হলে আগে সে সম্পর্কে নোটিশ দিতে হয় । তার কতগুলি রুলস্‌ রয়েছে প্রসিডিউস রয়েছে সেগুলি আপনাদের মানতে হবে । জিরো আওয়ার বলে আমাদের এখানে কোন আওয়ার নেই ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার:- কোন মুশকিলের প্রশ্ন না, আপনার হাতিয়ার এটা আমার হাতিয়ার এটা । আমি এখানে ব্যাক্তি হিসাবে ব্যাক্তিগত কিছু জাহির করছি না ।

শ্রী জওহর সাহা :- স্যার, একটা ভাইটাল প্রশ্ন ছিল ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার:- মাননীয় সমীর বাবুকে বলছি, আপনি বলুন, এটা হয় নাতো, আপনি বলুন এটা হতে পারে কি না ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণঃ- স্যার, আমার মনে হয় আমাদের গোড়াতে গলদ । আমি যতটুকু জানি কেস উইথড্র করতে গেলে এখানে আমাদের সচীব মহোদয়ও আছেন ইট ইজ নট এটঅল নীডেড টু টেক ইউর অপনিয়ন অব্‌ দি এডভোকেট জেনারেল অর দিল ডিপার্টমেন্ট নট এ্যাট অল নীডেড এ্যাকরডিং টু দিপ্রোসিডিউর কোর্ট । মাননীয় সদস্য প্রশ্নটা করেছেন যে, হি ওয়ানটেড টু স্টেটমেন্ট হোয়েদার অন দি সাবজেকট । এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে, এ্যাডভোকেট জেনারেল আছে, ল ডিপার্টমেন্ট আছে একরডিং টু প্রোসিডিউর কোর্ট দি অপিনিয়ন অব দি এ্যাডভোকেট জেনারেল ইট নট এ্যাট অল ভাট, স্টেটমেন্ট অন দিস ইস্যু হোয়দার দি পাবলিক প্রোসিকিউটার

ইজ উইথড্রন দি কেইস অর নট এই ব্যাপারে স্টেটমেন্ট চেয়েছেন। উনি দিলে দেবেন না দিলে নেই। উনি বলেছেন আমি দেব না। কিন্তু ব্যাপারটা উভয় তরফ থেকে মিস আণ্ডার স্টেণ্ডিং ক্রিয়েট হয়েছেন। এ্যাডভোকেট জেনারেল ল সেক্রেটারীর কোন দরকার নেই। এ, পি, পি এণ্ড পি, পি, অব দি গভর্ণমেণ্ট এ্যাডভোকেট সাফিসিয়েন উইথড্রন এ পার্টিকুলার কেস ফ্রম দি রেসপেকটিভ কোর্ট অব্ দি জুরিডিকশান। দ্যাট ইজ দ্যাল। এখন মুখ্যমন্ত্রী স্টেটমেন্ট দিয়ে জানাবেন যে ইয়েস, পি, পি, এস, উইথড্রন হেজ নট। পি, পি, এস, হেজ নট উইথড্রন। এইটুকুই এর বেশী কিছু না। এখানে মাননীয় সদস্য এটা জানার জন্য এই প্রশ্ন তুলেছেন। কা.জই এটা মুখ্যমন্ত্রী যদি জেনে থাকেন বলবেন যে।

মিঃ স্পীকারঃ- বলেছেনতো জানা নেই।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- উক্ত প্রস্তাবে প্রথমে বলেছি যে এই সম্পর্কে আমার জানা নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (অম্পিনগর):- মিঃ স্পীকার স্যার।

মিঃ স্পীকারঃ- শুনুন, নগেন্দ্রবাবু শুনুন, একটু শুনুন। আমাকে একটু বলতে দিন। আমি বিরোধী দলের নেতার কাছে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, আমরা কোয়েশ্চান আওয়ারের পরে যেভাবে বিভিন্ন পয়েন্ট জিরো আওয়ার হিসাবে ব্যবহার করি, এটা আমাদের রুলসে সেটা বলছে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণঃ- দেয়ার ইজ নো জিরো আওয়ার। বাট দি রাইট অব্ দি বাটেড বাই দি প্রো।সিডিউর কোর্ট।

মিঃ স্পীকারঃ- আপনি আনুন অ.পত্তি নেই, আপনার রাইট আছে। কিন্তু ক্রমে আনুন। ঠিক কিনা ? ইট ইজ প্রেসকাইব ইন দি রুল সাঠন কিনা। আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনার আনুন আপনাদের রাইট কার্টেল করার প্রশ্ন নেই। কিন্তু রুলসে যা আছে তা মেনে আনুন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- প্রশ্নটা এই জায়গাতে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:- মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে মার্ডার, এই যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা

পত্রিকায় এমনভাবে এসেছে যে, সেখানে একজন ডেপুটি স্পীকারের নামও রয়ে গেছে। আমরা জানি যখন এই ধরণের কেসে কোন মিনিষ্টার কিংবা ডেপুটি স্পীকার বা স্পীকার যুক্ত হন তখন তদন্তের স্বার্থে, সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থে, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে তাদের পদত্যাগ করার প্রশ্ন আসে। অতএব এই ধরণের কেস বিধানসভায় আলোচনা হবে না এটা তো চিন্তা করা যায় না। পত্রিকায় অলরেডি বেরিয়ে গেছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকারঃ- ঠিক আছে, আমি আপনাদের হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বলব যে, এই বিষয়টা জেনে হাউসকে অবগত করার জন্য।

REFERENCE PERIOD

মি স্পীকারঃ- এখন রেফারেন্স পিরিয়ড, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহার কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশের বিষয়বস্তুটি মাননীয় সদস্যকে উল্লেখ করার জন্য বলছি।

শ্রী জওহর সাহাঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয় বস্তুটি হচ্ছে "গত ২৬শে আগস্ট, ১৯৯৮ইং, স্যন্দন পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত " উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের ধর্মঘট ১৫ দিন অতি-ক্রান্ত, সরকার ছাত্র-ছাত্রী যেন ভাবলেশহীন" এই সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকারঃ- আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য। আজ যদি না পারেন তাহলে তারিখ এবং সময় জানাতে পারেন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই ব্যাপারে আগামী ৩১শে আগস্ট ১৯৯৮ইং তারিখ বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ- আমি আজকে আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর সভায় উংথাপনের অনুমতি দিয়েছে। নিম্ন উল্লিগিত যে নোটিশটি মাননীয় সদস্যগণের নিকট থেকে পেয়েছি তাদের নাম উল্লখ করছি, মাননীয় সদস্য শ্রী বীরজিৎ সিনহা এবং শ্রী সুদীপরায় বর্মণ।

শ্রী সুদীপ রায় বর্মনঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশের বিষয়বস্তু হলো। " বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে বৈরী সহচর কমিশনার সচিব ও অধিকর্তাদের কাছে মুখ্য সচিবের বিস্ফোরক সার্কুলার ৪র্থ, তারিখ শনিবার সান্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকারঃ- আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই সম্পর্কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি না পারেন তাহলে সময় এবং তারিখ চেয়ে নিতে পারেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী)ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আগামী সেপ্টেম্বরের ১ম তারিখ বক্তব্য রাখব।

মিঃ স্পীকারঃ- আমি আর একটি নোটিশ নিম্ন উল্লিখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি এই বিষয়ে যিনি নোটিশ দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করছি, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক দে এবং শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকারঃ- আমার নোটিশের বিষয় বস্তু হলো " রাজ্যের বে-সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী অভাবে এবং শূন্যপদে নিয়োগ না হওয়ার পরে উদ্ভূত যে পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী)ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে আমি ৩১ তারিখ উত্তর দেব।

মিঃ স্পীকারঃ- আজকের কার্য্যসূচীতে ১ (একটি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য বিষয়টি মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাস মহোদয় কর্তৃক গত ২৬.৮,৯৮ ইং তারিখে উৎথাপিত নিম্ন উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো ঃ-

"শিক্ষা দপ্তরে আর্থিক সংকট দুবছর ধরে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না" এই শিরোনামে গত ১৯শে আগষ্ট ১৯৯৮ইং স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী)ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, " শিক্ষা দপ্তরে আর্থিক সংকট দুবছর ধরে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না"- এই শিরোনামে গত ১৯শে আগষ্ট ১৯৯৮ ইং সান্দন পত্রিকায়

প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে। ”

ত্রিপুরায় ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন প্রকল্পে স্টাইপেণ্ড স্কলারশীপ পেয়ে থাকেন যেমন, প্রাক মাধ্যমিক, মাধ্যমিকে ওর, ছাত্রাবাস বৃত্তি এবং পোশাক ভাতা ইত্যাদি। স্টাইপেণ্ড দেওয়ার সঙ্গে শিক্ষা দপ্তর, উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ও তফসিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর জড়িত। তাই পত্রিকায় উল্লেখিত শিক্ষা বিভাগের আর্থিক সংকটের কারনে ছাত্রছাত্রীরা ন্যায্য স্টাইপেণ্ড থেকে বঞ্চিত ও "অপারেশান ব্লেক বোর্ড" এর ফাণ্ডের টাকা ভেঙ্গে কর্মচারীদের বেতন দিতে হয়েছে- এই প্রসঙ্গটি অপ্রাসঙ্গিক।

শিক্ষকদের বেতনের টাকা দেওয়ার জন্য অপারেশন ব্লেকবোর্ড এর ফাণ্ডের টাকা ভাঙ্গা হয়েছে বলে পত্রিকাটিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ঠিক নয়। শিক্ষা দপ্তরে নিজস্ব টাকা থেকেই শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয়। স্টাইপেণ্ড সম্পর্কে এখানে উল্লেখ থাকে যে ছাত্র ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড প্রদান আগের থেকে এখন অনেক নিয়মিত হয়েছে।

তবে এটা ঠিক যে, গত বছর থেকে এস. সি, ছাত্রছাত্রীদের পোস্টমেট্রিক স্কলারশীপ (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেনীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের প্রদেয়) সময় মত দেয়া যাচ্ছেনা। পোস্ট মেট্রিক স্কলারশীপ এর টাকা কেন্দ্রীয় সরকার পুরোটা দিয়ে থাকে। প্রকল্পটি ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অনুদান প্রাপ্ত। বিগত ১৯৯৬-৯৭ইং এবং ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কোন অর্থ মঞ্জুরী পাওয়া যায়নি। তবে রাজ্যে গরীব তফসিলী ছাত্রছাত্রীদের লেখা পড়ার অসুবিধের কথা চিন্তা করে নিজস্ব টাকা থেকে ১৯৯৬ ৯৭ইং সনে ২০ লক্ষ ৭ হাজার টাকা এবং ১৯৯৭-৯৮ই সনে ১২ লক্ষ টাকা এই খাতে প্রদান করেছে। ১৯৯৬-৯৭-র জন্য বাকী রয়েছে ৮ লক্ষ টাকা। এতে ১০৫০ ছাত্রছাত্রীকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া যায়নি। ১৯৯৭-৯৮ই সনে বাকী ছিল ২৪ লক্ষ টাকা। এতে ২, ১০০ ছাত্রছাত্রীকে স্টাইপেণ্ড দেওয়া যায়নি। ১৯৯৮-৯৯ ইং সনে উক্ত প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট মোট ৯৩ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। প্রস্তাবিত অর্থ মঞ্জুর হলে সমস্ত বকেয়া টাকা ছাত্রছাত্রীদেরকে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

এখানে উল্লেখ থাকে উক্ত সমস্যা প্রি মেট্রিক স্তরে নেই। ক্লাস সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত।

বোর্ডিং হাউসে যারা থাকে তাদের জন্য পোষ্ট মেট্রিক ষ্টাইপেণ্ড এর হার হচ্ছে মাসে ৩৬০ টাকা তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেয় ১৫০ টাকা এবং রাজ্য সরকার দেয় ১০ টাকা এডিটিভ হিসাবে যারা নিজ বাড়ীতে থাকে তাদের মাসে ৯০ টাকা করে দেওয়া হয়। যারা বাড়ী ভাড়া করে ৫ পাঁচ) জন একত্রে থাকে তারাও মাসে ৩৬০ টাকা ষ্টাইপেণ্ড পায়।

শ্রী প্রকাশচন্দ্র দাসঃ- স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা পাচ্ছেন

না বলে তাদেরকে ষ্টাইপেণ্ড দিতে পারছেন না। ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল তফসিলী জাতি ও উপজাতি অংশের মানুষের লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য। এই ষ্টাইপেণ্ড যাতে ছাত্রছাত্রীরা পেতে পারে সে জন্য দপ্তর কি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং তা কতদিনের পেতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? দ্বিতীয়তঃ পত্রিকায় সংখ্যা লিখেছে ৩০ হাজার। আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বললেন ৩, ১৫০ জন ছাত্রছাত্রী ষ্টাইপেণ্ড এখনও পায়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিষয়টি আবার তদন্ত করে দেখবেন কিনা তা এখানে জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী):- স্যার, আমরা যাদের ষ্টাইপেণ্ড এখন দিতে পারি নি সে সংখ্যাটার কথাই বলেছি। সংখ্যাটা হচ্ছে, ৩, ১৫০ জন। এটা গোপন রাখার কোন ব্যাপার নয়। আমরা দিতে পারি নি বলে উদ্বিগ্ন। কেন্দ্রীয় সরকার ২ বছর যাবৎ টাকা দেয় নি। এ জন্য এই অবস্থা হয়েছে। অন্য জায়গা থেকে ডাইভার্ট করে এনে দিয়েছি। চেষ্টা করছি, পরবর্তী সময়ে ওদেরকে দেবার। তবে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বলা যাবে না করে দেওয়া যাবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা:- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ; বর্ত্তমানে যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয় ? কাজেই ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধি করার কোন চিন্তা ভাবনা সরকারের আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, পোষ্ট মেট্রিক স্কলারশিপ যেসব এস, সি, এবং এস, টি, ছাত্রছাত্রীরা ত্রিপুরার বাইরে শিলং মনিপুর কিংবা অন্যান্য রাজ্যে পড়ছে তাদেরকে মাত্র ৩০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য দিচ্ছে, ১১০ টাকা এবং কেন্দ্র (বাইরে) থেকে দিচ্ছে ২৯০ টাকা। এটা খুবই কম। অন্যান্য রাজ্য তাদের নিজেদের টাকাটা বেশী দিচ্ছে। ষ্টেটগুলি ৩০০। ৪০০ টাকা করে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের ষ্টেটে এই রকম কোন ব্যবস্থা নেই। আর তাছাড়া তারা ষ্টাইপেণ্ডও পায় অনেক দেরীতে। প্রায় ২।৩ বৎসর চলে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পড়াশুনা শেষ করে আসার পর তারা ষ্টাইপেণ্ডের টাকা পাচ্ছে।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী):- স্যার, পোষ্ট মেট্রিক স্কলার শিপ কেন্দ্রীয় সরকার নূতন করে ষ্টাইপেণ্ড মডিফিকেশান করেছেন। বাইরে যারা পড়বে গ্রুপ- এ (ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি) তারা ৪২৫ টাকা পাবে। গ্রুপ বি (ডিপ্লোমা কোর্স) পাবে ২৯০ টাকা। আমরা মেচিং করে দিচ্ছি ৭০ টাকা। গ্রুপ সি, (সার্টিফিকেট কোর্স) পাবে ২৯০টাকা, আমরা মেচিং করে দিচ্ছি ৭০ টাকা। গ্রুপ ডি (জেনারেল হোষ্টেলার গ্র্যাজুয়েট) পাবে ৩৩০। ষ্টেট লেভেলে আমরা আরো ১৩০ টাকা দিচ্ছি। ক্লাস টেন্ থেকে ইলেভেন

ট্রেয়েলভ যারা পড়ছে তারা পাবে ১৫০ প্ল্যাস ২১০। মোট ৩৬০ টাকা। ১লা জুন থেকে দৈনিক ১৫ টাকা করে করা হ য়ছে। তাতে ৪৫০ টাকা দিতে হয়। বাইরে যারা ম্যাচ করে থাকে আমরা তাদেরকে ১৯০ করে দিই। যখনই অর্থ পাওয়া যাবে, তখনই ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

শ্রী জওহর সাহা:- কেন্দ্রীয় সরকার যে ২ বৎসর যাবৎ টাকা পাঠাচ্ছেন না সে ব্যাপারে ডিপার্ট-মেণ্ট লাষ্ট কবে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এই ষ্টাইপেণ্ডের টাকা অনেক স্কুলের হেড মাষ্টার এবং ইন-চার্জ ছাত্রদের না দিয়ে সেটা ব্যবসার কাজে লগ্নী করছেন ? এ খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং থাকলে কতগুলি কেস জমা পড়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে দপ্তর থেকে কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী):- স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব। কারণ কোন হেড মাষ্টার সুদে টাকা খাটায় সেই সমস্ত তথ্য আমার কাছে নেই।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকারঃ- আমি মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একট দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশেটি আমি উথ্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটি শর বিষয় বস্তু হলো-

"রাজ্যে কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলের বিধায়কদের হত্যার ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্পর্কে।"

এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে দিতে পারবেন।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৯০ইং তারিখে এই হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকারঃ- আমি নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়দের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। শ্রী প্রনব দেববর্মা এবং শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দ্বয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি

আকর্ষণী প্রস্তাবটি উংত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। উনাদের নোটিশের বিষয় বস্তু হলো-

'স্কুল কলেজে চলতি শিক্ষা বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভত্তির সমস্যা সম্পর্কে।'

এখন আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানা বন যেদিন তিনি এ বিষয় বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী):- স্যার আমি এ বিষয়ে এক্ষুনিই বিবৃতি দিচ্ছি।

এই শিক্ষা বর্ষে যারা ভর্ত্তি হতে চায় তাদের সবাইকেই বিভিন্ন কলেজে ভর্ত্তি করা হচ্ছে। বিশেষতঃ মেয়েদের উইমেনস কলেজ এবং এম, বি, বি কলেজ মর্নিংসেশানে ভর্ত্তি করা হচ্ছে এবং ছেলেদের রামঠাকুর কলেজের ইভিনিং সেশানে ও এম, বি, বি, এবং ইভিনিং কলেজে ভর্ত্তি করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পারটাইম টীচার নিয়োগ করা হবে। বর্ত্তমান সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী আমরা থ্রি ইয়ারস ডিগ্রী কোর্স চালাতে সক্ষম। আগে এটা টু ইয়ার্স ডিগ্রী কোর্স ছিল তাই একটু অসুবিধা হয়ে গেছে। লেকট আউট ছাত্রের সংখ্যা আনুমানিক ১২৬৮ জন হবে। এদের মধ্যে মেয়েদেরকে উইমেনস কলেজ এবং এম, বি, বি, কলেজে বাড়তি সেকশান চালু করে ভর্ত্তি করা হচ্ছে এবং বাকী ছেলেদেরকে রামঠাকুর কলেজ ইভিনিং শিফটে ভর্ত্তী করা হবে। সাইন্সে যারা আগরতলা কলেজে সুযোগ সুবিধা পায়নি তাদেরকে অন্য সাবজেক্ট অনার্স এবং পাস কোর্সে পড়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে কলেজের ব্যাপার।

স্কুলে ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা সম্পর্কে

বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যালয় স্তরে ছাত্র ভত্তির ব্যাপারে তেমন কোন সমস্যা নেই। প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর ও বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুলে ভত্তির জন্য ভীড় করে। স্কুলগুলো তাদের আসন সংখ্যা অনুযায়ী যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের ভর্ত্তি করে নেয়।

অবশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের ভত্তির ব্যাপারে দেখা শুনার জন্য প্রতিটি জেলায় উপশিক্ষা অধিকর্ত্তাতে সভাপতি করে একটি করে এডমিশান কমিটি রয়েছে। ঐ কমিটি ভর্ত্তি হতে ইচ্ছুক প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন স্কুলে ভত্তির ব্যবস্থা করে থাকে।

শ্রী প্রনব দেববর্মা:- পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রী ভত্তির সমস্যা সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। সাইন্স বিষয়ে যারা কলেজে লেখাপড়া

করবেন তাদের নির্দ্দিষ্ট মার্ক আছে। সাইন্স নিয়ে পড়ার জন্য যাদের নির্দ্দিষ্ট পার্ক নেই তাদেরকে অন্য বিভাগে লেখাপড়া করার সুযোগ দেবার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে চাহিদা অনুসারে সাইন্স নিয়ে পড়ার সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি না ? দ্বিতীয়তঃ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উল্লেখ করেছেন যে, ডিষ্ট্রিকট লেভেলে ছাত্র ভর্ত্তি সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একটি করে এডমিশান কমিটি রয়েছে। আমি যতটুকু জানি গ্রাম এলাকার স্টুডেন্ট যারা তফসিলী জাতি, তফসিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের যারা ছাত্রছাত্রী আছে, ত্রিপুর রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতির কারণে তারা শহরে এসে পড়াশুনা করার জন্য ভীড় করছে। এতে শহরের স্কুলগুলিতে চাপ বাড়ছে। আমার জানামতে গ্রামের একজন ট্রাইবেল ছেলে সে সেকেণ্ড ডিভিশানে ফিজিক্যাল সাইন্সে লেটার মার্ক নিয়ে পাশ করেছে। সে উমাকান্ত স্কুলে ভর্ত্তি হতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে স্কুলে ভর্ত্তী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নি।

কাজেই সেই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইছি যে, এই রকম অনেক ষ্টুডেন্ট আছে· স্কুলে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী সে দরখাস্ত করেছে কিন্তু স্কুলের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর ক্র ইটেরিয়া অনুযায়ী ৪ জন এস, টি ষ্টুডেন্টস, ২ জন এস, সি ষ্টুডেন্টস এবং ৪১৫ জন সাধারণ ষ্টুডেন্টস ছাড়া অন্য কাউকে কোন সুযোগ দেওয়া হবে না এই রকম বলে ষ্টুডেন্টস্‌দের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই সব ঘটনা অহরহ বিভিন্ন স্কুলগুলিতে ঘটছে। এই সব বিষয়ে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্তক্রমে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যারা গ্রাম থেকে লেখাপড়া করার জন্য এখানে দরখাস্ত করেছে এইগুলি সমস্ত তথ্য নিয়ে আগরতলায় তাদের লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, কলেজে বিজ্ঞান পড়ার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট নাম্বার লাগে। কারণ পাশ করলেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় না। ভর্ত্তির সুযোগ থাকতে পারে কিন্তু পাশ করতে পারে না এই রকম ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে। তাছাড়া সবাইকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না যে-হেতু বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে গেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ আছে তারা লেবরেটরী সীমাবদ্ধ এবং ইচ্ছা করলে লেবরেটরী বাড়ানো যায় না, কলেজ বাড়ানো যায় না। ধীরে ধীরে আমাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে পাশের সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু কলেজের যে পরিধি তার যে কনষ্ট্রাকশান, তার যে লেবরেটরী সেই সুযোগ রাতারাতি বাড়ানো যাচ্ছে না। এই দিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে সবাই বেশীর ভাগ এম, বি, বি কলেজে পড়তে চায়। মফঃস্বলে সব জায়গায় সাইন্স নেই কিন্তু যে সমস্ত স্কুলে সাইন্স আছে সেখানে দেখা যায় অনেকেই যেতে চায় না এই একটা ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ হলো সবাইকে সব সাবজেক্ট নিজের সুবিধা বা প্রয়োজন মত শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছে এটা বাস্তব অবস্থা। তৃতীয় হলো ভর্তি মার্কশিটের ভিত্তিতে হয় এই ক্ষেত্রে কোন রকম কারও সুপারিশ কারও সহযোগিতা কাজে লাগে না। উমাকান্ত স্কুলে যে ছেলেরা পড়াশুনা করছেন তাদের মধ্যে কেউ শুধু পি পেয়ে পাশ করছেন, আবার কেউ ষ্ট্যাণ্ড করছেন আবার কেউ ফাষ্ট ডিভিশানে পাশ করছেন। সাধারণতঃ যে ফাষ্ট ডিভিশান পেলেন বা ষ্ট্যাণ্ড করলেন তিনি যখন ভর্তি হবেন সেখানে তৃতীয় বিভাগের ছেলেটিও ভর্তি হতে চায়। সেখানে ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টস্‌ও আছে। কাজেই নম্বর থাকলেই কম্পিটিশানের সুযোগ থাকে এবং যদি সীট থাকে তাহলেই ভর্তি করা যাবে। কিন্তু উমাকান্ত স্কুলে একটা তৃতীয় বিভাগের ছেলেকে ভর্তি না করে বাইরের একটা ফাষ্ট ডিভিশানের ছেলেকে ভর্তি করার এই সুযোগ সেখানে কম আছে এটা একটা সাধারণ নিয়ম। আর ভর্তির জন্য আবেদন নির্দ্দিষ্ট সময় থেকে যদি কারুর ভাল নম্বরও থাকে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে যদি আসে কিন্তু যে ছাত্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আবেদন করেছেন এবং এডমিশানলিষ্টে নাম বের হয়ে গেছে, এডমিশান দেওয়া হয়ে গেছে তার নাম কেটে তার চাইতে ভাল নাম্বার যিনি পরে এসেছেন তাকে সেখানে দেওয়া যাবে না। চতুর্থ হলো গ্রাম থেকে তো ছাত্রদের এত দূর আসার কথা ছিল তাকে সেখানে দেওয়া যাবে না। চতুর্থ হলো গ্রাম থেকে তো ছাত্রদের এত দূর আসার কথা ছিল না। কিছুটা আসতে পারে যারা ষ্টাইপেণ্ড পাবে, যাদের অবস্থা ভাল আছে এখানে হোষ্টেলে থেকে বা বোর্ডিং এ থেকে পড়াশুনা করতে পারেন। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে কেন তাহলে গ্রামের স্কুলগুলিতে সব সময় একটা আতংকবাদী সন্ত্রাস কাজ করে সে জন্য সেখানে সেই পাহাড় বা দূরবর্ত্তী স্কুলগুলিতে সেখানে ঐ জায়গায় যাতে পঠন-পাঠনের আরো ভালো সুযোগ হয় সেই জন্য তারা শহরকে নিরাপদ অবস্থান মেনে নেয়।

এই সংকট যে সৃষ্ট হয়েছে, সেটা দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে এবং ক্রমশঃ এটা জটিল হচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের অন দি স্পট ইন্‌সটেন্টলি কিছু কমেণ্ট করা যাবে না যে, হ্যাঁ এই অবস্থা হলেই সব ভর্তি করা যাবে। তবে সাধ্যমত আমরা ভর্তি করার চেষ্টা করছি। উমাকান্তেই ভর্তি হবে, সরকারী সমস্ত স্কুলেই আমরা একই স্ট্যাণ্ডার্ডের সংগে মফঃস্বলের বা সদরে এগুলি হয়ে যাচ্ছে। যেখানেই সরকারী স্কুল আছে সেখানেই ভর্তি হতে হবে। কাজেই এই ধরণের কোন প্রেফরেন্স, কোন স্কুল ভাল রেজাল্ট করেছে, সেখানেই ভর্তি হবে, সেটা আমরা মেনটেন করতে পারছিনা। সবাইকে যাতে ভর্তি করানো যায় সেজন্য আমরা ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করতে পারছি না। সবাইকে যাতে ভর্তী করানো যায় সেজন্য আমরা ব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করতে পারছি। জানিনা সামনের দিকে কতটা পারব।

শ্রী প্রনব দেববর্মা (মোহনপুর):- স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, যে আগরতলার প্রতিটি স্কুলে এখন পর্যন্ত পেণ্ডিং অবস্থায় যে দরখাস্তগুলি আছে তাদেরকে কনসিডার করা হয়নি। এবার আমরা জানি স্যার, এবার মাধ্যমিকের রেজাল্ট একেবারে দুর্গম ছাড়া গ্রাম এলাকার স্কুলেও ভাল রেজাল্ট করেছে। গ্রাম থেকে এই রকম একটা সিচ্যুয়েশানের মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশান, সেকেণ্ড ডিভিশান পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। এইরকম এক ইজন সুযোগ পেয়েছে আগরতলার ভাল পড়াশুনার জন্য। তাদেরকে কনসিডার করা হবে কিনা ? আর প্রতিটা স্কুলে যে কিছু কিছু পেণ্ডিং অবস্থায় আছে সেগুলি উমাকান্তে হতে হবে বা তুলসীবতিতে হতে হবে, এমন কোন কথা না এবং এটা তদন্তক্রমে যারা স্কুলে পড়াশুনার জন্য নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে দরখাস্ত দিয়েছে তাদেরকে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী):- গ্রাম বা শহরকে এইভাবে ভাগ করা যাবে না। কারণ এবার দেখা গেছে ৭টা স্কুলে সেন্ট পারসেন্ট পাশ করেছে। সিকস্‌টি পারসেন্ট গ্রামের স্কুল। গ্রাম বলতে একে বাদে দুর্গম অঞ্চল একটা ব্যপার আছে, জীরানিয়া কেস গ্রাম বলে, জিরানিয়া স্কুল খারাপ চলে না, চম্পকনগরও খারাপ চলেনা, ঈশানপুরও খারাপ চলেনা, মোহনপুর আছে। লোকালিটি দেখতে হবে। হয়ত একজন ছাত্র দুর্গম এলাকার মধ্যে থাকতে পারছে না, তাকে নিশ্চয়ই মোহনপুরের মত জায়গায় ঈশানপুরের মত জায়গায় বেছে নিতে হবে। কারন আগরতলা শহরে ত আর জায়গা নেই।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা:- পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই ভর্তি সমস্যা প্রতি বৎসরই দেখা দেয়। এটা আগেও হয়। এটার একটাই কারন কিনা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা যে অ্যাডমিশানের সংগে যেটা সম্পর্ক রাজ্যে ত্রিপুরা বোর্ডে যে পরীক্ষা রেজাল্ট দেওয়া হয়, ফলটা প্রকাশ করা হয় সেটা অনেক দেরীতে হয়। দেরী হওয়ার ফলে যারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে মাধ্যমিক পাশ করার পর ত্রিপুরার বাইরে চলে যেতে চায় তারা তখন অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে সুযোগ পাচ্ছে না। তা পাওয়ার ফলে রাজ্যে আবার ফিরে এসে পড়াশুনা আরম্ভ করে। এটা যথাসময়ে বের করা হবে কিনা ? এটা না করাতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা অন্যান্য স্টেটে গিয়ে সুযোগ নেওয়ার জন্য যাচ্ছে, তারা এটা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ এখানে যেটা ইঞ্জিনীয়ারিং, ডাক্তারী পড়ানো হয়, তার বাইরেও অন্যান্য শিক্ষার বিশেষ সুযোগ নেওয়া যায় অন্যান্য জায়গাতে। এখন যারা সি, পি, এস, সি বোর্ড থেকে পাশ করছে বিশেষ করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তাদের আরও বেশী সমস্যা দেখা যাচ্ছে। হোলি ক্রস, হিন্দী স্কুল, শিশু বিহার এই তিনটি স্কুলের যারা সি, পি, এস, সি বোর্ড থেকে পাশ করেছে ইংলিশ মিডিয়ামের পড়া

গুনা করে তারা সেখানে ভর্ত্তি হতে চায়। কারণ উমাকান্ত বা তুলসীবতীতে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ নেই এবং এখন দেখা যাচ্ছে ঐখানে ভীড় করতে হয়। কাজেই রেজাল্টটা যদি যথাসময়ে বের হত তাহলে অনেক ছাত্রই বাইরে চলে যেতে পারত। বাইরে গিয়েও তারা অ্যাডমিশান পাচ্ছে না। আবার এখানে ফিরে এসে অন্যান্য স্কুলেও পড়তে পারছেনা। তাদের বেলায় কি করা হবে ? আজকে সকালেও স্যার, ৪ জন ষ্টুডেন্টস এসেছে সি, পি এস, সি বোর্ডের তারা অমুক দুর্গম অঞ্চলের। যাইহোক তাদের ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বরাবরই টাইম মেনটেইন করা হয়। এ বছর পরীক্ষার জন্য ত্রিপুরা বোর্ডের রেজাল্ট প্রকাশ হতে একটু দেরী হয়ে গেছে।

মিঃ স্পীকারঃ- আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের নিকট হইতে। সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি নোটিশটি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো, " সারা রাজ্য প্রতিদিন বিদ্যুৎ ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং-এর ফলে জনসাধারণের চরম দুর্ভোগ সম্পর্কে। " আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বক্তব্য রাখতে না পারেন তাহলে পরবর্তী তারিখ এবং সময় জানাতে পারেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী কাল ক জবাব দেব।

মিঃ স্পীকারঃ- ঠিক আছে। আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এখন আমি বন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলোঃ " গণ্ডাছড়া, খোয়াই, অমরপুর মহকুমার কিছু অংশকে নিয়ে কালাবারী রেঞ্জকে কয়েক হাজার উপজাতি পরিবারকে উচ্ছেদ করে অভয়ারণ্য করার পরিকল্পনা সম্পর্কে। "

শ্রী নারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, প্রকৃত তথ্য এই যে রাইমাভ্যালি উপত্যকায় অভয়ারণ্য যার উদ্দেশ্য কাহারও নামে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়নি কিংবা কাহাকেও উচ্ছেদের

উদ্দেশ্য বর্তমান সরকারের নাই। বস্তুতঃ ১৯৮৮ সনের ২৮শে অক্টোবর রাইমাভ্যালী সংলগ্ন ২১টি জায়গায় অবস্থিত বিভিন্ন রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ৩৮৯.৫৪ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা নিয়ে গোমতী অভয়ারণ্য ইতিপূর্বেই সংগঠিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বন ও পরিবেশ রক্ষার্থে প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় অনুদান দ্বারা বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তাহার রূপায়ণ শুরু হয়। কিন্তু সেই সময় কিছু বাধার সৃষ্টি করলে তৎকালীন মন্ত্রিসভা বৈঠকে (৫ই জুন ১৯৯০) এই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনার পর অভয়ারণ্য সংগঠিত হওয়ার বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহারের অনুমোদন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক এই অভিমত প্রকাশ করেন যে এলাকাটি জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ বিধায় পরিবেশ রক্ষমার্থে অভয়ারণ্য ও স্থানীয় অধিবাসীদের সহাবস্থানই শ্রেয়তর বিকল্প। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের কথা চিন্তায় রেখে নতুন প্রকল্প প্রণয়নের ও গুরুত্ব দেন।

ইতিমধ্যে গত ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৯৮ তারিখে মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট ভারতের সব রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন যে তাহারা যেন সংগঠিত অভয়ারণ্যগুলির জন্য ভারতীয় বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন মোতাবেক স্থানীয় ভাষায় নির্দেশ জারী করার ছয় সপ্তাহের মধ্যে ঘোষনার বিজ্ঞাপন দেন। মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ইং তারিখে স্থানীয় গেজেটে কালেক্টারগণ বিভিন্ন জেলার আওতাধীন অভয়ারণ্য অংশের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করেন। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল এই যে সকল জমি (দাগ নম্বর) নিয়ে অভয়ারণ্য সংগঠিত হয়েছে সেই সকল জমিতে (দাগ নম্বর) স্বত্বপ্রাপ্ত কেহ থাকিলে তাহারা যেন বিজ্ঞপ্তি জারীর দুই মাসের মধ্যে লিখিত দাবী দাওয়া পেশ ও স্বত্বাদির কাগজপত্র দাখিল করেন।

ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই ঘোষণাগুলি কাহাকেও উচ্ছেদের নোটিশ নয় সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে কাহাকেও উচ্ছেদের প্রশ্ন নয়। রাইমাভ্যালী এলাকাতে একটি অভয়ারণ্য গড়ার উদ্দেশ্যে আনুমানিক চার হাজার পরিবারকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে এই মর্মে কিছু কিছু সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ করা হয় এবং সরকারের দৃষ্টি তাহাতে আকর্ষিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া গত ৩০শে এপ্রিল ১৯৯৮ ইং তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মাধ্যমে পত্রিকাতে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মাঃ- পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রাইমাভেলী এলাকা অত্যন্ত দুর্গম এলাকা এবং একটি অভিশপ্ত এলাকা। ডুম্বুর প্রোজেক্ট হওয়ার পর সেখাণ থেকে হাজার হাজার উপজাতি পরিবার উচ্ছেদ হওয়ার পর তাদের পুনর্বাসনের জন্য কোন সুবন্দোবস্ত করা হয়নি। আজকে তাদের চোখের জলে এবং আতংকের মধ্যে দিন কাটছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও ভালকরেই জানেন।

এখানে আমার জানার বিষয় হলো যে এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই ব্যাপারে এমন কোন পরিকল্পনা নেই এবং বর্তমানে সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশ মূলে সার্ভে করা হয়েছে। কিন্তু এখন এই নোটিশ দেওয়ায় পর সেখানকার মানুষের মধ্যে আতংক শুরু হয়ে গেছে। সেখানে তারা ভয়ের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আপনার দপ্তর যে গেজেট নোটিফিকেশন করেছেন তার একটা কপি আমার কাছে রয়েছে। একস্‌ট্রা-অর্ডিনারী ইস্যু পাবলিশড বাই ফরেস্ট অথরিটি। এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ২৬২৭ নং বিজ্ঞপ্তিতে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় গণ্ডাছড়া, খোয়াই, অমরপুর মহকুমার কিছু অংশে প্রায় ৩৮৯.৫৪ একর ভূমিকে অভয়ারণ্য ভূমি হিসেবে সংরক্ষিত করেছেন। এই অভয়ারণ্য ভূমিকে গোমতী অভয়ারণ্য ভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়। এখন এটাকে বাতিল করানোর জন্য সরকারী কোন উদ্যোগ রয়েছে কি না? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হয়তো এই ব্যাপারটা জানেন না। কারণ যখন এই নোটিশটি ইস্যু করা হয় তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে ঘুমে রেখে দপ্তর এই অভয়ারন্য গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে কি না? ফরেস্ট দপ্তরের ডি, এফ ও, তিনি দিল্লী থেকে এসে রিসার্চ করেছেন এবং তার রিপোর্টের ভিত্তি পৃথিবীতে বিরল জাতীয় প্রজাতি চশমা বানরের জন্য এই অভয়ারণ্য করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্যার বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানকার উপজাতিরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। যদি এটা করা হয় তাহলে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হবে। এবং তাদের উচ্ছেদ করার জন্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নাকি একটা লিস্টও তৈরী করে ফেলেছেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রী নারায়ণ রুপিনী(মন্ত্রী):- মিঃ স্পিকার স্যার মাননীয় সদস্য ওদের উচ্ছেদের জন্য নোটিশ করা হয়েছে বলে যা' বলেছেন তা ঠিক নয়। এটা উনি ভালকরে দেখেননি। এই নোটিশে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তার একটা লিস্টও তৈরী করা হয়েছে। কাজেই এটা তাদের আর্থিক সাহায্য করার জন্য, উচ্ছেদের জন্য নয়। এই আর্থিক সাহায্যটা এই জায়গাতেই দেওয়া হবে তাদের অন্য জায়গায় সরাইয়া দেওয়ার জন্য নয়।

মিঃ স্পীকারঃ- আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলোঃ- " গত ১৬ই আগষ্ট ১৯৯৮ ইং কল্যাণপুর থানাধীন প্রমোদনগর

বাজারে সি, পি, আই (এম) খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য প্রেমসিং ওরাং এবং ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন কর্মী রতিয়া ওরাং সশস্ত্র উগ্রপন্থী আক্রমনে খুন হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- গত ১৬, ৮.৯৮ ইং সকাল আনুমানিক ১০-৩০মিঃ সময়ে জলপাই রং এর পোষাক পরিহিত ৬,৭ জনের একটি আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত উগ্রবাদী দল কল্যাণপুর থানাধীন প্রমোদনগর বাজার সংলগ্ন রাস্তার ধারে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় প্রমোদনগর সাকিনের মিঠু ওরাং-এর পুত্র প্রেমসিং ওরাং যখন তার প্রমোদ নগরস্থিত বাড়ী থেকে তুলাশিখরের দিকে যাচ্ছিল তখন তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এর অব্যবহিত পর উগ্রবাদী দলটি রাস্তা ধরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং পালিয়ে যাওয়ার পথে কল্যাণপুর থানাধীন পঞ্চবাড়ী সাকিনের মৃত মখা ওরাং-এর পুত্র রতিয়া ওরাংকে ও গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং ঐ স্থানে ত্যাগ করে বিনন হাজারীর দিকে চলে যায়।

উপরোক্ত ঘটনাটি কল্যাণপুর থানায় ৫২, ৯৮ নং মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩০২ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় কল্যাণপুর থানাধীন লীলা প্রসাদ কোবরা পাড়া সাকিনের মৃত কুসুমচন্দ্র দেববর্মার পুত্র শ্রী মুসন দেববর্মার অভিযোগ মূলে অজ্ঞাত উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা হয়। গত ১৬, ৮ ৯৮ইং উপরোক্ত ঘটনার সংবাদ কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কার্যাকারক সঙ্গীয় তেলিয়ামুড়ার এস, ডি, পি, ও মহাশয় সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন।

তদন্তে প্রতিয়মান হয় যে, নিহত প্রেমসিং ওড়াং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির খোয়াই বিভাগীয় কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। রাজনগর অঞ্চল কমিটির সম্পাদক ছিলেন। নিহত রতিয়া ওরাং সি, পি, আই (এম) এর সমর্থক ছিলন এবং ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের কর্মী ছিলেন। এতে জানা যায় যে নিহত প্রেমসিং ওরাং এন, এল, এফ, টি গোষ্ঠীর হিট লিস্টে ছিলেন এবং তিনি তুলাশিখর আসাম রাইফেলস্ ক্যাম্পের নিকট ভাড়া বাড়ীতে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু প্রমোদনগর বাজারের দিনে (যেটা রবিবারে বসে) প্রমোদ নগর আসতেন। ঘটনার দিন তিনি সকালবেলা প্রমোদনগর নিজ বাড়ীতে যথারীতি এসেছিলেন। অপর নিহত রতিয়া ওরাং প্রেমসিং ওরাং এর ভগ্নিপতি ছিলেন।

তদন্তকালে পুলিশ খোয়াই থানাধীন তবলাবাড়ী সাকিনের মৃত হরিমোহন দেববর্মার পুত্র শ্রী মসির দেববর্মা এবং কল্যানপুর থানাধীন হাতীছড়া সাকিনের শ্রী কৃষ্ণ দেববর্মার পুত্র শ্রী সম্প্রাই দেববর্মাকে গত ১৯,৮, ৯৮ তারিখে ধৃত করে ৭ দিনের পুলিশ রিমাণ্ডে আনে। এই ঘটনার অপর আসামীদের ধৃত করায় সর্ব প্রকার প্রয়াস অব্যাহত আছে। তদন্ত কার্য্য চলিতেছে।

CALLING ATTENTION

শ্রী সমীরদেব সরকার:- পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, সি, পি, আই (এম) খোয়াই বিভাগীয় কমিটির সদস্য প্রেমসিং ওড়াং দীর্ঘদিন তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে ঐ এলাকার পাহাড়ী বাঙ্গালী উভয় অংশের মানুষের সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তিনি লড়াই করে গেছেন। ১৯৯৭ইং সালে যে পরিকল্পিত দাঙ্গা ঠেকানো হয়েছিল অনেক মানুষের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রায় ৫০ জনের সেই দিনও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য প্রেমসিং ওড়াং সেখানে সামনে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছেন। তারজন্য তিনি সম্প্রীতি বিনিষ্টকারী বিশেষ করে উগ্রপন্থী যারা তাদের টার্গেটে পরিণত হয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি নিজে তার সমস্ত পরিবারকে সেখান থেকে শহরের কাছাকাছি সিঙ্গিছড়াতে তার ছেলেদের সরিয়ে আনা হয়েছিল। তিনি নিজে আসাম রাইফেলস ক্যাম্পের কাছে ছিলেন। এই যে আক্রমণের মূল লক্ষ্য সম্প্রীতি যাতে নষ্ট না হয় তারজন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন বলেই প্রেমসিং ওড়াং উগ্রপন্থীদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিলেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, তদন্তে জিনিষগুলো বেরুবে এবং আমি যে জিনিষটা বলতে চাইছি প্রেমসিং ওরাং একজন ক্ষেত মজুর তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিষয়াদি নিয়ে কারো সঙ্গে কোন বিরোধের সুযোগ নেই। এই রকম জায়গায় তাকে সন্ত্রাসবাদীদের ব্যবহার করে খুন করা হয়েছে। এবং এর পেছনে রাজনৈতিক মদত কিছু আছে। সুতরাং, তিনি ১৯৮০ সালের যে দাঙ্গায় তিনি দলমত নির্বিশেষে শান্তি সম্প্রীতি ফিরে আনার লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন এটা ঠিক।

শ্রীসমীর দেব সরকার:- মিঃ স্পীকার স্যার সাপ্লিমেন্টারী, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না, শুধু উগ্রপন্থী না রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকারীরা গত জোট সরকারের আমলে দেখেছিলাম, ১৯৮৮ সালে জোট সরকার যখন প্রথম প্রতিনিয়ত হয় তখন রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে আমাদের পার্টির বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব রঞ্জন রায় এবং রাণা বাহাদুর দেববর্মা এবং প্রেম সিং ওরাং সহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মন্ত্রী হিসাবে আমি কেন, এটা তো সারা ত্রিপুরার মানুষ জানেন।

শ্রী সমীরদেব সরকার:- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রেম সিং ওরাং যে বাজারে খুন হয়েছে প্রমোদ নগর

বাজার, লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে সেই বাজারটি ডগ্রা রেজিমেন্টের আণ্ডারে পড়েছে। সেই কারণে বাজারের পাশে আসাম রাইফেলস্‌দের ক্যাম্পে থাকা সত্বেও তারা আসে নি। ডগ্রা রেজিমেন্টের এলাকা হওয়াতে সেখানে আসাম রাইফেলস্‌ আসতে পারে নি সেই রকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- এই ব্যাপারে বিস্তারিত কোন তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আসাম রাইফেলস. ডগ্রা এবং সি, আর, পি, এফ তারা পরস্পর পরস্পর সংযোগ রেখেই কাজ করেন। এই ব্যাপারটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি। তবে ঐ এলাকার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা:- সাপ্লিমেন্টারীর স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা প্রেম সিং ওরাং সি, পি, এম,-এর সদস্য কিনা সেটি আমার জানা নেই। এ. টি, টি, এফ বৈরীদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং এলাকার মানুষ তাই জানে। আর আমার নিজের গ্রামও সেই এলাকায়। সেই সুবাদে আমি কিছু জানি আমার কাছে খবর আছে। মানুষ যখন অপহরণ হয় তখন প্রেম সিং ওরাং এর কাছে টাকা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। প্রেম সিং ওরাং তাদের লেনদেনের ব্যাপারে গণ্ডগোলের কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- এই তথ্য আমার জানা নেই। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি হয় পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদীদেরকেই আড়াল করা হবে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা:- এখানে কি দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছেন আমি জানি না। তাহলে কি আমি চিঠি প্রডিউস করব ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি সেই ধরনের তথ্য থাকে তাহলে তদন্তের স্বার্থে প্রডিউস করুন।

শ্রী সমীরদেব সরকার:- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার পয়েন্টা হচ্ছে এই এলাকার মধ্যে প্রেম সিং ওরাং-এর হত্যার আগেও এন, এল, এফ, টি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণমুক্তি পরিষদ সদস্য-ভুক্ত লোকদের কাছে প্রতি সময় আক্রমণ, চাপ সৃষ্টি চাঁদা আদায় করে যাচ্ছে এবং প্রেম সিং ওরাং নিজেও এই চক্রান্তের শিকার হয়েছে এবং এখনো সেখানে কি এন, এল, এফ, টি নাকি এ, টি টি এফ

সেখানে সেই অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এই ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না। কিন্তু শুধু সেই এলাকাতে না। সারা রাজ্যে এ, টি টি এফ হউক বা এন, এল, এফ, টি হউক বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কথা বলছে তারাই তাদের আক্রমণের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে।

মিঃ স্পীকারঃ- আজকের আর একটি নোটি শর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হচ্ছে। " তা রাজ্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ সামরিক এবং আধা সামরিক বাহিনী প্রেরণ সম্পর্কে। "

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী):- মিঃ স্পীকার স্যার, যেহেতু সময় কম তাই আমি আমার বিবৃতিট হাউসের টেবিলে লে করে দিচ্ছি। ANNEXURE -"C"

মিঃ স্পীকারঃ- ঠিক আছে। তাহলে এই সভা বেলা ২টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2.00 p.m.

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE OF THE HOUSE.

Mr. Speaker :- Now the question before the House, Laying of a copy of " The 10th Annual Report of the T. R. P. C. Ltd.for the year 1992-93 as required under Sub-section 3 of Section 619A of the Companies Act, 1956.

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the T. R. P. & P. G. P. Department to lay the above mentioned Annual Report on the table of the House.

Shri Aghore Deb Barme (Minister):- Mr. Speaker Sir, I beg to lay before

the House a copy of "The 10th Annual Report of the T. R. P. C. Ltd. for the year 1992-93 as required under Sub-section 3 of Section 619A of the- "Companies Act. 1956"

Mr. Speaker :- Now the question before the House, Laying ` ¯¯ry of "The 11th Annual Report of Tripure Forest Developırent & ,l'ıatation Corporation Ltd. for the year 1986-87 as required under Section 619A (3) of the Companies Act. 1956".

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Foıest Depart ment to lay the above mentioned Annual Report on the table of the House.

Sri Narayan Rupani (Minister):- Mr. Speaker, sir I beg to lay before the House a Copy of " The 11th Annual Report of Tripura Forest Development & Plantation Corporation Ltd. for the year 1986-87 as required under Section 619A(3) of the Companies Act. 1956.

Mr. Speaker:- Now the question before the House, Laying of a copy of "The prisoners (Release on parole) Rules, 1998 as required under Sub-section (3) of Section 31 of the prisoners (Tripura Amendment) Act, 1979"

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Jail Department to lay the above mentioned Rules on the table of the House.

Shri Durbajoy Reang (Minister):- Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House a copy of "The prisoners (Release on parole) Rules, 1998 as required under Sub-Section (3) of section 31D of the prisoners (Tripura Amendment) Act. 1979".

Mr. Speaker:- Now the question before the House, Iaying of a copy of "The Employment and Mannual Scavengars and Construction of Dry

Latrine (prohigition) (Tripura State) Rules, 1997" .

Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development Departmant to lay the above mentioned Rules on the table of the House.

Shri Sudhir Das (Minister):- **Mr.** Speaker Sir, I beg to lay before the House a copy of "The Enployment and Mannual Scavengers and Construction of Dry Latrine (prohibition) (Tripura State) Rules, 1997.

Mr. Speaker :- মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা এ্যানুয়াল রিপোর্ট, রুলস ইত্যাদির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILL Introduced

মিঃ স্পীকারঃ- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :- " The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 9 of 1998.)" এই উৎথাপন। আমি এখন পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে ।

শ্রী সুবোধ দাস (মন্ত্রী)ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, " The Tripura panchayats (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 9 of 1998). " এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকারঃ- এখন আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি ।

মোশানটি হলোঃ- " The Tripura Panchayats (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 9 of 1998). "

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(সর্বসম্মতিক্রমে ধ্বনি ভোটে সভা কর্তৃক বিলটি উৎথাপিত হলো)

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :- স্যার, পরবর্তী বিলে যাওয়ার আগে আমি আপনার এটেনশনে আনছি ।

আমার যতটুকু মনে পড়ে, কিংবা আমার মেমোরি যদি ফেইল না করে থাকে, তাহলে আমি বলব, এই টী কোম্পানীর ব্যাপারে একটি অর্ডিন্যান্স আনা হয়েছিল ? সেই অর্ডিন্যাসের ডেট অ্যাকস্পায়ার। কাজেই এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে যে কাজ হয়েছে তা কতটুকু লিগেলী হবে সে ব্যাপারে বিল উৎথাপন করার আগে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ক্লিয়ারিফিকেশান চাইছি।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী):- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে যা বলছেন তা ঠিকই। আমাদের এর আগে যে সেশন হয়েছিল তা খুবই শর্ট সেশান ছিল। আমরা এনেও-ছিলাম। কিন্তু কি কারণে যেন আঁর উঠে নি। আমি যতটুকু আইন কানুন দেখেছি, তাতে যেহেতু অর্ডিন্যান্সটি অ্যাকসেপট হয়েছিল। কাজেই কাজের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এ ব্যাপারে আমাদের কোন গোপনীয়তাও নেই। আমি এটা স্বীকার করছি।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (মাননীয় বিরোধী দলনেতা):- সবটাই বে-আইনী হচ্ছে।

মিঃ স্পীকারঃ- সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলোঃ-

" The Tripura Tea Companies (Taking-over of Management of Certain Tea Units) (Second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 2 of 1998). "

উৎথাপন। আমি এখন শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উৎথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় " The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of Certain Tea Units) (second Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 2 of 1998). "

এই সভায় উৎথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকারঃ- এখন শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশনটি ভোটে দিচ্ছি।

মোশনটি হলো "The Tipura Tea Companies (Taking-over) of management of Certain Tea Units) (Second Amendment) Bill, 1998 Tripura Bill No. 2 of 1998).

এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতভাবেই এই সভা অনুমতি দিয়েছেন বিলটি উত্থাপিত হলো)

মিঃ স্পীকারঃ- আজকের সভায় উপস্থাপিত বিল দুটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

PRIVATE MEMBERS MOTION

মিঃ স্পীকারঃ- সভায় পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "প্রাইভেট মেম্বার্স মোশান"। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি প্রাইভেট মেম্বারস মোশান আছে। মোশানটি এনেছেন মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মন মহোদয়। মোশানটি সভায় উত্থাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। সভায় উত্থাপনের পর মোশানটির উপর আলোচনা আরম্ভ হবে। আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে অনুরোধ করছি মোশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য। এই আলোচনাটির জন্য দুই ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট করা হলো। সরকার পক্ষ এক ঘণ্টা এবং বিরোধী পক্ষ এক ঘণ্টা পাবেন।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মনঃ- স্যার, আমার মোশানটি হলো-"বিভিন্ন প্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর ক্রমবর্ধমান গগণস্পর্শী মূল্য বৃদ্ধির দরুন জনগণের যে অসহনীয় অবস্থায় সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আলোচনার জন্য অবিলম্বে গ্রহণ করা হউক।"

স্যার, ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের মানুষকে একদিকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। সারা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অসম্ভব ভাবে বেড়ে গেছে। আইন শৃংখলা পরিস্থিতি একদম বিপর্যস্ত। কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শ্রমিক বিশেষ করে যারা পভারটি লাইনে আছে তাদের এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে। স্যার, উৎপাদিত ফসলের কোন বাজার নেই। গ্রামীন হাটগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামীণ অর্থনীতি পুরাপুরি ভেঙ্গে গেছে। নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট সরকার তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারের ১৯নং পৃষ্ঠার ৮ ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ নং লাইনগুলিতে বলেছেন "বহিরাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় আমদানীকৃত পণ্য সামগ্রীর উপর বর্ধিত মূল্যস্তর হ্রাস করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অবশ্যই নেওয়া হবে। কালোবাজারী, বে-আইনী মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।"

এবং এর বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। স্যার, আমার মনে হয়, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী ভগবান শিবের প্রসাদ সিদ্ধি খেয়ে শিবের গাজন গাইছেন উনি। এই ৪ মাসে অন্ততঃ ১৫ বার উনি প্রেস

মিট করেছেন। আমি সব প্রেস মিটের তারিখ এনেছি। সেই প্রেস মিটে গিয়ে উনি কখনও বলছেন যে সোর্সে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে কখনও বলছেন পশ্চিমবঙ্গে দাম বৃদ্ধি হয়েছে, কখনও বলেছেন ফসল ভাল হয় নি, কখনও বলছেন রাস্তায় ধ্বস নেমেছে, কখনও বলছেন রাজ্যে আলু উৎপাদন ভাল হয়নি, কখনও বলেছেন অন্যবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৫ মেট্রিক টন আলু রাজ্যে আসত সেই আলু এবার রাজ্যে আসে নি। কখনও বলছেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারজন্য দায়ী, কখনও বলছেন বুরো ধান উঠলে চালের যে অস্বাভাবিক মূল্য তা কমে যাবে উনি একই মুখে হাজার রকম কথা বলছেন উনার হলো এই ধরণের বক্তব্য। উনার ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস, ডি ও যারা আছেন তারা উনাকে লিখিত রিপোর্ট দিয়েছেন যে গত বছরের তুলনায় সামান্য কয়েকটা দ্রব্যের দাম বেড়েছে তবে মোটেই অস্বাভাবিক নয় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। অথচ স্যার, রেশন সপের চাউল, গিরীবাসীদের চাউল, শিশুদের পুষ্টি প্রকল্পের চাউল এবং গোডাউনের খাদ্য সামগ্রী বিলো প্রভারটি লাইনের আওতায় যে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য যে খাদ্য সামগ্রী সব খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে স্যার, ট্রাকে ট্রাকে। চাউল শুধু খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে না বাংলাদেশে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছে। স্যার, এর ফলে আমাদের মত এখানে যারা আছি যাদের ১৬৪০ টাকা। মাইনে তাদের অবস্থা অত্যন্ত দুরবস্থা বিশেষ করে আমাদের ভাই আছে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড ষ্টাফ তাদের অবস্থা অত্যন্ত দুরবস্থা। আমাদের পেটে খিদা মুখে মুখে কিছু বলতে পারি না, বলার উপায় নেই স্যার। তাদের ১৬৪০ টাকা বেতন। এবার মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর নাকি অনেক কষ্ট করে তবু আমাদের যে ভাইরা আছে ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড তাদের সমান বেতন করে দেবেন পে-কমিশনের রিকমেনডেশান অনুযায়ী উনাদের (ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড ষ্টাফ) বেসিক ২২৫০০ আমাদের এর থেকে কম নাকি রেখেছেন ২১৫০ এই রকম বোধ হয়। স্যার যাদের অবস্থা এটা আমাদের উনাদের অবস্থা অন্য রকম "নাদুস-নুদুস" চেহারা দেখতে পারছেন উনারা ঠিক আছেন। নাদুস-নুদুস হওয়ার কথা আমি একটু পরে বলব স্যার গান্ধী গ্রামে পলট্রি ফার্ম আছে সেটা আমি পরে আসছি। মুস্কিল হল আমরা এখানে যারা আছি এবং ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ড যারা এই ধরণের চাকুরী করে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে তার থেকেও করুন অবস্থা হলো রাজ্যের যে ৭৫ শতাংশ জন গোষ্ঠি আছে যারা বিলো দি প্রভারাইট লাইন দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বসবাস করে তাদের জন্য ওথাল-পাতাল ওরা (ট্রেজারী বেঞ্চ) ওদের কথা বলে ওদের (ট্রেজারী বেঞ্চ) কথা বলে প্রত্যেকের চেহারা নাদুস নুদুস হচ্ছে। এই যে দুই শ্রেণীর বিলো প্রভারটি লাইন আর আমরা জীর্ণ, রিক্ত যারা আছি ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড ভাইরা এবং বিরোধী দলের বিধায়ক ভাইরা আমাদের অবস্থা আর বলার নয়। স্যার, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খাদ্য সামগ্রীর দাম অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির ফলে সারা রাজ্যের এক অসহনীয় অবস্থা। স্যার, আমি আজকের বাজার দর বাসমতি চাউলের কথা বলব না, খাসা চাউলের

দামের কথা বলব না, জাফরানের দামের কথা বলব না যেটা মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নারায়ণ রুপিনী মহোদয় রোজই গান্ধীগ্রাম পলট্রি থেকে মুরগী এবং শূয়র এনে জাফরান দিয়ে রান্না করে খান সেই জাফরানের কথা বলব না। ছানা, দুধ, ঘি, মাখন এইগুলি উনাদের জন্য তাই এইগুলির কথা বলব না। স্যার, আমি আজকের সকালের বাজার দর জানাচ্ছি

স্যার, ছানা, দুধ, মাখন এগুলি আমাদের জন্য নয়, এগুলি উনাদের জন্য। আজকে এই অপদার্থ খাদ্যমন্ত্রীর জন্য আজকের বাজার দর কি অবস্থা ? কাঁচালংকা ৩০ টাকা কেজি, স্যার, একটু সিদলের চাটনি খাব, তারও উপায় নেই, সিদলের কেজি ১৬০ টাকা, স্যার চালকুমড়া একটা ৮ টাকা কেজি, মিষ্টিকুমড়া একটা ১০ টাকা, পেপে ৬ টাকা, কাঁচা কলা ৫ টাকা, আলুর পরিবর্তে যে মুখী খাব সেটাও ৭ টাকা কেজি। কাকড়ল ১০ টাকা কেজি, ঝিঙ্গে ১০ টাকা কেজি, পটল ১৬ টাকা কেজি ঢেড়স ১৫ টাকা কেজি, টমেটো ২৪ টাকা কেজি, বীট গাজর ৩০ টাকা কেজি। হাঁসের ডিম আলি ১৫ টাকা করে, পলট্রির ডিম ৯ টাকা করে। পশ্চিম বাংলায় ১ টাকা ৩০ পয়সা করে একটা ডিম বিক্রী হয়। সর্বসাকুল্যে ৫ টাকা কত পয়সা। আমাদের এখানে ডিম ৯টাকা করে। আমাদের এখানে মুরগী ৭০ টাকা করে দেশী যেটা উনারা খান স্যার কনট্রোলের চাউল পাওয়া যাচ্ছে না। আমার রেশন কার্ড দেখাচ্ছি স্যার, আমি কালকে চাউলের জন্য পাঠিয়েছি, চাউল নেই, চিনি নিয়ে ফেরৎ আসতে হয়েছে। আমি চাউল পাইনি, সাধারণ মানুষের অবস্থাটা কি হবে স্যার,। সেই চাল কালকে যখন আমি কিনতে গোলবাজার পাঠালাম রাত্রিতে সেই চাল প্রতি কেজি ১১ টাকা ৫০ পয়সা করে এনেছে। আজকে সেই চাল আট আনা কমে ১১টাকায় নেমে কনট্রোলের চাল বাজারে বিক্রী হচ্ছে। স্যার, সাধারণ চাল প্রতি কেজি ১৫ টাকা ৫০ পয়সা, পেঁয়াজ ২২ টাকা কেজি, আলু ১২টাকা-১৩ টাকা কেজি, সরষের তেল ৬০ টাকা লিটার। নীল কেরোসিন অঢেল বাজারে, ৮ থেকে ৯ টাকা, লিটার, চিনি ১৮ টাকা, মুসুরী ডাল ২৪ টাকা কেজি, মুগ ডাল ৩০ টাকা, লবণ ৬ টাকা। এই হল আজকের বাজার দর। এই মূল্য বৃদ্ধির ধাক্কায় কি হচ্ছে স্যার! অনেক কষ্ট করে, অনেক যুদ্ধ করে মাননীয় মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় সরকারকে ৪৫ পারসেন্ট লোক এই রাজ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে সেটা রাজী করিয়েছে। ফলে কি হচ্ছে স্যার, সারা রাজ্যে আজকে দারিদ্র্য সীমার নীচে জনগোষ্ঠী অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। উনার মন্ত্রীত্বের কয়েক মাসের মধ্যে ১০-১২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বেড়ে গেছে এই খাদ্যমন্ত্রীর অযোগ্যতার ফলে। স্যার, অবশ্য এটাও ঠিক একটা দেশে কিংবা রাজ্যে উন্নয়ণের সংগে সংগে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে মানুষের চাহিদা বাড়বে, চাহিদা বাড়ার সংগে সংগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এখানে এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি লাগামছড়া হয়ে যায় এবং তখনই মানুষের নাভিশ্বাস হয়ে উঠে। আজকে এই রাজ্যের অবস্থা এই জায়গায় এসে

দাঁড়িয়েছে। স্যার, ত্রিপুরায় আমরা সবাই আছি। এটা কংগ্রেস কমিউনিষ্টের প্রশ্ন নয়। কাঁচা লংকার দাম যদি ৫ টাকা ৪ টাকায় আসে, আমি যেমন উপকারী হব, উনারাও সেই উপকার পাবেন স্যার। আজকে ত্রিপুরাতে দ্রব্যমূল্য এটা নতুন নয়, যেটা উনার আমলে ঘটেছে তাও নয়। কিন্তু ডিফারেন্সটা কি? অন্যান্যবার যখন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছে, রেশনের চালের দাম বাড়েনি, রেশনের লবনের দাম বাড়েনি, কাঁচালংকার দাম বাড়েনি, আলুর দাম বাড়েনি, ডালের দাম বাড়েনি। এবার আমাদের মত নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষ এবং দারিদ্র সীমারেখার নীচে যারা আছে, তাদের অ্যাফেক্ট হয়েছে। এইসমস্ত জিনিস অন্যান্যবারও উনারাও যখন মন্ত্রী ছিলেন জিনিসপত্রের দাম এত গগনস্পর্শী হয়নি। এবারকার জিনিসপত্রের দামের সংগে এখানেই ডিফারেন্স যে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সংগে সংগে ন্যায্যমূল্যে দোকানের জিনিস সবকিছু বাজারে পাওয়া যাচ্ছে এবং বেশী দামে পাওয়া যাচ্ছে। নীল কেরোসীন কত ড্রাম দরকার, আপনি পাবেন, চাল কত-শ বস্তার দরকার, আপনি কনট্রোলের চাল বাজারে পাবেন। নুন, কনট্রোলের নুন বাজারের পাবেন। এইসব ত্রিপুরাতে কখনও হয়নি। এটা অযোগ্য, অপদার্থ খাদ্য মন্ত্রীর জন্য এটা হয়েছে।

স্যার, আমি উদাহরন দিয়ে বলব, এই মন্ত্রীসভার সুযোগ্য মন্ত্রী অঘোর বাবুর কথাই বলছি, ওনার কৃষি বিভাগে অস্বাভাবিক উন্নতি হয়েছে, এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। আমি সেটা প্রেস স্টেটমেন্ট দিয়ে এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই হাউসে দেখাব। অথচ খাদ্যমন্ত্রীকেও যে রাজ্যের জনসাধারণের প্রটেকশান দিতে হবে সেই চিন্তা ওনার নেই বা ওনার অফিসারদেরও নেই। স্যার, যেই রাজ্যে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীসহ শাসক দল ৬ই আগষ্ট আমার মত কিছু বৃদ্ধ মোষ এবং কচিকাচাদের নিয়ে হিরোসীমা দিবস পালন করেছি। স্যার, এই যে এইভাবে মিছিল ভরাট করা হল, তার ঠিক তিন দিন পরে শাসক দলের একটা খেয়াল নেই যে, ৯ই আগষ্ট ভারতছাড় আন্দোলনের দিন। সেদিন শাসক দলের সময় হয়নি স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, ৪২ সালের যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ঝাঁপিয়ে পরেছিল তাদের আত্মার স্মৃতিতে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার। অথচ হিরোসীমা দিবস পালন করার জন্য তার সময় ছিল। স্যার, হিরোসীমা দিবসের এই বাদর নাচের কারণ হল বক্রেশ্বর প্রাকৃতিক প্রকল্পে এক সময় মানুষের রক্ত নিয়ে সেটা করেছে। স্যার, শাসক দলীয় হরকিষাণ সিং সুরজিৎ ওনারা বিভিন্ন পন্থায় ডলার স্টারলিং প্রচুর আমদানি হয়েছে, এখন তাদের ই এম-এর দরকার। জাপানী ই এম হরকিষেণ সুরজিৎ ওদের দরকার। তাই জাপানকে খুশি করার জন্য অন্য কিছু নয় হিরোসীমায় যারা ৪৫ সালে মারা গেছে তাদের জন্য তাদের মিছিল করতে হবে, জাপানকে আমাদের খুশি করতে হবে। কলকাতার জন্য আমাদের ই এম মুদ্রা আনতে হবে। কারণ ডলার, স্টারলিং এগুলি আমদানি করেছি, এখন আমাদের ই এম-এর দরকার। অথচ ৯ই আগষ্ট ভারত ছাড়

আন্দোলনের কথা তাদের মনে নেই। স্যার, যারা ৬ তারিখ এত আন্দোলন করল তাদের সময় হল না ৯ তারিখ একটা মিছিল করার বা আন্দোলন করার বা সর্বদলীয় মিটিং ডেকে একটু আলাপ করার। স্যার, মানুষের পেটে ভাত নেই, মানুষ নুন চাউল আলু পাবে না তার জন্য তাদের চিন্তা নেই, তাদের জাপানের জন্য চিন্তা। জাপানে কবে এটমবোমা পড়েছিল আর এখানকার মানুষ মরে যাচ্ছে খেতে পাচ্ছে না, চাউল নুন পাচ্ছে না তার জন্য তাদের কোন চিন্তা নেই। স্যার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের নামে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী ঠাণ্ডা ঘরে বসে হট ড্রিংক সহযোগে ব্যবসায়ী যারা চোরাকারবারী এবং তাদের যারা মধ্যমনি তাদেরকে নিয়ে সেখানে বসে এয়ারকুলার চালিয়ে মিটিং করে প্রতি সাত দিন বা পনের দিন পর পর সাংবাদিকবন্ধুদের কাছে ওনার বানী দেশবাসীর জন্য প্রচার করে যাচ্ছেন রীতিমত। স্যার, এই সব করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যাবে না। স্যার, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হলে দুইটা জিনিষের দরকার সেটা উনি জানেন না। উনি ওয়াকিবহাল নন। ....

ভারতের সংবিধানে বিধান দেওয়া আছে-স্যার আপনি ওকে জিজ্ঞেস করুন সংবিধানের কত ধারায় এই বিধান দেওয়া হয়েছে। প্রেসে শত শত বিবৃতি দিয়েছে কিন্তু এটা সংবিধানের কোন ধারার আছে সেটা বলতে পারবেননা। ডিমাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই লাইন যদি ঠিক রাখতে হয় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হয় সেটা ভারতের সংবিধানের কত নং ধারায় আছে সেটাও জানেনা স্যার।

স্যার, আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এবং তার ডিপার্টমেণ্ট যে দুই একজন অফিসার রয়েছে ওদের উদ্দেশ্য বলতে চাই। ওদের এটা জানতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার এই দুই সরকারের দায়িত্ব কি? এটা ভারতের সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। স্যার, আমাদের খাদ্যমন্ত্রী এবং তার অফিসারদের জানতে হবে যে, ভারতের সংবিধানে ৭ম তপশিল বলে একটা শব্দ আছে। সেই ৭ম তপশিল একটা আছে যৌথ তালিকা আরেকটা আছে রাজ্য তালিকা। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হলো কৃষি দপ্তর। রাজ্য তালিকার ১৪ নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে কৃষি দপ্তর সম্পর্কে। আর ৩৩ এবং ৩৪ নং ধারায় আরো দুইটি তালিকা রয়েছে আমি সে সম্পর্কে পরে আসছি। এই ৭ম তপশিলের ১৪ নং ধারায় রয়েছে কৃষি এবং ভূমি। আমি অবশ্য এরজন্য স্যার, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে দোষ দিচ্ছেনা। স্যার এখানে কৃষিমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন যে মানুষ খেতে পাচ্ছে কিন্তু স্যার, আমরা গরীব মানুষ সিদল খাওয়ার উপায় নেই আমাদের, আলুসেদ্ধ ভাত খাওয়ারও উপায় নেই। অথচ কৃষিমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন। কৃষিমন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী দেশের কথা পত্রিকায় উঠেছে রাজ্যে আলু উৎবৃত্ত তবু তার দাম বেশী কেন? এর পরেও উনি মন্ত্রী হয়ে বসে রয়েছেন। ওর সে জ্ঞান নেই স্যার "ডেইলী দেশের কথায়" সেই সংবাদ দেওয়ার পর ওর কোন অপমান থাকলে চলে যেতো। "ডেইলি দেশের কথায়" কি লিখেছে? ১৯ এপ্রিল এই বছরে রাজ্যে ১,১৫ হাজার মেঃ টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। কৃষি দপ্তরের সূত্রে এই

খবর জানা গেছে। এই আলু রাজ্যের ১৮০০০ চাষী ৫৯৩৪ হেক্টর জমিতে আলু চাষ করেছেন। এখন স্বাভাবিকতা ব প্রশ্ন জাগে রাজ্যে যদি স্বাভাবিক আলু উৎপাদিত হয় তবে আলুর দাম এত বাড়ছে কেন ? আলুর দাম বাড়লেও কৃষকরা বা আলু চাষীরা ভাল দাম পাচ্ছে না কেন ? দাম পাচ্ছে মাঝপথে যে ফড়িয়া ব্যবসায়ী রয়েছে তারা লাভ পাচ্ছে ফড়িয়াদের। রাজ্যে উৎপাদিত লক্ষাধিক মেট্রিক টন আলুর মধ্যে মাত্র ৩৫০০ মেট্রিক টন আলু হিমঘরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। উৎপাদিত বাকি ৯৭ শতাংশ আলু কৃষকরা ফড়িয়াদের কাছে কমদামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। তাহলে এখানে কি কোন সরকার আছে স্যার ? রাজ্য সরকার এই বছরে আলুর সংগ্রহ মূল্য ২.৫০ টাকা মাত্র ধার্য্য করেছেন। দুইটি করপোরেশনের মাধ্যমে কিছু আলু কিনে হিমঘরে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

(এমন সময় বিধানসভার মাননীয় সচিব মহোদয় অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে কোন বিষয়ে আলাপ করছিলেন।)

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মনঃ- স্যার, আপনাদের কথা বলে নিন, তারপরে আমি বলব।

এটা সেক্রেটারী সাহেব ঠিক নয়। It is wrong system Mr. Secretary. You should not do it. while I am addresing the Hoble Speaker you should not speak with him like this. You should stope it, You should ashamed. Secretary should know the practise the custom of the House.

This is bad practice. Speaker has not called him for any advisory talk. So he Should not do this.

উৎপাদিত ৯৭ শতাংশ আলু কম দামে ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি হয়েছে। সরকার ২ টাকা ৫০ পয়সা আলুর কেজি সরকারী মূল্য ধার্য্য করেছে। দুইটি কর্পোরেশন কিছু আলু কিনেছে। বাকি আলু চাষীদের কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। বাজারে আলুর বেশী দাম কিনা জানতে চাইলে ঐ যে মন্ত্রী বসে আছেন ব্ল্যাকারদের কথায় যে কথা বলে "ডেইলী দেশের কথা' বলেছে বাজারে আলুর দাম বেশী কিনা জানতে চাইলে ক্ষুদ্র বিক্রেতা এবং পাইকারী বিক্রেতারা বলছে পশ্চিমবঙ্গ আলুর দাম বেশী ও যা বলেছেন, ঐ চোরাকারবারীদের কথা বলছে এবং ডেইলী দেশের কথা সেটা সমর্থন করেছে যে পশ্চিমবঙ্গে আলুর দাম বেশী। স্যার, ত্রিপুরায় যে আলু বিক্রি হচ্ছে তা সবই রাজ্যের উৎপাদিত "ডেইলী দেশের কথা" বলছে। স্যার, আগাম আলু কিনে ফড়িয়ারা এখানে বাজারে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। জানা গেছে কম দামের আলু কিনে ফাড়য়ার এখানে বাজারে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। জানা গেছে কম দামে আলু কিনে ফাড়য়ারা করিমগঞ্জ এবং শিলচরের হিম ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। স্যার, এখানে আবার উনারা সন্তোষবাবুর গন্ধ পাবে। কিছু আলু রেখেছেন রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার হিম

ঘরগুলোতে। আলুর প্রয়োজন বাজারে মাত্র ৬৫ হাজার মেট্রিক টন "ডেইলী দেশের কথার" বক্তব্য। বীজের জন্য দশ হাজার মেট্রিক টন মোট ৭৫ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু হিমঘরের অভাবে চাষীরা কম দামে আলু বিক্রি করে দেন। যার কিছু চলে যায় বাংলাদেশে বাকিটা ফড়িয়াদেরগুদামে এই হল স্যার, আলু সমাচার। ধান সমাচার, চাউল সমাচার পরে আসছি স্যার। এই কৃষিমন্ত্রীর আমলে অঘোর বাবুর আমলে রাজ্যে আলু কাঁচা লংকা পেঁপে ঢেড়স, বেগুন ডাটা, চালকুমড়, মিষ্টিকুমড়, পালং-শাক এবং মূলা যেগুলি আমরা খাই স্যার, এগুলি প্রচুর উৎপাদন হয়েছে। এগুলির কোন অভাব রাজ্যে নেই সব আছে। কিন্তু অভাব এক জায়গায় খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ফড়িয়াদের যোগাযোগ এবং বণ্টন ব্যবস্থার যোগাযোগ এই জায়গায় আছে। কাজেই এখানে উমার লজ্জা আছে কিনা জানিনা বললে হয়ত বেঠিক হবে না। "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকার মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী তার মুখটাকে ঝামা ঘসে দিয়েছে এবং অপদার্থ মন্ত্রীকে ঝামা ঘসে প্রমাণ করে দিয়েছে যে মিথ্যা কথা যখন সরকারকে, সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা একের পর এক স্টেটমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে। তখন "ডেইলী দেশের কথায়" কৃষিমন্ত্রী প্রেস রিলিজ দিয়ে আলুর প্রকৃত তথ্য দিতে বাধ্য হন।

স্যার, সাধারণ সব্জি উৎপাদন কৃষির চাইতে অনেক বেশী এই সরকারের আমলে অঘোরবাবু বা মানিক বাবুর সরকারের আমলে তার সরকারের আমলে কৃষিজাত দ্রব্যে আমাদের রাজ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ। আমি এখানে আলুর কথা বলেছি। এখন আমি দেখাচ্ছি স্যার, সংবিধানের ৩৩ এবং ৩৪ ধারাই কি লেখা আছে। ৩৩ নাম্বার ধারা হল মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী ভোজ্য তৈল, তেল বীজ সরবরাহ ও বিলি বণ্টন। চাল চিনি, তৈল, তৈল বীজ, মোম কেরোসিন, এইগুলি সরবরাহ করবে কেন্দ্র সরকার। গলদ কোথায়? বণ্টনের ক্ষেত্রে আমাদের সিভিল সাপ্লাই। বণ্টন ব্যবস্থায় বলুন সেই জায়গায় আমি আছি। ৩৩ নাম্বার ধারা হল খাদ্য বস্তু ন্যায্য দোকানের মাধ্যমে বণ্টন ও সরবরাহ। সরবরাহের মালিক কেন্দ্র সরকার। আর বণ্টনের মালিক হচ্ছে রাজ্য সরকার। আর যৌথ তালিকার ৩৪ ধারায় হল জিনিষ পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ করা। আমি শুধু আপনার দায়িত্ব সেটি বলছি না। এই ৩৪ নম্বার ধারা অনুযায়ী তার দায়িত্ব আপনার। সরবরাহ করা এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখা সেটি আপনি এবং কেন্দ্র সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু স্যার, যেমন এখানে মূল্য নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র সরকার এগিয়ে আসেনি। তেমনি এখানে অযোগ্য মন্ত্রী কেন্দ্র সরকারকে বলেননি। আপনি একটা চিঠি এই হাউসে দেখাতে পারবেন না। "কেন্দ্র সরকার তুমি এগিয়ে আসুন রাজ্যের এই অবস্থা"। একটি চিঠি হাউসে দেখাতে পারবেন না। কি করে হবে আপনি রাজ্যের কালো বাজারী হোলদার তাদের স্বার্থ দেখেন। আপনার উচিৎ পশ্চিম বঙ্গের খাদ্য মন্ত্রী এবং দিল্লীর খাদ্য মন্ত্রীদের মত দিল্লীতে গিয়ে চাপ সৃষ্টি করা কিন্তু আপনি সেটি করেন নি। সেখানে গিয়ে বলেন নি। পেঁয়াজ আমদানী বন্ধ করার কথা যেটা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী করেছেন।

কি করতে হবে সেটি আপনার জ্ঞান গড়িমসী কিছুই নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকার এবং অযোগ্য রাজ্যের খাদ্য মন্ত্রীর জন্য রাজ্যে এই অবস্থা। কেন্দ্র কি করে রাজ্যের দায়িত্ব পালন করতে পারবে। ৩৫৫ দায়িত্ব মমতা, সমতা ললিত ৩৫২ ধারার তদারকি করতে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যস্ত। আর স্যার, রাজ্য সরকার ব্যস্ত। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকার এখন ব্যস্ত। কি করে সোনিয়া গান্ধীর আচলে গিয়ে কেন্দ্রের বি. জে, পি সরকারকে হটানো যায়।

আমি আশা করব, এখন যেটা বলব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমার সঙ্গে একমত হবেন। স্যার, রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধির স্থানীয় কারণ, তার একটা কারণ হলো প্রত্যেকটা রাজ্যে আমাদের বাৎসরিক খরচ আমাদের রাজ্যের একটা বাৎসরিক আয় আছে এবং বাৎসরিক খরচ আছে, ঐ দারিদ্রসীমার নীচের যে লোকটা আছে তার থেকে শুরু করে রাজ্যপাল পর্য্যন্ত যে খরচ আমরা করি সেই খরচের ১০০ টাকা যদি খরচ হয় তার শতকরা ৪০ ভাগ খরচ করে রাজ্য। কাজেই সেই কারণে আমি মনে করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তা স্বীকার করবেন। সেখানে ব্যয় সংকোচন করা দরকার। ব্যয় সংকোচন যদি না হয়, সরকার যদি ৪০ পারসেন্ট খরচ করে প্রতি টাকায় তা হলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যাবেনা। স্যার নির্বাচনের সময় যেমন শাসক দল তেমনি অন্যান্যদল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আমরা চাঁদা নিই, হিরোসীমা দিবসের চাঁদা নিই, অমুক দিবসের চাঁদা নিই, স্যার, এর ফলে চাদা দেয় ব্যবসায়ী ব্লেক মানি থেকে। এই ব্লেকমানি বাজারে আসার পর, ব্লেক মানি ড্রাইভস্ আউট গোড্ মানি, এটা হল ইকনমিক্স-এর কথা, এটা মাননীয় কেশব বাবু আমার থেকেও ভালভাবে জানেন। এই বেড মানি ড্রাইবস্ আউট গুড মানি। কাজেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে। সেটা রোধ করা যাবেনা। তারপরে আছে বেতন বৃদ্ধি। বাজারে টাকার যোগান বেড়ে যায়, ব্যবসায়ীরা, ব্লেকমার্কেটিয়াররা উতপেতে থাকে এই সুযোগ নেওয়ার জন্য। স্যার, ত্রিপুরার গ্রাম-পাহাড় এলাকায় আজকে জুমিয়ারা তাদের উৎপাদিত জিনিস নিয়ে আসতে পারেনা সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপের দরুন। আজকে ছোট ছোট কৃষক তার বাড়ীতে উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিয়ে আসতে পারে না। যার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। অবাধ প্রাচার বানিজ্য, সেটা আজকে বলার অপেক্ষা রাখেনা। দৈনিক গদ্যুত পত্রিকা অফিসের পাশের বাড়ী থেকে মারুতি গাড়ি বাংলাদেশের মধ্যে চলে গেল, আবার পুশ করে চলে এল। বর্ডার দু'ই দিকেই খোলা রাখে। ট্রাক যাচ্ছে, আর মারুতি গেছে সেটা এমন কি স্যার? স্যার, বাংলাদেশের সঙ্গে পাচার বানিজ্য, এই পাচার বানিজ্যের সঙ্গে হালে যোগ হয়েছে। সরকার কিছু এক্সপোর্ট লাইসেন্স দিয়েছে বাংলাদেশে চাউল রপ্তানির জন্য। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব, এটা মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর দ্বারা সম্ভব হবে না, আজকে চাউলের এই মূল্য বৃদ্ধির জন্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সমস্ত একসপোর্ট লাইসেন্স ইমিডিয়েটলি রদ করার জন্য, কনসেল না করুন। সমস্ত একসপোর্ট লাইসেন্স

রদ করুন, তা না হলে আর চাউলের মূল্য আর কমবেনা। রেশনসপে চাউল পাওয়া যাচ্ছে না। রেশনের চাউল খোলা বাজারে ১১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সাধারণ চাউল বাজারে ১৫,১৬ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এই সমস্ত এক্সপোর্ট লাইসেন্সগুলি রদ করার জন্য চিন্তাভাবনা করার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব।

মিঃ স্পীকার :- আর কতক্ষন ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ :- স্যার, আর একটু। স্যার, যে সরিষা দিয়ে প্রশাসন ভূত তাড়াবে সেই সরিষাতে ভূত। স্যার, বি. এস. এফ. এনফোর্সমেন্ট, পুলিশ, ফুড ইনসপেক্টর এবং রাজনৈতিক নেতা এই যে পঞ্চ পাণ্ডব, এই পঞ্চ পাণ্ডবকে সুধরাতে হবে। তাদের না সুধরাতে না পারলে মুখ্যমন্ত্রী সত চেষ্টা করলেও, লক্ষ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য এনেও তার সমাধান হবে না তাদেরকে সুধরাতে হবে। শতকরা ৯৫ ভাগ রেশন ডিলারের এগিনিস্টে, তাদের বিরুদ্ধে সু-নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ সরকারের কাছে আছে। কিন্তু বিভিন্ন দলীয় সমর্থকদের চাপে, আমি এখানে সি, পি, এম, বলছিনা, দলীয় সমর্থকদের চাপে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছেনা। স্যার, আমার রেশনসপে গতকালকে চাউল পাইনি। বাজার থেকে চাউল কিনেছি। শুধু চিনি দিয়ে চলতে হয়েছে।

মি: স্পীকার :- প্রশ্ন হল, এই চাউল আপনি খান কি ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণঃ- স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের তিনভাগ বর্ডার দিয়ে হাজার হাজার বাংলাদেশী প্রতিদিন ঢুকছে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন, এটা জানেন কেশব বাবু। সারা দিন কাজের পর এক কে, জি দুই কে. জি করে চাল নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি তাদের সার্টিফিকেট নিয়ে ওরা রেশন কার্ড করছে, সিটিজেনশিপ কার্ড করছে। প্রতিদিন এক মাত্র আগরতলা শহরেই তিন থেকে চারশ রিকসাওয়ালা রিকসা চালাচ্ছে। এবং সন্ধ্যায় ফিরে যাবার আগে চাল নিয়ে যাচ্ছে। এটা আমাদের দেখতে হবে। স্যার, এই রাজ্যে চোরা চালান, মজুতদার, রাজনৈতিক নেতা, রেশন শপ ডিলার, পুলিশ বি. এস. এফ ও এনফোর্সমেন্ট এই সপ্তরথীর মধ্যে মেরু-করনের সৃষ্টি হয়েছে। এটা কেহ অস্বীকার করতে পারবেন না। এই সপ্ত রথীর মৌরসীপাট্টা চিরতরে বন্ধ করতে না পারলে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যাবে না। স্যার, একটা জিনিস ভুললে চলবে না, আমি একটু বাজেট ভাষণে আসছি। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বলেছেন, গত বছরে রাসায়নিক সার ব্যবহারের

পরিমাণ ১০,৪২ হাজার মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ৯৮-৯৯ সালে ১৯-৭২ হাজার মেট্রিক টন করার জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরী হয়েছে। এটা আমি অস্বীকার করছি না। স্যার, উচ্চ ফলনশীল এবং উন্নত জাতের বীজ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা গত বছরের ৭৮৮,৫৬ মেট্রিক টন বাড়িয়ে এবছর ১১১১,৭৭ মেট্রিক টন করা হবে। এটাও আমি অস্বীকার করছি না। আবার বলা হয়েছে। গত কয়েক বছরে মোট ধান উৎপাদনক্ষম জমির ৮৬ শতাংশকে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের আওতায় আনা হয়েছে, যেখানে সর্বভারতীয় গড় হলো ৬৬ শতাংশ। কিন্তু স্যার, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ডাইরেকটর অব ফুডের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এই রাজ্যে টোটাল ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৩০ হেকটর জমিতে খাদ্য শস্য (ধান, গম এবং ভুট্টা) উৎপাদন হচ্ছে। আর উৎপাদিত শস্য হচ্ছে, ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩১০ মেট্রিক টন। স্যার, স্যার, রাজ্যে যে জন সংখ্যা আছে, তাদের জন্য প্রতিমাসে খাদ্য শস্যের দরকার হয় ১৮ হাজার মেট্রিক টন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বছরে লাগবে, ২ লক্ষ ২০ হাজার মেট্রিক টন। আর আমাদের রাজ্যে আসে ৮ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য। কাজে কাজেই সুযোগ খাদ্য মন্ত্রী যদি হতেন, তাহলে আমাদের এখানে যে লোক রয়েছে তার দ্বিগুণ লোককে খাওয়ানোতে কোন অসুবিধা হবার কথা ছিল না। তাঁর অযোগ্যতার জন্য এই পরিণতি। কাজেই প্রচুর পরিমানে উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য মন্ত্রী মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারছেন না। ন্যায্য মূল্যের দোকানে সুষম বন্টন করতে পারছেন না। মন্ত্রী মহোদয় তার দপ্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূর্নীতি রোধ করতে পারছেন না।

যে খাদ্যমন্ত্রী নিজে চোরাকারবারীদের সাথে, মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের রক্ষার জন্য প্রেসকে অসত্য ব্রিকিং করেন, যে মন্ত্রী ব্যবসায়ী সমাজের মধ্যমনিদের নিয়ে সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এ বসে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে প্রেস রিলিজ দেন, সেই খাদ্য মন্ত্রীকে-আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে সমগ্র মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য নয়, তাঁকে সরিয়ে দিয়ে অঘোর বাবু অথবা জিতেন বাবুর হাতে খাদ্য দপ্তর দিন। যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে নুন, ভাত খাওয়াতে চান। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী তার অপদার্থতা আজকে প্রমাণ করেছেন। উনাকে বয়স্ক শিক্ষা দপ্তর, বালোয়ারী শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব দিন। বয়স্ক মানুষ যারা লেখাপড়া করতে চায়, জ্ঞান অর্জন করতে চান তাদের জন্য বড় বড় হরফে বই ছাপাতে বন্দোবস্ত করার জন্য, বালোয়ারী শিশুদের পড়াশুনার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব দিন। মন্ত্রী হিসাবে উনি উনার অপদার্থতা প্রমাণ করেছেন। স্যার, আমার আরও অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে বলতে পারছিনা। স্যার, উনার হাতে তামাক খাব আমি আর ধূয়ার ঘর অন্ধকার হয়ে যাবে। স্যার, ওর হাতে কালো বাজারীরা তামাক খায়, রাজনৈতিক দালালরা তামাক খায় আর অন্ধকারে ঘর আচ্ছন্ন করে ফেলে। ওর খাদ্য মন্ত্রী থাকার কোন অধিকার নেই। পরিশেষে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব গত পাঁচ বছরের রাজ্যে আজকে পর্যন্ত কত সাদা

কেরোসিন রাজ্যে এসেছে আপনি সেটা খোজ নিন। সাদা কেরোসিন ত্রিপুরা রাজ্যে সাড়ে পাচ বছরে এক বোতলও ঢুকেছে কিনা ? এবং এই সাদা কেরোসিন ত্রিপুরা রাজ্যের কোন রেশন সপে দেওয়া হয়েছে কিনা, কোন ভোক্তা এই সাদা কেরাসিন এক পোয়াও পেয়েছে কেনা সেটা খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ করছি। আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ অন্ততঃ নুন, তেল, চাউল, ডাল এগুলি পেতে পারে। আরেকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে- ১৯৭২ইং সালে আমি বিধায়ক হয়ে যখন আসি আমি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় বাবুকে দেখেছি অজয় সিন্‌হা ডেকে নিয়ে আসতেন এই বলে যে "এই তুমি আস।" কাল কত জন এরেস্ট হয়েছে ? অজয় বাবু বললেন-"এত জন"। খাদ্যের অবস্থা কি ? কেরোসিন কত আছে ? চাউল কত আছে ? কোন রেশন সপে কত বাফার নুন, চালের বাফার স্টক কত ? সেগুলি আমি সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এ মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে যেতাম তখন এগুলি শুনেছি। তখন রেশন সপে কালো বোর্ডে বাফার স্টক-গুলি লেখা থাকত। সেই সময়ে খাদ্যের কোন অভাব ছিল না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি আপনার নেতৃত্বে তিনটি ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, খাদ্য দপ্তর এবং কৃষি দপ্তর- এই তিন দপ্তরের মন্ত্রীকে নিয়ে এবং আপনার পছন্দ মত একজন অফিসারকে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন করুন। যদি বর্ত্তমান অবস্থা থেকে ত্রিপুরা রাজ্যকে টেনে তুলে আনতে চান, রাজ্যের মানুষকে অন্ততঃ নুন ভাত খাওয়াতে চান। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ- আপনাদের আর ১০ মিনিট সময় আছে। কে বলবেন বলুন। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র বাবু আপনি বলবেন বলুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই রাজ্যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এমন স্তরে বাড়ছে যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, যখন একটা জিনিসের ক্রাইসিস দেখা দেয় দাম বাড়ে তখন এটার এফেকট্ সব জনগণের কাছে সমান ভাবে যায় না। যারা গরীব অংশের মানুষ তাদের কাছে এটার চাপ এক রকম, ধনীদের কাছে এটার চাপ অন্য রকম, কাজেই যে হারে এই রাজ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বাড়ছে তাতে রাজ্যের গরীব মানুষরা তারা সবচেয়ে বেশী শিকার হচ্ছে, ভোক্ত ভোগী হচ্ছে এবং খুব একটা সংকটের মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে। যে-হেতু এই রাজ্যের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমা-রেখার নীচে বসবাস করে বা তার বেশী। কাজেই তারাই যে দ্রব্য মূল্যের শিকার এতে কোন ভুল নেই। কাজেই এমন একটা ইস্যু আজকে

হাউসে মাননীয় বিরোধী দলনেতা আলোচনার জন্য এসেছেন তার জন্য আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ এটা খুব সমযোচিত হয়েছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ সকলের কাছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে ২টি জিনিস একটা হচ্ছে যেগুলি বাইরে থেকে এখানে আসে আর আর একটা হচ্ছে যেগুলি আমরা আমদানি করি সেই দুই প্রকারের উৎপাদিত দ্রব্য এটা নানা কারণে নানা পরিস্থিতিতে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। মিঃ স্পীকার স্যার, বাইরে থেকে যেগুলি আসছে এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন। এই রাজ্যে যেগুলি উৎপাদিত হয় সেগুলি নিয়ে এখানে প্রধানতঃ কথা বলব এবং এই ক্রাইসিসের সঙ্গে সবচেয়ে বড় যে ঘটনা সেটা হচ্ছে উৎপাদনের চাহিদা যোগান এই দুটি বেশী ভের্ করছে। এটার মধ্যে যত বেশী দূরত্ব বাড়বে তত বেশী মূল্য বৃদ্ধি চাহিদা ঘটনা ঘটবে। এটা পূরণের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, যোগান বৃদ্ধি এটা একটা বড় ব্যাপার। যোগান বৃদ্ধি এটা একটা সরকারের পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। যদি সেখানে বড় রকমের নেচারেল ক্যালামিটিজ না হয়। এই রাজ্যে তো এর মধ্যে খুব বড় ধরণের ফ্ল্যাড হয় নি, বরো ফসল মার খায় নি। এখন অবশ্য জুমের ফসল কিছু মার খাচ্ছে তাও সরকারী অবহেলার জন্য। কাজেই এই যে ক্রাইসিস দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ কি? আমার মনে হচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর উৎপাদনমুখী কর্মসূচী কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বা এটার বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন মাছের পোনার কথা বলছি আমাদের জোট আমলে মাছের চাহিদা বা মাছের দাম ষ্টেবল ছিল। তার কারণ হচ্ছে আমরা শুধু প্রাইভেট করি নি, মালিকানা তাদেরও উৎসাহিত করেছিলাম এবং এমন কি এই রাজ্যের যত ভাল ভাল ছড়া আছে, নদী আছে সেগুলিতে আমরা মাছের পোনা ফেলেছিলাম।

এই গোমতীতে ১ লাখ, ২ লাখ করে মাছের পোনা ফেলেছে। মহারানী ব্যারেজ কখনও কখনও ১০০-১৫০ মন মাছ ধরা পড়েছে। তখন এইরকম অবস্থা গেছে যে ১০ টাকা কেজি করেও মাছের পোনা কেনার লোক ছিল না। এখন মহারানী ব্যারেজে মাছ আছে? শুধু ব্যাঙাচি। আমাদের সময়ে মোহান্তে শিকারী সর্দারের পাড়ায় এটা কৃষির ডাইভারশান হয়েছিল। এখানে ২২ হাজার পোনা ফেলে রাখা হয়েছিল। এক বৎসর পর ওখানকার লোক্যাল ট্রাইবেলরা আমাকে এসে বলল যে "এক কেজি, দেড় কেজি করে প্রচুর মাছ পাওয়া যাচ্ছে।" ডম্বুরে যে মাছ উৎপাদন হত এগুলি এনে আমরা মার্কেট কনট্রোল করেছিলাম। এখন মার্কেট কনট্রোল করার কোন সুযোগই নেই। ডম্বুরের মাছ কোথায় চলে যাচ্ছে কেউ বলতে পারে না। নদীতে মাছ নেই খালে-বিলে মাছ নেই। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির যেসমস্ত উৎপাদনমুখী কর্মসূচী নিয়েছিলাম এগুলি সবই বন্ধ। বাইরের থেকে ডিম আনলে পরে এখানে ডিম দেওয়া হয়। লোক্যাল ডিম আমাদের মার্কেটে একেবারে চলবে না। কাজেই দাম নিশ্চয়ই বাড়বে। কালকাটায় যদি ৫ টাকা হয়, এখানে ৮টাকা, ৯ টাকা হতেই পারে। কারণ এখানে আসাম দিয়ে ঘুরে

তারপর আসে। আমি ডম্বুরের কাছে ৫০০ পরিবারকে ডিমের দিকে লক্ষ্য করেই করেছিলাম। ৫০০ করে ৫০০ পরিবার সবাই পাবে। আড়াইলক্ষ হাঁসের মধ্যে ২ লক্ষ যদি ফিমেল হয়, আর ২ লক্ষ হাঁস যদি প্রতিদিন একটি করে ডিম দেয়, তাহলে ২ লক্ষ হবে। আমি ধরে নিয়েছিলাম এর মধ্যে কিছু চুরি হয়ে যায়, কিছু ভেঙ্গে যায়, কিছু লোক্যাল জনসাধারণ খেয়ে ফেলে। এইসমস্ত করেও ১ লাখ ডিম প্রতি দিন আসবে। এটাই ছিল পরিকল্পনা। দেখা গেছে ডম্বুরে একটি হাঁসও নেই। মাংসের দাম বেড়ে গেছে। ডম্বুরের ভিতরে চতুর্দিকে জল, আপনি যদি সেখানে ছেড়ে দেন, ঐ জলটাই বেড়ার কাজ করবে, সেখানে আর আলাদা করে বেড়া লাগবে না। জল পেরিয়ে-ত আর ছাগল চলে যেতে পারবে না। কাজেই এমনিতেই ছেড়ে দিন নাচারেলি বড় হতে থাকবে। শুধু আমরা পাহারা দিয়ে রাখব। এইসব দিয়ে প্রচুর অ্যানিমেল হাজবেনড্রীর সম্প্রসারণ হবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা "ডেইলী দেশের কথা" যেটা বলেছেন এটার মধ্যে ভুল আছে উনি যার জন্য প্রশংসা করেছেন অঘোরবাবুকে। উনি যদি জানেন, তাহলে উনি অঘোরবাবুকে ছেড়ে দেবেননা। এখানে আলুর চাহিদা ৬৫ টন না। এখানে আলুর চাহিদা ধরার নিয়ম প্রতি মাথা পিছু ১০ কেজি করে। এখানে ৩০ লক্ষ যদি লোক হয় তাহলে এখানে ৩ লক্ষ কেজি হচ্ছে এখানকার চাহিদা। দেখা যাচ্ছে এখানে নাকি ১ লক্ষ টন হয়। আমার-ত বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের চাহিদা এখানে আরও বেশী আছে। এইবার দেখা গেছে যে, উৎপাদন ব্যবস্থা বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকায় মাইনাস করা হয়েছে। তারপর সংরক্ষন যেখানে করা হয় সেখানে বিরাট বিপর্যয়। বাইখোরাতে যে কোলড স্টোরেজ আছে সেটা অচল। আমাদের সময়ে অচল ছিলনা। সাউথের সমস্ত আলু এখানে রাখা হয়েছে। সংরক্ষণ করে যখন পরের সীজনে এগুলি বের করা হত। যখন বাজারে আলুর দাম বাড়ত, তখন আমরা এগুলি বের করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম। বাইখোরা কোলড স্টোরেজ বন্ধ। কাজেই আলুর দাম বাড়ছে। এছাড়া লোক্যাল নতুন কিছু প্রডাকশান করতে হয়। যেমন পেঁয়াজ, আমাদের সময়ে কাকড়াই-ছড়াতে, সেটা আমাদের কথা না, মোহন চৌধুরী, সি, পি, এমেরই লোক তিনি দেখেছেন, বলেছেন পেঁয়াজের টাল পড়ে আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের পেঁয়াজ আমদানি হয়ত করতে হবে কিন্তু এতটা করার কথা নয়। আমাদের এখানে পেয়াজ উৎপাদন করার স্কোপ আছে। আমাদের এখানে ফলের উৎপাদন কমে গেছে, এর ফলে ফলের দাম বেড়েছে, ডিমের দাম বেড়েছে, মাংসের দাম বেড়েছে। পাওয়াই যাচ্ছে না গ্রামাঞ্চলে ত আরও ভয়াবহ অবস্থা। সবজী বাজারে দেখা গেছে সবজী পাওয়াই যাচ্ছেনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি আমাদের রাজ্যে উৎপাদনমুখী কোন প্রোগ্রাম নেই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এই রাজ্যে মাটির নীচে এত সম্পদ। আর মাটির উপরে যে সম্পদ এটা উনি দেখেন না কেন?

স্যার, মাটির নীচের যে সম্পদ জল সেটাইতো আমরা টেক করিনি এখনও কাজেই মিঃ স্পীকার,

স্যার, আমাদের অ মলে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছিলাম বাদাম চাষ করে দেখেছিলাম কত লাভ হয়। স্যার আমরা লংকামুড়াতে বাদাম চাষ করে দেখেছি খুব ভাল বাদাম হয়। সেই বাদাম আমরা দুর্গা-চৌমুহনী বাজারে বিক্রী করে দেখেছি ভাল বিক্রীও হয়েছে। বাজারে বাদামের দামও তখন কমে গিয়ে-ছিল। তখন আর বাইরে থেকে আমাদের বাদাম আনতে হয়নি। বাইরে থেকে কোন কিছু এনে এখানে বিক্রী করলে যে তার দাম বেশী হয় সেটাতো সবাই জানে। কাজেই দেশের মাটিতে বাদামের চাষ করাতে বাজারে বাদামের দাম তখন অনেক কমে গিয়েছিল। এটা আমরা করেছি। তারপর ভি, এল, ডব্লিও যারা তারা ইনসিকিউরিটির জন্য কাজে যেতে পারছে না। এখন বিভিন্ন জায়গায় নারী ধর্ষণ হচ্ছে আপনাদের আমলে এগুলি সব হচ্ছে। আর আমাদের সময়ের মুখ্যমন্ত্রী সমীরবাবুর আমলে কখনও কি এগুলি হয়েছে? কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, মানুষের সিকিউরিটিটা হচ্ছে একটা বিরাট ব্যাপার। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের দীঘিগুলিকে আপনারা কোন কাজে লাগাচ্ছেন না। আর আমাদের আমলে আমরা সেগুলিতে মাছের চাষ করেছিলাম। তখন রুদ্র সাগর এবং উদয়পুরে যেগুলি দীঘি আছে সেগুলি থেকে দশ পনের কেজি ওজনের মাছ পাওয়া যেত। তখন কি হয়েছিল আমাদের রাজত্বকালে সেই মাছগুলিকে রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের নাইট গার্ডকে প্রান দিতে হয়েছিল। তখন কিছু লোক মাছ চুরি করতে গিয়ে সেই নাইট গার্ডকে হত্যা করেছিল। এখন আপনাদের আমলে কি হয়েছে সেই রুদ্র সাগরই বলুন আর অমর সাগরই বলুন সেখানে জাল ফেললে এখন বেঙ্গাচী উঠে, আর উঠে ছোট ছোট মাছ। কাজেই দেখুন আপনাদের সরকারের কি কাজ। এই এগুলিইতো হচ্ছে আপনাদের সরকারের কাজ এবং এগুলির কারণেই আজকে এখানে মাছের দাম এত বেড়ে গেছে। মিঃ স্পীকার স্যার তারপর রেশনের ব্যাপারে যে জিনিষগুলি বাইরে থেকে আসে সেগুলিও আসে অনিয়মিত। তারপর আবার তার কিছু জিনিষ চলে যায় বাইরে, ফলে বেশীর ভাগ সময়ে দেখা যায় রেশনে সব কিছু ঠিক ঠিক ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। আর এই যদি হয় রেশনের জিনিষের অবস্থা, তাহলে কি করে সব জিনিষ রেশনে পাওয়া যাবে? তারপর আরও একটা জিনিষ হচ্ছে, ধনবৈষম্য, স্যার, একটা অংশের কর্মচারী যাদের হাতে প্রচুর টাকা হয় তারা বেশী দামে জিনিষ কিনতে পারে এবং কিনে। আর এই জন্যই ব্যবসায়ীরা তখন জিনিষের দাম বাড়িয়ে দেয়। স্যার, আমরা যখন বাজেটে ১৯.৪২ কোটি টাকা ধরি তখন তার ভাগ মানে তার সেয়ার কি গ্রাম পাহাড়ের জনগণের থাকে না। তার সেয়ার কি গ্রামাঞ্চলের মানুষ পায় না? স্যার, আমরা যখন মন্ত্রিত্বে ছিলাম তখন আমি গ্রামাঞ্চলের জনগনের জন্য প্রচুর পরিমাণে জিনিষ পত্র কিনে নিয়ে যেতাম। স্যার, গ্রাম পাহাড়ের জনগণের জন্য একটা সুন্দর বই লিখেছেন মিসেস তপোতী চক্রবর্তী, বিখ্যাত অধ্যাপক মহাদেব চক্রবর্তীর মিসেস। তিনি এই বইতে ট্রাইবেলদের সম্পর্কে লিখেছেন ইমপর্ট্যান্ট কথা " দি জিওগ্রাফিক্ অ্যানড্ সোশিও-ইকন্যামিক্ মারজিনালাইজেশন্ ক্রিয়্যা-

বলি পারট্রেই দা ট্রাইবেলস্ অ্যান্ড এ ডিস্অ্যাড্ভান্টেজড্ সোশ্যল্ গ্রুপ ইন্ ত্রিপুরা।" কাজেই এখানে সব সময় ট্রাইবেলিরা এইভাবে মার খাচ্ছে। আন্ডার প্রিভিলেইজ ডিস্অ্যাড্ভান্টেজড্ সোসিয়েল গ্রুপ এই হিসাবে তারা মার খাচ্ছে। কাজেই এটা ট্রাইবেলদের কাছে দুঃখজনক। কিন্তু যে সমস্ত নন-ট্রাইবেল ভিলু প্রপার্টি ল্যান্ডের মধ্যে আছে তাদের কাছেও এই দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধিটা খুবই ভয়ানক ব্যাপার।

শ্রী গোপাল দাস (মন্ত্রী) :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় বিরোধীদল নেতা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই সভায় উপস্থাপন করেছেন। আমি এইজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্যার, এই মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা এটাকে কতকগুলি কল্পিত রঙ দিয়ে কতকগুলি অসত্য তথ্য দিয়ে বিরোধী দলনেতা এই সভাকে বিভ্রান্ত করেছেন। উনি মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে বক্তব্য রেখেছেন।

আমরা জানি আমাদের দেশের যে টোটাল প্রোডাকশন সিস্টেম এটা রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়না। এরজন্য কেন্দ্রে একটা সরকার আছে। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশে যে শাসকদল সবচেয়ে বেশী শাসন করেছেন এবং আমাদের মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে দলের সদস্য সেই কংগ্রেস দল প্রায় ৫০ বছর কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় ছিল। এবং সেই সময় থেকেই এই দেশে যে পলিসি চলে আসছে সেটা ফর্ দ্যা ইন্টারেস্ট অব্ ক্যাপিটেলিস্টস্ ক্লাস এবং এখনো সেই নীতিই নেওয়া হচ্ছে। কি নীতি? সে নীতি হচ্ছে-দেশকে চালাতে গিয়ে যে সমস্ত কর আরোপ করা হয় সেটা হচ্ছে দু'রকমের-প্রত্যক্ষ কর আর পরোক্ষ কর। আমরা লক্ষ্য করেছি সাধারণ মানুষ যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করেন সেই জিনিসের উপর বিভিন্নভাবে করারোপ করে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করা হয়। আর যে সমস্ত ধনী ক্যাপিটেলিস্টস্, এবং ইন্ডাস্ট্রিয়েলিস্টস্ ক্লাস রয়েছে তাদের প্রতি বছরই কর ছাড় দেওয়া হয়। এবং কংগ্রেসের এই বন্ধ্যানীতিকে অনুসরণ করে বর্তমান বি, জে, পি, জোট সরকার বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য যে রেল বাজেট এবং সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন গত ২৭, মে এবং ১লা জুন তারিখে। আমরা দেখব সেই বাজেটে যে সমস্ত করারোপ এর প্রস্তাবগুলি আনা হয়েছে। তারফলে আমাদের সারা দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অ্যাব্রাপ্ট্লি বেড়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত বিষয়কে আড়াল করে রাখার জন্য এখানে যে একটা রাজ্য সরকার রয়েছে তার উপর দোষারূপ যদি করা হয় তাহলে এটা সত্যের অপলাপ হবে।

মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে, কেন্দ্রিয় সরকারের রেল বাজেট এবং সাধারণ বাজেট পেশ করার পর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সারা দেশেই অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে শুরু

করেছে। রেলের পণ্য পরিবহন মাসুল বৃদ্ধির ফলে বেশ কিছু জিনিসের দাম বাড়তে শুরু করেছে। আমরা দেখছি সাধারণ বাজেটে ১৬ হাজার ২৫ কোটি টাকা কর আরোপ করা হয়েছে। এই করের মধ্যে যেগুলি আছে সেগুলি হচ্ছে পেট্রোল, মোটর স্প্রীট, খোলা বাজারে কেরোসিন, গরুর দুধ, সব ধরণের মশলা, কোটাজাত দুগ্ধ খাওয়ার, সিগারেট, আমদানিকৃত কাগজ, পেকেট জাত চা, ইনল্যান্ড লেটার, পোস্টকার্ড, পানমশলা, রেজার, ব্লেড, চকলেট ইত্যাদির উপর এই কর আরোপ করা হয়েছে। আমরা যদি এটা দেখি যে বাজেটের আগে জিনিষপত্রের দাম যে জায়গায় ছিল এবং বাজেটের পরে সেখানে কিভাবে জিনিষপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এটা আমাদের রাজ্যের চিত্র। বাইরের চিত্র যদি আমরা দেখি তাহলে বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না কিভাবে এই জিনিষপত্রের লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। স্যার, তথ্য আছে মার্চ মাসে জিনিষ-পত্রের দাম কোন জায়গায় ছিল এবং যখন বাজেট পেশ হয় মানে জুন মাসে এসে সেই জিনিষ-পত্রের দাম কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ? স্যার, আমরা দেখছি আমাদের রাজ্যের কথাই ধরি মার্চ মাসে আমাদের রাজ্যের দুই তিন রকমের চাউল আছে সুপার ফাইন রাইস, মিডিয়াম রাইস, লোক্যাল পাইজাম এই ধরণের বিভিন্ন কেটাগরির চাউল আমাদের রাজ্যে চলে। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, সেই সময় চাউলের দাম ছিল বাজারে দুইটা রেট আছে একটা হচ্ছে পাইকারী আর একটা হচ্ছে খুচরা দর। আমার কাছে এগার মাসের যে তথ্য আছে সেই সময় চাউল ১১ টাকা থেকে ১২ টাকা এবং ১২ টাকা ৫০ পয়সা ছিল কেজি প্রতি। আর বাজেট পেশের পর আমরা দেখেছিলাম সেটা উপরের দিকে চলে যাচ্ছে। ৬ই জুন আমরা দেখেছিলাম সেই চাউল ১৩ টাকা, ১৩.২৫ টাকা এইভাবে বাড়তে শুরু করল। এবং বর্তমানে এটা ১৩ টাকা থেকে ১৪ টাকা যেটা পাইজাম চাউল এটা ১৫ টাকা বাজার দর এইভাবে উপরের দিকে উঠছে। স্যার, শুধু চাউলের ক্ষেত্রে যেন আলুর ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সেখানে মার্চ মাসে আলুর দাম ছিল বাজারে চার টাকা-পাঁচ টাকা কেজি। আর আমরা জুন মাসে এসে দেখেছি সেই দামটা বেড়ে নয় টাকা দশ টাকা হয়েছে। আর এখন বাজারে বার টাকা কেজি চলছে। এইভাবে যেটা সরিষার তেল যেটার দুই তিন রকম ব্র্যান্ড আছে একটা হচ্ছে ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন ধরণের ব্র্যান্ড সেখানে আছে। মার্চ মাসে আমাদের এখানে সরিষার তেলের দাম ছিল ৪২ টাকা ৪৩ টাকা লিটার। আর জুন মাসে বাজেট পেশের পর দেখেছি ৫১ টাকা ৫২ টাকা হল ইঞ্জিন। আর অন্যগুলি ৪৫ টাকা ৪৬ টাকা লিটার। এখন যেগুলির দাম গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ থেকে ৫৭ টাকা। কোন কোন জায়গায় ৫৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আবার অন্য-গুলি ৫৩ টাকা থেকে ৫৩ টাকা বিক্রি হচ্ছে। মাঝখানে বেড়েছিল এখন আবার কমেছে। মাঝখানে বেড়েছিল সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়ার ফলে এখন কিছু

কমেছে। কাজেই এই যে বিষয়গুলি আমি আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি যেমন চা, চায়ের দাম বেড়েছে। স্যার, চায়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি টি প্ল্যান্ট যেটা ছিল ১২০ টাকা ১৩০ টাকা সেই মার্চ মাসে। এটা বাজেটের পর আমরা দেখেছি সেই টি প্ল্যান্ট এখানে ১৫০ টাকা খোলাটা এখন ১৪০ টাকা বিক্রি হচ্ছে।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংক্ষেপ করুন।

শ্রী গোপাল দাস (মন্ত্রী) :— কাজেই এই যে বিষয়টা এই বিষয়টা শুধু রাজ্যের উপর নির্ভর করে না। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের যে নীতি সেই নীতির ফলেই যেটা আজকে দেখা যাচ্ছে আমাদের মত পিছিয়ে পড়া রাজ্য কার্যকারক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা রয়েছে সেখানে ভূমি ধ্বসের ফলে রাস্তায় বিভিন্ন সময়ে বাঁধা সৃষ্টি হয় সরবরাহ ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং এটার কিছু কিছু সুযোগ যে অসাধু ব্যবসায়ীরা নেয় না এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু রাজ্য সরকার চুপ করে বসে আছে এই ঘটনা ঠিক নয়। আমরা দেখেছি গত একমাস আরো এই যে আসাম বদরপুর রাস্তায় ধ্বস পরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় মাসাধিক কাল পরে ঐ রাস্তা মেরামত করে রেল লাইন পরে চালু হল। এছাড়া আসামে বন্যা এবং উল্ফাদের বিভিন্ন অসামাজিক কার্য্যকলাপের ফলে পণ্য সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে কখনো কখনো বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। সেই সমস্ত কারণে আমাদের রাজ্যের মানুষকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্যার, এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা অনেক কিছু বলেছেন এবং উনি একটা রেশন কার্ড দেখিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞতার কথা, আমি জানি না সমীরবাবু রেশনের চাল খান কিনা। কিন্তু শহরের অধিকাংশ ভদ্রলোকেই রেশনের চাল ব্যবহার করেন না। উনি এখানে যেটা দেখিয়েছেন যে চাল পান নি, সেটা চাল না নিয়েও এই রকম দেখানো যায় এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাধারণত ভদ্রলোকের ঘরের চাকর বাকরাই এই সমস্ত চাল খেয়ে থাকেন। স্যার, সমীরবাবু এখানে যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার বি. পি. এল চাল দেয় প্রথম ওরা আমাদের এখানে ৩৯,০০ শতাংশের জন্য বি, পি, এল-এর চাল দেয়। পরে যখন রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টিতে নেয় যে আমাদের এখানে ৩৪ শতাংশের উপর মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে এটা ঠিক নয়। তারপরে অনেক আন্দোলন করার পর তারা এটাকে বাড়িয়ে ৪০:৮৫ শতাংশ করেছেন। তারপর থেকে এখানে সেই অনুসারে চাল দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই তথ্য এটা নয়, এটা বিভ্রান্তিকর। উনি চালের আর একটা বিভ্রান্তকর তথ্য দিয়েছেন, আমাদের রাজ্যে গণবন্টন ব্যবস্থায় স্কুলের ছাত্রছাত্রিদের জন্য যে সমস্ত চাল সরবরাহ করা হয় তাছাড়া বি, পি, এল এর যে সমস্ত চাল সরবরাহ করা হয় এই সমস্ত সেখানে ১৮ হাজার মেট্রিক টনের

মত চাল প্রতি মাসে আমাদের প্রয়োজন। আমরা সেখানে ১৭ হাজার ২ শত মেট্রিক টন সেখানে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাই। কিন্তু এটা দিয়ে আমাদের রাজ্যের ত্রিশ লক্ষ মানুষের চাহিদা পূরণ হবে এই কথা কোন দিনই আমাদের সরকার বলে নি। গণ বন্টন ব্যবস্থায় একজন রেশন কার্ড হোল্ডার এডাল্ট প্রতি মাসে চার কেজি করে পায়। কাজেই চার কেজি চাল দিয়ে তার সারা মাস চলে এই তথ্য ঠিক নয়। কাজেই এই তথ্য দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি অনুরোধ করব বিশেষ করে খাদ্য নিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা সংকীর্ণ রাজনীতির তারা করবেন না। সেখানে ভাববার কোন অবকাশ নেই যে যারা দুর্নীতি করছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং গণবন্টনের ব্যাপারে আমরা সুষ্ঠ বন্টনের ব্যবস্থা যাতে হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখছি। এই পর্য্যন্ত চলতি মাসের ২৫ তারিখ পর্য্যন্ত রাজ্য পুলিশের ভিজিলেন্স দপ্তর ও খাদ্য দপ্তর যৌথভাবে মোট চৌদ্দটি অভিযান চালিয়ে ছয় জন ব্যবসায়ী এবং কালো বাজারীকে আটক করেন। আর নয়টি কেশ এ, সি, এ, তে তাদের আদালতে দায়ের করেন। এই সব অভিযান চালিয়ে মোট তিন লক্ষ ৫২ হাজার ৪ শত ৮৭ টাকা মূল্যের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। স্যার, উপরোক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও উনি এখানে বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আমরা কোন যোগাযোগ করেছি কিনা, এবং আমরা একটি পত্রও দেয়নি। উনি এই সমস্ত তথ্য কোথা থেকে পান তা আমরা জানিনা। স্যার, জিনিস-পত্রের যখন দাম বাড়ে তখন আমার পক্ষ থেকে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী বার্নালা সাহেব আমাদের কাছে চিঠি দিয়েছেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা জানিয়েছি আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা কি কি গনবন্টন ব্যবস্থা নিয়েছি বা অন্যান্য অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে পার্লামেন্টে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্য সরকারের মতামত জানতে চেয়েছেন এবং আমরা আমাদের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছি তা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করেছি। মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে বিষয়টাকে যে ভাবে নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন, রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন মোটেই সেটা সেই রকম নয়। আমাদের সরকার এই খাদ্য পরিস্থি বা গনবন্টন ব্যবস্থাকে সঠিক রাখার জন্য আমরা সব সময় তা মনিটারিং করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সব সময় সেটাকে মনিটরিং করছেন। কাজেই এটা ঠিক নয় যে আমাদের সরকার চুপচাপ বসে আছেন বা এই গুলি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। আমি আশা করব এই যে মূল্যবৃদ্ধি সেই মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য সরকার যেটা করছে অর্থাৎ সেটাকে মনিটরিং করা বা হোর্ডিং এর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া। বেআইনি পাচারের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে বি, এস, এফকে শক্তিশালী করার কথা বলছি। আমাদের রাজ্যে যে তিন দিক বর্ডার দিয়ে ঘেরা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা আমরা চাইছি।

কাজেই এই সমস্তগুলি একটা আরেকটার পরিপূরক। একা রাজ্য সরকারের পক্ষে সমস্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব না। মূল্য বৃদ্ধির ফলে আমরাও সমানভাবে উৎবিগ্ন সাধারণ মানুষ তাদের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে সেখানে আক্রমন হচ্ছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্য সরকার সেই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রন রাখার জন্য গনবন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা ভিজিলেন্স কমিটি তৈরী করেছি এবং তাদের দায়িত্বে পুনঃ বিন্যাস রয়েছে। আমি আশা করি রাজ্য সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপগুলি নিয়েছেন এবং এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের যা যা দায়িত্ব আছে। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা সেখানে সহমত হবেন এবং এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে তারা সহযোগিতা করবেন যে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে। আজকে দুর্নীতির প্রশ্নেই হোক বা অন্যান্য প্রশ্নেই হোক আমরা তাদেরকে কোথাও রেহাই দেবনা। আমরা যে কোন ক্ষেত্রে কালোবাজারী, মুনাফাখোর, যারা অসাধু ব্যবসায়ী আছে সরকার তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আমি আশা করব এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আমরা অত্যন্ত সচেতন এবং আমাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন। আমি আশা করব যে রাজ্যের মানুষ আমাদের পাশে থাকবেন এবং আমরা এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য সরকার সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেবেন, এই বলে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়,।

শ্রী মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা একটি খুব প্রাসঙ্গিক গুণত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন এবং উনি উনার যে দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গী সে দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্যাটা ব্যাখা করার চেষ্টা করেছেন। মূল্য বৃদ্ধি আমাদের একটা জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যার কারণ ও তার সমাধান এটা নিয়ে দু'টি দৃষ্টি ভঙ্গীই কাজ করছে। আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিষয়টা দেখে কাজ করার চেষ্টা করছি। আর বিরোধীরা তাঁদের দলের যে দর্শন এবং নীতি তা নিয়ে কাজ করছেন। দু'টি দলের দৃষ্টি ভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। কাজেই স্বভাবতই কন্ট্রাডিকশান থাকবে। আমি সে দিকে যাচ্ছি না। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী খুব সুন্দর ভাবে, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিষয়গুলি নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন। আমি সে বিষয়গুলির সমর্থন করে ২/১টি কথা বলছি। প্রথমত, এখানে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় সঠিক ভাবে বলেছেন। হ্যাঁ, আমাদের বর্ডার খোলা এবং লোক আসা যাওয়া করছে। যাওয়ার সময় চাল এবং অন্যান্য জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে এটা আমরা অস্বীকার করছি না। ওপার থেকেও কিছু জিনিষ আসছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে জাতীয় স্তরে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে চিন্তা ভাবনা

শুরু হয়েছে এটাকে লিগাল্যাইজ করার জন্য। কাজেই আমি জানি না, এই সমস্যার দ্রুত কি ভাবে, কি পদ্ধতিতে করা যাবে। আপনারাও সরকারের ছিলেন, বন্ধ করতে পারেন নি। এবং এটা এই নয় যে, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এই জিনিষটা হচ্ছে। এবং বামফ্রন্ট সরকার না থাকলে বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনা তা নয়। কংগ্রেসের সময় যে বর্ডার ছিল, বামফ্রন্টের সময়ও বর্ডারের পরিস্থিতি একই রকম। কোন পরিবর্তন হয় নি। এবং ক্রাইম বাড়ছে। এই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের যে অ্যাকসপোর্ট লাইসেন্স আছে সেটা বন্ধ করা যাবে না। তবে মাননীয় বিরোধী দলনেতা ফ্রম টাইম বিইং বন্ধ করার জন্য যে আবেদন জানিয়েছেন, সেটা আমরা আলোচনা করে দেখব। মাঝখানে যখন চালের দাম দারুন ভাবে লাফিয়ে বাড়ছিল তখন আমরা এই জিনিসগুলি পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেছি। স্যার, আমরা মিটিং করে বি. এস. এফকে বললাম, আপনাদের সীমানা দিয়ে চাল যাচ্ছে কিনা দেখুন,। ২/১ জন জানালেন, যাচ্ছে, এবং আটকবার জন্যও চেষ্টা করছেন। আর বাকীরা জানালেন, তাদের দিক দিয়ে যাচ্ছে না। আমরা বলেছি, এটা কি করে হয়? ট্রাক গাড়ী বাংলাদেশে ঢুকে যাচ্ছে? অরুনধুতিনগরের পাশ দিয়ে চলে গেল। বি. এস এফ. কে বলেছি, ড্রেন করে, গর্ভ করে গাড়ী আটকানোর ব্যবস্থা করুন। এটা ঘটনা। বি, এস, এফকে সতর্ক থাকতে বলেছি। আমি আগেই বলেছি, চাহিদা অনুসারে বি. এস. এফ, আমাদের নেই। আমরা অ্যাসেসম্যান্ট করে দেখেছি আমাদের ১৮ ব্যাটেলিয়ন বি, এস, এফ দরকার। বি. এস. এফ এর অ্যাসেস-মেন্ট, ২২ ব্যাটেলিয়ন। আমাদের এখানে আছে মাত্র ৮ ব্যাটেলিয়ন। কাজে কাজেই প্রভলেম হচ্ছে। অ্যাকস্ট্রিমিষ্টদের আনা গোনায় তাদের নিজেদের সিকিউরিটিরই প্রভলেম হচ্ছে। তারা বলছে, ট্রেনথ সুড বী ইনক্রীজড। আমি একটু আগে কথা বলেছি, ডিফেন্স মিনিস্টারের সঙ্গে। গতকাল কথা বলতে পারি নি। কাশ্মীর ছিলেন তখন। আমি বলেছি, এটা কি হচ্ছে তখনও বলেছেন দেখবেন, এখনও বলছেন দেখবেন? কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। আমি হোম মিনিস্টারকে পাবার চেষ্টা করেছিলাম আজকে। কিন্তু তিনি গুজরাট গেছেন। আবার চেষ্টা করব। স্যার, আমরা পরীক্ষা করে দেখব যে, কি অবস্থায় আছে। এই মুহূর্তে দাম কমে গেছে। এখন বাজারে চাল আসছে এবং আমরাও রেশনে চাল দিচ্ছি। আর দ্বিতীয়তঃ এখানে বলছেন যে, ব্যবসায়ীর সঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী সচিবালয়ে বসে মিটিং করে বিবৃতি দিচ্ছেন। এটাত তো আপনারাও দিতেন। আমরা আপনাদের কাছ থেকে শিখেছি। জিনিস কেনা-বেচার দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের নয়। রেশন শপের মাধ্যমে যদি ১৪টি এ্যাসেনশিয়াল জিনিস সরবরাহ করা যেত তাহলে এত প্রভলেম হত না। আমরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন বলেছিলাম, আপনি তো ব্যবসায়ীদের অনেক ছাড় দিচ্ছেন— এই সব দেশের পুঁজিপতিরা বাইরের জিনিস বিক্রী করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা

করছে তার অর্ধেক যদি মাত্র ১৪টি অ্যাসেনসিয়াল গুডস যদি একই দামে বাজার থেকে কিনে সারা দেশে দেন, তাহলে আরো ২০ বছর তাঁকে কেহ সরাতে পারবে না। এটা হলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কাজেই প্রয়াত সুখময় বাবু, তাঁর আগে শচীনবাবু, সমীরবাবুরা যখন দায়িত্বে ছিলেন তখন বসতে হয়েছে। উপায় নেই। আমরাতো আর ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারি না। এটা তাঁদের অপরাধ নয়। আমরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করব, আবেদন করব, তাদের কাছে চাইব, সাহায্য করার জন্য! তারা যাতে মজুত করে ক্রাইসিস সৃষ্টি না করেন বেশী দাম না নেন সেটার জন্য আবেদন করব। তবে এটা ঠিক, তারাওতো মুনাফা করার জন্য টাকা খাটাচ্ছেন। তাছাড়া সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা একটু অড লোকেশানে আছে আমাদেরকে যে কায়দায় ফেলে দিচ্ছে, অড লোকেশানের জন্য। স্যার, সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদেরকে ফাইভ টু সেভেন পারসেন্ট বেশী দিতে হচ্ছে, বিকজ অব অড লোকেশান। স্যার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিঃ দেগৌড়ার সঙ্গে লাস্ট টাইমে কথা বলেছি। ট্রানজিটের কথাটা আমরাই প্রথম বলি। বাংলাদেশের সঙ্গে ট্রানজিট রুট চালুর কথা আমরাই বলি। তারপর পশ্চিমবাংলা বলে। ঢাকা দিয়ে যাবে। একটা ধর্মীয় স্থান নিয়ে ওখানকার বিরোধীরা আপত্তি করেছেন। এটা তাঁরা দেখছেন। আমরা বলেছিলাম যে ট্রানজিট রুট হতে সময় লাগবে। আমাদের এখান থেকে অফিসাররা গেছেন, মন্ত্রীরা গেছেন আলোচনা করেছেন। এসেনশিয়াল কমোডিটিজ কলকাতা হয়ে আসামের উপর দিয়ে আমাদের এখানে আসে। এটাকে বন্ধ করে কলকাতা হয়ে ঢাকা হয়ে চট্টগ্রাম হয়ে আমাদের রাজ্যে আসার ব্যবস্থা করে দিন না, তাহলে আমাদের পয়সা বেঁচে যায়, সময়ও বেঁচে যায় এবং নেচারাল ক্যালামিটিজের দরুন মাঝে মাঝে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় ফলে আমাদের এখানকার জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যায়। এটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে আমরা রেহাই পাব। ৮০ পার্সেন্ট লোক আমাদের রাজ্যে সরকার। এই জায়গায় উনাকে বলার পর উনি বলেছেন এটা কারেক্ট প্রপোজ্যাল, গুড প্রপোজ্যাল। বলেছেন 'আগামী মাসের প্রথম ভাগে আমি ঢাকা যাচ্ছি।" এই যে ব্যবস্থাটা বলেছেন এটার আরও ডিটেইলস দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে ডিটেইলস নোট করে উনাকে অল রেডি পাঠিয়ে দিয়েছি এবং বলেছি প্লীজ, বাংলাদেশ যাওয়ার সময় টেক আপ দ্য মেটার। এটা ট্রানজিটের ব্যাপার, রাজনৈতিক ব্যাপার, এটা সময় লাগতে পারে। আমি জানি না এই ধরণের কথা বললে কি ধরণের সারা পাওয়া যাবে। আমাদের এখানে এফ, সি, আই আছে ওদের ওখানেও নিশ্চয়ই এই ধরণের কোন সংস্থা আছে। তাদের সঙ্গে চুক্তি করুন। তাতে বাংলাদেশের ইকনোমিক্যালী বেনিফিট হবে এবং এটার জন্য সীল করে দিন কোন জায়গায় বগিগুলি স্টপ করতে দেবেন না। যাতে লুটপাট

বা অন্য কোন অনভিপ্রেতে সমস্যা না আসতে পারে। তিনি বললেন এ রকম ব্যবস্থা আমরা নেপালেও চালু করেছি। এটা যদি নেপালে চালু হয়। তাহলে আমাদের এখানেও চালু হতে অসুবিধা নেই। আমরা এটা বলেছি। দিস ইজ দ্য গভার্ণমেন্ট উই হ্যাভ সাজেস্টেড দিস এবং অপারেন্টলী এ্যাকসেপ্টও করেছেন। আমাদের সরকারের সদিচ্ছা আছে, কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এটাকে এ্যাকসেপ্ট করবেন কিনা? যদি করেন তাহলে অনেকটাই সুরাহা হয়ে যায়। তারপর স্যার, ব্যবসায়ী বন্ধুদের সাথে কথা বলাতো কোন অপরাধ নয়। সমীরবাবুর তাতে আপত্তি কেন আমি বুঝতে পারছি না। বরং আমি সমীরবাবুকে অনুরোধ করব আপনিও ব্যবসায়ী বন্ধুদের কাছে আবেদন করুন না। তিনি তো একবারও বললেন যে তিনি আবেদন করেছেন। শুধু মাত্র কিছু লোকের উপর রেগে ব্যবস্থা নেবার কথা বার বার বলছেন। ঠিক আছে উনার রাগ বেশী কিন্তু একটা আবেদন তো করতে পারেন নাকি যে কালোবাজারী যারা করছেন, কৃত্রিম সংকট যারা সৃষ্টি করছেন, জিনিষের দাম যারা বৃদ্ধি করছেন, এটা বন্ধ করুন। মানুষের ন্যূনতম সামগ্রী যা না হলে মানুষ বাঁচে না, সে আবেদন করে তাদেরকে বাঁচতে সাহায্য করুন। আমরা সবাই মিলে হাউস থেকে এটা বলতে পারি, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করবেন না। কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। এই বিষয়গুলি তো আমাদের কনট্রোলে নেই। ১৪টা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেগুলি সবার লাগে যেমন নুন টাটা-বিড়লারও লাগে, আবার সাধারণ মানুষেরও লাগে। এখানে এটা প্রস্তাবকারে আসে নি। আমরা এই হাউস থেকে কনসেনসান নিয়ে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে দিল্লীর সরকারের কাছে দাবী করতে পারি যে এই জিনিষগুলি মানুষে লাগে। এইগুলি সারা দেশে একই দামে সরকার থেকে কিনে রেশন সপের মাধ্যমে বন্টনের ব্যবস্থা করুন এবং এটা যদি ইমপ্লিমেন্ট হয় তাহলে আমরা কম দামে রেশন সপের মাধ্যমে জিনিষ পেতে পারি। সেকেন্ড লেফট সরকারের আমলে রেশম দোকানের মাধ্যমে নুন ছাড়াও আরও কয়েকটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বন্টনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু কতগুলি অসুবিধার জন্য সেটা আর হয়ে উঠে নি। কিন্তু প্রাইস লেভেলকে এক জায়গায় রাখার জন্য কতগুলি আইটেম সেখানে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং এটা গ্রামের বাজার গুলিতে একটা বিরাটা ভূমিকা নিয়েছিল। বললে হয়তো বিরোধী সদস্য মহোদয়রা রাগ করবেন যে জোট সরকারের আমলে ল্যাম্পস এবং প্যাকসগুলিকে সর্বনাশ করে দেওয়া হয়েছে, ওভার স্টাফ হয়ে গিয়েছিল। ফলে বেতন ভাতা দিতে গিয়ে তার নিজস্ব বিষয়গুলি চালাবার কোন ব্যবস্থা আর তখন ছিল না। অনেক ল্যাম্পস এবং প্যাকস-এ জিনিষ কেনা যাচ্ছে না। এই ল্যাম্পস এবং প্যাকস-গুলি কালো বাজারীদের কাছে চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছিল। আগরতলায় আইতরমাকে তারা পয়েন্ট অব এটাক করেছিল। আইতরমা আমরা একটা না প্রত্যেকটি সার্বডিভিশানে করব যা প্রাইস লেভেলকে সমান করে দিচ্ছে।

আইতরামাতে একটা ম্যাচ 0 50 পয়সা যেখানে পাশের দোকানে 0.60 পয়সা দিয়ে কেউ কিনবেন না। জিনিষের দাম কমাবার জন্য পুলিশ পাঠালেই হবে না, জিনিষের দাম টাঙ্গিয়ে দিলেই হবে না. প্রাইস লেভেলকে কমাবার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে। স্যার, পঞ্চায়েতের পাশাপাশি কো-অপারেটিভ মুভমেণ্টকে যদি আমরা এক সাথে নিতে পারি তাহলে ভাল হয়। গান্ধীজী কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন বলে তাঁর যে পজিটিভ যেগুলি আছে এগুলি যদি আমাদের উপকারে আসে তাহলে কম্যুনিস্ট পার্টি এ্যাকসেপ্ট করবে না কেন? গান্ধীজির এটা আউটলুক। গান্ধীজীর আউটলুক বলে এবং তিনি কংগ্রেস দলের নেতা বলে তাঁর যে পজেটিভ দিকগুলি এই গুলি যদি সমাজের উপকারে আসে আমরা কমিউনিজমরা এটা গ্রহণ করবো না কেন? এটা হতে পারে না। আমরা তো বলেছি এটা হওয়া উচিত। পঞ্চায়েতের যে আউটলুক এই কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধীজী যেটা বলেছেন এইগুলি গিয়ে দেখবেন বামফ্রণ্ট সরকারের সময় যে কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট ডেভেলাপ করে ট্রেনিং হিসাবে তাদের কথাগুলি সেখানে রেখে দেওয়া হয়েছে এবং এইগুলি কার্যকরী করার জন্য আমরা বলেছি। ফলে এই জায়গায় সেটা বলেছি যে ১৪টা সামগ্রিক প্রশ্নে আমাদের বলা দরকার এবং আমরা চেষ্টা করে দেখব যাতে সহযোগিতাকে বাড়িয়ে ল্যাম্পস প্যাকসকে কতটা ডেভেলাপ করতে পারি। এটা করতে পারলে প্রাইস খানিকটা নীচে নামিয়ে আনা যাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কতগুলি ফিনানশিয়াল গ্র্যান্টস আছে সেগুলি আপনারা নিজেরাও জানেন। এখানে আমরা কতগুলি পজেটিভ ষ্ট্যাপ নেব। মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন হোম, ফুড এবং এগ্রিকালচার এই তিনটিকে কো-অর্ডিনেশান করা দরকার এবং উনি সুখময় বাবুর সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে বিনীত ভাবে বলব কে করেছেন, কে করেন নি এটা আমার জানা নেই তবে এই ব্যবস্থ টা মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে, আমি মানিক সরকার বলছি না এটা চালু আছে। প্রতিদিন আমাদের কাজ হচ্ছে চার্ট দেখুন। আমাদের এখানে একটা চার্ট আছে সেটা প্রতিদিন দেখি এফ, সি, আই গো-ডাউনে কি আছে, আমাদের কাছে কি আছে, আমাদের চাহিদা কত আমাদের সর্টফল কত এবং কোথায় কোথায় আমাদের সমস্যা আছে। এবং যখন দেখি অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে সঙ্গে সঙ্গে ফুড মিনিষ্টারকে ডাকি, ফুড সেক্রেটারীকে ডাকি, চীফ সেক্রেটারীকে ডাকি এবং সবার সঙ্গে আলোচনা করে চেষ্টা করছি সমস্যা সমাধানের জন্য। আর একটা যেটা আপনি সাজেশান দিয়েছেন তিনটা কো-অর্ডিনেশান ব্যানারে এই ধরণের করা যায় কিনা, এটা করতে কোন অসুবিধা নেই আমরা করতেই পারি, আমরা মিটিং-এ বসতে পারি কোন অসুবিধা নেই। এই জায়গায় সেটা আমাদের খাদ্যমন্ত্রী অলরেডি বলেছেন রেশনের ন্যূনতম যে কোটা নির্ধারণ আছে সেই হিসাব এটা কিন্তু চাহিদা নয়. চাহিদা অনেক বেশী। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী সঠিকভাবে বলেছেন চার (৪) কেজি করে চাল দিয়ে কি মানুষের পেট ভরে? পেট ভরে না। এটা নিয়ে আলোচনা ঠিক নয়। এখানে আমি

বুঝতে পারছি না মাননীয় বিরোধী দলনেতা আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর উপর এত চটেছেন কেন ? আমাদের খাদ্যমন্ত্রী সহজ সরল মানুষ, অত্যন্ত উদ্যোগী মানুষ এবং গত ৪/৫ মাসের মধ্যে আমি বলব যে, ব্রজগোপাল বাবু তার সত্ততার ঘাটতি ছিল না, তিনি যতটা পর্যন্ত করে গেছেন সেখান থেকে আমাদের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী গোপাল দাস তিনি পিক-আপ নেবার চেষ্টা করছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় ছুটছেন আমি দেখেছি। কাজেই উনাকে সাহার্য্য করুন। উনি শিক্ষক ছিলেন কিনা আমি জানি না তবে আমরা তো এই পৃথিবীর পাঠশালায় সবাই শিক্ষক, সবাই ছাত্র। কাজেই সেই সেই জায়গায় তাকে সহযোগিতা করুন এবং তাঁর যে উদ্যোগটা এই ভাবে মানে নেতিবাচক সমালোচনা করে, ডিমরালাইজড্ করে দেওয়ার চেষ্টা এটা ঠিক নয়। এটা আমি দেখছি মাঝে মাঝে মাননীয় বিরোধী দলনেতা কিছু কিছু অফিসারের উপর খিটি-মিটি করে বলার চেষ্টা করেন এটা চীফ সেক্রেটারী হতে পারে, অন্য কোন অফিসারও হতে পারে। কেন যে এই কায়দাটা এই ভাবে তো ডিমরালাইজড্ করা যাবে না এটা নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করছেন। কারণ উনি তো সরকার চালিয়েছেন এই ভাবে তো হয় না। আমি বলছি খাদ্যমন্ত্রীর নিজস্ব কোন পলিসি নেই, আমাদের গভর্ণমেন্টের পলিসি এই রকম নয় যার যেমন খুশীতে চলে। আমরা একটা পলিসি মেনাবে চলি এটা মুখ্যমন্ত্রীও নিজস্ব স্বাধীন স্বত্বা নিয়ে কোন কাজ করেন না। আমাদের মন্ত্রীসভায় নিয়মিত বৈঠক হয়, আলোচনা হয়, পলিসি ডিকটেড হয় সেটাকে আলোচনা করার চেষ্টা করি। কাজেই খাদ্যমন্ত্রীর যদি কোন দুর্ব্বলতা থাকে সেটা আমাদের দুর্ব্বলতা সাফল্য যদি আমার কাজের থাকে সেটা খাদ্যমন্ত্রীর। কাজেই এই ভাবে ওটা করে আপনাদের কোয়ালিশানের আভ্যন্তরীন ঝগড়া-ঝাটি করে যে ভাবে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন ওগুলি আমাদের গাড়ে চাপাবার চেষ্টা করছেন কেন ? ওগুলি করে তো লাভ নেই, ওগুলি করবেন না। সর্ব্বশেষে আমি যেটা মাননীয়া সদস্যা জয়ললিতা, মাননীয় সদস্যা মমতা বানার্জ্জী, সমতা পার্টির তারা এই সমস্ত ৩৫৫ না ৩৫৬ এই গুলি নিয়ে তারা ঝুট ঝামেলা করছেন এবং সেখান থেকে আমাদের উপর নাকি চাপে সেটার থেকে বাঁচার জন্য আপনাদের মাননীয় নেত্রী উনার আচল ধরে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আসলে পত্রিকায় বেড়িয়েছে হরকিষান সিং সুরজিত কিন্তু একদিনও আপনাদের নেত্রীর বাড়ীতে যান নি, জ্যোতি বসু কিন্তু স্বেচ্ছায় উনাকে নিমন্ত্রন করে নি। আমি এটা বলতে চাই নি কারণ তিনি আমাদের এই সভার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়, তিনি আমাদের হাউসের মেম্বার নয়, আপনাদের দলের মাননীয়া নেত্রীর প্রতি অসম্মান করার এক্তিয়ার আমাদের নেই, আপনি এনেছেন সুযোগ করে দিয়েছেন তাই বলছি। হরকিষান সিং সুরজিতের সঙ্গে মাননীয়া নেত্রী তিনি ফোন করেছেন এবং কথা বলেছেন। জ্যোতি বসুর সঙ্গে কথা বলেছেন কিন্তু তিনি মাঝখানে লন্ডনে গিয়েছেন, লন্ডনে যাওয়ার আগে বলে গেছেন আমি তো লন্ডনে চলে যাচ্ছি আমাদের পার্টির সেক্রেটারী আছেন

ব্যক্তিগত ভাবে কথাবার্তার উনার সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করুন। অপরাধের তো কিছু নেই। বি, জে, পি, যে রাস্তায় চলছে সর্ব্বনাশ করে দেবে দেশকে। আপনি কি অখুশী ? আমি বিরোধী দলের নেতাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে বি, জে, পির সর্বনাশা রাস্তা থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, আমরা-ত মন্ত্রী হব না, জ্যোতি বসুকে-ত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য সবাই বলেছিল। আমরা পার্টি সিদ্ধান্ত করেছি যে না, আমরা এখন যাচ্ছি না সরকারে। তাই এই জায়গায় আমি জিজ্ঞাসা করব মাননীয় বিরোধী দলের নেতাকে আপনি কি অখুশী আপনার দলের নেতৃত্ব যা চাইছেন একটা সেকিউল্যার ফোর্সেস। তারা একটা জায়গায় এসে যারা দেশকে ধর্মের কথা বলে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশটাকে খাবলে খাবলে খাওয়ার যে চেষ্টা করছে, তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য যে চেষ্টা করছে তাতে-ত অখুশী হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের ৩৫৫-৩৫৬ এর ভয় দেখাচ্ছেন কেন ? আমাদের এগুলি দেখিয়ে লাভ নেই। আমরা-ত মানুষের মধ্যে আছি, ছিলাম, থাকব। কাজেই মানুষ যদি আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেয় আমরা চলে যাব। আর ৩১৬ নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। আর বি, জে, পি এসে আমাদের ৩৫৫-৩৫৬ এর ভয় দেখিয়েছেন এইরকম কোন ঘটনাও দেখছিনা। যদি দেখান আমরা ফেইস করব। কাজেই এটা না, ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে কি লাভ হল আমি জানিনা। এখানে আমি যেটা বলছি, ত্রিপুরা নিয়ে কথা বলেন। কংগ্রেস-ত আন্দোলন টান্দোলন ভুলে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যে কোন একটা ঘটনা হবে, আপনারা নেচে কুঁদে বলে রাষ্ট্রপতি শাসন চাই, পদত্যাগ চাই, উপদ্রুপ অঞ্চল চাই। আমরা পদত্যাগ করলে পরে কে আসবে ? আমরা পদত্যাগ করলে পরে যদি উগ্রবাদী সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে আপনারা আসবে সমস্যার সমাধান হবে। এটাই-ত আমাদের প্রশ্ন। আমরা আসলে সমস্যা বাড়ে, আপনারা আসলে সমস্যার সমাধান হবে। ম্যাজিকটা কোথায় ? এটা একটু বুঝিয়ে বলুন না। এটা-ত কেউ বলছেন না। গোমরটা ফাঁস করছেন না। তা যাই হোক আমি যেটা বলছি কংগ্রেস একটা মিছিল করেছে দিল্লীতে। কিসের উপর ? দ্রব্যমূল্যের উপর। কে নেতৃত্বে করেছেন ? এই প্রথম সোনিয়া গান্ধী মিছিল করেছেন। এটা কি ত্রিপুরায় জিনিষপত্র দাম বৃদ্ধির জন্য ? না দিল্লীতে, সারা দেশের। কার নীতির বিরুদ্ধে ? কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি বলছি, তার জন্য আমি শ্রীমতি গান্ধীকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি অনুরোধ করব, আসুন আমরা সবাই মিলে এই মূল্যবৃদ্ধিজনিত যে সমস্যা তার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াই। বাজারে সি, পি, এমের জন্য এক দাম, আর কংগ্রেসের জন্য আর এক দাম নয়। সবই এক দাম। কাজেই এটার বিরুদ্ধে সবাই মিলে আমরা দাঁড়াই, কালোবাজারী যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াই এবং আমাদের সরকারের দিক থেকে যেসমস্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন, যেখানে

আমাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, নিশ্চিতভাবে আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করব, আপনাদের কাছে পরামর্শ চাইব। শুধু বিধানসভার ভিতরে নয় বাইরেও। বাইরে-ত আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবেনা। যেকোন সময় আমরা কথা বলতে পারব। বিধানসভার বাইরেও যেকোন সময়ে আমি বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ করব, আপনি লিখে, টেলিফোনে কথা বলে অ্যাডভাইস করুন না। অ্যাডভাইস করে দেখুন যদি এটা বাস্তব সম্মত হয় আমরা গ্রহণ করি কিনা। কাজেই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষের বাঁচা মরার প্রশ্ন। এই নিয়ে বিরোধিতার কোন প্রশ্ন নেই। আমি আর একটা বলি, আমার বন্ধুবরের কথা, সেটা হচ্ছে, উনি বলেছেন বার বার, আমরা উৎপাদন বিমুখ ভূমিকা নিচ্ছি। বার্বি বার বলেছেন আমরা এই করেছি, আমরা সেই করেছি। ভাবখানা যেমন জোট আমল রাজত্ব একটা সোনার রাজত্ব হয়েছিল। আর বাদ বাকী সবটা আমরা সর্বনাশ করেছি। এগুলি বলে কাকে ভোলাবার চেষ্টা করছেন বন্ধুবর নগেন্দ্র জমাতিয়া, আমি জানিনা। কাজেই আমি এগুলির জবাব দিতে চাইছিনা। আমাদের বাজেট উৎপাদন বিমুখ নয় উৎপাদনমুখী এটা বুঝবার জন্য অনুরোধ করে আর এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনার জন্য সূত্রপাত করে আমাদের কিছু আলোচনার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— প্রাইভেট মেম্বারস্ মেশানের উপর আলোচনা শেষ হলো।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1998-99

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :- "১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।" আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১৩টি ব্যয় বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহণ হবে। আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়দের নাম এবং ছাঁটাই প্রস্তাব-গুলো (কাট মোশান্স) পেয়েছেন। আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্গত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যেসমস্ত দাবীগুলোর উপর ছাঁটাই প্রস্তাব (কাট মোশান্স) আছে সেগুলো একত্রে সভায় উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশান্স) উপর আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা শেষে আমি প্রথমে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাট মোশান্স) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবী-

গুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব তাঁরা যেন তাঁদের আলোচনা ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। এখন মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা আরম্ভ করুন। অ্যালটেড টাইম ২ ঘন্টা। আপনাদের এই যে মোশানের উপর আলোচনা তাতে অনেক সময় চলে গেছে। এখন আপনারা কতক্ষণ আলোচনা করবেন আমাকে টাইমটা জানতে হবে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— আরম্ভ হোক না, তারপর পরিস্থিতি অনুযায়ী টাইমটা বলবেন। তবে কেউই বেশী বলবেন না।

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা, ঠিক আছে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, একটু সময় বাড়িয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, তাহলে ধরুন ৬টা পর্য্যন্ত চলবে আলোচনা।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আগে আলোচনা শুরু হোক, তারপর পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনি টাইম বাড়াবেন।

মিঃ স্পীকার :— না, আমাকেতো টাইম লিমিট জানতে হবে, না হলেতো মুশকিল।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমি শুধু ৫ মিনিট বলব।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, তাহলে আরম্ভ করুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এমনিতে আমার কোন কাটমোশান নেই, আমি কাটমোশান আনি নি। কারণ আজকে বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রী অনিলবাবু, ওনার দপ্তরের কাটমোশান আনলে উনি আবার রাগ করেন, এই জন্য আনি নি। ওনার সঙ্গে আমার একটু আলাদা সম্পর্ক আছে, সেটা হচ্ছে, উনি পদ্য লেখেন আর আমি সেটাকে গদ্যে অনুবাদ করি। কাজেই শুদ্ৰ জাগরণেও আমাদের মধ্যে কম বেশী মোটামোটি একটি আত্মীয়তা আছে, এই জন্যই আমি আর কাটমোশান আনিনি। এখন আবার উনি ওনার অফিসে বসে আছেন, অবশ্য সেখান থেকেও শুনতে পারেন। স্যার, উনি বলেছেন যে, এডমিশানের কোন সমস্যা নেই, আমি এই

সম্পর্কে একটু বলব। স্যার, অনুরূপা মুখার্জি অনেক কষ্ট করে একটা কোচিং সেন্টার চালান এই রকম মোটামুটি একশত জন মেয়ে এখানে পাশ করেছে, কিন্তু কোথাও তাদেরকে ভর্তি করানো যাচ্ছে না, কোথাও তাদের ভর্তির সুযোগ হয়নি। কারণ তারা ফাস্ট ডিভিশন বা সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করতে পারেনি। তারা সব থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছে। স্যার, ত্রিপুরাতে ১৯টা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে আন্ডার দা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ্ এডুকেশন। আর টুয়েলভ ক্লাস আছে শুধু শিশুবিহারে ইংলিশ মিডিয়ামে, আর কোন স্কুলে এই সুবিধা নেই, মানে এলিভেন টুয়েলভ ক্লাস আর কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নেই এবং একটা স্কুলে তাদের জায়গা হয়না। কাজেই তাদেরকে হিন্দি স্কুলে ভর্তি করাতে হচ্ছে তাও আবার সেখানে মাত্র ৫০ জনকে ভর্তি করানো গিয়েছে। আর ভর্তি করানোর জায়গা নেই। ফলে তাদেরকে হয় যেতে হবে শিলং, না হয় যেতে হবে দিল্লীতে। কিন্তু সেখানেও আবার বোর্ডে মিলে না, ত্রিপুরা বোর্ডের সঙ্গে তাদের মিলে না। কাজেই এটা সম্পর্কে উনি কি চিন্তাভাবনা করেছেন, অন্তত একটা এডিশন্যাল ক্লাসের ব্যবস্থা করে হলেও এদের পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করা যায় কিনা এটা দেখলে খুব ভাল হয়। আমার যদিও কোন কাট মোশান নেই, তবুও বলছি পবিত্র বাবুর প্রতিতো আমার খুব আস্থা ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু তিনি যেভাবে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ওনার ডিপার্টমেন্টের জন্য এটাতে আমাদের প্ল্যানিং এর যে সিদ্ধান্ত তার ঠিক পরিপন্থী। এখানে দেখা যাচ্ছে ওনার ডিপার্টমেন্টের জন্য ১০ কোটি ৯৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা একটা ডিমান্ডে আছে। কিন্তু তার মধ্যে ১ কোটি টাকাও উপজাতিদের জন্য নেই। ৫৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে এস, টিদের জন্য, আর ২৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এস, সিদের জন্য। এটাতো ঠিক হল না মনে হয়। কারণ আপনারা বলেছেন যারা পিছিয়ে পড়া তাদেরকে টেনে তুলবেন। আর এটাতো হয়েছে যারা সামনে এগিয়ে আসছিল তাদেরকে আরও পেছনে ঠেলে দেওয়া এবং এটতো আপনার বামফ্রন্ট সরকারের বাজেটের যে নীতি যেটা আমরা বাদলবাবুর কাছে শুনেছিলাম তার বিরোধী। কাজেই আপনাকেতো কেউ সমর্থন করতে পারবে না। বাদলবাবু ইরিগেশানের ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাল করেছেন খুব খারাপ ও করেন নি। উনি মিটিং করে এটা করেছেন। কিছুটা কাছাকাছি। ইরিগেশনের ১৩.৪৭ কোটি, ট্রাইবেল সাব্ প্ল্যান বাবদ-২.৮৩ কোটি এস, সি.-১.২৫ কোটি টাকা আছে খুব খারাপ নয় মোটামুটি কাছাকাছি। তবে আমরা আশা করেছিলাম আরেকটু এগিয়ে আসবেন বিশেষ করে মাইনর ইরিগেশনে ডাই-ভারশন এর জন্য। কারণ পাহাড় অঞ্চলে এটা খুব দরকার। সেখানে অনেক ছড়া রয়েছে, ছোট ছোট নদী রয়েছে এইগুলি বাঁধ দিয়ে ইরিগেশনের সোর্স করতে পারেন। কিন্তু এই ডাইভারশনে এতটা কম কেন করা হলো এটা বুঝতে পারছিনা। এটা মন্ত্রীর ইচ্ছা হয়তো পরে অন্য খাত থেকে এনে এটাকে বাড়াতে পারেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ রইলো আপনার মার্শাল নিয়ম হলো আপনি আসার আগেই আসতে হয়। কিন্তু দেখা গেলো মার্শাল আপনি আসার পরে এমনকি অনেক সময় আপনি সীটে বসে যাওয়ার পর উনি এসে বললেন 'মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ।' তারপর এখানে সদস্যগণ ছাড়াও তো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন। সেক্ষেত্রে শুধু মাননীয় সদস্যগণ হবে না-সেটা হবে 'মাননীয় সভাসদস্যগণ।' কাজেই আপনি আপনার মার্শালকে এটা করতে নির্দেশ দেবেন-সে অনুরোধ রইলো।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে এটা বলে দেব। কিন্তু এটাতো কাট মোশানে পড়ে না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— না স্যার, যাইহোক, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং।

শ্রী বিন্দুরাম রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশানস্ আনা হয়েছে এই বাজেটের বিরুদ্ধে সেই কাটমোশানস্ এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি।

এখানে একটা জায়গাতে দেখেছি যে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা স্টাইপেন্ড এর উপরে কাট-মোশান এনেছেন। এই স্টাইপেন্ড কারা পায় বিশেষ করে উপজাতি এবং এস, সি, সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা। এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরা এই স্টাইপেন্ড পায়। এখন এই স্টাইপেন্ডের উপরে যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার উপর যদি কাট মোশান আনা হয় তাহলে উপজাতি এবং এস, সি, সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি অবিচার করা হবে। কাজেই আমি এই কাট মোশানের বিরোধিতা করছি। এখানে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমরা তাদের স্টাইপেন্ড-এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করার জন্য এবং আরো বেশী সম্প্রসারণ করার জন্য চেষ্টা করছি। উনারা যদি এই কাট মোশানস্ না এনে এই স্টাইপেন্ডে বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব আনতেন তাহলে ভাল হতো।

আজকে বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ কম এবং তারজন্য উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা এবং এস, সি, সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতে বোর্ডিং এ থেকে পড়াশুনা করতে পারেন তার জন্য আবাসে নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজেই এই কারণে যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার বিরোধিতা করার কোন যৌক্তিকতা খোঁজে পাচ্ছি না। উপজাতিদের জন্য বিশেষ করে উপজাতি কল্যাণ

দপ্তর পিছিয়ে পড়া মানুষের কাজ করার জন্য এই বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজেই এটার উপর কাট মোশান আনা হলে আমরা কি বুঝব? আমরা তাদের জন্য কি চিন্তা করছি বা মাননীয় বিরোধী সদস্যরা তাদের জন্য কি ভাবছে? কাজেই তাদের উপকারের জন্য বরাদ্দ সেটা কেটে দিলে পরে যারা তাদের পক্ষে যেসমস্ত দরদী কথা বলেন উনারা কি করতে চান সেটা পরিষ্কার নয়। কাজেই আমি আজকে কাট মোশানের বিরুদ্ধে এই কথা বলে এবং আমি অনুরোধ করব মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যারা আছেন যারা কাট মোশান এনেছেন তাদেরকে তাদের ছাঁটাই প্রস্তাব সেটা উনারা প্রত্যাহার করবেন। এই ছাঁটাই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা। দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার কাট মোশানের ডিমান্ড নং-১১ মেজর হেড-৩০৫৫, ডিমান্ড নং-১৭ মেজর হেড ২২২০, ডিমান্ড নং-২০ মেজর হেড-২২২৫, ডিমান্ড নং-২৫ মেজর হেড-৪৪২৫ এই সমস্ত কাট মোশান এখানে এনেছি এবং এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখছি। স্যার, এখানে টি, আর, টি, সি, একটা বেসরকারী গভর্ণমেন্ট আন্ডার টেকিংসের আন্ডারে চলছে। বর্তমানে টি, আর, টি, সির যে অবস্থা এটা শুধু আমি নয় আপনারাও ভাল করে জানেন। এটা ত্রিপুরা রাজ্যে যেমন জুট মিল একটা বোঝা তেমনি টি, আর, টি, সিও একটা বোঝা হচ্ছে। সেখানে কর্মচারীর সংখ্যা বাসের সংখ্যার চেয়ে দশ গুণ বেশী। এই টি, আর, টি, সি নতুন করে যখন কিনে আনা হয় পত্রপত্রিকায় পড়ে আমরা দেখছি সেই বাস আগরতলা থেকে রওয়ানা হলে সেই কাঞ্চনপুরের উদ্দেশ্যে যদি যায় তাহলে চম্পকনগর পর্যন্ত প্রথম চাকা ঘুরার ক্ষেত্রে ফিরে আসতে হয়। এবং তার যতটুকু যন্ত্রাংশ গাড়ীতে থাকার কথা সেগুলিও নেই। এটা সারাইয়ের জন্য আবার নতুন করে লক্ষ লক্ষ টাকা এটার পেছনে খরচ করে এই বাসটি চালু করতে হয়। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে শুধু মাথা ভারির একটা সংস্থা এই টি, আর, টি সি, চলছে। আর গাড়ী যদি নষ্ট হয় সেখানে একটা সিস্টেম আছে। গাড়ী যদি রাস্তায় নষ্ট হয়ে যায় ড্রাইভার সেখানে ফেলে আসবে। এখানে এসে খবর দেবে তারপর এখান থেকে গিয়ে গাড়ীটা মেরামত করতে হবে এই হচ্ছে ব্যবস্থা। এই টি, আর, টি, সিটা লোকসানের পর লোকসান চলছে কিছুদিন আগে স্বাধীনতা দিবসে কাঞ্চনপুর যেটা আসছিল সেই বাসের উপর আক্রমণ করার ফলে কর্মচারীরা নিরাপত্তার দাবী করছে এখন আর চালাতে চাই নি। একদিকে যেমন লোকসানে চলছে অন্য দিকে নিরাপত্তার অভাবে আতংকিত কর্মচারীরা চালাতে চাইছে না। কাজেই এই টি, আর, টি, সি একটা সংস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, সরকার পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে অযথা টাকাগুলি ঢালা হচ্ছে। টায়ারগুলি ভাল,

ইঞ্জিনগুলি ভাল কিন্তু অকেজো নামে অকশন দিয়ে সেগুলিকে বিক্রি করা হচ্ছে। সেখানে শুধু শুধু লহ লক্ষ টাকা খরচ করে চলছে।

স্যার, আর একটা হচ্ছে কো-অপারেটিভ, কো-অপারেশন-এটা একটা বর্দারেশন। কো-অপা-রেটিভ ডিপার্টমেন্টের আমি এক সময় মন্ত্রী ছিলাম, কো-অপারেটিভ সম্পর্কে এখানে যেমন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের জন্য কো-পারেটিভের বিরাট একটা ফাংশন আছে। কো-পারেটিভ ফেডারেশন কোন সময় বোর্ড করা হয় নি। এবার একটা তারা ডাইরেক্টর অব বোর্ড করেছেন। এই প্রথম করা হল। এরমধ্যে দুর্নীতির মধ্যে আরও দুর্নীতির করার সুযোগ করে দিয়েছে। এই যে কো-পারেটিভটা আমি কয়েকটি উদাহরণ দিলে আপনি অনুমান করতে পারবেন। প্রথম ওরা নির্বাচন করালেন একটি ল্যাম্পস। সেটি হচ্ছে গন্ডাছড়া ল্যাম্পস। বিরাট এড়িয়া নিয়ে সেই নির্বাচনে তারা জিততে পারেন নি। ১০টা সিটের মধ্যে আমরা সাতটা জিতেছি ওনারা জিতেছেন তিনটাতে। তারপরে সেখানে বিরোধী দল যেহেতু জিতেছে দেওয়া যাবে না ক্ষমতা। হাইকোর্টে যেতে হয়েছে। হাইকোর্টে গিয়ে তারপরে রায় এনে আমাদেরকে ক্ষমতা দখল করতে হয়েছে। তারপরে গোমতী ল্যাম্পাস। সেখানে দ্রব্যমূল সবচেয়ে বেশী সেখানে লবণের দাম ১৭ টাকা থেকে ১৮ পর্যন্ত হয়। পত্র-পত্রিকার মধ্যে আপনারাও দেখেছেন। মন্ত্রী নিজেও গিয়েছেন ১৭ টাকা লবণের দাম দেখে এসেছেন। সেটি আপনি অনুমান করতে পারবেনা না। সেখানে নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য সমস্ত নমিনেশন দেওয়া হল। তারপরে যখন জানতে পারল সেখানে জিতবে না সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ। তারপরে স্যার, কয়েকদিন আগে, গত ১০ তারিখে নমিনেশন শেষ হয়ে গেল আগামীকাল নির্বাচন হওয়ার কথা। এটা হচ্ছে গোমতী মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি। সেখানে আগামীকাল নির্বাচন হবে। সেখানে কোন কারণ না দর্শিয়ে সেই নির্বাচনকে বোর্ড অব ডাইরেক্টর একটা নির্দেশাবলে সেই নির্বাচনগুলিকে বন্ধ করে দিলেন। এই যে সেই নির্বাচন বন্ধ করার যে নির্দেশ সেই কপি আমার কাছে আছে। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে কি করে হবে। সেখানে যে কোন দলের লোকই জিতুক। সেখানে কিছুটা হলেও করা পশন বন্ধ হবে। না সেখানে বিরোধী পার্টি জিততে পারবেনা। এই ধারণা যদি থাকে তাহলে কখনো কো-অপারেটিভ চলবে না। তারজন্য কোটি কোটি টাকা বাজেট করা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। তার কোন সুফল পাওয়া যাবে না। স্যার, আমি যখন কো-অপারেটিভ মন্ত্রী ছিলাম, যখন দেখেছি বাজারে চালের দাম অত্যাধিক কো-পারেটিভের সিস্টেমে আইতরমার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার চাল আনা হল। তারপর বাজারে ছেড়ে দেওয়া হল। সেগুলি লাভ করার উদ্দেশ্যে নয়। বাজার মূল্যগুলি কন্ট্রোল করার জন্য। আরেকটা

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। ঠিকই, আরো ১০টা আইতরমা করার কথা। এবং এই আইতরমার প্রতি সাধারণ ব্যবসায়ীদের নজর থাকে। কারণ এখানে সাবানের দাম যদি ৭ টাকা হয় সেই দাম যাতে অন্যান্য জায়গায় না বাড়ে, সেটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্যে। তার জন্য প্রয়াত অভিরাম বাবু তিনি প্রাক্তন সমবায় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি উদ্যোগ নিয়ে সেখানে 'খুমবার' করেছেন চম্পকনগরে। সেটা এখন বন্ধ হয়ে আছে। তারপর আমি একটা করেছিলাম বড়মুড়াতে, ট্রাইবেল এলাকাতে যাতে সঠিকভাবে পণ্য সামগ্রী পৌছানো যায় সেই জন্য 'খুমতুইসা' নামে একটা কনজিউমার ফেডারেশান-এর মাধ্যমে সেখানে একটা দোকান খুলেছিলাম। সেটা বন্ধ হয়ে গেল এই সরকার আসার পর। এই ভাবে একের পর এক, বন্ধ হয়ে গেছে। গোমতীও তীর্থমুখে ছিল. সেটাও বন্ধ হয়ে আছে। যেই সমস্ত এলাকাতে সরকার পেঁছাতে পারেনি সেই সমস্ত এলাকাতে প্রাইভেট আন্ডারটেকিং সংস্থা তাঁরা তা পেঁছাতে পারেনি। সেখানে কয়েকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এবং সেই পণ্য বিক্রি করে তাদের বেতনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এখন কি হচ্ছে ডুম্বুর ফিসারি এপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সেটা কি কারণে হল মাছ একটাও কেনা হচ্ছে না। ডুম্বুরের লক্ষ লক্ষ টাকার মাছ ফিসারী দপ্তরও তো কিনছে না,। ফিসারী দপ্তরও কিনেনা আর এপেক্স মার্কেটিং কো-অপা-রেটিভও কিনেনা, তাহলে এই মাছগুলি কোথায় যাচ্ছে? সেখানে কাছিমও পাওয়া যায়। এক একটা কাছিমের ওজন তিন মন পর্যন্ত হয়, তা আমার নিজের চোখে দেখা। কিন্তু সেইগুলি কোথায় যাচ্ছে। সেখানে মাছ অনেক বড় আছে। জানিনা এখানে মাননীয় সদস্যদের এই ব্যাপারে কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে। সেখানে সবচেয়ে বড় মাছের ওজন ৯০ কেজি পর্যন্ত আছে। সেটাকে দেখলে ভয় লাগে। কুড়াল দিয়ে কাঁটতে হয়। কিন্তু এই মাছগুলি কোথায় যাচ্ছে? সেখানে সিংমাছ জলের দরে ২০ টাকা প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে। এই সিংমাছ এখানে ১৮০ টাকা ২২০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এখানে আলাদা আলাদা করে সবচেয়ে যেটা ছোট সেটা বিক্রি হচ্ছে ১৮০ টাকা কেজি। অথচ সেখানে যারা জেলে তারা ন্যায্য পয়সা পাচ্ছে না। সেখানে ২০ টাকা ৩০ টাকা যে যেইভাবে পারছে ব্যবসায়ীরা তাদের কাছে থেকে কিনে আনছে। এই যে ব্যবস্থা সেটা রবীন্দ্র দেববর্মা বলছে বলেই গ্রহণ করা যায়না। এটা যদি করা হয় তাহলে এটা ঠিক হবে না। কারণ এটা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। এই যে সারা রাজ্যে ব্যবস্থাটা আজকে সেখানে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হবে। কিন্তু সেখানে কখনো সেটা বাস্তব রূপ নেবেনা সেটা কখনো সমর্থন করা যায় না। আরেকটা হচ্ছে স্টাইপেন্ড। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন স্কলারসীপ এবং স্টাইপেন্ডের উপর আমরা কাট মোশান এনেছেন। এই স্টাইপেন্ড সময় মত দেওয়া হয় না। সময় মত পেঁছেনা। একটা রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, তুইসামা, কাঞ্চনপুরে, রেসিডেন্সিয়াল স্কুল 'বগাফা' শচীন বাবুর আমলে, নৃপেন বাবুর আমলে রেসিডে-

িসয়াল স্কুল করা হয়েছিল 'করবুকে', তার পরে অম্পিতে একটা বোর্ডিং হাউস আছে। আমি নিজে সেটার অপেনিং করেছিলাম, ঐ অম্পিতেও তাই তিন দিন / চার দিন অনাহারে ছাত্রছাত্রীরা থাকতে হচ্ছে। ছেছুয়াতেও তাই। তারপর করবুকে একদিন গিয়ে দেখেছি ছাত্রছাত্রীরা সবাই চলে যাচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম স্কুল ছুটি নাকি ?

মিঃ স্পীকার :— রবীন্দ্র বাবু একটু কনক্লোড করুণ।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি। কারণ স্টাইপেন্ড আসছেনা। হেড মাষ্টার বলছে যে "আর চালানো যাবেনা।" দোকানদার বাকী আর দেয় না। সেই জায়গাতে কোন নোটিশ ছাড়াই এক সপ্তাহ ধরে ছুটি। তারা বোর্ডিং ছেড়ে চলে গেছে। এই ভাবে পিছিয়ে পড়া এস, টি, এবং এস, সি ছাত্রছাত্রীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। স্যার, তারজন্য তো আমাদের বাজেটে এক পয়সাও কম ধরা হয় না। এখান থেকে তো পাশ করিয়া নেওয়া হয়। তখন ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য সামান্য গেড়-কলের জন্য পায়না অমুকনা অযথা ভুগান্তি। এইগুলি দূর না করে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেট করে কি লাভ ? এটা যদি বাই-পাশ ওয়েতে অন্য জায়গায় চলে যায়। তার জন্য মূল বরাদ্দকে সমর্থন করা যায় না। তারপরে আছে, পেনশন। বৃদ্ধ ভাতা। শ্রীমতী সুলতা ত্রিপুরা বৈরাগী, বাবা শ্রী রতি বোয়াজা। বৃদ্ধ বাবার বয়স ৮০ আর মেয়ের বয়স ৩৫। মেয়ে বৃদ্ধ ভাতা পাচ্ছে। কিন্তু বাবা পাচ্ছে না। যুব সমিতি করলে দেওয়া হয় না। সি, পি, এম, করলে দেওয়া হয়।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— দেখুন বিধবা ভাতা কিনা)। না, না। বিধবা কেন হবে ? তিন সন্তানের জননী।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— তিন সন্তানের জননী কি বিধবা হতে পারেন না ?) দূর মশাই, স্বামী আছে। আপনাদের সি, পি, আই, (এম) এর মেম্বার। তিন সন্তানের মা। স্বামী আছে। আপনারা বিধবা বানিয়ে ফেললেন ?

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য শেষ করুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— আর সে জন্যই আমি এখানে মূল যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী বেঞ্চ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন সবগুলি কাটমোশনের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমতী বৈজয়ন্তী কলই।

ককবরক

শ্রীমতি বৈজয়ন্তী কলই (টাকারজলা):— মানগানাং স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য অর যে কাট মোশান তাবুখা অব'ন আং সমর্থ'ন খালাইমালিয়া। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যঅ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ফাইআই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন খালাইঅ। ত্রিপুরা রাজ্যঅ জন-স্বার্থ'নি বাগাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত আংখা। ত্রিপুরা রাজ্যঅ পঞ্চায়েতনি সংখ্যা আংখা ৯৬২টি। গ্রামঅ বাস খালাইনানি সংখ্যা আংখা ৭৫ ভাগ। অব'নি বিসিংঅ দারিদ্র সীমানি নীচে বাস খালাইনানি সংখ্যা আংখা ৭৩.৫৮ শতাংস। বামফ্রন্ট সরকার অ-বরকনি আর্থিক উন্নয়ননি বাগাই পরিকল্পনা নাহরখা যে প্রতিটি পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদঅ আচুগাই, প্রতিটি পারানি বরগন তায়আই ব জায়গাঅ লামা আংনাই ব জায়গাঅ তুইনি ব্যবস্থা খালাইনাই অব জনগণ ঠিক খালাআই সামুং তাজাখা। বামফ্রন্ট সরকার নাইঅ ক্ষমতানি বিকেন্দ্রীকরন। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েত অ লামা হইতে আরম্ভ খালাইআ নগ, তেই উপজাতি জুমিয়া পরি-বাররগন রাবার, সেগুন, গামাই বাতাই মুল্যবান বাফাং রগ কাইনানি বাগাই সাহায্য খালাইখা। গ্রামে গঞ্জে অনেক জায়গাঅ তুইনি ব্যবস্থা খালাইখা যেমন-মাকটু, মার্কপ্রি, টিউবওয়েল। কিন্তু পাহাড়ী দুর্গ'ম অঞ্চলঅ তুইনি তেইব সমস্যা নাথজাগআই তংগ। অবনি বাগাই তেইব রাংনি দরকার। গত ৫ বছর জোট আমলঅ চাঙ নাগখা যে বরগ কিছু খালাইলিয়া। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতন সাবাইআই, বরগ মনোনিত সদস্যন তাইআই একটা লুটপাট কমিটি গঠন খালাইখা গ্রামে গঞ্জে কোন যানো কাজ আংলিয়া বরগনি বহগ সিমি দাছিঅ। অ বহগ বিসিং দামানি অ'র কাইসাখে বেশী মানখা, তেই কাইসাখে কম মানখা, শেষ পর্য'ন্ত বরগ একেবারে ধুলিসাৎ। খোয়াই উজান ময়দানঅ যে নারীরগণ নির্যাতন খালাইখা, এমনকি পঞ্চম শ্রেণীনি ছাত্রীনি পর্য'ন্ত বরগ ইজ্জত নারগলিয়া, মা বোননি উপর অত্যাচার, এই যে আগরতলানি কাকলি রায় ব'ন তাম খালাইখা? চাংত ব'ন পগাইমাআ, শেষ পর্য'ন্ত ব ওয়ানসা মখা যে এই ত্রিপুরা রাজ্যঅ তংনানি পরিবেশ কারাইখা। ত্রিপুরা রাজঅ বামফ্রন্ট সরকার ফাইআই বিধবা ভাতা-রগ হানাই রিজাগা। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে তেইব রিনানি বাগাই রাং আলাদা আংনাই হানাই আং আশা খালাইঅ। আং তেই তিনি সানানাইলিয়া। মাননীয় বিরোধী সদস্যরনি আনি কাইসা অনুরোধ তংনাই যে বামফ্রন্টনি গঠনমূলক চুবাচাক খালাইনানি বাগাই, সাঅই আনি আলোচনা শেষ খালাইখা। ধন্যবাদ।

বঙ্গানুবাদ

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে কাট মোশান এনেছেন এটাকে আমি সমর্থ'ন করতে পারছি না। কারণ বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় এসে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত

নির্বাচন করেছে। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে এই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। ত্রিপুরার পঞ্চায়েতের সংখ্যা হল ৯৬২ টি। গ্রামে বসবাস করে এমন জনসংখ্যা হল ৭৫ ভাগ। তারমধ্যে দারিদ্র সীমার নীচের বসবাসের সংখ্যা হল ৭৩.৫৮ শতাংশ। বামফ্রন্ট সরকার এই সকল লোকের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছেন। প্রতিটি পঞ্চায়েত গ্রাম সংসদে বসে, প্রতিটি গ্রামের লোকদের নিয়ে কোথায় রাস্তা করতে হবে, কোথায় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি জনগনই ঠিক করে কাজ করবে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চায়। বামফ্রন্ট সরকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাস্তা থেকে আরম্ভ করে ঘর, উপজাতি জুমিয়া পরিবার-দের রাবার, সেগুন, গামাই ইত্যাদি মূল্যবান গাছের চারা লাগানোর জন্য সাহায্য করছে। গ্রামে গঞ্জে অনেক জায়গায় জলের ব্যবস্থা করেছে। যেমন-মাকটু মার্কা টিউবয়েল ইত্যাদি। কিন্তু পাহাড়ী দুর্গম অঞ্চলে জলের আরো অনেক সমস্যা দেখা যাচ্ছে। তার অবসানের জন্য আরো টাকার দরকার। গত ৫ বছর জোট আমলে দেখেছি যে তারা কোন কিছুই করে নাই। পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দিয়ে তারা মনোনিত সদস্যদের নিয়ে একটা লুটপাট কমিটি গঠন করেছে। গ্রামে গঞ্জে কোন ধরনের কাজ তারা করে নাই। শুধু তাদের পেট ভরেছে। এই পেট ভরতে গিয়েও দেখা যাচ্ছে কেউ বেশী পেয়েছে কেউ কম পেযেছে। শেষ পর্যন্ত তারা একেবারে ধূলিস্যাৎ। খোয়াই উজানময়দানে নারী নির্যাতন, পঞ্চম শ্রেণীব ছাত্রীর ইজ্জতও তারা লুটেছে। মা, বোনদের উপর অত্যাচার হয়েছে। এই যে আগরতলারকাকলি রায়, তাকে কি করা হয়েছে। আমরাতো এটা ভুলতে পারি না। শেষ পর্যন্ত সে চিন্তা করেছে যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে থাকার পরিবেশ নেই। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার এসে বিধাবা ভাতা চালু করেছে। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে আরো কাজ করার জন্য টাকা আলাদা করা হবে বলে আশা রাখছি। মাননীয় বিরোধী সদস্যদের নিকট আমরা একটা অনুরোধ থাকবে যে বামফ্রন্টের গঠনমূলক কাজে সাহায্য করবেন। এই বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বিজয় কুমার রাংখল।

শ্রী বিজয় কুমার রাংখল (কুলাই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমি কোন কাটমোশান আনিনি। তবে শিক্ষা দপ্তরের কয়েকটা তথ্যের ব্যাপারে আমি একমত হতে পারছি না। তার জন্য অনারেব্যাল এডুকেশান মিনিষ্টারের উদেশ্যে আমি একটা প্রশ্ন জানতে চাই। গত ২১শে আগষ্ট ৯৮ই তারিখে একটা প্রশ্নের রিপ্লাইয়ে মিনিষ্টারিয়েল ষ্টাফের একটা ব্রেক আপ দেওয়া হয়েছিল এস, টি, এস, সি এবং আদার্স'দের। এস, টিদের জন্য রিজার্ভেশান যদি ২৯ পার্সেন্ট হয় তাহলে সেখানে এস, টিদের যে নাম্বার হওয়া উচিৎ ছিল সেটা হয় নি। প্রায় 400 জনের

মত শার্টকল আছে এবং দিস ইজ রিগার্ডিং এমপ্লয়মেন্ট ইন এডুকেশান। এখানে মিনিস্ট্রিয়েল স্টাফের যে ব্রেক আপ দেওয়া হয়েছে-এস, টি-৩৩২, এস, সি-৫৪৩ এবং আদার্স ১৩৮৬ জন। টোট্যাল-২২৬১ জন। এখানে মিনিমাম ৪০০ এর উপর হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু এখানে আছে ৩৩২ জন। আর টিচিং স্টাফের আরেকটা ব্রেক আপ দেওয়া হয়েছে, টোট্যাল-৪০৪২০ জন। তারমধ্যে এস, টি-১০,৫৮৯ জন, এস, সি ৪৩০৩ জন এবং আদার্স ২৫৫২৮ জন। দুই হাজারের বেশী এস, টি কোটা পূরণ করা হয় নি। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে এটা রিভিউ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়টি নিয়ে কোয়েশ্চান-আনসার কালে ডিসকাশানের কোন স্কোপ পাইনি। আর একটা হোম ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে এটা আমি এখন বলব না। চীফ মিনিষ্টারের সঙ্গে বলব পরে। কয়েকটি ব্যাপারে মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারের কাছে আমার জানার ইচ্ছা। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর আমি পাই নি। সেটা হলো শিকারী বাড়ীতে বয়েজ এবং গার্লস্ রেসিডেনশিয়াল সেটা আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে তার জন্য উনারা মাত্র সেখানে ৩০ হাজার টাকা দিয়েছেন। এপ্রিল মাসে সেখানে আগুন লাগে কিন্তু সেখানে টেম্পরারী শেডের জন্য ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সেখানকার কাজও শ্লো ভাবে চলছে। তাতে আমাদের ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টদের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য আমরা অনেক রিকোয়েষ্ট করেছি কিন্তু তার রিকনষ্ট্রাকশানের কিছুই করা হয় নি। এই কনষ্ট্রাকশানের কাজ পি, ডবলিউ,ডি করবেন না এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি সে জন্যই বলছি ৩০ হাজার টাকা দিয়ে টেম্পরারী শেড করা ঠিক হয়নি। ওয়াল্ড ব্যাংক থেকে যে ফান্ড ফ্লো হলো ওখান থেকে টি, এফ, ডি, সি হোক, টি, আর, পি, সি হোক, রাবার বোর্ড হোক এই টাকা থেকে ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্টের জন্য রাবার প্লেনটেশানের জন্য টাকা আসে এবং এইসব একটিভিটেতে এখন যেসব প্ল্যানটেশান হলো এটার মালিকানা কে হলো না হলো এবং প্ল্যানটেশান করার পর নির্দিষ্ট তাদের কোন আইডেনটিফিকেশান আছে কিনা ওটা ক্লিয়ার নয়। এটা আমরা শুনি কিন্তু ক্লিয়ার হয়নি। ডম্বুরের যে হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রজেক্ট আছে এটার প্রশ্ন এনেছিলাম কিন্তু এটার লিখিত উত্তর পাই। কিন্তু এখানে আমরা ইকনমিক ভাবে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছি যে ডম্বুর প্রজেক্টের যে কারেন্ট এখানে জেনারেশন হয় এটা কত মেগাওয়াট এটা জানার জন্য আমাদের কনসার্ন অনারেবল মিনিষ্টারের কাছে আবেদন রইল। আমার লাষ্ট কথা হলো আমরা যে প্রশ্ন করি বিধানসভার ভিতরে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা এখানে যে প্রশ্ন এডমিট করা হয় এবং ডিসকাশন করা হয় এটা কি এসেম্বলী হাউসের ভিতরেই লিমিটেড নাকি বাইরেও প্রকাশ করা হয়? কারণ এটা আমরা খুব কম দেখি। এখান থেকে মন্ত্রী মশাইরা কথায় কথায় হ্যাঁ বলেন মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে। অনারেবল স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে যেখানে চিকিৎসা পাওয়া

যায় সেখানে গেলে রিএমবারস্‌মেন্ট হোক বা যা খুশী হোক এটা হতে পারে না। মাঝখানে উনি এটা বললেন এখন যদি কলিকাতা হোক, শিলং হোক, মাদ্রাজ হোক চিকিৎসার জন্য যাওয়া হয় এবং সেই চিকিৎসার প্রভিশান বা সুযোগ যদি থাকে সেখানে আমরা কি সুযোগ পাব এটা গভর্ণমেন্টের ইনষ্ট্রাকশানে লিখিত আছে কিনা আমার জানা নেই। যারা কর্মচারী আছেন তাদের রিএমবার্সমেন্টের প্রশ্ন আছে এবং পাবলিকের ব্যাপারে যদি বলা হয় না মাদ্রাজে রেফার করা যাবে না ক্যালকাটায় করা হবে এই প্রশ্নটা যাতে না আসে তার জন্য মি: স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে বলছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে ডিসিশান হয় এটা কি ঠিক ভাবে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পৌছে কিনা, না এটা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে এখানেই হচ্ছে আমার প্রশ্ন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রী রতনলাল নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এবং আমার আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসে ট্রেজারী বেঞ্চের একটা মানসিকতা বিরোধীরা শুধু বিরোধিতাই করেন। আমাদের সংবিধান, গণতন্ত্র এবং জনগণ যে অধিকার দিয়েছেন শাসক দল সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ার পর যখন সরকার চালায় তখন যদি উল্টা-পাল্টা কাজ করেন তাদেরকে যেন ঠিক জায়গায় রাখা যায় সেই জন্য সরকারের যে নীতিগুলি সেই নীতিগুলির ব্যাপারে কোন জায়গাতে নীতিগুলি ঠিক না তখন আমরা সেই ব্যাপারে ছাঁটাই প্রস্তাব আনি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ছাঁটাই প্রস্তাব হলো ডিমান্ড নং-১৭, মেজর হেড ২২২১৬। তাতে আমার ব্যাপারটা হল ফেলিআর্‌ টু কন্‌ট্রোল অ্যান্ড এলিমিনেট ওয়াস্টফুল অ্যাক্সপেনডিচার অন ফিল্ড পাবলিসিটি। স্যার, এই ফিল্ড পাবলিসিটি কেন্দ্রীয় সরকারের যেটা, সেটা হল ক্ষেত্র প্রচার। এই রাজ্যে সেই অর্থে রাজ্য সরকারের ক্ষেত্র প্রচারের কোন কাজকর্ম নেই। শুধুমাত্র যে রসুন। র'মানে রবীন্দ্রনাথ, 'সু'মানে সুকান্ত 'ন' মানে নজরুল। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলছি, শুধুমাত্র তাদের জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়, আর কিছু নয়। নামে মাত্র জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হয়। স্যার, প্রতিভা অন্বেষণ বা প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে যে কাজ করার কথা বুকে হাত দিয়ে মন্ত্রী কি বলতে পারবেন যে কয়টি প্রতিভাবান শিল্পীকে রাজ্যের পাঠানো হয়েছে? স্যার, দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যারা ভাল গান গাইত, ভাল গান গেয়ে ঔষধ বিক্রী করত, গান গেয়ে ভিক্ষা করত, সেই সময়ে সেই দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন দায়িত্ব প্রাপ্ত আমার স্যার, উনি নিজেও ডিব্বা বাজাতেন, ডিব্বা বাজিয়ে সি, পি, এমের গান গাইতেন। তখন তাদের প্রতিভার

নিরখিখে, যারা ভিক্ষা করত গান গেয়ে, প্রতিভা যাদের ছিল তাদের জন্য কিছু করার জন্য চেষ্টা করেছিল, এদের মধ্যে যারা উপযুক্ত তাদেরকে চাকরী দিয়েছেন। সেটা একটা ভাল উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তখন উনি নিজেও সেই উদ্যোগ ছেড়ে দিলেন। তখন আমি জানিনা কি উদ্দেশ্যে বয়সের ভারেই কিনা বা শরীরের অসুস্থতার কারণেই কিনা না অন্য কোন ধান্ধা আছে জানিনা। যাহোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিনেমা দেখানো গ্রামে একটা প্রচন্ড জনপ্রিয় ব্যাপার। গ্রামে এখনও সিনেমা গেলে মানুষ দৌড়ে আসে। গত ৬ বৎসরে গ্রামে কি কোন সিনেমা দেখানো হয়েছে,? আমার জানা মতে নেই। গত ৬ বৎসরে একটা ফিল্মও কি কেনা হয়েছে? শেষ যে ফিল্মটা কেনা হয়েছে তার নাম আনন্দ আশ্রম। উত্তমকুমারের ছবি। স্যার, বর্ত্তমান এই দপ্তরের মন্ত্রী নিজে যখন দিল্লী যান বা কলিকাতা যান, তখন তিনি সিনেমা দেখেন। উনি সিনেমা দেখার বাতিক-গ্রস্ত। সিনেমা দেখাটা খারাপ কিছু নয়, সিনেমা দেখা ভাল। কিন্তু গ্রামের মানুষের জন্য যে সিনেমা দেখার ব্যবস্থা সেটা উনি করেন নি। স্যার, পূর্বের যিনি মন্ত্রী ছিলেন, গত পাঁচ বৎসরে শূদ্র জাগরণের নামে বিরাট আন্দোলন করেছেন। শূদ্র জাগরনের জন্য একটা ছবি করেছেন? শূদ্র জারগণের নামে কি একটা ছবি দেখানো উচিত ছিলনা? স্যার, আমরা এখন ভাল ছবি দেখতে পাইনা। স্যার, পদ্মানদীর মাঝি একটা ভাল ছবি। এটা গ্রাম ও মাটির মানুষের কথা। এটাও কেনা হয়নি। এই ছবিটা গ্রামের মানুষকে দেখানো উচিত। আরও একটা ছবি আছে হীরক রাজার দেশে সত্যজিৎ রায়ের কিংবা গুপী গাইন বাঘা বাইন। এই বাঘা বাঘা মন্ত্রীদের দপ্তরে এই জিনিষটাও কিনা হল না, তো পয়সাটা কিসের জন্য? আর যে ছবিগুলি আছে সেগুলিও ছাতা পড়ে গেছে, এভাবে এ দপ্তরটা কিভাবে চলবে? উনি তো এখানে ক্লেইম করছেন ভাল ভাল আর বাস্তবে যে ছবিগুলি ছিল সেগুলিতেও ছাতা পড়ে গেছে। তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় মন্ত্রীদেব অনুষ্ঠানগুলি ভি, ডি, ও, রেকর্ডিং করা হয়, ভাল কথা। কিন্তু এই ভিডিও কেসেটগুলি কোথায় বা কিসের জন্য? মন্ত্রী কি বলতে পারেন এগুলি সব কোথায় গেছে, অথচ সরকারী কোষাগার থেকে টাকা যাচ্ছে। যদি এগুলিকে ভি, সি, পির মাধ্যমে ভি, ডি, ওতে দেখানো হত, যে এই হচ্ছে মন্ত্রীদের বাণী, কিন্তু তাওতো করছে না। তাহলে কি লাভ হচ্ছে? এগুলি করে, এতে সরকারেরও কোন লাভ নেই, আর আমাদের মত পাবলিকেরতো কোন লাভই নেই। স্যার, ডিমান্ড নাম্বার ১৭ তে একটা জিনিষ আছে লোকরঞ্জন শাখা। স্যার, এটা সুখময় সেনগুপ্তের আমলে শুরু হয়েছিল এবং জোট আমলে স্পেশাল টি, ভি, দেওয়া হয়েছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ যাতে দেখতে পারে তার জন্য বিভিন্ন লোকরঞ্জন শাখায় দেওয়া হয়েছিল। এগুলি বর্তমানে কোন লোকরঞ্জন শাখায় নেই। কিছু দিন আগে রাজর্ষীতে ডিপার্টমেন্টল একটা মিটিং হয়েছিল, মন্ত্রী নিজেও সেখানে

ছিলেন, সেখানে অমরপুরের এস. আই ও অনিল জমাতিয়া বলেছেন যে লোকরঞ্জন শাখাতে যে টি. ভিগুলি ছিল সেগুলি সব ওনার ডিপার্টমেন্টে মানে ওনার অফিসে এনে জড়ো করা হয়েছে এবং মেরামত না করার জন্য সবগুলি জমা হয়ে আছে। ডিপার্টমেন্টাল মন্ত্রী বলেছে যে, "এই জিনিষগুলি নাকি আর ঠিক করা যাবে না।" আসলে ব্যাপারটা কি, উদ্যোগের অভাব? এই হচ্ছে লোকরঞ্জন শাখার বর্তমান অবস্থা। স্যার, এই টি. ভিগুলি সুখময় সেনগুপ্তের আমল থেকে শুরু করে জোট পর্যন্ত চলছিল লোকরঞ্জন শাখায়। উনি স্যার, এইসব ব্যাপারে কোন উদ্যোগই নেননি। তারপর লোকরঞ্জন শাখায় কোন রেডিওর ব্যবস্থা নেই, কোন হারমোনিয়াম বা বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্রের কোন কিছুই নেই। স্যার, এগুলি যে লোকরঞ্জন শাখায় দপ্তর থেকে দেওয়া হয় সেটা স্যার, অনেকেই জানেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এত বড় একটা দপ্তর উনি চালান এত বড় একটা বাজেট গেল, এত কোটি কোটি টাকা ধরা হল তাতে সাংবাদিকদের কথা না হয় বাদই দিলাম, পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলি যা দেয় দিল। কিন্তু এখানে চিকিৎসা, আবাসন, পেনশন এগুলির জন্যওতো কিছু ধরার দরকার ছিল। স্যার, ওনার দপ্তরের কি করুন অবস্থা, রাইগাতে একটা গেষ্ট হাউস ছিল সেটা বন্ধ হয়ে আছে, জোট আমলে করা হয়েছিল। মন্দির ঘাট একটা গেষ্ট হাউস ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। যে দশটা স্ট্যারিষ্ট স্পীড বোর্ট ছিল উনি উত্তর দিয়েছেন এই হাউসে সেগুলি সব বানে নদীতে ভেসে গেছে এটা টোট্যালি ফলস,। এখানে যে বাঁধ তার পরেই হল বোর্টের কথা সেখানে ফ্লাডের নয়। উনি বানিয়ে উত্তর দিয়েছেন। উনি যদি না জানেন তো ডিপার্টমেন্ট উত্তর দিয়েছেন। তারপর গন্ডাছড়াতে ৩৬ আসন বিশিষ্ট একটা গেষ্ট হাউস করার কথা ছিল, টাকা মঞ্জুর হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা উনি করেন নি। স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী সুদন দাস এক প্রশ্নে এনেছিলেন ১৯৯৭ইং সালে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের বিভিন্ন শিল্পীদের মাধ্যমে অন্তত: সপ্তাহে একদিন সাংস্কৃতিক ক্লাস করানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না? উত্তরে মন্ত্রী বলেছেন 'না'। উনার কাজটা কি স্যার, উনার কাজটা কি?

স্যার, ডিমান্ড নাম্বার ২০, মেজর হেড-২৫০৫-ওয়াই, ই, এস,। আমি ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে যাব না স্যার। 'ইয়েস 'হলো' এমপ্লয়মেন্ট অ্যাস্যুরেন্স স্কীম্। কিছুই হয়নি স্যার। উনি মন্ত্রী হবার আগে অনেক কিছুই বলতেন। স্যার, আমি একটা অভিযোগ দিয়েছি স্পেসিফিক-ভাবে অন্ ২-৭-৯৭-পলিটিক্যাল ন্যাপোটিজম্ মিস্ অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অব্ আনটাইড্ ফান্ড অব্ পঞ্চায়েত সমিতি আন্ডার মোহনপুর ব্লক-রিকুয়ারড' প্রপার এনকোয়ারী টু ফাইন্ড আউট দ্যা কালপ্রিটস্।। এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্পেসিফিক আমি অভিযোগ দিয়েছিলাম টাকা মেরে দিয়েছে। কিন্তু উনি কিছুই করেন নি স্যার। কাজেই স্যার, আমি

আপনার মাধ্যমে বলছি প্রত্যেকটি মন্ত্রীকে শেখানো উচিৎ হোয়াট্ ইজ্ রাইট্ অব্ ইন্‌ফর্মেশন।' আমি এতটা চিঠি দিলাম স্যার, এখানে বান্ডেলস্ অব্ মাই লেটারস্ রয়েছে. আর, ডি, কমিশনারকে চিঠি দিয়েছি। উনি আমাকে ডিরেকশন দিচ্ছেন 'ইউ মিট বি, ডি ও,।' হী ক্যান্ নট ডু ইট স্যার, হী ক্যান্ নট ডু ইট অ্যাজ্ পাব প্রভিবন অব্ ল'। স্যার, এই কথা আমাকে বলতে পারেন না। স্যার, এই বইটাই আমাদের সে রাইট দিয়েছে যে সেক্রেটারী পদের নীচে যেন কাউকে চিঠি না দেওয়া হয়। আমাকে এই বইটাই সে অধিকার দিয়েছে। হাও, হাও। এটা আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাইছি এবাউট 'রাইট্ অব্ ইন্‌ফর্মেশন'। কাজেই তাদের সকলকেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। পার্লামেন্টারী অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার উনি কোন চিঠিরই জবাব দেন না, বাদলবাবুও দেননা। তবে মুখ্যমন্ত্রী দেন, এবং অন্যান্য কোন কোন মন্ত্রীরাও দেন। ট্রান্সপোর্ট দেন। স্যার, উনাদেরকে মন্ত্রীত্ব দেওয়ার আগে এই সব জিনিস শিক্ষা দেওয়া উচিৎ।

স্যার, আমি আরো অনেক ঘটনা বলছি ইন্ডাস্ট্রিজ, জুটমিল, হিসাবটা কি? এই নির্বাচনের উনাদের ইস্তাহারে কি বলেছেন চা কপি শিল্প সম্পর্কে। কপি শিল্প তো ত্রিপুরায় নেই শেষ। আর চা শিল্পের বারটা বাজিয়ে দিয়েছেন। তারপর জুটমিল সম্পর্কে কি উত্তর দিয়েছেন। এই জুটমিলটা কার জন্য? জনগণের স্বার্থেইতো এটা করা হয়েছে। স্যার, ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে ৫.৯৯ কোটি টাকা লস্। ১৯৯৪-৯৫ সনে ৮'১১ কোটি টাকা, ৯৫-৯৬ সনে ৭.২১ কোটি টাকা, ৯৬-৯৭ সনে ৬.৯১ কোটি টাকা, লস্। আর ৯৭-৯৮ ইং সনের খরচের হিসাবটাই উনার কাছে নেই। এখন ৯৮-৯৯ ইং চলছে খরচ দেখাতে পারেন না।

আমি পবিত্রবাবু সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে একটা ভাল ধারণা পোষণ করেছিলাম উনি যখন বিধানসভায় বক্তৃতা করতে তখন ভেবেছিলাম যে উনি মন্ত্রী হলে বোধহয় ভাল হতো। স্যার, টোট্যালী ফেইলুর। এখন উনার নাম পড়েছে কমিশন মিনিস্টার। এখন কোন কাজই হচ্ছে না। শুধু কমিশনের জন্য চিন্তা করছেন। উনি টোট্যালী ফেইলুর স্যার।

মিঃ স্পীকার :— রতনবাবু, আপনি বসুন, লাল বাতিরও কোন মূল্যই নেই আপনার কাছে?

শ্রী রতনলাল নাথ :— লাল বাতি জ্বলে গেছে স্যার, তাহলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা, আপনার সময় ও ১০ মিনিট।

শ্রী জওহর সাহা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মূল বাজেটের উপর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আনীত সমস্ত কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1998-99

স্যার, ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টঃ আমি স্যার, বাস্তব কিছু বলতে চাই। আমাদের রাজ্যের স্টেট ট্রান্সপোর্ট-এর আন্ডারে পরিবহন বর্তমানে কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে বলতে চাই। স্যার, টি, আর, টি, সি' র গাড়ীর চাকা উপরের দিকে রয়েছে স্যার, । সাধারণতঃ গাড়ীর চাকা নীচের দিকে থাকে স্যার, কিন্তু এই রাজ্যের টি, আর, টি, সি' র চাকা উপরের দিকে থাকে স্যার এই টি, আর, টি, সি যখন চলতে থাকে স্যার, ঐ আঠারমুড়া দেবতামুড়া যখন যায় তখন এগুলির চাকা উপরের দিকে চলে যায়। তখন স্যার, যাত্রীদের অবস্থা কি হয় ? স্যার, আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে আপনার দিকে চেয়ে বলতে হয়, আপনি আমার দিকে চান স্যার, বটতলা টি, আর, টি, সি, অফিসের কথা বলছি আমি বাড়ী যাব টিকেট কাটতে গেছি আমার পরের সীটের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথায় যাবেন ? উনি বললেন "ট্রেন্সপোর্ট মিনিষ্টারের কপালের মধ্যে লাঠি করতে যাচ্ছি।" সেখানে প্রস্রাবাগার নেই। মহিলাদেরতো দূরের কথা পুরুষদেরও নেই । শুধু বেড়া আছে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সবই দেখছে । ঐ দিকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে হচ্ছে । এই অবস্থা চলছে স্যার। প্রস্রাব করার মত অবস্থা টি, আর, টি, সিতে নেই। শুধু এখানে না সারা ত্রিপুরার যত জায়গায় আছে ঐ কিছু দিন আগে মানিকবাবু, বাসুদেববাবু এখানে আছেন আমরা কয়েকদিন আগে যদিও এখানে মানিকবাবু নেই, বাসুদেববাবু আছেন এবং আরও কয়েকজন আছেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আমি বলছি, আমরা আমবাসা গিয়েছিলাম টি, আর, টি, সি, অফিসে জিজ্ঞেস করুন বাসুদেববাবু এখানে আছেন সেখানে বসার মত অবস্থা ছিল কিনা ? সেখানে যে কোন সময় এক্সিডেন্ট হতে পারে। প্যাসেঞ্জার দূরের কথা যে স্টাফরা কাজ করেন সেখানে তারাও এক্সিডেন্টে মারা যেতে পারেন। এই হল অবস্থা। কিন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারের কোষাগার থেকে দেওয়া হয় কিন্তু মানুষ সেই সুযোগ পাচ্ছে না।

ফিসারী দপ্তর। রবীন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ আগে ফিসারী দপ্তর সম্পর্কে বলেছেন। আমাদের অমরপুরে অমরসাগর, ফটিকসাগর স্যার, আপনি নিজেও গেছেন অমরসাগর, ফটিক সাগর এক সময় মাছ উৎপাদনে বিখ্যাত ছিল। আগরতলা থেকেও সেখানে বড় চাঁপিলা পাওয়া যেত। এটা সত্য কথা স্যার, এটা ত্রিপুরার কোথাও পাওয়া যেত না। এটা এখন নিঃবংশ হয়ে গেছে। এখন মাছের চাষতো দূরের কথা যা আছে তাও লুটপাট করে খেয়েছে এখনও খাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এটাকে সংরক্ষণ করা কিংবা সেখানে আরও ভালভাবে প্রডাকশান করা এগুলির কোন ব্যবস্থা নেই। ডুম্বুর জলাশয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রবাবু বলেছেন। কারণ সীমানাটা কিছু

রবীন্দ্রবাবুর পরে কিছু আমার পরে। স্যার, এই মাছ গন্ডছড়া দিয়ে শিলচরে চলে যায় সরকারের ঘরে কোন রাজস্ব আসে না। সন্তোষবাবুর কথা বলছেন কেন,? আপনাদের অনেকই নিজের বিয়েতে এবং কার কার বিয়েতে এনেছেন এটার তথ্য আমার কাছে আছে। সন্তোষবাবু পয়সা দিয়ে নিয়েছে বিনা পয়সায় নেয় নি। সেখানে অবস্থাটা কি? আসলে সরকারের কোন রক্ষনাবেক্ষন নেই। স্যার, এই রাজ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের মাছ যদি না আসে দুই চারদিন ইলিশ মাছের দাম কমেছে বলে এখন পাওয়া যায়। ১২০ টাকা ১০০ টাকা নীচে সাধারণ পোনা মাছও পাওয়া যাচ্ছেনা। বছর বছর এই ফিসারী দপ্তরের টাকা বাড়ানো হয় স্যার, কিন্তু এই রাজ্যের মানুষ সেই সুফল পাচ্ছে না। তার পিছনে কারণ কি সেটি জানার অধিকার কারোর নেই। আপনি যেখানে বসে আছেন আপনিও পারবেন না। আপনি যদি রোলিং দেন, আপনার বিরোদ্ধে তারাই অনাস্থা প্রস্তাব আনবে। আপনি আপনার গদি রক্ষার জন্য রোলিং পার্টিকে প্রটেক্শন দিবেন এটাও জানি স্যার। এর পরে যেটা আমি বলতে চাইছি, আই সি এ টি, সরকারের বিজ্ঞাপনের বিরি নেই। পত্রিকার যারা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট তাদেরকে ঠকানোর জন্য যত রকম কৌশল কন্দি মালিক পক্ষকে তোষামোদ করে এবং নিজেদের দলিয় মুখপাত্র নাক বারি করার জন্য যা যা কৌশল চাতুরা এইগুলি নেওয়া দরকার এইগুলি সেখানে ষোল কলা পূর্ণ করেছে। ডেইলিদেশের কথায় না না কি স্যার, একজনও স্থায়ী কর্মী নেই। আর বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে ত্রিপুরার যত পত্রিকা মিলে যত পাবে তারা সেই সবগুলি পাবে। ঠিক আছে ডেইলি দেশের কথা ও পাবে। কিন্তু এখানে যারা কাজ করে তারা স্বীকৃত সংবাদিকের যে সমস্ত সুযোগ আছে সেই সমস্ত সুযোগ তারা পাবে। আর অন্যান্য সংবাদ পত্রের যে সংবাদিক আছে তারাও পাবে কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে স্থায়ী সংবাদিক কতজন আছে তাহলে বলবে একজনও নেই। মানে ঐ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টদের ফাঁকি দেয়ার জন্য। নিশ্চয়ই সেখানে সেচ্ছা সেবক থাকবে। কিন্তু একজনও স্থায়ি কর্মচারী থাকবে না এটা ঠিক নয়। এখানে মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলেছেন যে যে সমস্ত টি ভি দেওয়া হয়েছিল সেইগুলি সব নষ্ট হয়ে আছে। স্যার, আপনি অবশ্যই আনতা চেনেন। টিভি দিয়ে আমাদের এখানে কিছু আনতা বানিয়েছে। আনতা মানে গুড়া মাছ ধরার জন্য যে ব্যবহার করা হয় সেইগুলি। টি, ভি দিয়ে এখন গুড়া মাছ ধরছে। সেইগুলি আমাদের জোট সরকারের আমলে দেওয়া হয়েছিল মানুষের জন্য। কিন্তু এখন সেইগুলি অন্যভাবে ব্যবহার হচ্ছে। স্যার, টি, আর, টি, সি মিনিস্টারের স্যার, আশা ছিল উনি অনেক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখন দেখা যায় সেখানে ভূতের বাসা হয়েছে। স্যার, সেখানে যেতে আমার ভয় হয়। কোন সময় কি হয় সেই ভূতের ঠেলায় পাগল হয়ে যায়। এই শিল্পটাকে সম্প্রসারণ করার জন্য কি কি পদক্ষেপ দেওয়া হয়েছে মাননীয়

মন্ত্রী তথ্য দিয়ে বলতে পারবেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আপনারা কতটা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছে যার সুফল রাজ্যের মানুষ পায়। এখানে আলোচনার সময় দেখা গেছে যে ফিল্টার তৈরী করতে গিয়ে সেখানে কার্বন নেই। সেই ফিল্টার থেকে যদি কেউ খায় কাশি হয়। এই ধরণের ফিল্টারের কথা আমি কখনো শুনেনি। আমরা মাননীয় শিল্পমন্ত্রী যিনি আগে ছিলেন আমরা উনাকে বলেছিলাম আমার শ্রদ্ধেয় দাদা, কোন শিল্প আপনারা তৈরী করেছেন? তখন গাদা বন্দুক দিয়ে হয়েছিল। আজকে সেই জায়গায় এ.কে ৪৭ হয়ে গেছে, সেখানে পবিত্রবাবু আসার আগেই। পবিত্রবাবুর দোষ নয়। এই শিল্পটা ভাল হয়েছে এ কে ৪৬, এ কে ৪৭ জওহর লাল নেহেরু, ইন্দিরা গান্ধী এ্যাটম বোমা কিভাবে তৈরী হয় তা কি ভাবে ফোটাতে হয় তা রাজীব গান্ধীর আমলে থেকে এসেছে। তিনি সেটাও দিয়ে গিয়েছিলেন। এখন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সেটা ফুটিয়ে আজকে তিনি এক মাসের মধ্যে পরমানু বোমার বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন। আমি এই কথাটা বলব না; আমরা যখন সেই যুগে প্রবেশ করছি, গাদা বন্দুক থেকে একে ৪৫. একে-৪৭. একে-৫৬ নিশ্চয়ই উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমার অনুরোধ থাকব এই শিল্পটা যাতে রাজ্যের মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় এবং এটা যাতে রাজনৈতিক দৃষ্টি কোনের উদ্ধে রেখে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এই জন্যই এখানে কাট-মোশান স্যার। স্যার, আরো অনেক আছে যেমন জুটমিল। এটা এখন জুটামিল হয়ে গেছে। যে আজাদি জুটা হ্যায় বলে আমার মার্ক্সবাদী বন্ধুরা এক সময় শ্লোগান দিয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে। এটা এখন জুটা মিল হয়ে গেছে। স্যার, এখানে আমার অনুরোধ থাকবে যে এই পরিকাঠামোর পরিবর্তন করা দরকার। প্রতিবৎসর শুধু লোকসান দেওয়া হবে তা নয়। কিভাবে এটার থেকে আমরা অভার কাম করতে পারি সেই চেষ্টা করতে হবে এবং সেখানে যে সমস্ত কর্মচারী আছে তাদের স্বার্থ যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনারা এই ধরণের পরিকল্পনা নেন। আমরা তার বিরোধিতা করব না সব ব্যাপারে আমরা বিরোধিতা করব সেই মানসিকতা আমাদের নেই। আমরা এই মানসিকতা নিয়ে এখানে আসিনি। নিশ্চয়ই গঠনমূলক কাজে আপনারা আমাদের কাছ থেকে সহযোগিতা এবং সমর্থন পাবেন। কো-পারেটিভ স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে আছেন তিনি জানেন, আমার এখানে রামপুর ল্যাম্পস আছে।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি জানেন যে জোট আমলে তারা আই, আর, ডি, পি,-তে ২৮ লক্ষ টাকা তারা দিয়ে গিয়েছেন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, এটা অসত্য কথা। আমি বলছি মাননীয় সদস্যের কাছে যদি

এই রকম তথ্য থাকে তা হলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করুন। এটা সম্পূর্ণ অসত্য স্যার, । আসলে তা মুখ রক্ষা করা ছাড়া আর কিছু নয়। স্যার, এই কো-পারেটিভের অবস্থা কি, তারা নির্বাচন ঘোষণা দিলেন, আমাদের লোক নমিনেশানের জন্য গেল তাদেরকে পিঠিয়ে দিল যে এখানে কংগ্রেসীদের কোন জায়গা নেই। তারা ইলেকশানে দাঁড়াতে পারবে না। এই তো স্যার সমবায়। এই সব করলে সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী হবে না। সমবায় আন্দোলনকে শক্তি শালী করতে গেলে ঠিক আছে কংগ্রেসীদের বাদ দেন কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা তাদেরকে যদি সরিক না করতে পারেন. "আপনারাই তো মুখে বড় বড় কথা" সেই সমবায় আন্দোলনের সুফল কার কাছে পেঁছাবে ? শুধু লুটপাট করে খেয়ে গেলে সমবায় আন্দোলন শক্তি শালী হবেনা। এর পরে আমার একটা মানবিক আবেদন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে। এটা আমার কাট মোশান না।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি শেষ করে দিন।

শ্রী জওহর সাহা ঃ - স্যার, কাট মোশন ছাড়াও এর বাইরে আমি এখানে এডুকেশান মিনিষ্টারের কাছে মানবিক কারণে একটি আবেদন রাখছি। বিষয়টি হচ্ছে, "এম, বি, বি, কলেজে ছাত্র ভর্ত্তির সমস্যা সম্পর্কে।" স্যার, জেনারেল যে ছাত্র আছে তাদের ভর্ত্তির জন্য বলা হয়েছে সাইন্স নিয়ে পড়তে হলে ৬৫৯ থেকে ৬৩০ এর ভেতরে মার্কস থাকতে হবে। রাম ঠাকুর কলেজ থেকে বলেছে ৬০১ থেকে ৫৯২ মার্কস থাকতে হবে। কাজেই ফার্স্ট ডিভিশান, সেকেন্ড ডিভিশানের ছাত্ররা সাইন্স পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না অনেকেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্যোস্যাল সায়েন্স নিয়ে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব, এম, বি, বি, কলেজ আর একটি সায়েন্স বিভাগ খুলে ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ করে দিতে। তাছাড়া এম, বি, বি, কলেজের ইভিনিং বিভাগে আলোর ব্যবস্থা ঠিক মত করার জন্য অনুরোধ রাখছি। স্যার, বক্সনগর, নতুন বাজার, যতনবাড়ীতে সাইন্স বিভাগ বিদ্যালয়ে খোলার জন্য ছাত্ররা বার বার দাবী করছে। এই সব দিকগুলি মানবিক দিক থেকে দেখার জন্য মাননীয় এডুকেশান মিনিষ্টারের কাছে আবেদন রাখব। স্যার, বিরোধী দল থেকে যতগুলি কাটমোশান আনা হয়েছে সবগুলি কাটমোশানের উপর আলোচনা করতে পারি নি সময় কম থাকায়। কাজেই বিরোধী দল থেকে আনীত সব কাটমোশানকে সমর্থন করে এবং মূল বরাদ্দের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা।

শ্রী বীরজিৎ সিনহা (কৈলাশহর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাজেট বরাদ্দের উপর

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1998-99

বিরোধী দল থেকে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন সবগুলিকে সমর্থন করে আমি যে কাট মোশান এনেছি তার উপরে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, এই বাজেটে ত্রিপুরার পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সুস্পষ্ট কোন রূপরেখা নেই। এর আগে শ্যামাচরণ বাবু বলেছেন, অন্যান্য মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরাও বলেছেন। আমি এ ব্যাপারে খুব বেশী বলব না। আমি বলছি, দার্জিলিং শহরের মত একটি জেলা, পূর্ণ রাজ্যও নয় সেখানে যদি পর্যটন ব্যবস্থা থেকে ৩০০ কোটি টাকা রোজগার করতে পারে, তাহলে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হয়েও, তার অনেক-গুলি টুরিষ্ট স্পট থাকা সত্বেও কেন যে ১৫০ কোটি টাকা পেতে পারবে না? মাননীয় স্পীকার স্যার, জোট আমলে আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৯টি ট্যুরিষ্ট লজের মঞ্জুরী করেয়েছিলাম। প্রায় হয়েও গিয়েছিল সেই ট্যুরিষ্ট লজগুলি। আজকে সেই ট্যুরিষ্ট লজগুলি কোন্ পারপাসে ব্যবহৃত হচ্ছে? আমবাসা ট্যুরিষ্ট লজে ট্যুরিষ্টরা থাকতে পারেন না। সেখানে ডি এম কোয়ার্টার বানিয়েছেন। রবীন্দ্র বাবু বিদ্যুৎ মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে যনবাড়ীর মন্দির ঘাট থেকে নারকেল কুঞ্জ জলের উপরে প্রায় ১২ কি, মি, ব্যাপী করেছিলেন। বর্তমানে তা যত্নের অভাবে রোদে শুকিয়ে গেছে। আমরা সেখানে রোপওয়ে চেয়েছিলাম। উনকোটিতে রোপওয়ের জন্য এন, ই, সি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আর কোন যোগাযোগ করা হয় নি। পর্যটনদের আকর্ষণ করার জন্য কোন ব্যবস্থা না নিলে কি করে পর্যটকরা বাইরে থেকে আসবে? এখানকার মাননীয় সদস্য বৈদ্যনাথ বাবুর নির্বাচনী এলাকা চন্ডীপুরে প্রায় ১৭ মিঞা নামে একটি হাওড় আছে। সেখানে বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ পাখী আছে। স্থায়ী পাখীও সেখানে আছে। তাছাড়া সীজনে বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ পাখী আসে। আমরা জোট সরকারের আমলে উদ্যোগ নিয়েছিলাম ওখানে বার্ড স্যাংকচুয়ারী করার জন্য। তখন পাবলিকের কাছে প্রপাগান্ডা হয়েছিল বিশেষ করে আমার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা হয়েছিল যে এখানে পাখী পালন করা হলে ধান সব শেষ হয়ে যাবে। আমি তখন পাবলিকের সাথে কথা বলে তাদেরকে কনভিন্স করেছিলাম যে, এখানে যদি বার্ড স্যাংক-চুয়ারী হয় তাহলে দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার লোক এটা দেখতে আসবে, রাস্তাঘাটের উন্নতি হবে, হোটেল হবে, তোমাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে। আমার এই কথায় পাবলিক কনভিন্সড হয়েছিল। কিন্তু পরের পাঁচ বছর আমরা ক্ষমতায় আসতে পারি নি যার ফলে আমাদের এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তাবায়িত করতে পারি নি। আমরা ম্যাগাজিনেও এটা অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। যাতে পাখী প্রেমিক যারা তারা এটা দেখে এখানে আসতে পারে। কিন্তু বর্তমান গভর্ণমেন্ট এইগুলি করছে কিনা আমার নজরে নেই। আমি পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে আমাদের ট্যুরিজ্যম মিনিষ্টার অত্যন্ত সক্রিয়। আমি উনাকে অনুরোধ করব এই

জিনিষগুলি যেন করা হয়। তারপর স্যার, উনকোটিকে ডেভেলাপ করার জন্য সেখানে একটা ট্যুরিষ্ট লজ করা হয়েছে তিন রুমের। পাহাড়ের, উপরে। ট্যুরিষ্টরা যাতে এখানে এসে রেষ্ট নিতে পারেন। অনেকে নির্জন জায়গা ভালবাসেন, তারা যাতে এখানে এসে ২/১ দিন থাকতে পারেন। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা ক্ষমতা থেকে চলে যাবার পর সেগুলির এখন ভগ্ন দশা। সেখান থেকে সিকিউরিটি উইথ ড্র করে নেওয়া হয়েছে, লুটপাট করে সমস্ত কিছু শেষ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে একটা প্রাকৃতিক ঝর্ণা আছে, সেই ঝরনা থেকে ড্রিংকিং ওয়াটারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। আজকে সেখানে এই বন সম্পদগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আগে যে গতিতে ঝর্ণার জল পড়ত এখন তার কারেন্স অনেক কমে গেছে। এই উনকোটিকে ডেভেলাপ করার জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। উনকোটিতে এখন সিকিউরিটি ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে জিনিষগুলিকে আমরা শুরু করেছিলাম সেগুলি এখন ভগ্নদশা। এগুলি আর রিপেয়ার করা হয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যে ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে উনকোটিতে অনেকে আসতে চায়। জোট সরকারের আমলে আমরা উনকোটির ব্যপারে অনেক প্রচার করেছিলাম। আমাদের এই পাবলিসিটি ভাল প্রচার পেয়েছে ওখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপারে। এখানে পর্যটকরা আসলে কোথায় থাকবেন তার জন্য একটা ট্যুরিষ্ট লজের দরকার। উনকোটিতে করতে গেলে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে এটা রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকা। সেই জন্য আমি একটা প্রপোজাল দিতে পারি এই হাউসে-জন বাগান এরিয়া। এই এরিয়াটা জনবসতি পূর্ণ এলাকা। ওখানে যদি ট্যুরিষ্ট লজ করা হয় তাহলে ভাল হবে। জায়গাটা প্রটেকটিভ। ওখানে অনেক খাস ল্যান্ডও আছে, অনেকে জায়গা ডোনেটও করতে চান, সে ব্যবস্থা ও আছে। স্যার, ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতে যেমন-কেরেলাতে আমরা দেখেছি রাজধানী থেকে ৩০০ কি, মি, দূরে একটা বার্ড স্যাংক্চুয়ারী আছে। সেটার দেখার জন্য প্রতি বছর সাড়ে তিন লক্ষ ট্যুরিষ্ট সেখানে যায় এবং তা থেকে প্রচুর আয় হচ্ছে। আমাদের এখানে যতন বাড়ীতে, রইশ্যাবাড়ী এই সব এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য খুবই মনোরম। এগুলিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। চশমা বাঁদর পৃথিবীর আর কোথাও নেই, শুধু ত্রিপুরাতেই আছে। সেখানে অভয়ারন্য করে এই সব এরিয়ার ট্রাইবেলদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা যায়। এন, ই, সি প্রপোজ্যাল দিয়েছিল যে, কারেন্টের মাধ্যমে পাহাড় এবং জলাশয়ের উপর ১২ কি. মি রাস্তা রোপওয়ে করতে পারে। কারেন্টের মাধ্যমে জলের উপর, পাহাড়ের উপর রোপওয়েতে ঘুরা যায় এই খবর পর্যটকদের আকর্ষণ করবে। পর্যটক আকর্ষণ করবে সেই ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। টাকা নর্থ ইষ্টার্ন কাউন্সিল দেবে। ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের বাজেট থেকে দরকার নেই সেই জন্য আজকে সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের সরকারের এগিয়ে যাওয়া উচিত তাহলে আমাদের রাজস্ব আমরা এখানে পাব। যে-হেতু আমা-

দের পিছিয়ে পড়া রাজ্য তাই রাজস্ব কিছুই নেই এবং এটা আমাদের যথেষ্ট আন্তরিকতার সহিত করা দরকার। আজকে এখানে মাননীয় সদস্য জওহর বাবু প্রশ্ন তুলেছেন এবং শ্যামাবাবু প্রশ্ন তুলেছেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি মহিলা সমিতি যিনি পরিচালনা করেন শ্রীমতি অনুরূপা মুখার্জী তিনি যে সমস্ত দরিদ্র উপজাতি মহিলারা পড়াশুনা করতে পারেন না এই রকম ১০০ জনের উপরে ট্রাইবেল মহিলা উনার ওখান থেকে পাশ করেছেন। কিন্তু তারা ভর্ত্তি হতে পারছেন না, এটা তো বিরাট ব্যাপার। তাই এই ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে দেব দিচ্ছি করা যায় না, বলতে হবে আমরা করব, করতে হবে। কারণ এই ১০০ জন উপজাতি মহিলা তারা তো মহিলা সমিতি থেকে পাশ করেছে তাই তাদের অনাথও বলা যায়। এই ১০০ জন উপজাতি মহিলা যে মেট্রিক পাশ করেছে তারা ভর্ত্তি হবে না। এটা হতে পারে না। তাই মাননীয় শিক্ষমন্ত্রীকে অবশ্যই বলতে হবে উদ্যোগ নেব। আর যদি হাউসের মধ্যে আমরা দাবী আদায় করতে না পারি তাহলে আপনার ডিপার্টমেন্টকে আমরা অচল করে দেব, গণ আন্দোলন করব। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই এখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। উনারও এখানে দরদ থাকা উচিত যে ট্রাইবেল মেয়েরা পাশ করেছে কিন্তু ভর্ত্তি হতে পারছে না। এটা তো আশ্চর্য্যের বিষয়। উগ্রপন্থার জন্য শত শত স্কুল বন্ধ আছে আমরা মেনে নিলাম কিন্তু শহরে রাজধানীতে ভর্ত্তি হতে পারছে না, কলেজে ভর্ত্তি হতে পারছে না এবং ইংলিশ মিডিয়ামে যারা মাধ্যমিক পাশ করেছে তারা ক্লাশ ইলাভেনে ভর্ত্তি হতে পারছে না এই রকম তো হওয়া উচিত নয়। রাজধানী আগরতলায় সরকারী মাত্র একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে সেটি হচ্ছে শিশু বিহার স্কুল এই রকম আর একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না কেন? সুতরাং আজকে আমাদের এখানে অনেক প্রশ্ন এবং অনেক কথা আছে। ত্রিপুরায় আমাদের প্রশাসনের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে, যথেষ্ট অলসতা রয়েছে এটাকে দূর করা দরকার। মিঃ স্পীকার স্যার, হয়তো আপনার কাছে তথ্য আছে কিনা জানি না, কিছু দিন আগে আমার একজন বন্ধু ব্যক্তি ত্রিপুরাতে সার্ভে করেছেন কি একটা ইন্ডাষ্ট্রি করার জন্য? ত্রিপুরাতে প্রতিদিন বাইরে থেকে কত হাজার ডিম প্রবেশ করে সেটা আপনারা জানেন কি? কয়েক লক্ষ ডিম প্রবেশ করছে কিন্তু আমাদের এখানে ফার্মগুলি থেকে কত ডিম প্রডাকট্ হচ্ছে? এক বছরে কোটি কোটি ডিম বাইরে থেকে প্রবেশ করছে কিন্তু আমাদের যে ফার্মগুলি আছে তাতে ডাক্তার আছেন, বড় বড় অফিসার আছেন, গাড়ী আছে, বিল্ডিং আছে এবং মেশিন আছে কিন্তু প্রডাকশন কিছুই হচ্ছে না। তার কারণ কি? সেই জায়গায় নির্দিষ্ট ভাবে ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের বলে দেওয়া উচিত যে বছরে এত ডিম প্রডাকশান করতে হবে। যেমন চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য ব্রিটিশ সরকার নিরীখ আইন করেছিলেন সেই নিরীখ আইনই এখানে প্রচলন

করতে হবে। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য ব্রিটিশরা নির্দিষ্ট একটা আইন করে গেছেন যে এতটুকু চা পাতা তোমাদের তুলতেই হবে না হলে তোমরা কাজ পাবে না এবং তার থেকে যদি বেশী তুলতে পার তাহলে বেশী টাকা পাবে। কিন্তু যদি তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো যে যাও তোমরা চা পাতা তুলে আন তাহলে দেখা যেত এক হাজার শ্রমিক সারা দিনে হয়তো এক কেজি. চা পাতা তুলে আনল। সুতরাং যেখানে দেখা যায় অফিসাররা কাজ করছেন না সেখানে নিরীথ সিস্টেম চালু করা উচিত। চা বাগানের মত তাহলে আমরা কিছু রেজাল্ট পাব। আমার অনেক কথা বলার ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে বলতে পারছি না তাই সবগুলি কাট মোশানকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী কাজল চন্দ্র দাস। অল্প কথায় বলবেন।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যানপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা যখন নুতন বিধানসভায় সদস্য হয়ে এসেছি তখন আমাদের ধারণা ছিল যখনই কোন বাজেট হয় অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করতে হয়তো বা ভাল এবং এটাকে আমারা সমর্থন করতাম। কিন্তু এই বিধানসভায় এসে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের পর থেকে আমাদের যে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমাকে কাট মোশান আনতে হয়েছে। হয়তো বা শাসক দলের সদস্যরা বলতে পাবেন বিরোধী আসনে বসি বলেই বিরোধিতার জন্যই কাট মোশান এনেছি। স্যার, এটা একটা অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বিশেষ করে আন-টাইড ফান্ড যেসব জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে আমি যে ব্লকে থাকি, বিশেষ করে আপনার নির্বাচনী ক্ষেত্রেও সেখানে রয়েছে। সরকার এই আর্থিক বছরে ৯৭-৯৮তে ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা আমাদের ব্লকে খরচ করেছে আন-টাইড ফান্ড থেকে। এখানে তারা দেখিয়েছে যে সামাজিক বনায়ণ করা হয়েছে ১০৩ হেক্টর, গ্রাম্য রাস্তা করা হয়েছে, ৪২ কিলোমিটার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ করা হয়েছে ২৭টি। স্যার, আমি জানিনা আপনার নির্বাচনী ক্ষেত্রে কতটুকু রাস্তা হয়েছে। আমি জানি কল্যাণপুর নির্বাচনী ক্ষেত্রে এখানে মাত্র ১৮ কিলোমিটার রাস্তা করা হয়েছে। এখানে ইট কেনা হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ২0 হাজার। তবে এখন পাবেন কিনা সন্দেহ। এইসমস্ত ইট নিয়ে বিশেষভাবে কতগুলি গাঁওসভার মেম্বার আমি বলতে পারি আপনাকে তথ্য দিয়ে স্যার, কল্যাণপুর গাঁওসভার নরেন্দ্রদাস চৌধুরী, মোহরছড়া গাঁওসভার সুভাষ পাল, যদি যান স্যার, এদের বাড়ীতে ইটগুলি পাবেন। টাকা হচ্ছে আন-টাইড ফান্ডের। মানুষের জন্য কাজ করা হবে গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করা হবে, যাদের কাজ করবার সুযোগ নেই, তাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য করা হবে। জলসেচের জন্য পাম্পসেট দেওয়া হবে। বিভিন্ন ধরণের সেচের ব্যবস্থা করা হবে। আজকে যদি এই

অবস্থা হয় আন-টাইড ফান্ডের টাকা এবং এই ফান্ডের নাম দিয়ে যদি এই টাকা আত্মসাৎ করা হয়, যাদের জন্য এই টাকা তাদেরকে যদি আমরা বঞ্চিত করি নিজেদের স্বার্থ দেখে খরচ করি, এরপরেও যদি আমরা কাটমোশান আনি, হয়তবা কিছু কিছু বন্ধুরা বলবেন আমাদের যেগুলি আছে তোমরা সমর্থন কর। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলবে সমর্থন করার জন্য। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময়ে আমরা দেখেছি আন-টাইডের ফান্ডের টাকা দিয়ে পুকুর খনন করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া ব্লকের আন্ডারে কতগুলি পুকুর খনন করা হয়েছে এখানে আমি তথ্য পাইনি। প্রশ্ন করেছিলাম, সম্পূর্ণ তথ্য আসেনি। আমি দেখেছি এইবারের বাজটে আন-টাইড ফান্ডের ব্যাপারে পরিস্কার লেখা আছে যে আন-টাইড ফান্ডের টাকাটা এমনভাবে খরচ করা হবে যে স্কীমের মাধ্যমে কৃষকদের বিরাট উপকার হবে। আমরা নির্বাচনী ক্ষেত্রেও মোহরছড়া গাঁও-সভাতে একটি পুকুর খনন হয়েছে এই পুকুর খনন করার ফলে সেখানে ৫৫ কানি চাষাবাদ জমি একদম বন্ধ হয়ে গেছে যার জায়গাতে পুকুর খনন করা হয়েছে তিনি একজন ক্ষুদ্র কৃষক। আগে এখান থেকে প্রতি বৎসর ১৫ মন ধান পেত। এমন অবস্থায় খনন করা হয়েছে এখন ধান-ক্ষেতও হচ্ছেনা, পুকুরে মাছও হচ্ছেনা এই হচ্ছে আন-টাইড ফান্ডের টাকা খরচের নমুনা। শুধু এটা নয় স্যার, কিছু কিছু লোককে ছাগল কিনে দেওয়া হয়েছে। কাউকে বলেছেন আমরা তোমাকে ৬ হাজার ছাগল কিনে দিয়েছি, কাউকে বলেছে ৩৪০০ টাকা দিয়েছি। আসল ব্যাপার কি স্যার, ? ঐ গরু বাজারে গিয়ে ছাগল কিনে দেয়, এই কথা বলে রসিদ সিগনেচার করে দেয়। ৩টা ছাগলের পরিবর্ত্তে একটা ছাগলের বাচ্চা দিয়েছে। এই হচ্ছে স্যার নমুনা। তাই এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে সরকার কোটি কোটি টাকা আন-টাইড ফান্ডের নামে নয়-ছয় করছে। তার জন্য যদি আমরা কাটমোশান আনি হয়ত বন্ধুরা রাগ হবেন। আমি বলতে চাই আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই আন-টাইড ফান্ডের টাকা যাতে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে করা হয় এবং বিশেষ করে গ্রামীণ ক্ষেত্রে যেখানে বিভিন্ন ধরণের প্রত্যন্ত অঞ্চল রয়েছে, যেখানে মানুষ কাজ পাচ্ছেনা, খেতে পাচ্ছেনা, কোন পশুপালন করবার সুযোগ নেই সেটা যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন স্কীমে আমরা দেখেছি, যেমন আন-টাইড ফান্ডের টাকা দিয়ে কিছু কিছু স্কুল ঘর মেরামত করা হয়েছে। এই রকম একটা স্কুলের কথা আমি বলছি বারপেটা আউর জে, বি, স্কুল। সেখানে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ৩৫ হাজার টাকার কাজ করানো হয়েছে। কি কাজ করা হয়েছে, ? সেখানে ১৮ গাড়ী মাটি ফেলা হয়েছে এবং তাতে খরচ দেখানো হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা। কল্যাণপুরে রজনী সর্দার পাড়াতে একটা সি, আর, পি. এফ ক্যাম্প করা হয়েছে। এটা অনেক আন্দোলন করার পর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পর তিনি বললেন যে, "ঠিক আছে একটা পারমানেন্ট ক্যাম্প করে দেওয়ার জন্য পঞ্চায়েতে টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" সেখানে আন-টাইড ফান্ড

থেকে ৭০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে একটা পারমানেন্ট ঘর করে দেওয়ার জন্য। স্যার, আপনি যদি সেখানে যান তো দেখবেন যে, সেখানে ৭০টি বাঁশের খুঁটিও নেই। তারপর একটা জলের ব্যবস্থার জন্য জলের ট্যাংক করা হয়েছে ৩৫ হাজার টাকা দিয়ে। যদি সেখানে যান তো দেখবেন কতগুলি ইটের টুকরো সেখানে পাবেন, সেখানে কোন মাটি কাটা হয়নি। এইভাবে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আন-টাইড ফান্ডের টাকা নষ্ট করা হচ্ছে। এই আমাদের টিলাপুড়া ব্লকে আন-টাইড ফান্ডের টাকা দিয়ে মার্ক-টু রিপেয়ারিং করা হয়েছে। অবশ্য আমি জানি না এটা আন-টাইড ফান্ডের টাকা কিনা। ওখানে আমাদের কল্যাণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৪টা মার্ক-টু রিপেয়ারিং হবে। আমরা দেখেছি পঞ্চায়েত সচিবরা সেখানে গিয়ে মার্ক-টু রিপেয়ারিং-এর নামে সেখানে ছোট ছোট গর্ত করছে জলের সমস্যা সমাধান করার জন্য। কিন্তু দেখা গেল তাতে কোন জল আসেনি তাতে খরচ কত হয়েছে ১ কোটি ২০ হাজার টাকা। স্যার, এভাবে গ্রামের মানুষদেরকে বঞ্চিত করে পানীয় জলের নামে, কোথাও স্কুল সংস্কারের নামে, কোথাও রাস্তা সংস্কারের নামে, কোথাও গরীব মানুষকে সাহায্য করার নামে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। কাজেই এই আন-টাইড ফান্ডটা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে নয়। এটা হচ্ছে, শাসক দলের যারা কর্মী এবং বিশেষ করে পাহাড় অঞ্চলে যারা শাসক দলের হয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে কাজ করে তাদের সাহায্য করার জন্য এই ফান্ডটা। আমি এই কারণে ডিমান্ড নাম্বার টুয়েনটিতে কাটমোশান এনেছি। আমি আমার এই কাটমোশান এবং আমাদের বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যতগুলি কাটমোশান এখানে আনা হয়েছে সেই সবগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা, আপনার সময় ৫ মিনিট।

শ্রী বিল্লাল মিঞা (বক্সনগর) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এবং উপস্থিত মাননীয় সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ, আমি আজকে দুটি কাট মোশান এনেছি। স্যার, আমি বেশী বক্তব্য রাখব না। আপনার দেওয়া সময়ের মধ্যেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। স্যার, আমি এডিউকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারীর উপর এনেছি। এই কারণে যেহেতু প্রিন্টিং এন্ড ষ্টেশনারী সাপ্লাইতে গভর্ণমেন্টের সমস্ত কিছু ছাপাই করে সাপ্লাই দেওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেছে তাতে সে ব্যর্থ হয়েছে। আমি এই কারণে এটা এনেছি। স্যার, আমি আমার এই কাট মোশানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মানবিক আবেদন রাখছি। স্যার, শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন, ভাল কথা। শিক্ষামন্ত্রী এখানে স্বীকার করেছেন যে, অনেক স্কুল বন্ধ হয়ে রয়েছে। স্যার অবকাশ নেই এটা বলার যে, স্কুল কেন বন্ধ হয়ে আছে? সেটা উগ্রপন্থীর কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে, এটা মেনে নিলাম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাইমারী মিনিষ্টার

প্রিন্টিং পয়েন্ট প্রোগ্রাম করে সংখ্যালঘুদের শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য। স্যার, সংখ্যালঘু যে এরিয়াতে বেশী আছে যেমন, এখানে উইম্যানস্ শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। মানে উইম্যানস্ শিক্ষার নামে উইম্যানস্ স্কুলগুলি করার কারণ হচ্ছে অনেক কমিউনিটির অনেক ধর্মীয়পরতা রয়েছে। যদিও আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলিম মেয়েরাতো পড়াশুনা করেই না তো আর এটার কি দরকার ? তবু স্যার, প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই আমি আজকে এই হাউসে একটা মানবিক আবেদন করতে চাই যে, প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টে যেখানে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠি রয়েছে তার প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টে মিনিমাম একটা গার্লস স্কুলকে ঘোষণা করার জন্য আমি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। এই হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। আর নাম্বার টু হচ্ছে, আমি জানি উনি সংখ্যালঘুর স্বার্থ দেখেন, উনি এখানে সিনিয়র মেম্বার এবং মিনিষ্টার, তাই আশা করি এই প্রস্তাবগুলি উনি ওনার মাথায় রাখবেন এবং কার্য্যকরী করবেন। স্যার, আমার কাছে হিসাব রয়েছে-গত পাঁচ বছরে একটা ইসলামিক মাদ্রাসাকে গভার্ণমেন্টের গ্র্যান্ট ইন্ এইড্ দেওয়া হয়নি। যে কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে টাইটেল থেকে শুরু করে নন্-অফিসিয়েলী হিসেবে-৯০০ জন এরাবিক শিক্ষক বেকার রয়েছে তাদের কর্ম সংস্থান করা সম্ভব হয় নি। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে চাই উনার শিক্ষা দপ্তরে যদি এখন এই অর্থ বৎসরে কোন চাকুরী দেওয়ার প্রভিশন থেকে থাকে তাহলে উনি যেন এই এরাবিক শিক্ষকদের নিয়োগ করেন। কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট আইদার হেডেড্ বাই শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার এবং শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন অ্যাক্স চীফ্ মিনিষ্টার আমি তাদের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলাম এবং তখন ৮টি মাদ্রাসাকে গ্র্যান্ট-ইন্-এইড্ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত পাঁচ বছরে লেফ্‌ট্ ফ্রন্ট সরকারের আমলে একটি মাদ্রাসাকে গ্র্যান্ট-ইন্- এইড্ দেওয়া হয়নি। সে কারণে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এই মানবিক আবেদন রাখছি যে, এই ব্যাকওয়ার্ড ইসলামিক শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে মাদ্রাসাগুলিকে যেন গ্র্যান্ট-ইন-এইড্ দেওয়ার সুযোগ সুবিধা করে দেন। এই তিনটি আবেদন আমি, স্যার, আপনার মাধ্যাম রাখতে চাই। আমি আশা করি উনার জবাবের মধ্যে এটাকে সাপোর্ট করবেন এবং তার জবাব এই হাউসের সামনে তোলে ধরবেন।

এরপর স্যার, আপনার কাছে আমার অনুরোধ আমি দুই তিনটা পয়েন্ট রেইজ করতে চাই। আমি তো স্যার, একটা কেন্দ্রের এম, এল, এ, জনপ্রতিনিধি। আমার এলাকায় বক্সনগরে একটা হাই-স্কুল রয়েছে সেখানে সায়েন্স পড়ার কোন সুযোগ নেই। সায়েন্স পড়তে হলে বিশালগড়ে নতুবা সোনামুড়া, নতুবা আগরতলায় যেতে হয়। এই স্কুলে সায়েন্স খোলার জন্য স্থানীয় অভিবাবকরা দলমত নির্বিশেষে সেখানে মুভমেন্ট করছেন। সেকারনে আমি স্যার, এই স্কুলে সায়েন্স ওপেন করার জন্য আবেদন রাখতে চাই। আরেকটা হচ্ছে দুর্গাপুর হাইস্কুল। সেখানে একটা

ঘরও নেই। বর্ডার রোড থেকে অনুরোধ করে একটা ঘর করা হয়েছিল সেখানে দুইটা ঘর ছিল বেড়ার ঘর। এই গুলির একটা ভেঙ্গে গেছে। উনি (শিক্ষামন্ত্রী) একটা ঘর তৈরী করার জন্য অর্থ রেখেছেন, এই ঘরটা যেন করে দেন অতি সত্বর। এই অনুরোধ রইলো। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী। আপনাদের এক ঘন্টা টাইম ৬ জন মন্ত্রী বলবেন আপনারা সেটা ভাগ করে নেবেন এরপর ভোটিং হবে।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) : অনারেবল্ স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য শ্রী রতনবাবু কিছু তথ্য এখানে তোলে ধরেছেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা মহাশয় কিছু গঠনমূলক আলোচনা করেছেন তারজন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেহেতু আমি তথ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত তাই কিছু তথ্য জানানো দরকার যে কারণে উনাদের বিভ্রান্তি হয়েছে। আমাদের রাজ্যে যে লোকরঞ্জন শাখাগুলি আছে আগে ছিল ঠিকই কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতাসীন হয় তারপর থেকে সেগুলির চর্চা জনপ্রিয়করণ বা প্রোগ্রাম ইত্যাদি এগুলি হতে শুরু করে এবং এর আগে এইরকম প্রোগ্রাম ছিল না। আমাদের রাজ্যে বর্তমানে ৪৪৩টি লোকরঞ্জন শাখা আছে। শুধু বিগত বছর বিভিন্ন ছোটখাটো প্রোগ্রামতো হয়ই লোকরঞ্জন শাখাগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ ব্লক ভিত্তিক এইসব জায়গার মধ্যে ১০৬৭ টি প্রোগ্রাম হয়েছে। আমাদের রাজ্যের যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক টিম গত বছর ২৮টি প্রোগ্রাম করেছে রাজ্যের বাইরে এবং অন্য রাজ্যগুলির সেখানে অনেক প্রশংসা তারা কুড়িয়েছে। শুধুমাত্র এই গত ১৫ই আগষ্ট এক সপ্তাহ আগে আমাদের রাজ্যের চারটি টিম ছিল। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঐ দিল্লীতে মেঘালয়ের নাম্পুকে, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে এবং পশ্চিমবাংলার শান্তিনিকেতনে। কাজেই আমাদের রাজ্য থেকে এই শিল্পীদের বাইরে যাওয়া এটা অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে অনেক বেশী এই সময়তে গেছে এবং যাচ্ছে।

তাছাড়া আমাদের ফিল্ড পাবলিসিটি সম্পর্কে এখানে বলেছেন রতনবাবু। ফিল্ড পাবলিসিটির আমাদের যে বিভিন্ন স্টাফ আছে বাইরে তারা পাবলিক হেলথ-এর জন্য হউক, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে হউক এবং স্মল সেভিংস সম্পর্কে বিভিন্ন প্রোগ্রাম যা জনগণকে অবহিত করা দরকার। জনগণ ঠিক সেইভাবে মানে ঠিক সেইভাবে ব্যবহার করা দরকার। শুধু গত বছর ৬৮৫ টি এই রকম বিভিন্ন মিটিং করেছে এবং সেই সমস্ত মিটিংয়ের কথা বা আমাদের যে তথ্য দপ্তরের সাংবাদিকরা আছেন আমাদের এখানে যে প্রেস ব্যুরো আছে তার মাধ্যমে রিলিজ হয় এবং এটা শুনে নিশ্চয় আশ্বস্ত হবেন যে আমাদের রাজ্যে এই রকম বহু পত্রিকা আছে আমাদের এই তথ্য দপ্তরের যে সমস্ত লোক আছে তাদের মাধ্যমে যে সমস্ত খবর আসে ফিল্ড থেকে তার রিলিজ না হলে পরে আগরতলার বেশ কিছু পত্রিকা। আছে সব ক্যাটাগরির এ, বি, সি,

এই পত্রিকার পাতাই ভরবে না।

ফিল্ম শো সম্পর্কে বলা হয়েছে। শুধু গত একটি বছরে আমাদের রাজ্যে ২২৩টি ফিল্ম শো হয়েছে। আমরা স্পেশাল এই স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রায় সব কটি বিভাগে সেখানে এন, এফ, ডি, সি, থেকে এই দেশাত্মবোধক ফিল্ম এনে সেখানে ফিল্ম ফেস্টিভেল করা হয়েছে। আগরতলা শহর সহ সমস্ত বিভাগে এমন কি গন্ডাছড়া সহ সমস্ত জায়গায় হয়েছে। একটু শুনুন শচীন সিংহ এবং সুখময় সেনগুপ্ত তাদের আমলে আমি দেখেছি কোন জায়গায় মন্ত্রী গেলে একটা পাবলিসিটির গাড়ী ছুটত জনসভার পরে শো দেখাত। এটা বামফ্রন্টের আমলে হয় না। আর ছবি নেই বলেছেন এই সম্পর্কে আমি বলছি অবগতির জন্য। আমাদের রাজ্যে সিনেমা বিভাগে পদ্মানদীর মাঝি, পথের পাঁচালী, হীরক রাজার দেশে, গোপী গাইন বাঘা বাইন এই ফিল্মগুলি আছে এবং চলছে। তারপর টি ভি সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিছু মনে করবেন না তথ্য এখানে দিতে হচ্ছে। এখানে এই সভার জ্যেষ্ঠতম সদস্যদের মর্যাদা কিছু হবে কিনা। আমি শুধু কিছু তথ্য এখানে পরিবেশন করতে চাই। জোট সরকারের আমলে এই ছিল সেই ছিল বলে আপনারা বকল দাবা করছেন। এখন আমি এই সম্পর্কে রিপোর্ট দিচ্ছি। এই যে জোট আমলে এন, ই, সি থেকে বা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে যে টি, ভি, গুলি পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলিকে কিভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে? এখানে এখন মাননীয় সদস্য নেই। বীরজিৎ সিংহ বাবু উনার বাড়ীতে বলজিৎ রিয়াং নামে শিব বাড়ী ভিলেজ মনু কৈলাশহর উত্তর ত্রিপুরা উনার মানে রঙ্গিন টি, ভি নিয়ে দিস এন্টেনা সহ উনার বাড়ীতে লাগানো হয়েছে। এবং এখনো আছে। এই রকম আর আছে যে চন্দ্র-মোহন ত্রিপুরা নামে পঞ্চায়েতের নামে নিয়েছে এটা প্রাক্তন এম, এল, এ অঞ্জু মগের বাড়ী আছে। মন্ত্রী নেতা এম, এল. এ-দের বাড়ীতে অনেক টি, ভি গেছে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যেগুলো ভাল জাগাতে পেঁীছিয়েছে সেই ব্যাপারে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সেইগুলি সেখানে থাকবে গ্রামের মানুষ দেখবে। কিন্তু হয়েছে তা কি যেগুলি এখানে জহর বাবু বলেছেন সেটি ঠিক। সেই টি, ভি, এখন আর নেই। সেটি দিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। এই তথ্য আছে এই রকম হয় যুব কংগ্রেসের পার্টি অফিসে নয় নেতাদের বাড়ীতে বা প্রাক্তন মন্ত্রীদের বাড়ী এইভাবে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত তথ্য আমার কাছে আছে। এই ভাবে সমস্ত সরকারী সম্পত্তিকে নষ্ট করা হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমার এখানে একটা টি, ভি, আছে। এটা যার নামে এলটেড ছিল তার বাড়ীতে বিদ্যুত নেই। সেই কারণে আমার বাড়ীতে রেখে

গেছেন। এখনো আমার এখানে আছে। তার জন্য আমি দায়ী না। আমি ডিপার্টমেন্টকে লিখিছি। যে আমার এখানে একটা টিভি আছে আপনারা নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— ঠিক আছে, আমি আপনাকে দুষারোপ করছি না। কিন্তু এটা রংফুল্লি এবং ইন্টেনশনেলি ডিস্ট্রিবিউটেড। সেগুলি পার্টিকুলার জায়গায় পেঁছিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। আপনার বাড়ীতে যেটা নেওয়া হয়েছে ১৭৪০, অনন্ত চরণ ত্রিপুরার নামে নিয়ে আপনার নামে পেঁছে দেওয়া হয়েছে। এই যে ঘটনাগুলো হয়েছে আমাদের জনগণকে দেখানোর নামে এইগুলি সবটাই বলব না। কিন্তু বেশ ভাল অংশ ডিস এন্টেনা সহ টি, ভি, সেট মিস প্ল্যাস হয়েছে। যখন আমরা চেষ্টা করেছিলাম উদ্ধার করার জন্য এবং রিপেয়ার করে সঠিক জাগাতে পেঁছিয়ে দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয় হচ্ছে যে এখানে বলছেন যে, ত্রিপুরাতে কালচারেল ইত্যাদি কিছুই হয়নি। আমি শুধু হাউজের ইনফরমেশানের জন্য বলছি যে, আমাদের রাজ্য থেকে বিগত কয়েক বছরে কালচারেলের ক্ষেত্রেতে রাজ্যে কৃতি সন্তান শচীন দেববমন, সলিল কৃষ্ণ দেববর্মন তাদের নামেতে পুরুস্কার ঘোষণা হয়েছে। এখানকার সাহিত্যিক, কবি শিল্পীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য। হেমন্ত জমাতিয়া একজন গায়ক। এক সময়তে বিভ্রান্ত হয়ে বিপদগামী হয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসেছেন, তার শিল্পীর সত্তা জেগে উঠেছে। সেই ভাবে তাকে বামফ্রন্ট সরকার সাহায্য করেছে। তিনি সংগীত নাটক একাডেমি পুরুস্কার পেয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনিও সেই ব্যাপারে গর্বিত হবেন। চন্দ্রকান্ত মুড়া সিং আরেকজন কক্‌বরক কবি, তিনিও সাহিত্য একাডেমিক পুরুস্কার পেয়েছেন। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা কালচারেল মুভমেন্টের। তবে এখানে কোন পার্টির কথা বলছিনা। নিশ্চয়ই এখানে বামফ্রন্ট সরকারের অবদান আছে। এটা আমাদের এচিভমেন্ট যে দুইজন ট্রাইবেল তারা ন্যাশানেল পুরুস্কার পেয়েছেন। আগেতো তা হয়নি। এই হল কালচারেল দিক থেকে। এখানে মাননীয় সদস্য আমার বন্ধু বলেছেন যে রসুন। আমরা সাধারণত সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে কখনো নাম উচ্চারন করে এবং তাদেরকে অবজ্ঞা করে বলি না। তাদের সংস্কৃতির প্রতি কি রকম শ্রদ্ধা তিনি রবীন্দ্র, সুকান্ত এবং নজরুলকে বলেছেন রসুন। কিছু করার নেই। ছোট বেলায় পড়েছি যে গ্রাম থেকে একজন পন্ডিত এসেছেন, ফাঁকা পন্ডিত, তিনি কিছু জানেন না। লোক আসলে বলতে হবে বসুন বসুন, কিন্তু তিনি বসুন অর্থ জানেন না। তিনি একখানে দেখেছেন, অন্যখানে শিখেছেন 'ব' জায়গায় 'র' দেখেছেন। কিন্তু 'ব' জায়গায় 'র' দিয়ে হয় না তিনি তা জানতেন না। লোক আসলে তিনি বলতেন আসুন আসুন রসুন রসুন। আজকে রতনবাবুরও এই অবস্থা। তিনি নিজেকে মনে করেন পন্ডিত এবং বিজ্ঞ। রবীন্দ্র নাথ, নজরুল এবং সুকান্তকে এখানে এই ভাবে বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু

অবচেতন মনে হলেও তাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা নেই তারই তা বহিঃ প্রকাশ। রবীন্দ্র নাথ, সুকান্ত, এবং নজরুলকে রসুন বলা যায় না।

শ্রী রতনলাল নাথ :— স্যার পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি এখানে বলেছি রবীন্দ্র, সুকান্ত এবং নজরুল তাদেরকে এই আমলে শুধু নামে মাত্র জন্ম-জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। যেমন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নামে মাত্র করা হচ্ছে। আমি বলেছি তাদের-কেও সেই রসুনের পর্য্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আপনি বলেছেন। যদি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে তা হলে তা হয় না। স্যার এখানে বীরজিৎ বাবু কতগুলি প্রপোজ্যাল দিয়েছেন যে জোট আমলে উনকোটিতে এবং ডুম্বুরে রোপওয়ে। যদিও সেই রকম প্রস্তাব হয়তো বা আলোচনা করেছেন নিশ্চয়ই ভাল দিক। কিন্তু আমরা পাইনি। আমার দপ্তরে এই রকম প্রস্তাব যায়নি। তা আমি পাইনি। তা উনারা চিন্তা ভাবনা করেছেন। আমরা করেছি। তিনি বলেছেন যে কোন মাষ্টার প্ল্যান নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে এই প্রথম বার আমরা ট্যুরিজমের জন্য একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করেছি। এবং নিশ্চয়ই শুনে সুখী হবেন যে, এই রাজ্যের ট্যুরিজম ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেক মাষ্টার প্ল্যান করে অনেক প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই মাসের ১ তারিখে দিল্লীতে একটি মিটিং হয়েছিল। সেখানে আমাদের কিছু প্রপোজ্যাল গৃহীত হয়েছে। প্রায় ২ কোটির মত অনুমোদন আমরা পাব। তবে এতে আমরা খুশী নই। আরো বাড়াতে হবে। রোপওয়ে করার জন্য বহু টাকা দরকার। এন, ই, সি, তো আছেই তার বাইরেও আমরা চেষ্টা করছি। চন্ডীপুরে ১৭ মিঞা হাওড় কিংবা উনকোটি এগুলিতে আমরা অবশ্যই কিছু করতে চাই। আমাদের সে চেষ্টা আছে। বীরজিৎ বাবু যে কথা বলেছেন, ভাল সে কথা। তবে উনি যেটা বলেছেন, জোট আমলে হয়েছিল এখন বামফ্রন্ট নষ্ট করে ফেলেছে তা ঠিক নয়। স্যার, রাইমাতে ট্যুরিষ্ট লজ নষ্ট হয় নি। আমি নিজে দেখেছি।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— মন্দির ঘাট বন্ধ হয়েছে? নারকেল কুঞ্জ বন্ধ হয়েছে।)

হ্যাঁ, তা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু কেন বন্ধ হয়েছে, সেটা আপনারা ভাল করেই জানেন। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে সাউথ ইন্ডিয়ানরা আসতে আগ্রহী। আমরা সেন্ট্রালকে বলেছি, জাপান থেকে যে টাকা পাওয়া যায়, সেখান থেকে দিতে। বলেছেন, ১৫০ কোটি টাকা প্রোগ্রাম এর জন্য বানাতে হবে। আমরা মাষ্টার প্ল্যান করেছি। আমরা এও চাচ্ছি, বাইরে থেকে ঋণ না নিয়ে কিছু করা যায় কিনা। আমরা বার বার বলছি, আমাদের ফরেন ট্যুরিষ্টের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। আমি হিসাব দিচ্ছি গত তিন বছরের। তাহলেই বুঝতে পারবেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে এসেছেন,

৯৬ জন। ১৯৯৬-৯৭ সালে, ১৯২ জন এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে, ৮০৬। আশা করছি, এবার আরো বাড়বে। ইনফ্রা স্ট্রাকচার না থাকলে সেটা হত না।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— স্পীড বোট কোথায় গেছে?)

শ্রী জওহর সাহা :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, নারকেল কুঞ্জ, টুরিষ্ট লজ তো বন্ধ। যতন বাড়ীতে টুরিষ্ট লজ থাকলেও সেখানে থাকার কোন উপায় নেই। জলের কোন ব্যবস্থা নেই। স্টাফরাও সেখানে নেই।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— আমি তো বলেছি, রাইম্যা ভ্যালীতে আছে। গিয়ে দেখুন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান, প্রশ্নের উত্তর দেবার সময়ও বলেছেন, বোট ভেসে গিয়েছে। এটা কিভাবে যায়? বোট আছে বাঁধের ওপারে।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— সেটাত বলেছি। যা ঘটছে তাই বলেছি। পুলিশকে বলেছি, দেখার জন্য। স্যার, আমরা বলছি, আরো রেডিও স্টেশন চাই। ত্রিপুরার অনেক জায়গা আছে, যেখানে আগরতলা রেডিও স্টেশন পাওয়া যায় না। ওরা টি, ভি, দেখতে পায় না। আগামী মাসের এক তারিখে দিল্লীতে একটি মিটিং আছে। সেখানে সেটা তুলব। কাজেই এখানে যে প্রস্তাবগুলি এনেছেন এগুলির কোন যৌক্তিকতা নেই। যাস্ট বলতে হবে, সময় কাটাতে হবে, উল্টে নিজেদের কিছু দুর্গন্ধ বেড় করেছেন। এতে কি লাভ হলো আমি জানি না। আমি আপনাদের আনীত কাটমোশানগুলিকে তুলে নিয়ে এই ব্যয় বরাদ্দগুলিকে সমর্থন করার আবেদন জানিয়ে এবং বিরোধী সদস্য মহোদয়দের ২/১টি গঠন মূলক প্রস্তাব দেবার আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী সমীরদেব সরকার (চেয়ারম্যান) :— শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমি প্রথমে বিভিন্ন দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দগুলি ধরা হয়েছে সেগুলিকে সমর্থন জানিয়ে এবং মাননীয় বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাটমোশান গুলি আনা হয়েছে সেগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস মহোদয় ডিমান্ড নং ৩৭, মেজর হেড ২২৩০ উপর যে কাটমোশান এনেছেন তার কোন ভিত্তি নেই। এই খাতে যে অর্থ মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে সেটা মূলতঃ কর্ম বিনিয়োগ দপ্তরের কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি বাবদ ধরা হয়েছে। এই ডিমান্ডের উপর কাট মোশান আনার কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। স্যার, আমার বন্ধু

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1998-99

বিল্লাল মিঞা মহোদয় সেদিন রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ড সম্পর্কে বক্তব্য রাখছিলেন। আমি উনাকে ব্যক্তিগত ভাবে দোষারোপ করছি না। শ্যামাচরণ বাবুর বয়স হয়েছে, উনি কি বলতে পারেন বা সমীর বাবু কি বলতে পারেন ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে সংখ্যালঘুরা কত নম্বার নাগরিক ছিল ? এই রাজ্যের মুসলিমদের কোন নিরাপত্তা বা সম্পত্তির কোন গ্যারান্টি ছিল না। এ রাজ্যে শচীন বাবু, সুখময় বাবু, সুধীর বাবু, সমীর বাবুরা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তাঁরা উনাদের আমলে মুসলিমদের কল্যাণের জন্য কি কাজ করেছিলেন ? কিছুই করেন নি। একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যেহেতু সংবিধানে মুসলিমদের চাকুরীর কোটা নেই, অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা নেই। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বামফ্রন্ট সরকার ওয়াকফ বোর্ড গঠন করেন। এর আগে ওয়াকফ বোর্ড ছিল না। মসজিদ পট্টিতে একটা সাইন বোর্ড ছিল। কিন্তু কে তার সেক্রেটারী, কে তার চেয়ারম্যান, কি তার বাজেট কেউ তা জানত না। একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ওয়াকফ বোর্ড গঠন করে তার বাজেট বরাদ্দ বেশী করে সারা রাজ্যে মুসলিমদের কল্যাণে কাজ করছেন। এই বামফ্রন্ট সরকার ওয়াকফ বোর্ডের জন্য বাজেট বরাদ্দ বেশী রেখেছেন। এই ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ১৯৯৭-৯৮ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলীম ছাত্র-ছাত্রীদের ১৮ লক্ষ টাকার শুধু ষ্টাইপেন্ড দেওয়া হয়েছে। দুস্থ মুসলিম মহিলাদের সেলাইয়ের মেশিন দেওয়া হয়েছে, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ফুড প্রসেসিং ট্রেনিং-এর সাহায্যে তাদের আচার জাতীয় জিনিষ তৈরী করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কৈলাশহর, ধর্মনগর এবং সোনামুড়া থেকে যে সমস্ত মুসলীম রোগীরা চিকিৎসার জন্য জি, বি, হাসপাতাল এবং ভি, এম হাসপাতালে আসেন এবং তাদের সঙ্গে ১/২ জন লোক আসেন। কিন্তু আগে তাদের থাকার জন্য কোন জায়গা ছিল না কিন্তু এখন এই বামফ্রন্ট সরকার ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে ২০ লাখ টাকা খরচ করে আগরতলায় একটা রেষ্ট হাউস তৈরী করে দিয়েছেন। যার নাম হচ্ছে মৌলানা আবদুল কালাম পান্থ নিবাস। যে সমস্ত মুসলিম ষ্টুডেন্টস্ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার জন্য আগরতলায় আসেন তারাও এই হোষ্টেলে থাকতে পারেন। গত বছর আমরা ওয়াকফ বোর্ডের একটা মিটিং করেছি সেই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামীদিনে সেন্ট্রাল ওয়াকফ কাউন্সিলের কাছে ষ্টেট ওয়াকফ বোর্ড থেকে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছি মুসলীম যাত্রীদের জন্য একটা যাত্রী নিবাস তৈরী করার জন্য। আমরা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি যাতে এই টাকাটা আনতে পারি তার জন্য চেষ্টা করছি। এছাড়া এই ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে সংখ্যালঘু মুসলীমরা বিভিন্ন ধরণের সাহায্য পাচ্ছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলিমরা ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র কয়েক জন বেশী নেই। কারণ যারা বিত্তশালী ছিলেন তারা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় বাবু এবং

শচীন বাবুর আমলে নির্যাতিত হয়ে দেশ ছেড়ে রাজ্যের বাইরে কেউ বাংলাদেশে, কেউ আসামে এবং বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছেন। যারা রয়েছেন তারা দিন মজুর, ভূমিহীন এবং ক্ষেত মজুর তাই এই অংশের মানুষগুলিকে রক্ষা করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার ওয়াকফ বোর্ডের মাধ্যমে রিক্সা, ঠেলা ইত্যাদি কিছু কিছু দিয়ে সাহায্য করছেন এবং তাদের মশারী দিয়েও সাহায্য করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১০ হাজার মশারী দুস্থ পরিবার-দেরকে দেওয়া হয়েছে। ১০টি মশারীও কি জোট আমলে দেওয়া হয়েছে? দেওয়া হয় নি। এখানে ওয়াকফ বোর্ডের কথা বলা হয়েছে স্যার। মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেননা, আপনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সমীরবাবু আপনাকে করেননি। কৈলাশহরের আমি বলব একজন ব্ল্যাকার বলা যায় শহীদ মিঞাকে ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ৮৮ ইং সনের নির্বাচনের আগে ১৭ লাখ বাজেট রেখে গিয়েছিল। ৮৮ সনের নির্বাচনের পর জোট আমলে এই ১৭ লাখ টাকা ফটিকরায়ের উপ-নির্বাচনে বীরজিৎ বাবুর নির্দেশে, শহীদ মাষ্টারকে দিয়ে সমীরবাবুর হুকুমে সমস্ত ওয়াকফ-এর, সংখ্যালঘুর টাকা দিয়ে তারা সেখানে ফটিকরায়ের উপ-নির্বাচন করলেন। আমরা ১৭ লাখ টাকা বাজেট রেখে গিয়েছিলাম। ৬ বৎসরের মধ্যে ওয়াকফ বোর্ডের ১৭ পয়সাও বাড়াননি। আমরা এসে, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার কি পেলাম মাত্র ৭ লাখ। কোথায় ১৭ লাখ আর ৭ লাখ। আজকে ৯৭-৯৮ সনে ৪০ লাখ টাকা ওয়াকফ বোর্ডের খরচ করা হয়েছে। এই আর্থিক বছরে ৪৫ লাখ টাকার বাজেট। কাজ হল বিভিন্ন স্কীম, তার মাধ্যমে ওয়াকফ বোর্ডের টাকা খরচ করা যাবে। শুধু কি তাই? ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন মাইনরিটি এস, টি, এস, সি কর্পোরেশান আছে, সংখ্যালঘুর জন্য কর্পোরেশান করা হয়েছে। তার জন্য কাজকর্ম শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আমরা কিছু অটো-রিক্সা দিয়েছি সংখ্যালঘু ছেলেদের। তারপর মেকানিক্স যারা, অটো মেকানিকস অন্যান্য গাড়ীর মেকানিক্স যারা আছেন তাদের জন্য ওয়ার্কশপ। তারপর কিছু দিনের মধ্যে ২০ জনকে পাওয়ার টিলার দিতে হবে। তারপর কাঠমিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, যারা রিকসা শ্রমিক, অন্যান্য হস্তশিল্পী এই কর্পোরেশান থেকে তাদের এই সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের এই কর্পোরেশান থেকে দিল্লী থেকে মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এই স্কীমগুলির অ্যাগ্রেইনমেন্ট দেখা গেছে। তার জন্য গ্যারান্টি আড়াই কোটি টাকা। বামফ্রন্ট সরকার এই কর্পোরেশানকে গ্যারান্টি দিয়েছেন। আপনারা কোথায় কর্পোরেশান করেছেন, গ্যারান্টি-ত দূরের কথা। কে দিল বামফ্রন্ট। ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষ অন্ধ নয়। এদের চোখ কান খোলা আছে। মানুষ জানে করা স্বার্থে কি কাজ বামফ্রন্ট সরকার করছে। এখন আপনাদের কথায়, মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞার কথায় চলেনা। এই ওয়াকফ বোর্ড

কংগ্রেস আমলে, জোট আমলে মসজিদ বেদখল হয়ে গিয়েছিল। ওয়াকফ ল্যান্ড একটা কবর খোলা হয়ে গিয়েছিল, বেদখল হয়ে গিয়েছিল। আজকে এই ওয়াকফ বোর্ড এর মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৭০০ এর উপরে ওয়াকফ ল্যান্ড হোল্ডার আজকে গেজেট নোটিফিকেশান করে জনসাধারণের কাছে পাবলিশ করা হয়েছে। কি করেছিলেন আপনারা ? কে করেছে ? বামফ্রন্ট। আজকে তার রেকর্ড হল ওয়াকফ বোর্ড। ৭০০ ওয়াকফ সম্পত্তি গেজেট নোটিফিকেশান হয়েছে। এর আগে কোন দিন দেখেননি। ওয়াকফ বোর্ড ধ্বংস করেছেন আপনারা। আমি একটা তথ্য দিতে চাই। সারা দেশের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যে ওয়াকফ বোর্ড আছে। দিল্লীতে কাউন্সিল আছে ওয়াকফ কাউন্সিল। ওয়াকফ সেন্ট্রাল কাউন্সিল থেকে যে রিপোর্ট বাৎসরিক বের হয় তাতে ৯৭-৯৮ এর যে রিপোর্ট এসেছে। তাতে লেখা আছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ওয়াকফ বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থান। প্রথম পশ্চিম বাংলা। তৃতীয় কেরালা। আর আসাম আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য সেখানে ৩৫ পারসেন্ট মুসলিম লোকসংখ্যা আছেন। ওয়াকফ বোর্ডের বাজেট মাত্র ৮ হাজার। আর ত্রিপুরায় সেভেন পারসেন্ট হচ্ছে মুসলিম লোকসংখ্যা। সেখানে বাজেট হচ্ছে ৪৫ লক্ষ। শুধু এই সংখ্যালঘুর স্বার্থে নয়, সারা রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ভাষাগত সংখ্যালঘু তাদের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। জাতি, উপজাতি, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতির জন্য একদিকে যেমন কাজ করে যাচ্ছেন, সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক কল্যাণের স্বার্থে এই সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। এটা তার প্রমাণ আছে। আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই। প্রতি বৎসর মুসলিম জনগণ মক্কায় তাদের হজ করতে যান। এই ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এবং গত জোট সরকারের আমলে হজ যাত্রীদের তাদের যে ধর্মীয় অধিকার, মক্কাতে গিয়ে তাদের হজ করার অধিকার সেটা কেটে নেওয়া হয়েছিল ?

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রাজ্যে ওয়াকফ কমিটি গঠন করা হয়েছে, । যারা হজে যান প্রতি বৎসর এই কমিটির মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিদেশ মন্ত্রক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদেরকে মক্কাতে পাঠানো হয়। আবার হজ করার পরে আমাদের রাজ্যের এখান থেকে গিয়ে রিসিভ করে হজ যাত্রীদের এনে যার যার সার্কিট ভবনে পৌঁছে দেয়. এটা কি আগে কখনও ছিল ? আমরা এটা করেছি। তারপর মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে আজকে বলেছেন বিল্লাল বাবু।

শ্রী বিল্লাল মিঞা :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার স্যার, হজ যাত্রীদের সঙ্গে কংগ্রেস টি, ইউ জে, এস গভর্ণমেন্ট ছিল না কে বলেছে ? সোভিয়েত আরব পর্যন্ত তাদেরকে পাঠানো হয়েছে, এটা মন্ত্রী মহোদয় বোধহয় জানেন না। রাজ্য সরকার টাকা দিয়ে তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আপনি ওয়াকফের কথা বলছেন, তা ওয়াকফের গন্ডাছড়ার চেয়ারম্যান কে, বিলোনীয়ার

চেয়ারম্যান কে, ছৈলেংটার চেয়ারম্যান কে, কেন কোন মুসলিম কি নেই ওখানে ? ওয়াকফের উন্নতি হচ্ছে, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলির চেয়ারম্যান কে ? কেন ১৯৯৭ সালে ইলেকশান রুল যেটা হল সেটা হওয়ার পর কেন সেটাকে ইমপ্লিমেন্টেশান করা হল না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি তো পয়েন্ট অফ্ অর্ডার বলে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

শ্রী ফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মসলমান হলেই মসলমানের স্বার্থ দেখে, আর হিন্দু হলেই হিন্দুর স্বার্থ দেখে এটা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা দেখি নীতি, আদর্শ, তার কর্মসূচী। ওয়াকফ বোর্ডে আছে স্টেট ওয়াকফ বোর্ড এবং সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডে সেখানে মুসলিম থাকতেই হয়। আর বিভাগ ভিত্তিক যে কমিটিগুলি করা হয়েছে এগুলি সেন্ট্রাল কাউন্সিলের স্বীকৃত কমিটি নয়। কার্য্য পদ্ধতিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর করার জন্য স্টেট বোর্ড তার ব্যক্তিগতভাবে যেখানে যাকে দিয়ে কমিটি করলে কাজ দ্রুত গতিতে হয় সেখানে সেইভাবে করা হয়। এতে কোন রুলস-এর প্রশ্ন নাই। রুলস-এর প্রশ্ন হল স্টেট বোর্ড গঠনের ক্ষেত্রে। স্যার, মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে দুই একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষকরা ঘরে ঘরে চাউল ধান চেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৮৩ সালে প্রথম মাদ্রাসা মেনটেইন রুলস তৈরী হল এবং সেই মোতাবেক মাদ্রাসা শিক্ষক যারা আছেন তাদেরকে সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকরা যে স্কেল পায় সেই স্কেল দেওয়া হয়েছে এবং তারা সেটা পাচ্ছে। বর্তমান মাদ্রাসা স্কুলের ছাত্ররা স্টাইপেন্ড পায়, চাউল পায়, মিড ডে মিল্ক পায়। রাজ্যে ৪৮ টা মাদ্রাসার মধ্যে ২৫ টাকে আমরা বিল্ডিং করে দিয়েছি। স্যার, এখানে যতগুলি দপ্তরের উপর ব্যয় বরাদ্দ আনা হয়েছে সেই সবগুলিকে আমি সমর্থন করছি এবং কাট মোশান যেগুলি এসেছে সেগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুকুমার বর্মণ, আপনার সময় দশ মিনিট।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২১শে আগষ্ট মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে ১৯৯৮-৯৯ ইং সনের জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটের মধ্য দিয়ে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি যে এই রাজ্যে জাতি-উপজাতি প্রতিটি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য কর্মসূচী রাখা হয়েছে। এই রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের কর্মসূচী রাখা হয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে সেখানে বলেছেন জনস্বার্থ বিরোধী বাজেট, উন্নয়নমুখী বাজেট নয়! এই বাজেটে টাকা কম ধরা হয়েছে। যে টাকা ধরা হয়েছে তা দিয়ে গরীব মানুষের জন্য কিছুই হবেনা। আরো বেশী টাকা ধরা উচিৎ ছিল। এই সমস্ত প্রশ্ন তারা তুলেছেন। কিন্তু আবার আমরা দেখি উনারাই বলেছেন যে টাকা ধরা হয়েছে সেটাকে কাট করতে হবে এবং এজন্য তারা কাট মোশানস্ এনেছেন। তাহলে এটাকি বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা নয়? এটা হলে আমাদের কিছুই বলার নেই। কাজেই স্যার, এখানে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যে কাট মোশানস্ আনা হয়েছে সে সমস্ত কাট মোশানস্গুলির বিরোধিতা আমি করছি।

আমার দপ্তরের যে দাবী রয়েছে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের ডিমাণ্ড নাম্বার-১১ মেজর হেড-৫০৫৫ এখানেও এটার উপর কাট মোশানস্ এনেছেন রবীন্দ্রবাবু। উনারা বলেছেন যে এই টি, আর, টি, সি অচল অবস্থায় রয়েছে এটাকে রেখে লাভ কি। এখানে কর্মচারীর সংখ্যা বেশী। জওহরবাবুও এইসব প্রশ্ন তুলেছেন। আবার উনারাই স্যার, প্রশ্ন তুলেছেন যে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে পাবলিক বাস সার্ভিস নেই। সুতরাং সেই রাস্তায় টি,আর,টি,সির বাস দিয়ে চালু রাখা হোক। যেমন আমবাসা টু গণ্ডাছড়া, আগরতলা টু গণ্ডাছড়া এই রুটে কোন পাবলিক বাস চলেনা। তারপর আগরতলা টু অম্পি-তৈদু ভায়া তেলিয়ামুড়া এই রুটেও পাবলিক বাস সার্ভিস নেই। তাই এই রাস্তাগুলির মধ্যে টি,আর,টি,সির বাস সার্ভিস চালু রাখা হয়েছে এবং এরমধ্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যাতে রাজ্যের মানুষ যাতায়াত করতে পারেন।

কিন্তু আমরা দেখছি ১৯৭২ ইং সনে সুখময়বাবু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন এই টি, আর, টি, সি গঠন করা হয়। কিন্তু সে সময় থেকে এই টি, আর, টি, সির জন্য লোন নেওয়া হয়েছিল সেটা এখন সুদে-মূলে চারগুণ হয়ে গেছে। সেটা তারা পরিশোধ করেননি।

মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু প্রশ্ন তুলেছেন যে এখানে কর্মচারীর সংখ্যা বেশী। আমরাও সেটা বুঝি। তাই আমি তাকে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা যখন ১৯৮৮-৯২ ইং পর্যন্ত সরকারে ছিলেন তখন আপনারা যে ১৩৮ জন নতুন লোক নিয়োগ করেছিলেন সেটা কেন করেছিলেন? এখন তাদের বেতনভাতা কোথা থেকে আসবে? আর গাড়ীর সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা আমরা করছি। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়েছি। এই বছরেও কয়েকটা গাড়ী কিনেছি এগুলির বডি বিল্ডিং করা হচ্ছে। বডি বিল্ডিং-এর কাজ শেষ হলে পরে এইগুলিকেও রাস্তায় নামানো হবে।

কাজেই আজকে যদি টি, আর, টি, সিকে সচল রাখতে না পারি তাহলে সারা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ভেঙ্গে পড়বে। সেই যোগাযোগকে সচল রাখার জন্য টি,আর,টি,সির গাড়ীগুলির মেইন্টিনেন্স করতে হবে এবং সেজন্য নতুন গাড়ী কেনার জন্য এই টাকা ধরা হয়েছে। আর আপনারা সেখানে এটাকে কাট করার জন্য অর্থাৎ যাতে কোন রোডে গাড়ী চলতে না পারে। না চলতে পারলে আপনারা চিৎকার করতে পারবেন মানুষকে দেখাতে পারবেন যে না সরকার দিতে পারছে না। একদিকে বলবেন এগুলিকে রেখে লাভ নেই, টাকা কেটে দাও আবার অন্যদিকে চিৎকার করবেন সরকার দিতে পারছে না। এটাতো রাজনীতি করার জন্য বলছেন। যদি বিরোধিতা করার জন্য এই কাটমোশান এনে থাকেন তাহলে নিশ্চয় কিছু বলার নেই। এটাতো বিরোধিতা করার জন্য আপনারা কাটমোশান এনেছেন। কিভাবে এই টি, আর, টি, সিকে উন্নতি করা যায় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন বিশেষজ্ঞ এনেছি। উনার সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি সেখানে উনার মতামত দিয়েছেন। আমরা সেই সুপারিশকে নিয়ে পরবর্তী সময় কিভাবে এই সংস্থাকে আরও সচল করা যায় তারজন্য আমরা চেষ্টা করছি এবং এটাকে কার্য্যকরী করার জন্য চেষ্টা করব। আমরা এটাও চেষ্টা করছি এক্সট্রান্যাল এডেড প্রোগ্রামে কি করে বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা আনা যায় সেই সম্পর্কেও উনার যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে সেখানে রেখেছেন, আমরাও সেখানে চিন্তাভাবনা করছি যাতে এটাকে কিভাবে সচল রাখা যায় এই চেষ্টা সেখানে আমরা করছি। তারজন্য টাকার প্রয়োজন আছে। এখানে যদি টাকা কেটে দেওয়া হয় তাহলে কিভাবে চলবে ? আমি দেখছি...... ।

শ্রীজওহর সাহা :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাকে আনা হয়েছে উনাকে দিয়ে কিভাবে টি,আর,টি,সিকে ওভারকাম করা যায় ? স্যার, এটা ঠিক যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে হরিয়ানা এবং দিল্লী ...... ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—না, না, কনট্রাডিগ করতে গিয়ে যদি আপনার কিছু থাকে তাহলে আলাদা বক্তব্য রাখবেন। এটাতে পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি বলুন। সংক্ষেপে বলুন আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমাদের টি,আর টি,সির অবস্থা তাঁরা খারাপ বলছেন। তারপরেও এই খারাপ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও আমাদের টি,আর,টি,সি, এই হীল ষ্টেটের মধ্যে, এখানে গাড়ী চালাতে গিয়ে আমাদের ফুয়েল কষ্ট, টায়ার কনজামশন এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে সংস্থা চারবার প্রথম পুরস্কার অর্জন করেছে। এই হীল ষ্টেটগুলির মধ্যে যেখানে এই গাড়ী চলছে সেখানে এই সংস্থা চারবার এই পুরস্কার পেয়েছে এই খারাপ অবস্থার মধ্যেও। আমরা চেষ্টা করছি যে এটাকে কি করে দাঁড় করানো যায়। স্যার, এটাতো শুধু বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করছেন, কাট মোশান এনেছেন। সুতরাং আমি কাট মোশানের বিরোধিতা করছি। তাছাড়া গতকালকে এখানে দেখছি ডিমাণ্ড নং—১৯, মেজর হেড—১০১ এবল্যাণ্ড ফিসারীর উপর একটা কাট মোশান এসেছিল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, আজকে ১৯ নং ডিমাণ্ড নিয়ে উনি বলছেন যেটা গতকালকে শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) : - ঠিক আছে, কালকে আসছে সেইজন্য আমি বলছি। আজকে ফিসারী সম্পর্কেও তারা কিছু কিছু বক্তব্য রেখেছেন। জওহরবাবু এবং রবীন্দ্রবাবু বলেছেন এবং বলার চেষ্টা করেছেন যে, মাছ পাওয়া যায় না। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মাছ আসছে। রাজ্যের সমস্ত মাছ বাইরে চলে যাচ্ছে সংস্থাগুলি সেখানে কোন কাজ করতে পারছে না।

মিঃ চেয়ারম্যান :—আপনার আলোচনা শেষ করুন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—ফিশারীকে ডেভেলাভমেন্ট করার জন্য সেটি আমিও জানি আপনিও জানেন ওনারাও জানেন রাজ্যে আমাদের কোন বেংরিং ফিসারী নেই। সামুদ্রিক মৎস্য ধরার কোন সুযোগ আমাদের নেই। যা আছে আমাদের নিজেদের তৈরী করতে হয়। পুকুর, জলাশয় যাই বলুন না কেন সেটি তৈরী করেই আমাদের মাছ উৎপাদন করতে হয়। এই মাছ উৎপাদন করার জন্য সেখানে বিভিন্নভাবে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এখানে রাজ্যে প্রতি হেক্টরে প্রোডাক্সান হচ্ছে দু হাজার কেজি। সেগুলিকে বাড়িয়ে কিভাবে তিন হাজার করা যায় তারজন্য আমরা এন. এস. ফিস স্কীম হাতে নিয়েছি। এইগুলি নিয়ে আমরা সেখানে কাজ করছি যাতে মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায়। আমাদের চারটা মৎস্য চাষী সংস্থা আছে। এইগুলির মাধ্যমে আমরা যারা সাধারণ মৎস্য চাষী আছে তাদেরকে যাতে উৎসাহিত করা যায় এবং গরীব মৎস্য চাষী যারা আছেন তাদেরকে যাতে কিছু আর্থিক সুযোগ দেওয়া যায়। কিছু মাছের পোনা বা মাছে খাদ্য তাদের দেওয়া যায় সেই চেষ্টা আমরা সেখানে করছি। সেইজন্য বাজেটে কিছু টাকা ধরা হয়েছে। উনারা যখন সরকারে ছিলেন নগেন্দ্রবাবু যখন কৃষি দপ্তর ও ফিসারী দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। উনি সেখানে বলেছেন ডুম্বুরে চোখের জলে জলাশয় তৈরী হয়েছে এটা ঠিক। সেই জলাশয়ের জন্য যারা উচ্ছেদ হয়েছেন তাদেরকে আর্থিক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং স্কীম তৈরী করার জন্য তিনি বলেছেন এবং উনি টাকা এনেছেন বলেছে। স্যার, এটাতো অস্বীকার করবনা উনার সময়ে স্কীমটা তৈরী হয়েছে। পাঁচশত পরিবারকে দেওয়ার জন্য। আর উনি যেটা বলেছেন আড়াই কোটি টাকা সেটি বলে তিনি হাউসকে বিভ্রান্ত করেছেন। আমার মনে হয় উনি জানেন না সেখানে কত টাকা মঞ্জুরী দিয়েছেন। উনি বলেছেন যে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী বলরাম জাখর-এর সঙ্গে আলাপ করে আড়াই কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। তিনি বলেছেন যে ডুম্বুরে উচ্ছেদকৃত লোকদেরকে যা দিয়ে আমরা মেলাঘরে দিয়েছি এবং এখানে বাকি টাকা এদিক সেদিক হয়েছে এই কথা তিনি এখানে ইঙ্গিত দিয়েছেন। স্যার, আমি বলব, স্কীমতো উনারা পাঠিয়েছেন কিন্তু টাকা যখন মঞ্জুরী দেওয়া হয় তখন আড়াই কোটি টাকা দেওয়া হয় নি। আমরা যখন ১৯৯৩ সালে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসি সেপ্টেম্বর মাসে যখন মিটিং হয় সেই মিটিংএ আমিও অংশগ্রহণ করেছি। তখন

ফিসারীর যে মিনিস্টার মিঃ এস, কৃষ্ণ কুমার উনার সঙ্গে মিটিং-এর শেষে কথা বলেছি। উনি তখন বলেছিলেন যে স্কীমটা ছিল ৩৩২ কোটি টাকার। সেখানে তারা বলেছেন যে আমরা টাকা দেব কিন্তু এই পূর্ণ টাকা আমরা দিতে পারব না। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বছরে মিঃ কৃষ্ণ কুমারের সঙ্গে আলোচনার পর তারা টাকা মঞ্জুরী দিয়েছেন এক কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। প্রথম কিস্তিতে ৫০ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় কিস্তিতে ১৭ লক্ষ টাকা তার পরে আর এক কিস্তি মিলে এক কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। কিন্তু উনি যে বলেছেন আড়াই কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন বলরাম জাখার-এর সঙ্গে কথা বলে এটা সম্পূর্ণ হাউসকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলেছেন। স্যার, উনি মন্ত্রী ছিলেন উনি জানেন দায়িত্বপূর্ণ দপ্তরে তিনি ছিলেন সেন্ট্রালের স্কীম এদিক সেদিক কি করে করা যায়। উনি বলেছেন ডুম্বুর জলাশয়ের স্কীম কেটে মেলাঘরে দেওয়া হয়েছে। আমি উনাকে প্রশ্ন করাতে চাই সেন্ট্রাল স্কীমের টাকা সেটি কি করে অন্যত্র নেওয়া যায়? স্যার, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই। উনি যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন আমি তখন বিরোধী ব্যাঞ্চে সদস্য। সেই দিন আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম উনার ফিসারী দপ্তরের মধ্যে সোনামুড়া সুপারিন্টেণ্ড-এর আণ্ডারে এক রাত্রে ২৭ লক্ষ টাকা বিল হয়েছে, বিল্লাল মিঞা সাহেব এখানে নেই উনি জানেন ভাল করে কারা কারা টাকা বণ্টন করেছেন। এই হাউসে সেদিন বলেছিলাম কিন্তু তিনি বলেন এই ধরনের তথ্য তার জানা নেই। যখন আমরা ক্ষমতায় আসি তদন্ত করার পর সেই সুপারিন্টেণ্ডকে আমরা সাসপেণ্ড করি। উনার কাছে তথ্য ছিল, এই জাতীয় তথ্য উনার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, এখানে দুটি স্কীমের ব্যাপারে আমার জানা আছে। একটা হচ্ছে এন, ডব্লুউ,ডি,পি,আর,এ, এটার জন্য আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু শেষে এন,ডব্লুউ,ডি,পি,আর,এ কেন্দ্রীয় সরকার টাকা কমিয়ে দেন এবং এই স্কীমের ব্যাপারেও কমিয়ে দেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা এই হাউসে জানা দরকার, এটা হচ্ছে আই,সি,এ,আর,এ কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষিমন্ত্রকের সচিব তিনি দেখলেন যে এন,ডব্লিউ,ডিপি,আর,এর যে রকম নরম ছিল তার ৫০ শতাংশও কার্যকরী হয় নি। যার জন্য উনি আগরতলাতে বলে গেছেন। তারপরে এই ডুম্বুরের ব্যাপারেও তাই। আড়াই কোটি টাকা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এসে যখন ভেরিফাই করলেন সে নর্মস্ যা ছিল তা পূরণ করা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—বসুন বসুন, ঠিক আছে।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রবীন্দ্রবাবু এখানে একটা প্রশ্ন করে বলেছিলেন যে এপ্যাক্স ফিসারী মার্কেটিং কোঅপারেটিভ। স্যার, এপ্যাক্স ফিসারী মার্কেটিং কোঅপারেটিভ নামে কোন কোঅপারেটিভ নেই। আর যেটা আছে সেটা হচ্ছে এপ্যাক্স ফিসারী কোপারেটিভ। এপ্যাক্স ফিসারী কোপারেটিভ এখন মাছ আনছেনা উনি এইকথা বলেছেন। আমাদের দ্বিতীয় বামফ্রণ্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল, বাদলবাবু যখন কৃষিমন্ত্রী ছিলেন তখন সেই

এপ্যাক্স ফিসারী কোপারেটিভ তৈরী হয়েছিল। এবং সেই এপ্যাক্স ফিসারী কোপারেটিভ-এ যে বোর্ড তৈরী হয়েছিল সেই বোর্ডের আমি একজন সদস্য ছিলাম। ৮৮ সালে যখন কংগ্রেস এবং টি,ইউ,জে,এস জোট সরকার তৈরী হয়, আমাদের মেয়াদ থাকতে এই বোর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন। স্যার, আমাদেরকে যখন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয় তখন এই এপ্যাক্স ফিসারী কোপারেটিভের নেট প্রফিট ছিল ১৬ লক্ষ টাকা। আর ৮৮ থেকে ৯৩ পর্য্যন্ত যখন এই এপ্যাক্স ফিসারী কোপারেটিভ চলে তখন সেটা ঋণগ্রস্ত হয়। সেই ঋণের পরিমাণ ৪৯ লক্ষ টাকা। সেখানে সমস্ত টাকা লুটপাট হয়েছে। কিন্তু তিনিতো কৃষিমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। আমি জানিনা সেই সম্পর্কে তিনি নজর দিয়েছিলেন কিনা। পরবর্তী সময়ে ৯৩ সনে আমরা ক্ষমতায় আসার পর ভিজিলেন্স দিয়ে সেখানে যখন তদন্ত করিয়েছি তখন সেই যেই অফিসার দায়িত্বে ছিলেন আজকে তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শেষ করে দিন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি শেষ করে দিচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার।

মিঃ স্পীকার :—না, না অনেক হয়েছে আর নয়। এত পয়েন্ট অব অর্ডার তুলবেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এখানে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হচ্ছে তখন নিশ্চয়ই বলা দরকার। তিনি জেনেই হোক আর না জেনেই হোক তিনি মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে। আমার আমলে আমি নিজে তদন্ত করিয়েছিলাম। উনি ছিলেন কিনা তা আমি জানিনা। আমাদের সরকারের পাঁচ বছরের আগে ফিসারী কোপারেটিভের ৮ লক্ষ টাকা ঋণ ছিল।

মিঃ স্পীকার : -এটা হয়না, এটা হয়না। পাল্টা হয়না। এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয়না। ঠিক আছে আপনি বসুন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, রাজ্যে মাছে উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় আমরা সেই চেষ্টা করছি। বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদকে যুক্ত করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। অন্ধ্রের মাছ রাজ্যে আছে এটা ঠিক স্যার। আগে কত মাছ আসত এবং এখন কত মাছ আসছে সেটা মাননীয় মহোদয়ের জানা দরকার। আমরা দেখেছি যে জোট আমলে তার উৎপাদন ছিল সারা রাজ্যে ২১ হাজার মেট্রিক টন, আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে সাতাশ হাজার মেট্রিক টন। আমরা চেষ্টা করছি তা পূরণ করার জন্য। আমরা এবারও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছি মাছের ঘাটতি পূরণ করার জন্য। স্যার, ডুম্বুর থেকে মাছ আসছে না এই কথাটা ঠিক।

সেটা স্যার, আমরাও জানি, আপনারাও জানেন সবাই জানে আমাদের রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা রয়েছে। সেখানে মাছ ধরতে জেলেরা যেতে পারছেন না। কেহ কেহ অপহৃত হয়েছে, আবার কেহ কেহ খুন হয়েছে। প্রকৃত জেলেরা মাছ ধরতে পারছেনা ঠিকই তবে কিছু কিছু লোক মাছ ধরছে।

গোপনে গোপনে এদিক থেকে সেদিকে যাচ্ছে। জওহরবাবু বলেছেন 'মাছ কোথায় যায় ?' স্যার, আমি যখন অমরপুরে যাই সেখানে জনসাধারণ আমাকে বলেন, আপনারা এসকট ছাড়া যেতে পারেন না, আমরা কোথাও যেতে পারি কিন্তু জওহরবাবু একা একা মন্দিরঘাট, যতনবাড়ী, চেলাগাং এইসব জায়গায় কি করে যান ? উনার সঙ্গে কি উগ্রপন্থীদের জানা শোনা আছে ? স্যার, এটা আমার কথা নয়। এটা পাবলিকের কথা।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, আমি একথায় আপত্তি করছি। আপনি এটা অ্যাক্সপান্সড করুন।

মিঃ স্পীকার :—আপনাকে উগ্রপন্থী বলেনি। বলেছেন, পাবলিক বলছে, উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা? আপনি বসুন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কনক্লুড করুন।

শ্রীসুকুমার বর্মন (মন্ত্রী) :—আমি কনক্লুড করার চেষ্টা করছি স্যার। স্যার, বিরোধী দল থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সবগুলি কাটমোশানের বিরোধীতা করে আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব আপনারা আপনাদের কাট মোশানগুলি প্রত্যাহার করে নিয়ে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রীও কি সেখানে যাচ্ছেন একা একা ?

মিঃ স্পীকার :—আর বলার কিছু নেই। মাননীয় মন্ত্রী রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। আপনি খুব অল্প কথায় বলবেন।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি খুব বেশী বলব না। স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু যে কাট মোশান এনেছেন তা হচ্ছে, ফেইল্যুরটু কন্ট্রোল অ্যাণ্ড এলমিনেইট ওয়াষ্টফুল অ্যাক্সপেণ্ডিচার অন ইনভেষ্টমেন্ট ইন কো-অপারেটিভস। স্যার, কো-অপারেটিভ বলতে মাননীয় সদস্য হ্যাণ্ডলুম দপ্তরকে বুঝিয়েছেন। স্যার, বাজেটে হ্যাণ্ডলুমের জন্য আরো টাকা বাড়ান উচিত। এখানে বিধায়ক শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় বলেছেন "উপজাতি মা-বোনেরা কোমড় তাঁত বুনেন।" আমাদের রাজ্যে প্রায় লাখ-খানেক তাঁতী আছেন। আমরা তাদের উন্নতমানের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বাইরে থেকে অ্যাক্সপার্ট আনছি। পাশাপাশি আমাদের হ্যাণ্ডলুম দপ্তরের মধ্যে এবারই বালুচরী শাড়ী প্রথম বানান হয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে আমাদের সিল্ক কাপড় তৈরী হচ্ছে। ত্রিপুরার সিল্ক খুবই উন্নতমানের। এটা বিগত ৯৩ ইং সালের পর থেকে শুরু হয়েছিল, বিভিন্ন পদক্ষেপে এটা করা হয়েছিল। আমাদের এখানে এখন সিল্কের সুতো হচ্ছে। এটা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সাথে আমরা আরও কিছু প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। তাতে এপ্যাক্স উইভার্স কো অপারেটিভ সোসাইটি, আমাদের এখানে ৮৭টা সোসাইটি আছে। এই সোসাইটিগুলিতে আমরা যে শেয়ার মানি দিচ্ছি তার পরিমাণ খুবই কম। বিগত দিনে ১৫ লক্ষ টাকা ছিল। এখন কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৫/৬ লক্ষ টাকা। ফিনান্সিয়াল কনষ্ট্রেইনের জন্য আমরা তাদেরকে সাহায্য দিতে পারছি না। সেখানেও বিরোধী সদস্য মহোদয়রা কাটমোশান এনেছেন। স্যার, মাননীয় সদস্য বিল্লাল মিঞা

একটা কাট-মোশান এনেছেন প্রিন্টিং এ্যাণ্ড ষ্টেশনারী ব্যাপারে। আমি উনাকে বলছি যে প্রিন্টিং-এর জন্য অত্যাধুনিক মেশিন এসেছে এবং এটা ইনস্টলেশনের জন্য আরও একটা নূতন মেশিন এসেছে। এর সাহায্যে এখন ছাপা হচ্ছে। এমনিতেই টাকার অভাবের জন্য বাজেটে এই খাতে কম ধরা হয়েছে আরও কিছু বেশী টাকা ধরা দরকার। কাজেই আমি উনার কাটমোশানের বিরোধিতা করছি। স্যার, আমি এখানে একটা কথা বলতে চাই - মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয় প্রায়ই একটা বলে থাকেন যে বাজেটের টাকা মারিং হয়ে যাচ্ছে, আন-টাইট ফাণ্ডের টাকা চলে যাচ্ছে। কিন্তু এই জিনিসটা সত্যি যে উনারা যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন জনগণের টাকায় সুখনিদ্রা গিয়েছিলেন। এটা সকলেই জানেন জনগণের টাকা তাঁরা অট্টালিকা তৈরী করেছেন শুধু যে অট্টালিকা তৈরী করেছেন তা না, আরও অন্যান্য জিনিষপত্রও তাঁরা নিয়েছিলেন। তার একটা প্রমাণ আছে। এ, জির রিপোর্টে সেটা এসেছে এ্যাজ পার অডিট অবজেকশান রেইসড বাই এ, জি ইন আগষ্ট ১৯৯৪। আমি এটা এখানে তুলে ধরতে চাই- Name of the articles which are in possession of the Ministers/M.L.As, Chairmen, Speaker and Deputy Speaker of the qualition government from 4/88 to 3/93 who have not been returned/handed over to the government at the time of termination of their tenure, প্রথম লিষ্টে আছেন রসিক লাল রায় মহোদয়। উনি ফার্ণিচার নিয়েছেন ৫৫,৫১০ টাকা, কালার টি, ভি ২৪ হাজার ৫৫ টাকা। কালিদাস দত্ত—ফার্ণিচার ২৯ হাজার টাকা, বেডিং ৮০ হাজার টাকা। প্রকাশ দাস—ফার্ণিচার ২৮, ৪০০ টাকা, ভি, আই, পি স্যুটকেইস ৫টি, ৩,৮৩৩ টাকা। মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা—ফার্ণিচার ৮,৫৩৫ টাকা, বেডিং এ্যাণ্ড আদার্স ১৩,৬৫৫ টাকা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আমি রবীন্দ্র দেববর্মা মন্ত্রী ছিলাম। আমাকে পি, ডব্লিউ, ডি, চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন আমি সেই রবীন্দ্র দেববর্মা নই। এটা ভুল হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী এখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মন্ত্রী) :— শ্রীমতী বিভা নাথ—১ লক্ষ ৩৪৭ টাকা ফার্ণিচার বাবদ, বেডিং ৫৬ ৩৬০ টাকা, টি,ভি ১৫,৭২০ টাকা। জওহর সাহা ফার্ণিচার ৫৯,৫০৫ টাকা, বেডিং ৪১,৫৩৮ টাকা। বিল্লাল মিঞা ফার্ণিচার ৯৩,৫৪০ টাকা, বেডিং ২৬,৫১৯ টাকা, রেফ্রিজারেটর ৬,১৭৫ টাকা। তারপর স্যার, গণতন্ত্রের পীঠস্থান, উনার আসন সবার উচ্চে, তিনি হলেন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩২৪ টাকা। এর মধ্যে শুধু ফার্ণিচারই না টাইপরাইটার মেশিন, রেফ্রিজারেটর, কালার টি ভি এই সমস্ত জিনিষগুলি তিনি নিয়েছেন। আজকে উনারা এখানে কাটমোশান এনেছেন, জনগণের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করছেন, মায়াকান্না কাঁদছেন। একদিকে জনগণের কল্যাণের কথা বলা হচ্ছে, অপরদিকে জনগণের টাকা নয়-ছয় করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মন্ত্রী) :— আমি এটা বুঝতে পারছি না স্যার। আমি আর সময় নিচ্ছি না স্যার। সর্বশেষে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন সেই কাটমোশানগুলির বিরোধিতা করে এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী পবিত্র কর। যেটা বলার দরকার সেটাই বলতে হবে।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি বেশী বলতে চাই না। কারণ কাজ করতে চাই এবং সেই টাকা কেন চাই সেটা বলব স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষমহোদয়, দুইজন মাননীয় বিরোধী সদস্য তাঁরা আমাদের ডুট হেডের উপর কাটমোশান এনেছেন। সেগুলি হচ্ছে জুট মিল এবং ডেয়ারী। আমি শুধু বলতে চাই জুট মিলে কেন টাকা চাই। কারণ জুট মিল রুগ্ন ছিল এবং এই জুট মিল আমরা চালু করেছি। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮ আমরা কি কাজ করেছি সেটা বলতে চাই— ১৯৯৫-৯৬ সালে ৯৮৭ মেট্রিক টন ফিনিস গুডস্ তৈরী করেছি, ১৯৯৫-৯৬ সালে •১৫২৮ মেট্রিক টন ফিনিস গুডস্ তৈরী করেছি এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে ১৮৬৯ মেট্রিক টন ফিনিস গুডস্ তৈরী করেছি এবং তাতে বিক্রি করে আমরা আমাদের বাজেট প্রভিশান থেকে যাচ্ছে সেহেতু ১৯৯৫-৯৬ সালে ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা তার থেকে ইনকাম হয়েছে। কিন্তু বেতনভাতা আমরা দিচ্ছি। ১৯৯৬ ৯৭ সালে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং ১৯৯৭-৯৮ সালে ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ইনকাম করেছি এবং করার ফলে আমাদের গভর্ণমেন্টের বাজেট থেকে শেয়ার ক্যাপিটেল দেওয়া হচ্ছে। এই জুট মিল ১৯৮৯ সাল থেকে বন্ধ ছিল টোট্যালি তালা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ঐ সময় থেকে শ্রমিকদের যে জি,পি,এফ বাকী ছিল ৩ কোটি টাকা সেই টাকা দেওয়া হয়েছে এবং ওয়ার্কারদের যে ডি, এ পাওনা ছিল সেই ডি, এর টাকাও দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন আগে যে মিটিং হয়েছিল আমরা একটা প্রি রিভিউ কমিটি করেছি কারণ দ্রব্যমূল্য বাড়ছে এবং জুট মিলের বেতন খুবই কম। আমরা সেই সাপেক্ষে তাদেরকে টেন পারসেন্ট আই, আর, দেওয়ার কথা সেখানে তুলেছি। মিলের প্রডাকশান খুব বেশী নয়। এই মিলকে রুগ্ন অবস্থা থেকে তোলার জন্য তার যে প্রডাকশান সেটা সাফিসিয়েন্ট নয়, কারণ মাত্র ১০ মেট্রিক টন সেখানে গড়ে প্রডাকশান হচ্ছে তাই তিন মাসের মধ্যে সেটাকে ১৫ মেট্রিক টনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। আমাদের বাজেট যে প্রভিশান সেটা খুব কম। কারণ ওয়ার্ক ক্যাপিটেল আলাদা দেওয়া হয় না। শুধু বেতনভাতা ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এবার আরও কমে গেছে। এই কারণেই আমি বলছি এই যে রুগ্ন শিল্প এই শিল্পকে রক্ষা করাই আমাদের সরকারের লক্ষ্য। তাই এখানকার যারা কর্মচারী আছেন তারা প্রায় ১,৫০০ (পনের শত) জন এবং এখানকার যারা পাট উৎপাদন করেন সেই পাট এখানে বিক্রি করার ক্ষমতা নেই। তাই কলকাতায় নিয়ে যেতে হয়। ফলে সেইদিক থেকে এই সমস্ত পাট চাষী যারা এই মিলের শ্রমিক তাদের কথা চিন্তা করে এই জুট মিলের বরাদ্দ আমাদের সরকার দিয়েছেন। এটাতে কেন মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কাটমোশান এনেছেন আমি বুঝতে পারছি না। ফলে সেইদিক

থেকে যে সমস্ত পাট চাষী যারা, এই মিলের শ্রমিক তাদের কথা চিন্তা করেই আজকে এই জুট মিলের বরাদ্দ আমাদের সরকার দিয়েছেন। তাতে আপনি কেন কাটমোশান এনেছেন আমি বুঝতে পারছি না। এই মিল-ত বন্ধ ছিল। ঐ সময়েতে, আমরা চালু করেছি এবং আমরা বাড়াতে চাই এবং আশা করব, এই ব্যাপারে তাদের সাহায্য চাই। টি,আই,ডি,সির অবস্থা আপনারা জানেন। প্রায় ১২ কোটি টাকার উপর বিভিন্ন লোন, বিভিন্ন সময়েতে দেওয়া হয়েছে এবং তার রিটান ছিলইনা বলা যায়। গত পাঁচ বৎসরে আমরা ৯ কোটি টাকার উপর ঋণ দিয়েছি যারা বিভিন্ন শিল্প গড়ে তুলেছেন এবং এই সময়ে আমরা ৫ কোটি টাকার উপর ঋণ আদায় করেছি। যার কারণে এই সংস্থাটাকে এখন আমরা প্রায় জীবিত অবস্থায় এনেছি। গত বৎসর আমরা হিসাব করে দেখেছি গ্রস এখানে নেট বলব না এইজন্য এটার ইন্টারেষ্ট চক্রবৃদ্ধি হারে হয়। এই চক্রবৃদ্ধি হারে হওয়াতে লস্ এসেছে। এখন সেখানে ৭ লক্ষ টাকা আমরা ফাষ্ট ইযারেই আমাদের লাভ হয়েছে। কাজেই এই সংস্থাগুলি যেগুলি প্রায় মৃতপ্রায় অবস্থায় ছিল এটাকে বাঁচাবার জন্য এবং এটাকে ভিত্তি করে আজকের যে সমস্যা, চাকরী আমরা দিতে পারছিনা। এই ধরণের সংস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারলেই আমাদের অনেক কিছু সমস্যার সমাধান হবে। আমি আশা করব এখানে যে কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে তারা নিজেরা যদি বাতিল না করেন, তাহলে আমাদেরই বাতিল করতে হবে। কিন্তু আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এই ধরণের শিল্প আমাদের যেগুলি আছে, এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। টি,আই,ডি,সি যাকে ভিত্তি করে আমাদের স্ব-নির্ভর প্রকল্প, যারা এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়তে চান, তাদেরকে আমরা সাহায্য করার জন্য খরচ করব। এই ব্যাপারে যে আমাদের ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ড এবং অন্যান্য যে ডিমাণ্ডগুলির উপর উনারা কাটমোশান এনেছেন তাকে বিরোধিতা করে আমি আমাদের ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, শিক্ষা দপ্তরের উপর তেমন কোন কাটমোশান নেই। তফসিলী জাতি এবং ও,বি,সির উপরে ৩-৪টি কাটমোশান আছে। মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস মহোদয় ডিমাণ্ড নং ২০তে আন-টাইট ফাণ্ডের উপরে, ও,বি,সির ষ্টাইপেণ্ডের উপরে মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এবং নিউক্লিয়াস তহবিলের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস এবং ই,এসের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় কাটমোশান এনেছেন। এগুলি সরাসরি এস, সি ওয়েলফেয়ারের মধ্যে পড়লেও যেহেতু স্পেশ্যাল কমপোন্যান্ট প্ল্যানে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর তফসিলী জাতি কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকরী করেন। কাজেই ইনডাইরেক্টলি কিছু কিছু সেইদিক থেকে এস,সি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উপর কাটমোশান এসেছে। আমার যে আজকে ডিমাণ্ডগুলি আছে ডিমাণ্ড নং-২০ এস,সি, ও,বি,সি এবং মাইনরিটিস এখানে আছে। এই ২০নং ডিমাণ্ডে ৩ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা বরাদ্দের জন্য চাওয়া হয়েছে। ডিমাণ্ড নং ৩৯-এ আছে হায়ার

এডুকেশানে ১৭ কোটি ৩২লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ডিমাণ্ড নং-৪০ এ স্কুল এডুকেশানে আছে ২০৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। মোট হল ২২৫ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ আমার তিনটি ডিমাণ্ডের মধ্যে চাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার এস,সি ও,বি,সি মাইনরিটিস যারা এরা হলেন আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশের অন্যতম অংশ। যারা ত্রিপুরার লোকসংখ্যার অন্ততঃ পক্ষে সিডিউল কাষ্ট ১৬ ভাগ, ও,বি,সি ২৪ ভাগ এবং মাইনরিটিস হল ৭ ভাগ। এদের জন্য দেখা গেছে যে বিভিন্ন ভাবে যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হয়েছে তাতে প্রায় ৬০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকার জন্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এটার প্রসঙ্গ হল, এই ধরণের তফসিলী কল্যাণের যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে থাকে সেগুলি স্পেশ্যাল কমপোনেন্ট প্ল্যানে যোজনা অন্তর্ভূক্ত বিশেষ প্রকল্প। স্পেশ্যাল কমপোনেন্ট প্ল্যান তথা তফসিলী উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প সমূহ রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটা উন্নয়ন বিভাগে রূপায়িত হয়ে থাকে এবং প্রকল্প রূপায়ণে প্রয়োজনীয় অর্থ এইসব উন্নয়ন বিভাগে নিজেদের যোজনা বরাদ্দ থেকে ব্যয় করে। তবে কোন উন্নয়ন বিভাগই ঐ বিভাগের মোট যোজনা বরাদ্দের ১৭ শতাংশের কম অর্থ তফসিলী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ যাতে না করে সেই মর্মে রাজ্য সরকারের নির্দেশ আছে। রাজ্য তফসিলী জনসংখ্যার অনুপাতে ১৬ এবং তার কিছু বেশী। তাই বিভাগীয় মোট যোজনা কম করে ১৭ শতাংশ অর্থ তফসিলী জাতিদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করতে হবে। আমরা দেখছি মোটামুটি নানারকম অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এখানে একচর আমর হিসাবটা রাফলি হতে পারে এখানে প্রায় ১৪ শতাংশের মত ব্যয় বরাদ্দ তফসিলী জাতিদের জন্য রাখা হয়েছে। কাজেই আমরা আশা করি এই আর্থিক অবস্থায় সরকারের যে নির্দেশ সেই লক্ষ্য থেকে আমরা তফসিলী, ও,বি,সি মাইনরিটি এবং আদিবাসী এই যে অনগ্রসর পশ্চাৎপদ দরিদ্র জাতিগোষ্ঠির উন্নয়নের দিকে আমরা লক্ষ্য রাখি। তারপর হল শিক্ষা দপ্তর- সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে, এটা প্রায় ত্রিপুরার সমস্ত অংশের মানুষেরই একটা দাবী এবং তাদের সবাই এদের সঙ্গে যুক্ত। ত্রিপুরা রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য সাধারণ কলেজ আছে ১৪টি, প্রফেশন্যাল কলেজ আছে ৭টি, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে ৩৩টি এবং এই কলেজগুলিতে তাদের সংখ্যা হচ্ছে ১৪ হাজার, তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এস,সি ষ্টুডেন্টস হল ১৮৫৪ জন, আর এস,টি ষ্টুডেন্টস হল ৮০৫ জন। ইউনিভারসিটিতে পোষ্ট গ্রেজুয়েশানে ৯৭০ জন ষ্টুডেন্ট-এর মধ্যে এস,সি হল ১৫৩ জন, আর এস,টি হল ৪৬ জন। এছাড়া টেকনিক্যাল এডুকেশানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ৭৩৫ জন ষ্টুডেন্টের মধ্যে এস,সি হল ১৬৭ জন, আর এস,টি হল ১৭২ জন। আদার্স' কলেজের মধ্যে ষ্টুডেন্টস আছে মোট ১০৩৯ জন তার মধ্যে এস,সি হল ১৬৬ জন, আর এস,টি হল ৭৮ জন। এটা উল্লেখ করেছি এই জন্য যে হায়ার এডুকেশানে সংখ্যা অনুপাতে ত্রিপুরার ট্রাইবেল পপুলেশান ৩১ হওয়া সত্ত্বেও হায়ার এডুকেশান থেকে তারা সেইভাবে এগিয়ে আসতে পারছে না। স্কুল এডুকেশানের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি বিশেষতঃ ৩ হাজার ৬১টি স্কুল আছে। তারমধ্যে প্রাইমারি স্কুল আছে ২০৬৫টি, উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল হচ্ছে ৪১১টি, মাধ্যমিক স্কুল আছে ৩৮৪টি, উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল হচ্ছে ২০১টি। মোট ৩০৬১টি স্কুল আছে।

তারমধ্যে ছাত্র সংখ্যা হল ৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৬১৮টি। তারমধ্যে এবছর মাধ্যমিকের যে ফলাফল হয়েছে তাতে দেখা যায়, উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ১৪,০৫৫ জন। তার মধ্যে পাশ করেছে ৫২৬১ জন, তারমধ্যে ট্রাইবেলদের মধ্যে পাশের হারটা খুব কম। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধ্যমিকে যেখানে পাশের হার হল ৫৯.৯১, তাতে এস,টি হল ১৫ পারসেন্ট আর এস,সি হল ৪৪ পারসেন্ট। উচ্চতর মাধ্যমিকের তাদের পাশের হার গড়ে ৩০ শতাংশ। এই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলি যাতে এগিয়ে আসতে পারে, আরো যাতে এদের এডুকেশনের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো যায় সে ব্যবস্থা আমাদের বাজেটের মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে এই বাজেটের মধ্যে যে জিনিষটা আমরা চেষ্টা করব যে তাদের ষ্টাইপেণ্ড, তাদের বেডিং ফেসিলিটিস্ এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে যাতে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে আতঙ্কবাদ, সন্ত্রাসবাদ চলছে এরফলে ৩৯টি স্কুলের মাধ্যমিকের রেজাল্ট 'নীল'। এদের শতকরা ৮০ ভাগ স্কুল দূর মফঃস্বলে অথবা গ্রামে রয়েছে। আর এইসব স্কুলের বেশীরভাগই রয়েছে দূরবর্তী পার্বত্য এলাকায় যেখানে আতঙ্কবাদ, সন্ত্রাসবাদ কাজ করছে সেখানে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে আমরা চাইছি যাতে করে এই শিক্ষাকে দূরবর্তী এলাকাতেও আরো সম্প্রসারিত করা যায় এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে ষ্টাইপেণ্ড নিয়মিত পায়। কিন্তু যদি আতঙ্কবাদ থেকে যায়, সন্ত্রাস থেকে যায় তাহলে যতই চেষ্টা করি না কেন, সেই শিক্ষার কাজ বাহত হবে। এবং সবচেয়ে বেশী মার খাবে শতশত বৎসর শিক্ষায় যারা অগ্রাধিকার পায়নি, সুবিধা পায়নি, তারা আজও বঞ্চিত। তাদের পক্ষে শহরে এসে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। ফলে গত ৫০ বছরে যে একটা ইনফ্রাষ্ট্রাকচার গড়ে উঠেছে বা ২০-২৫ বছরে যে ভাবে গ্রামাঞ্চলে স্কুলগুলি বাড়ানো হয়েছে সেগুলি যদি এভাবে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়ে তাহলে পার্বত্য এলাকার আদিবাসীরা, উপজাতিরা এবং গ্রামের গরীব অংশের মানুষই সবচেয়ে বেশী মার খাবে। কাজেই সেইদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু কাটমোশান এসেছে। মাদ্রাসা সম্পর্কে বলেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বিল্লাল মিঞা। তিনি বলেছেন যে, "মাদ্রাসার জন্য এই সরকার কিছুই করেনি।" স্যার, ১৯৯৬ ইং থেকে ৪১টি মাদ্রাসাকে গ্র্যান্ট ইন এইডের আওতায় আনা হয়েছে। তাদের শিক্ষকদের বেতন, তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এইগুলি সমস্তই তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া যাতে সর্বত্র বিজ্ঞান চর্চা করা যায় স্কুলগুলিতে সেজন্য আমরা বিজ্ঞানের শিক্ষক এই পর্যন্ত ৯৬১ জনকে নিয়োগ করেছি। বিজ্ঞানে বিশেষ করে পিউর সায়েন্সের যারা স্নাতক ছিল তাদের সবাইকে আমরা অ্যাপয়মেন্ট দিয়েছি।

তাছাড়া এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ছাত্র শিক্ষকদের রেশিওর কথা। আমরা হিসেব করে দেখিয়েছি, যেভাবে শিক্ষক নিয়োগ করেছি তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যার এবং শিক্ষকের রেশিও হচ্ছে ৭ : ১-এ নেমে এসেছে। কাজেই শিক্ষার জন্য

অপেক্ষা করা যায় না, আমরা সেজন্য ৯১৩১ জন শিক্ষক নিয়োগ করেছি। তাছাড়া আমাদের যে অর্থ বরাদ্দ করা আছে তার ৯০ ভাগই শিক্ষকদের বেতনের জন্য খরচ হয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৪০,০০০ জন শিক্ষক এখানে আছেন। তাদের বেতনভাতা দিতে হচ্ছে।

এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় রাংখল এস,টি এস,সি এবং জেনারেলদের যে রেশিও'র প্রশ্ন তুলেছেন যে মিনিষ্টারিয়েল ষ্টাফের ক্ষেত্রে এস,টি হচ্ছে ৩৩২ জন, এস,সি ৫৪৩ জন এবং জেনারেল হচ্ছে ১৩৮৬ জন। এটা যেহেতু ট্রাইবেলদের ৩১ পারসেণ্ট হওয়া উচিৎ অন্ততঃ। কিন্তু যে সময়ে অ্যাপয়মেণ্ট হয়েছে তখন মোট ছিল ১৬ পারসেণ্ট। কিন্তু আমরা যে পিরিয়ডটাতে নিয়োগ করেছি তখন ট্রাইবেলদের থেকে মিনিষ্টারিয়েল ষ্টাফের জন্য লোক নিয়োগ করার মত পাওয়া যায় নি। তবে যেগুলি পাওয়া যায়নি সেগুলি এখনো ভেকেণ্ট আছে। সেটা নেওয়া হবে। আর যৎটুকু আমরা নিয়োগ করতে পেরেছি তার ফিগারটা এখানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সেটা নিশ্চয়ই দেখা হবে। এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এই ঘটনাটা ঘটেছে। কাজেই এস সি যেখানে ১০,০০০ এস,টি সেখানে ৪,০০০ এবং জেনারেল হচ্ছে ২৫,০০০। এটা আস্তে আস্তে আমরা স্পেশাল ড্রাইভ ইত্যাদির দ্বারা যে ডিজব্যালন্সড রয়ে গেছে সেটা ব্যালেন্সড করার চেষ্টা করছি। কাজেই নীতিগত ভাবে আমরা চাই যে ট্রাইবেল, এস,সি এবং আদার্স' যারা আছে তারা যাতে জনসংখ্যার অনুপাতে এডমিনিষ্ট্রেশনে, টীচিং লাইন, সব জায়গাতে আসতে পারে সেটা আমরা দেখছি। কাজেই এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই আমাদের আরো খতিয়ে দেখতে হবে।

সবশেষে আমি এই কথা বলতে চাই আমাদের সাড়ে পাঁচ বছর আগে আর একটি সরকার ছিল। সেই সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নৈরাজ্য শিক্ষা জগতে ভীষণ নৈরাজ্য নেমে এসেছিল। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে র‍্যাগিং, পলিট্যাকনিক্যাল কলেজে র‍্যাগিং সন্ত্রাস ইত্যাদি ছিল। পরীক্ষা হলে টুকিটাকি ইত্যাদি চলত। আমরা অন্ততঃ পক্ষে গত পাঁচ বছরে এমন একটা অবস্থায় দাঁড় করাতে পেরেছি যে, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে হয় এবং পরীক্ষা হল থেকে বহিস্কার করা হয়। বহিস্কার হওয়ার ঘটনা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বা পলিট্যাকনিক্যাল কলেজে ছিল না। এখন একটা শিক্ষার পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার আগ্রহ ইত্যাদি বেড়েছে এবং স্বাভাবিক পরিবেশ নেমে এসেছে। কাজেই শিক্ষা ত্রিপুরার একশ ভাগ মানুষের জন্য তার মানব সম্পদ বিকাশের জন্য সেই শিক্ষা দরকার। শিক্ষা এখানে নন-প্রোডাকশনের ব্যাপার নয়। যারা শিক্ষিত যারা শিক্ষা পাবে তার যে উৎপাদন ব্যবস্থা যে পরিবর্তন হচ্ছে ম্যাকানাইজেশন আসছে, ট্যাকনোলজি আসছে মর্ডানাইজেশন হচ্ছে তাকে সাহায্য করতে কিছুতেই পারবে না যদি ইলিটারেসি থাকে। সেইদিক থেকে আমরা লিটারেসি মিশন থেকেও এই কাজটা করছি। আমাদের এখানে যে লিটারেসির হার দাঁড়িয়েছে তা হলো ৭৭ শতাংশ এবং আমরা এটা আগামী দু-এক বৎসরের মধ্যে সেন পারসেণ্টের মধ্যে পৌছে যেতে পারব। কাজেই আমাদের রাজ্যে একটা ইলিটেরেসি মুক্ত ষ্টেটে পরিণত হবে। আমরা

সেইদিক থেকে দেখছি যে মানব সম্পদ বিকশিত না হলে পরে সামনের দিনে যে টাকনোলজি. সায়েন্স, আধুনিকতার যে উৎপাদন ব্যবস্থা তার সঙ্গে সে এডজাষ্ট করতে পারবে না, পিছিয়ে যাবে। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা চাই সকলের জন্য শিক্ষা অন্ততপক্ষে কি কৃষি, কি শ্রমিক সর্বত্র যাতে তার উৎপাদন ক্ষমতাকে আরও বেশী স্কিলফুল্লি ইউজ করতে পারি, সেইজন্য শিক্ষার বাজেটেও না রেখেছে এটা ১৩ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বাজেটে যেখানে এক শতাংশে নেমে যায় মাঝে মাঝে তখন আমরা এখানে ১৩ শতাংশ বাজেটে রেখেছি। কাজেই যে সমস্ত কাটমোশান এখানে এনেছো এগুলির বিরোধিতা করে এবং আশা করি এই ত্রিপুরার শিক্ষার স্বার্থে এবং পশ্চাৎ-পদশ্রেণী তফসিলী জাতি, ও,বি,সি এবং মাইনরটিজ অন্যান্য সমস্ত গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে আপনারা এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলো (কাটমোশান) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

Mr. Speaker :—Now the demand No.-20. There are four Cut-motions on this demand. I am putting all the four Cut-motions to vote. Now the question before the House is the Cut motion on the demand No. 20 moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand be reduced by Rs. 100,- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Scholarship & Stipend".

2. Shri Ratan Lal Nath, 20-2205, That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

"Need to check the corrupt practices on E. A. S".

3. Shri Prakash Ch. Das, 20-2225, That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on distribution of Nucleus Budget to S. C. Beneficiaries".

4. Shri Kajal Ch. Das, 20-2515, That the amount of the Demand be

reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Untied Fund".

(The Cut motions were put to voice vote and Lost)

Mr. Speaker :— Now the question before the House that a sum not exceeding Rs. 60,46,88,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 20 under the following Major Heads :—

2029—Land Revenue	Rs.	2,34,000/-
2202—General Education	Rs.	10,50,51,000/-
2204—Sports & Youth Services	Rs.	87,000/-
2205—Arts and Culture	Rs.	42,000/-
2210—Medical & Public Health	Rs.	1,64,55,000/-
2220—Information and Publicity	Rs.	1,04,000/-
2225—Welfare of ST/SC/OBC	Rs.	6,33,46,000/-
2230—Labour and Employments	Rs.	20,000/-
2235—Social Security & Welfare	Rs.	25,00,000/-
2236—Nutrition	Rs.	80,48,000/-
2401—Crop Husbandry	Rs.	2,13,75,000/-
2402—Soil & Water Conservation	Rs.	18,11,000/-
2403—Animal Husbandry	Rs.	64,56,000/-
2404—Dairy Devolopment	Rs.	1,02,000/-
2405—Fisheries	Rs.	55,05,000/-
2406—Forestry & Wildlife	Rs.	52,45,000/-
2407—Plentetion	Rs.	4,00,000/-
2425—Co-operation	Rs.	8,49,000/-
2435—Other Agricultural Programme	Rs.	1,11,00,000/-
2501—Social Programme for Rural Dev.	Rs.	87,67,000/-
2505—Rural Employment	Rs.	11,43,60,000/-
2515—Other Rural Development Programme	Rs.	5,09,00,000/-

2702—Minor Irrigation	Rs.	1,25,21,000/-
2851—Village & Small Industries	Rs.	39,71,000/-
3425—Other Scientific Services	Rs.	84,000/-
3452—Tourism	Rs.	1,67,000/-
4210—Capital Outlay on Medical and Public Health	Rs.	65,00,000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply & Senitation	Rs.	3,73,73,000/-
4216—Capital Outlay on Housing	Rs.	5,95,00,000/-
4425—Capitly Outlay on Co-operation	Rs.	14,10,000/-
4515—Capital Outlay on other Rural Development Programme	Rs.	75,91,000/-
4711—Capital Outlay on Flood Control	Rs.	32,00,000/-
4801—Capital Outlay on Power	Rs.	1,00,000/-
4810—Capital Outlay on Non-Convertional Sources of Energy	Rs	6,43,000/-
4860—Capital Outlay on Consumer Industries	Rs.	3,00,000/-
5054—Capital Outlay on Roads & Bridges	Rs.	3,15,60,000/-
5465—Investment on General Financial and Trading Institution	Rs.	3,10,000/-
6216—Loons for Housing	Rs.	87,00,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, Iam putting the Demand No. 39 to vote. The question before the house is the Demand No. 39 moved by the Hon'ble Minister-in -charge of the Education Department that a sum not exceeding Rs. 17,32,33, 000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year edning on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 39 under the following Major Heads :—

2202—General Education	Rs.	12,27,88,000/-
2203—Technical Education	Rs.	2,51,17,000/-
2204—Sports & Youth Programme	Rs.	72.15,000/-
2205—Arts and Culture	Rs.	1,62,50,000/-

4202—Capital Outlay on Education, Sports, Arts & Culture	Rs.	18,63,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 40 to vote. The question before the House is the Demand No. 40 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department that sum not exceeding Rs. 175,30,34,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 40 under the following Major Heads :—

2202—General Education	Rs.	174,14,24,000/-
2236—Nutrition	Rs.	21,71,000/-
3454—Census, Survey & Statistic	Rs.	2,74,000/-
4059—Capital Outlay on Public Works	Rs.	63,65,000/-
4202—Capital Outlay on Education, Sports, Arts & Culture	Rs.	28,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :— There are 4 (four) Cut Motions on the Demand No. 17. Iam putting the Cut Motions to vote. Now the question before the Houes is the Cut Motion on the Demand No. 17 moved by Shri Ratanlal Nath -that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Filure to control & eliminate wasteful expenditure on Field Publicity".

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 17 moved by Shri Birajit Sinha -that the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievence that :—

"ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ও পর্যটন উন্নতির জন্য এখানে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।"

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Cut Motion on the Demand No. 17 moved by Shri Rabindra Deb Barma that the amount

of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Songs & Drama Services."

(The Cut motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Cut-motion on the Demand No. 17 moved by Shri Ratanlal Nath that the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval Govt. policy on Community Radio & T. V. Supply".

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 17 to vote. The question before the House is the Demand No. 17 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the I.C.A.T. Department that sum not exceeding Rs. 4,99,28,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 17 under the following Major Heads :—

2205—Arts and Culture	Rs.	5,02,000/-
2220—Information and Publicity (General)	Rs.	4,32,49,000/-
3452—Tourism	Rs.	61,77,000/-

(The demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker —: Now, I am putting the Demand No. 33 to vote. The question before the House is the Demand No. 33 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Science & Technology Department that sum not exceeding Rs. 67,14,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 33 under the following Major Heads :—

2501—Special Programme for Rural Development	Rs.	33,000/-
2810—Non-Conventional Sources of Energy	Rs.	24,95,000/-
3425—Other Scientific Services	Rs.	35,72,000/-
4810—Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy	Rs.	6,14,000/-

(The Demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, Demand for grant No. 41. There is one Cut Motion on this demand. So, I am putting the Cut Motion to vote first, and then the main motion.

The question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Billal Mia that "the amount of the demand under Major Head 2202 be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Filure to control & eliminate wasteful expenditure on Adult Education".

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Youth & Sports etc. Department that a sum not exceeding Rs. 26,31,91,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 41 under the following Major Heads :—

2202—General Education (General)	Rs.	11,98,61,000/-
2202—General Education (6th Schedule)	Rs.	2,23,00,000/-
2232—Social Security & Welfare	Rs.	10,90,90,000/-
2236—Nutrition (General)	Rs.	1,19 35,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Youth & Sports etc. Department that a sum not exceeding Rs. 9,93,83,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year edning on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 42 under the following Major Heads :—

2204—Sports and Youth Services	Rs.	6,67.65,000/-
2552 —North Eastern Areas	Rs.	5,00,000/-

4202—Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture Rs. 3,21,18,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries etc. Department that a sum not exceeding Rs. 4,92,65,000/- (excluding the charges expenditure Rs. 1,30,000/-) be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 26 under the following Major Heads :—

2405—Fisheries	Rs.	4,92,25,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs.	40,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Next, Demand for Grant No. 11. There is on Cut Motion on this demand. So, I am putting the Cut Motion to vote first, and then the main motion.

The questi n before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma that the amount of the demand under Major Head-5055 be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wastful expenditure on T.R.T.C."

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge of Fisheries etc. Department that a sum not exceeding Rs. 6,35,83,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 11 under the following Major Heads :—

2041—Taxes on Vehicles	Rs.	29,81,000/-
3055—Road Transport	Rs.	64,17,000/-
3075—Other Transport Services	Rs.	10,85,000/-
5055—Capital Outlay on Road Transport	Rs.	5,31,00,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 37 to vote. But there is one Cut-motion on this demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Prakash Ch. Das on Demand No. 37 Major Head :—2230

That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Employment the policy"

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 37 to vote.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 2,55,44,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1999 in respect of Demand No. 37 under the following Major Head :—

2230—Labour and Employment Rs. 2,55,44,000/-

(The demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 24 to vote. But there are two Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote. Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jawhar Shaha on Demand No. 24, Major Head—4885

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on T.I.D.C"

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Ratanlal Nath on the Demand No. 24, Major Head :—4860—

That the amount of the demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :—

"Disapproval of Govt. policy on Tripura Jute Mills".

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 24 to vote.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 13,00,61,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March, 1999 in respect of Demand No. 24 under the following Major Heads :—

2230—Labour and Employment	Rs.	82,39,000-/
2407—Plantation	Rs.	5,00,000/-
2851 Village & Small Industries	Rs.	6,90,92,000/-
2875—Other Industries	Rs.	11,30,000/-
4860 Capital Outlay on Consumer Industries	Rs.	3,91,00,000/-
4885—Capital Outlay on Industries & Minerals	Rs.	20,00,000/-
5465—Investment on General Financial and Treding Institutions	Rs.	1,00,00,000/-

(The demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 25 to vote. But there is one Cut-motion on this demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Rabindra Deb Barma on Demand No. 25 Major Head :—4425

That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Investment in Co-operatives".

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now I am putting the demand to vote.

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 4,41,03,000/- (excluding the charges expenditure Rs. 3,30,000/-) be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 25 under the following Major Heads :—

2851—Village and Small Industries	Rs.	4,28,53,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation	Rs.	2,00,000/-
5465—Investment on General Financial and Trading Institution	Rs.	5,00,,000/-
6851—Loans for Village and Small Industries	Rs.	5,50,000,-

(The demand was put to voice vote and Passed).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 38 to vote. But there is one Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now, the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Billa Mia on Demand No. 38, Major Head—2058

That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

"Failure to control & eliminate wastful expenditure on materials & Supplies of Govt. Press".

(The Cut Motion was put to voice vote and Lost).

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand No. 38 to vote.

Now, the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister-in-charge that a sum not exceeding Rs. 3,64.57 000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 38 under the following Major Head :—

2058—Stationery and Printing	Rs.	3,64,75,000/-

(The demand was put to voice vote and Passed).

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1998-99

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার সম্পর্কে মামলা সংক্রান্ত যে বিষয়টি আমি যা তথ্য নিতে পেরেছি তা আমি বলে দিচ্ছি। স্যার, আমি যে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে আমাদের গভর্ণমেন্টের পি, পি যিনি তিনি অসুস্থ তাঁর বাইপাস সার্জারী হয়েছে। এডিশনার পি,পি শঙ্কর ভট্টাচার্য্য তিনি ছুটিতে আছেন, ফলে আমি গভর্ণমেন্টের এডভোকেটকে ডেকে ছিলাম এবং ডাকার পর যে তথ্য আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে এই চার্জসীট তৈরী হয়েছে ১৫/১২/৯৮ ইং তারিখ তারপর সেটা গেছে এস,ডি,জি,এম সোনামুড়ার কাছে, ওখান থেকে তিনি একজন ফাষ্ট ক্ল্যাশ মেজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠান ক্যামিট করার জন্য এবং ক্যামিট করার পর সেটা সেখান থেকে এসেছে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেশান জাজের কাছে। আগামী ১০ তারিখ হচ্ছে যারা অভিযুক্ত হয়েছেন আমাদের বর্তমান মাননীয় ডেপুটি স্পীকার শ্রীসুবল রুদ্র মহাশয় আছেন কাজেই এটা কোন জায়গাতেই, কোন স্তর থেকেই এই মামলা প্রত্যাহার করার জন্য কোন উদ্যোগ নেই। পরিস্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য কোন রকম উদ্যোগ থাকবেনা, আইন মোতাবেক মামলা চলবে এবং তাতে যিনি দোষী সাবাস্ত হবেন তার প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এখানে একটা জিনিষ পরিষ্কার ভাবে বলা হলো যে, প্রত্যাহার করার কোনরকম চিন্তা ভাবনা নেই। এখন প্রশ্ন হলো এই পদ থেকে যেহেতু অফিস হোল্ করেছেন এর ফলে বিচার বিভাগ এখানে যখন বিচারটা হবে সে সময় বিচারক উনি এই পদে থাকার কারণে প্রভাবিত হতে পারেন সেজন্য নীতিগত ভাবে এই বিচার চলাকালীন সময় পর্য্যন্ত উনার পদত্যাগ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন কিনা?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই প্রশ্ন আসে না কারণ ১০ তারিখ যারা হাজির হবেন তারপর বিচার শুরু হবে। এর আগে এটা ফ্রেইম হয়েছে ১৫/১২/৯০ ইং তারিখ তারপর দুটি ইলেকশান হয়ে গেছে এবং তিনি নির্ব্বাচিতও হয়েছেন, যদি বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন তারপর চলে যাবেন।

শ্রীরতনলাল নাথ : -পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার,······

মিঃ স্পীকার :—এই ষ্ট্যাটমেন্টের পর আর পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না। মাননীয় লিডার অব্ দি অপজিস্যান বলুন মুখ্যমন্ত্রীর ষ্ট্যাটমেন্টের পর আর কোন বক্তব্য থাকে না, আপনি রুলস্ সবটা দেখুন। আপনারা ইনফরমেশান চেয়েছেন হোয়েদার ইট ইজ উইথড্রন অর নট এটাতো অলরেডি কমিনিকেইট করেছেন যে কোন লেভেই এটা উইথড্র হয়নি কাজেই এটাতো হয় না। আপনারা তো এটাই চেয়েছিলেন এবং পেয়েছেন কিনা বলুন? যেটা আপনারা চেয়েছিলেন সেটা পেয়েছেন কাজেই এনাদার ষ্ট্যাটমেন্ট এটার সঙ্গে যুক্ত হয় না।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, মাননীয় সদস্যরা যেটা জানতে চেয়েছেন পরিষ্কার ভাবে বলছি। মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের পদত্যাগের প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার :—এই সভা আগামী ২৮শে আগষ্ট, শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question's & Answer's) Annexure—A

Admitted Starred Question No.—27

Name of the Member :—Shri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Forest Department be please to state :

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে জম্পুই পাহাড়ে ফুলদং সাইয়ের নতুন চিড়িয়াখানা খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। না থাকলে তা কবে নাগাদ হবে?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বছরে জম্পুই পাহাড়ের ফুলদংসাইয়ে নতুন কোন চিড়িয়াখানা খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

২। বলা সম্ভব নয়।

Admitted Starred Question No. 32

Name of the Member :— Sri Prasanta Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horticulture & Soil Cons.) Department be please to state.

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি জমির উপর গালি (Gully) সৃষ্টি হয়ে কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে। সেই সমস্ত গালি বন্ধ করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি বছরই গালি সৃষ্টি হয়ে জমি নষ্ট হয়। সেই সমস্ত গালি বন্ধ করার জন্য সরকার প্রধানত দুই ভাবে ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন।

কৃষি কর্মীদের সহযোগীতায় এই গালির অবস্থান নিরুপন করা হয়। রাজ্যে জাতীয় জল বিভাজিকা প্রকল্প নামে ৪৬টি প্রকল্প চালু হয়েছে এবং এই প্রকল্পগুলি প্রতিটি মহকুমা এলাকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। গালি যদি এই প্রকল্পগুলির এলাকাধীন হয় তবে তার যথাযথ ব্যবস্থা প্রকল্প থেকে নেয়া হয়। আর যদি এই এলাকার বাহিরে হয় তবে তা রাজ্য সরকারের ভূমি সংরক্ষণের বিভিন্ন কাজের বা E A.S প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। গত দুই বছরে (১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৭-৯৮) মোট ২৭১টি বড় গালি চিহ্নিত করা হয়েছে।

২নং প্রশ্ন :—যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তার কারণ কি ?

২নং উত্তর :— প্রশ্ন উঠেনা।

৩নং প্রশ্ন :—যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

৩নং উত্তর :—গত দুই বছরে মোট ১০৫টি গালি বা খাদ ভূমিক্ষয় নিয়ন্ত্রন করা হয়েছে। এতে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এরমধ্যে ভারত সরকারের অনুদানে ৩০টি গালি নিয়ন্ত্রনে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, E.A.S. প্রকল্পে ৩৫টি গালি নিয়ন্ত্রনে ১০ লক্ষ ৮৯ হাজার গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রদেয় ২০ হাজার ৬০০ টাকায় ৮টি এবং রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগে মঞ্জুরীকৃত ৫৬ হাজার ৯ শত টাকায় ৩১টি এবং পঞ্চায়েত থেকে প্রাপ্ত ৩ হাজার টাকায় ১টি গালি নিয়ন্ত্রন করা হয়।

Admitted Starred Question No. 36

Name of the Member :—Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট কতটি প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিস্পেনসারী স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। খোয়াই মহকুমার ধলাবিল কলোনীতে নতুন পশু ডিস্পেনসারী স্থাপনের কথা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

উত্তর

১। এখনও পরিকল্পনার কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 41

Name of the Member :—Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য যে, কিছু লোক বন দপ্তরের গাছ কেটে চোরা পথে বিক্রি করছে।

২। যদি সত্য হয়, বন সম্পদ রক্ষায় বন দপ্তরের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ইহা সত্য।

২। হ্যাঁ। অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 47

Name of Member :—Shri Khagendre Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে পশু হাসপাতালের সংখ্যা কত ?

২। তারমধ্যে বন্ধ ও চালু হাসপাতালের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে পশু হাসপাতালের সংখ্যা মোট ৯ (নয়)টি।

২। ৯টি হাসপাতালই বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question No. 67

Name of Member :—Shri Sudhan Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Secretaryat Administration Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। চেন্নাইতে (মাদ্রাজে) ত্রিপুরা ভবন আছে কি ?

২। যদি থাকে সেখানে রাজ্যবাসী কি কি সাহায্য পেয়ে থাকেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে (মাদ্রাজে) ত্রিপুরা ভবন আছে।

২। চেন্নাই (মাদ্রাজ)এর ত্রিপুরা ভবনের ২টি গেষ্ট হাউসে ২৪টি শয্যা বিশিষ্ট বিভিন্ন কক্ষে ত্রিপুরাবাসী যাহারা প্রধানতঃ চিকিৎসার জন্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে চেন্নাই যান তাদের থাকার ব্যবস্থা আছে এই কক্ষগুলি "আগে এলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে চেন্নাই থেকে আবন্টন করা হয়। অশীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ৩০ টাকার বিনিময়ে এক-একটি শয্যা এবং শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষগুলি ১০০ টাকার বিনিময়ে আবন্টন করা হয়ে থাকে। এছাড়া চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে সাহায্য প্রয়োজন হলে ভবন কর্মীরা যথাসাধ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করে থাকেন।

Admitted Starred Question No. 93

Name of Member :—Shri Prakash Chandra Das.

Will the Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, মোহনপুর এগ্রিকালচার সাব-ডিভিসানের অন্তর্গত লক্ষীলুঙ্গা এবং

কামালঘাটে দুইটি পৃথক কৃষিজাত সার, বীজ, ঔষধ গোডাউন নির্মানের কাজ বিগত জোট আমলে শুরু হয়েছিল ?

২। সত্য হলে ঐ নির্মান কার্য্য সম্পূর্ণ হয়েছে কি ?

৩। যদি না হয়ে থাকে তাহার কারণ কি এবং কবে নাগাদ নির্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ করে উক্ত গোডাউনগুলি ঐ অঞ্চলের কৃষকদের সুবিধার্থে ব্যবহারযোগ্য করা হবে।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এখনও শেষ হয় নাই।

৩। লক্ষীলুঙ্গা (সরকারী নথীতে নূতননগর) গোডাউন নির্মানের কাজ ঠিকাদার মাঝপথে বন্ধ করে দেয় এবং পুনরায় কাজ শুরু করতে অস্বীকার করায় চুক্তি বাতিল করা হয়। পরবর্তীকালে বাকী অংশের কাজের জন্য দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নতুন ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। বর্তমান অর্থ বৎসরে লক্ষীলুঙ্গায় গোডাউন নির্মানের কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায়। কামালঘাট গোডাউনের নির্মানকার্য্য ভিত্তি পর্যন্ত নির্মান করার পর ঠিকাদার কাজ বন্ধ করে দেয় এবং পুনরায় কাজ শুরু করিতে অস্বীকার করায় চুক্তি বাতিল করা হয়। বাকি অংশের কাজের জন্য নিয়ম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 95

Name of Member :—Shri Jawhar Shaha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে লেবার কার্ড প্রথা চালু আছে কিনা ?

২। বর্তমানে (১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) রাজ্যে লেবার কার্ডের সংখ্যা কত ?

৩। গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলিতে লেবার কার্ড প্রাপ্ত গরীব ও অতি-গরীব শ্রমিকদের কাজে নিযুক্তিতে সরকারী নিয়মনীতি কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। মোট লেবার কার্ডের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ১ শত।

৩। গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পগুলিতে লেবার কার্ড প্রাপ্ত দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষদেরকে কাজে নিযুক্ত করা।

Admitted Starred Question No. 108

Name of Member :—Shri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সন হইতে ১৯৯৭ ইং সন পর্যন্ত সময়ে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক কত কানি ভূমিতে চা ও রাবার চাষ করা হয়েছে ?

২। আগামী আর্থিক বৎসরে কত কানি জমিতে চা ও রাবার বাগান করার পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১। সামাজিক বনায়ণ প্রকল্পে ১৯৯৩ ইং সন থেকে ১৯৯৭ ইং সন পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক কোন রাবার ও চা বাগান করা হয়নি।

২। মোট ৩৮৭ হেক্টর ভূমিতে চা ও ৮ হেক্টর ভূমিতে রাবার বাগান করার পরিকল্পনা আছে। তবে তা সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে নয়।

Admitted Starred Question No. 127

Name of Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minisrer-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থ বৎসরে রাজ্যে নতুন কোন ব্লক অথবা সাব-ব্লক করার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

২। খোয়াই মহকুমার বাইজলবাড়ী এবং কল্যাণপুর এলাকাকে কেন্দ্র করে একটি টি, ডি এবং অপর একটি আর, ডি, সি, ডি ব্লক করার কথা বিবেচনা করা হবে কি ?

উত্তর

১। বিষয়টি বিবেচনাধীন।

২। নতুন ব্লক খোলা হলে সবদিক বিবেচনা করেই খোলা হবে। তবে বর্তমানে রাজ্যে কোন টি, ডি বা সি, ডি বল্ল নেই। সব ব্লকই আর, ডি ব্লক।

Admitted Starred Question No. 141

Name of Member :—Shri Dipak Kr. Roy.

Will the Hon'ble Minister–in-charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। কলিকাতার ত্রিপুরা ভবনের প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে নব নির্মিত বিল্ডিং-এ চিকিৎসাসহ জরুরী প্রয়োজনে রাজ্যে থাকার সুবিধার্থে কতগুলি রুম বরাদ্দ করার ব্যবস্থা আছে। এবং

২। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। চিকিৎসাসহ জরুরী প্রয়োজনে ভ্রমণরত ও জনগণের সুবিধার্থে কলিকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রিটস্থিত নব নির্মিত ত্রিপুরা ভবনে নির্দিষ্ট কোন রুমের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু রুম খালি থাকিলে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রিন্স আনোয়ার শাহ এবং সল্টলেকস্থিত ত্রিপুরা ভবনেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

২। প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 150

Name of Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appoinment & Services Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বর্তমানে রাজ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মচারীদের জন্য এ, সি, আর প্রথা চালু রয়েছে ?

২। সত্য হলে রাজ্যের বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবী অনুসারে কর্মচারী স্বার্থে বিরোধী এ, সি, আর প্রথা প্রত্যাহার করতে রাজ্য সরকার সম্মত কিনা ?

৩। প্রত্যাহার না করা হলে এর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ কি ?

উত্তর

১। হাঁ, চালু আছে।

২। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেন নি।

৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 157

Name of Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত এম,বি,বি,এস, বি,ডি,এস, ভি,এস, এগ্রি বি,এস,সি, বি,ই, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বর্তমানে কতজন ? (আলাদা হিসাব)

২। গত ২৬/৩/৯৭ ইং তারিখের পর উক্ত ডিগ্রীধারী কতজন করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী পেয়েছেন ?

৩। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে উল্লিখিত ডিগ্রীধারীদের জন্য কতগুলি পদ এখনও পূরণ করা হয়নি।

৪। কবে নাগাদ উক্ত পদ সমূহ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। রাজ্যে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত এম,বি,বি,এস, বি,ডি,এস, ভি,এস, এগ্রি বি,এস,সি, বি,ই ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ারের হিসাব নিম্নরূপ :—

ক)	এম, বি, বি, এস —	১৪ জন।
খ)	বি, ডি, এস—	৭ জন।
গ)	ভি, এস—	১৪ জন।
ঘ)	এগ্রি, বি, এস, সি—	১৩৫ জন।
ঙ)	বি, ই—	৭১৫ জন।
চ)	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার—	৫৭৩ জন।

২। গত ২৬/৩/৯৭ ইং তারিখের পর রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের উক্ত ডিগ্রীধারী ৩৬৯ জন চাকুরী পেয়েছেন।

৩। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে উল্লিখিত ডিগ্রীধারীদের জন্য ৪৯৭টি পদ এখনও পূরণ করা হয়নি।

৪। উক্ত পদ পূরণ ত্বরান্বিত করতে সরকার সচেষ্ট।

Admitted Starred Question No 161

Name of the Member :—Shri Madhusudhan Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। খয়েরপুর রাধাকিশোর নগর ক্যাটল ফার্মে বর্তমানে কি কি ধরনের এনিম্যালস রয়েছে এবং এর সংখ্যা কত ?

২। উক্ত ক্যাটল ফার্মে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পশু চিকিৎসক সহ অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে কিনা এবং থাকলে বর্তমানে উক্ত পদসমূহে কতজন করে কর্মচারী কর্মরত আছেন।

৩। ঐ ক্যাটেল ফার্মটি বর্তমান দৈন্যদশা লাঘবের জন্য দপ্তর কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

উত্তর

১। খয়েরপুর রাধাকিশোর নগর ক্যাটল ফার্মে বর্তমানে গরু, হাঁস এবং খরগোশ রয়েছে এবং এগুলির সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

গরু- ১৭৮টি, হাঁস—৪০১৭টি এবং খরগোশ—১৫৯টি

২। উক্ত ক্যাটেল ফার্মে পশু চিকিৎসক এবং অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক) উপ-অধিকর্তা—১ জন, খ) সহ-অধিকর্তা—২ জন,

গ) সহ-অধিকর্তা (ফডার)—৬ জন, ঘ) সহ-অধিকর্তা (ডেয়ারী)—১ জন,

ঙ) পশু চিকিৎসক—৮ জন, চ) ডেয়ারী অফিসার—৩ জন,

ছ) ফডার অফিসার—৮ জন, জ) এ, আর, ডি, এসিস্ট্যান্ট—২৮ জন

এবং ঝ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী —৪৫ জন।

৩। ইহা সত্য নহে যে, ফার্মটি দৈন্যদশায় চলছে, বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটানো হচ্ছে।

Admitted Starred Question No.—162

Name of the Member :—Shri Madhusudhan Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১০/৪/৯৩ ইং তারিখে রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত বেকারের সংখ্যা কত ছিল এবং ১০/৩/৯৮ ইং এই সংখ্যাটি কত হয়েছে ?

২। ১০/৪/৯৩ ইং থেকে ১০/৩/৯৮ ইং পর্যন্ত রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত বেকারদের মধ্যে কতজনের রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী হয়েছে ?

উত্তর

১। ১০/৪/৯৩ ইং তারিখ পর্য্যন্ত রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত বেকারের সংখ্যা ছিল ২,২৩,০৬৯ জন এবং ১০/৩/৯৮ ইং পর্য্যন্ত বেকারের সংখ্যা হল ২,৮৮,৭০২ জন।

২। ১০/৪/৯৩ ইং থেকে ১০/৩/৯৮ ইং পর্যান্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ১৯,২৫৩ জন নথীভুক্ত বেকারের চাকুরী হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 176

Name of the Member :—Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে আনুমানিক কত টাকার চোরাই কাঠ বনদপ্তর কর্তৃক আটককৃত অবস্থায় রয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য যে, বনদপ্তর কর্তৃক সীজ করা কাঠগুলি দীর্ঘদিন থেকে পড়ে থাকার ফলে বৃষ্টি এবং পোকার আক্রমণে কাঠগুলির ক্ষতি হচ্ছে। এবং

৩। সত্য হলে এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। বর্তমানে প্রায় ১২২ লক্ষ টাকা মূল্যের চোরাই কাঠ আটককৃত অবস্থায় রয়েছে।

২। ক্ষতি হচ্ছে তবে তা আংশিক।

৩। বস্তুত মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের ১২/১২/১৯৯৬ ইং তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কাঠ বিক্রি বন্ধ ছিল। পরবর্তী আদেশানুসারে অবিক্রিত কাঠের বিবরণ (inventory) পাঠাবার পর মাননীয় কোর্ট এই সকল কাঠের বিক্রির ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করেন। সেই বিধি মানিয়া এই সকল কাঠের বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 177

Name of the Member :—Shri Kajal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Plainning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ২১/৩/১৯৯৭ ইং থেকে ২৫/৩/১৯৯৮ ইং সময়ের মধ্যে রাজ্যের কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথীভুক্ত শারীরিক প্রতিবন্ধী বেকারের সংখ্যা ২৫৭ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। সত্য হলে হানড্রেড পয়েন্ট রোষ্টার প্রথা অনুসারে এবং ব্যাক্ লগ্ প্রথার মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী বেকারদের নিয়োগের জন্য সময় ভিত্তিক বিশেষ কর্মসূচী নিতে রাজ্য সরকার আগ্রহী কিনা,

৩। আগ্রহী হলে কবে থেকে, কিভাবে করা হবে এবং না করা হলে এর যথার্থ কারণ কি ?

উত্তর

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 178

Name of the Member :—Shri Kajal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে রাজ্য সরকারের গেজেটেড অফিসারদের চাকুরী ক্ষেত্রে অবসরগ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর চাকুরীতে পুনর্নিযুক্তি বা পুনঃর্বহালের কোন সুযোগ নেই।

২। যদি সত্য হয় তাহলে সিদ্ধান্তটি কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল ?

৩। সিদ্ধান্তটি গৃহীত হওয়ার পর কতজন গেজেটেড অফিসারকে কিসের ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে পুনঃর্বহাল বা পুনঃনিযুক্তি করা হয়েছে ?

উত্তর

১। না ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অদ্য পর্যন্ত মোট ২২ জন গেজেটেড অফিসারকে বিভিন্ন দপ্তরে অবসর গ্রহণের পর পুনঃর্নিযুক্তি বা পুনঃর্বহাল করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 182

Name of the Member :—Shri Bijoy Kumar Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

Question

1) So far, how many villages have been covered under clean water drinking facilities in the State of Tripura.

2) Is there any programme to cover more villages in the current financial year.

3) If not the reason thereof.

Reply

1) Out of total habitations of 7412, the state has, upto 1/4/98, provided clean drinking water facilities in the following manner.

a)	Full covered—	4,421 habitations.
b)	Partially covered—	2,103 habitations.
		Total—6,524 habitations.

2) Yes, all the uncovered & partially covered habitations will be made fully covered in phases. This year's target is :

a).	Convertion of NC habitation to FC—	210 out of	888
b)	Convertion of PC habitation to FC—	600 out of	2103
		Total—810	2991

3) Question does not arise

Admitted Starred Question No. 192

Name of the Member : –Shri Prasanta Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ধলাই জেলায় জেলা ভিত্তিক পশু ও পাখী পালন খামার স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ধলাই জেলায় জেলা ভিত্তিক পশু ও পাখী পালন খামার স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যেই চালু হবে বলে আশা করা যায়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 195

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য যে, রাজ্যে ব্যাপক বৈরী কার্য্যকলাপে অঞ্চলের কোন কোন স্থানে উন্নয়নমূলক কাজ ব্যহত হয়েছে (অঞ্চলগুলির নাম সহ)।

২। সত্য হলে, ঐ সকল অঞ্চলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ কিভাবে খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। না, এটা সত্য নয়।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 212

Name of the Member :–Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট কতটি বাজারে বাজার শেড, সেল স্টল নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে ?

২। খোয়াই মহকুমার চেবরী বাজার, সুভাষ পার্ক ও বাচাই বাড়ী বাজারে বর্তমান বৎসরে স্টল, শেড নির্মান করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমান অর্থ বৎসরে (১৯৯৮-৯৯ ইং সালে) মোট ১২টি বাজারে বাজার শেড, সেল স্টল নির্মান করার জন্য রাজ্য পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। ১৯৯৮-৯৯ ইং সালের পরিকল্পনায় আর্থিক সঙ্গতীর উপর নির্ভর করে খোয়াই মহকুমার চেবরী বাজার ও বাচাই বাড়ী বাজারে স্টল, শেড নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া যাইতে পারে। সুভাষ পার্ক বাজারটিও নোটিফাইড এরিয়া অথরিটির নিকট হইতে যথারীতি প্রস্তাব পাওয়া গেলে হাতে নেওয়া যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No. 238

Name of the Member :—Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে মোহনপুর ব্লকের অধীনে কতগুলো মার্ক-টু টিউবওয়েল এবং কতগুলো সেনেটারী রিং ওয়েল রয়েছে ?

২। এর মধ্যে কতগুলি চালু অবস্থায় আছে ? এবং

৩। উক্ত ব্লকের অধীনে বিভিন্ন জায়গাতে তীব্র পানীয় জলের সংকট নিরসনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বর্তমান অর্থ বছরে কোথায়, কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। বর্তমানে মোহনপুর ব্লকে ৪৮৯টি মাক টু টিউবওয়েল ও ৪৫৯টি স্যানিটারী রিং-ওয়েল রয়েছে।

২। ৪৫২টি মাক-টু টিউবওয়েল ও ৪৫৫টি স্যানিটারী রিং-ওয়েল চালু অবস্থায় আছে।

৩। মেকানিক ও মিস্ত্রীর একটি দল গঠন করে জুনিয়ার ইঞ্জিনীয়ারের তত্ত্বাবধানে জরুরী ভিত্তিতে মোহনপুর ব্লকে কাজ চলছে। তাছাড়া মার্ক-টু, মাক-থ্রী ও স্যানিটারী ওয়েলগুলো মেরামতের জন্য ৬৯টি ওয়ার্ক অর্ডারও দেয়া হয়েছে বর্তমান আর্থিক বৎসরে। কাজগুলোও প্রায় শেষ হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 255

Name of the Member :— Shri Madhusudhan Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য যে, একশ্রেণীর দুস্কৃতকারী দ্বারা রাজ্যের বনাঞ্চল ধ্বংস করে পার্শ্ববর্তী বহিরাষ্ট্রে নিয়মিত কাঠ পাচার করছে ?

২। সত্য হলে, গত পাঁচ বছরে কত শতাংশ বনাঞ্চল এইভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং পাচার হওয়া কাঠের আনুমানিক আর্থিক মূল্য কত ?

৩। গত পাঁচ বছরে বন দপ্তর কতৃক সীজ করা কাঠের মূল্য কত এবং কাঠগুলি কি করা হবে ?

উত্তর

১। এই তথ্য জানা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। গত পাঁচ বছরে বন দপ্তর কতৃক সীজ করা কাঠের মূল্য ১৪৩,৬৬ লক্ষ টাকা। সুপ্রীম কোর্টের আদেশ মূলে বর্ত্তমানে সরকারী দপ্তরগুলিতে বিক্রি করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 256

Name of the Member :—Shri Bijoy Kumar Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

1) Is there any plan to increase number of Tribal Development Block in the state ;

2) If so, where that to be setup ;

3) If not, what is the reason :

উত্তর

1) No.

2) Does not arise

3) At this moment, there is no block in Tripura named as T. D Block All Blocks are R. D. Blocks. Development works of Tribal arias are being done through the R. D. Block them selves. They are competent to look after the development of the Tribal area.

Admitted Starred Question No. 260

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। এটা কি সত্য যে, লংতরাইভ্যালীর মকরছড়া এবং রাজধর গাঁওসভার ধান জমিতে গাছ লাগিয়ে জবর দখল করা হয়েছে।

২। এই ধরনের জবর দখলকৃত জমির পরিমাণ কত ?

৩। এইসব জবর দখল করা খাস জমির দখলমুক্ত করতে বনবিভাগ কোন প্রচেষ্টা নেবে কিনা ? এবং

৪। না নিলে, তার কারণ ?

উত্তর

১। এটা সত্য নয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 261

Name of the Member :—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horti. & Soil Conservation) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে কয়টি সরকারী ফলের বাগান আছে ? এইসব বাগানে কতজন স্থায়ী এবং কতজন অস্থায়ী কর্মচারী আছেন ?

২। এইসব বাগান পরিচালনা বাবদ আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ কত ?

৩ উপজাতি এলাকায় ফলের বাগানে অস্থায়ী কর্মচারীদের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে মোট ৫৭টি সরকারী ফলের বাগান আছে, এইসব বাগানে ৬৭৮ জন স্থায়ী শ্রমিক এবং ১৩৭২ জন অস্থায়ী শ্রমিক নিযুক্ত আছেন (১৯৯৬-৯৭ ইং বর্ষে)।

২। এইসব বাগানে পরিচালনা বাবদ আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ এইরূপ :—

আয় — ৮৬,৮৬.৮৭২ টাকা।

ব্যয় — ২,১৬.৭০, ৫৫ টাকা।

৩। বর্তমানে এ ধরণের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 310

Name of the Member :—Shri Bidhu Bn. Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কুমারঘাট হিমঘর নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ একাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ত্রিপুরার কুমারঘাটে ২,০০০ (দুই হাজার) মেঃ টন ক্ষমতা বিশিষ্ট একটি হিমঘর নির্মাণের জন্য ১৯৯৬-৯৭ ইং সালে প্রাথমিক কাজ, যথা মাটি পরীক্ষা, অফিস ঘর নির্মাণ ও একটি ডিপ টিউবওয়েলের কাজ ইত্যাদি সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র অহ্বান করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অর্থ বৎসরে NABARD হইতে ঋণ পাওয়ার জন্য প্রকল্প জমা দেওয়া হইয়াছে ঋণ মঞ্জুর হইলে উক্ত হিমঘর নির্মাণের কাজ শুরু করা যাবে।

Admitted Starred Question No. 318

Name of Member :—Shri Shyamacharan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ইঞ্জিনীয়ার-ইন-চীফ পদে এখনো পাকাপাকী ভাবে কোন উপযুক্ত অফিসারকে নিয়োগ করা হয় নাই ?

২। সত্য হলে তার কারণ,

৩। পদটি পূরণ করার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস রুলের অন্তর্ভুক্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ারের একটি পদ ইঞ্জিনীয়ার-ইন-চীফ হিসাবে রিডজিগনোটেড করা হইয়াছে। সেই মূলে প্রবীণতম চীফ-ইঞ্জিনীয়ারকে ঐ পদে কাজ করার জন্য সরকারী আদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। যেহেতু এই পদটি চীফ-ইঞ্জিনীয়ারের কোন প্রমোশান পদ নয়, সেহেতু এই পদে পাকাপাকীভাবে নিয়োগ করার প্রথা নেই।

৩। বর্তমান প্রবীণতম একজন চীফ-ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিনীয়ার-ইন-চীফ পদে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন

Admitted Starred Question No. 353

Name of Member :—Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে এমপ্লয়মেণ্ট রেজিষ্টার অনুযায়ী পলিটেকনিক্যেল ডিপ্লোমা হোল্ডার ও মুসলীম বেকারের সংখ্যা কত ? এবং

২। মুসলীম ডিপ্লোমা হোল্ডারদের প্রাইওরিটি দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমানে এমপ্লয়মেণ্ট রেজিষ্টার অনুযায়ী পলিটেকনিক্যেল ডিপ্লোমা হোল্ডারের মোট সংখ্যা হল—৫৭৩ জন, এর মধ্যে মুসলীম পলিটেকনিক্যেল ডিপ্লোমা হোল্ডার মাত্র ২ জন। মোট মুসলীম বেকারের সংখ্যা হল—১০,৫৭৯ জন।

২। বর্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 355

Name of Member :—Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। আর. কে. নগর ক্যাটেল ফার্মে গরু ও গাভীর সংখ্যা ১৯৯২-৯৩-এ কত ছিল এবং বর্তমানে কত আছে ?

২। ১৯৯২-৯৩তে কত দুগ্ধ উৎপাদন হয়েছিল এবং বর্তমানে কত দুগ্ধ উৎপাদন হয় ?

উত্তর

১। আর. কে. নগর ক্যাটেল ফার্মে ১৯৯২-৯৩ সনে গরু ও গাভীর সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে—১২৩টি ও ৮৬টি। বর্তমানে গরু ও গাভীর সংখ্যা হল যথাক্রমে ১০৯টি ও ৭৬টি।

২। ১৯৯২-৯৩ সনে ৮৬ ৭৬২.৫ কেজি দুগ্ধ উৎপাদন হয়েছিল। গত আর্থিক বছরে ১৯৯৭-৯৮ সনে (১লা এপ্রিল হইতে উৎপাদনের পরিমাণ হল ১ লক্ষ ৩ হাজার ২০০ কেজি। বর্তমান অর্থ বছরে (১৯৯৮-৯৯) প্রথম তিন মাসে ঐ উৎপাদন হয়েছে ২৫ হাজার ৬ শত ৩৯ কেজি।

Admitted Starred Question No. 367

Name of Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, মোহনপুর ব্লকের অধীনে বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দীর্ঘদিন ধরে পানীয়

জলের অভাবে ঐ এলাকার আদিবাসীরা বিষাক্ত ছড়ার জল খেয়ে ডায়েরিয়া সহ পেটের বিভিন্ন রোগে বহুদিন ধরে ভুগছেন এবং কয়েকজন মারাও গিয়েছেন।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা, পানীয় জলের অভাবে আর কেউ যাতে অসুস্থ না হয় তার জন্য সরকার কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। এরকম কোন রিপোর্ট সরকারের কাছে নেই।

২। সত্যতা যাচাই করা হবে। সত্য হলে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 371

Name of Member :—Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture (Horti. & Soil Conservation) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে আনারস চাষীদের আরও অধিকতর আনারস উৎপাদনের উৎসাহ বাড়বার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে রাজ্য সরকার সরকারী ভাবে আনারস উৎসব করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কি ?

২। যদি গ্রহণ না করেন তাহলে তার কারণগুলি কি কি ?

উত্তর

১। ১৯৯৭-৯৮ ইং হইতে সরকারী ভাবে আনারস উৎসব করা হইতেছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

পরিপূরক :—রাজ্যে আনারস চাষীদের আরও অধিকতর আনারস উৎপাদনের উৎসাহ বাড়াবার পক্ষে বিগত ১৯৯৭-৯৮ ইং হইতে সরকারী তরফে আনারস উৎসব করা হইয়াছে।

গত বছর ২৪শে জুলাই আনারস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কুমারঘাটের দারচই-এ এতে সরকারী তরফে খরচ করা হয় ১৫০০০ টাকা।

এ বছর গত ১৩ই জুলাই কুমারঘাটের দারচই গ্রামে পুনরায় আনারস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে গত বছরের ন্যায় ১৫০০০/- সরকারী তরফে খরচ করা হইয়াছে। মোট ১৮ জন চাষীকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। পুরস্কার বাবদ খরচ হয় ৩,৫৪০/-।

Admitted Starred Question No. 392

Name of Member :—Smti. Bijoy Laxmi Sinha.

Will the Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে ধলাই জেলায় আই, আর, ডি, পি ঋণ কতজনকে দেওয়া হয়েছে ? এবং

২। সর্বমোট উক্ত জেলায় কতজনকে ঋণ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে ধলাই জেলায় আই, আর, ডি, পি প্রকল্পে ১৭৮০টি পরিবারকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২। ধলাই জেলায় ৩১৭০টি পরিবারকে ঋণ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল।

Admitted Starred Question No. 408

Name of the Member :—Shri Kashiram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-change of the Agriculture (Horticulture & Soil Cons.) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত দারচই কৃষি সমবায় সমিতি (দারচই পেক্স) এবং দারচই পাইনাপেল গ্রোয়াস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড আনারস বিক্রয় করার পর কোন সময় রাজ্য সরকার হইতে ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি পায় নাই ?

২। যদি সত্য হয় তার কারণ ?

৩ ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার কি কি ধরণের ট্র্যান্সপোর্ট সাবসিডি দিয়ে থাকেন ?

উত্তর

১ হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। রাজ্য সরকারের তরফ হইতে কোনরূপ ট্রান্সপোর্ট সাবসিডি দেওয়ার অনুবিধি (Provision) নাই।

৩। কৃষি দপ্তর থেকে সার, কীটনাশক ঔষধ এবং বীজের উপর ২৫% সাবসিডি দেওয়া হয়।

পরিপূরক : ১৯৯৬-৯৭ সালে উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের উদ্যোগে দারচই প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ (দারচই পেক্স লিঃ) এবং বেতছড়া পাইনাপেল গ্রোয়ার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড—এই দুইটি সংস্থাকে তাদের উৎপাদিত আনারস সুষ্ঠু ভাবে বাজার জাত করার জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের "মার্কেট সাপোর্ট" স্কীমে দুটো ট্রাক দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 429

Name of the Member :—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বনসম্পদ পাচার রোধ করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন ?

২। এ পর্যন্ত পাচারকালে কয়টি ক্ষেত্রে ধরা সম্ভব হয়েছে ? (৯০ সাল থেকে হিসাব)

৩। তাতে কি পরিমাণ সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে ?

১। বনজ সম্পদ পাচার রোধে কয়েক পেট্রোল পার্টি ও চেকপোষ্টগুলিকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

২। ১৯৯০ সন থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৩,৩৮৮টি পাচারের ঘটনা ধরা হয়েছে এবং মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৩। এতে ১২৮৮ লক্ষ টাকার সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 469

Name of the Member :—Shri Billa Mia.

Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সীজ করা প্রচুর কাঠ বিভিন্ন রেঞ্জ অফিসে রয়েছে ?

২। যদি থাকে তার পরিমাণ কত ও বাজার মূল্য কত ?

৩। এইসব কাঠ নিলামে বিক্রি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

৪। যদি না থাকে তাহলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। আটককৃত কাঠের পরিমাণ প্রায় ৩৬৬৮,৭৫ ঘন মিটার এবং মূল্য প্রায় ১২২ লক্ষ টাকা।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 470

Name of the Member : Shri Nagendre Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে Rubber Latex-এর মূল্য কত ?

২। এই মূল্যবৃদ্ধি করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও Rubber Latex হিসাবে বাজারজাত করা হয় নাই মূল্যবান জ্ঞাপক সূচী তৈরী হয়েছে বলে সরকারের কাছে তথ্য নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 481

Name of the Member :—Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appoinment & Services Department be pleased to state :

Question

1) Is it a fact that all the posts of Secretariacs except law are occupied by the I. A. S.

2) Is it a fact that there is not a single technicall qualified person from the state in the planning bodies ?

3) Is the Govt. Committed to give due representation for the post of secretaries from the I. P. S., I. F. S. and other service ?

4) If so, when & how ?

Answer

1) Yes Sir, all the posts of secretaries except law secretary are occupied by I. A. S. Officers.

2) No Sir.

3) No such commitment has been given by the Government.

4) Does not arise.

Admitted Starred Question No. 498

Name of the Member :—Shri Sudip Roy Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appoinment & Services Department be pleased to state :

Question

1) Is it a fact that Shri Sudhir Sharma IAS is given the pay scale of Rs 24050,650,26000 ?

2) If so, whether this scale exists in the IAS scales of pay ?

3) If not, under what circumstances one officer was given a higher scale when the state is unable to provide new jobs to people ?

Answer

1) No.

2) Does not arise.

3) Does not arise.

Admitted Starred Question No. 518

Name of Member :—Shri Gita Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। পূর্ব পিলাক এলাকায় পিলাক নদীতে পাকা বাঁধের মাধ্যমে কৃষি জমিতে জলসেচ করার কোন সরকারী উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। এরকম একটি সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 521

Name of Member :—Shri Bindu Ram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা রাজ্যে কয়টি কৃষি মহকুমা আছে এবং কোথায় কোথায় আছে। (পৃথক পৃথক নাম সহ)

২। ব্লক ভিত্তিক কৃষি মহকুমা গঠন করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। থাকলে কবে নাগাদ গঠন করা হবে বলে আশা করা যায় ? এবং

৪। না থাকলে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে ১৯টি কৃষি মহকুমা আছে। তাহার নাম এইরূপ :—

১) মোহনপুর ২) জিরানীয়া ৩) মেলাঘর ৪) বিশালগড় ৫) তেলিয়ামুড়া ৬) খোয়াই ৭) গণ্ডাছড়া ৮) সালেমা ৯) ছাওমনু ১০) কুমারঘাট ১১) পানিসাগর ১২) কাঞ্চনপুর ১৩) মাতাবাড়ী ১৪) রাজনগর ১৫) বগাফা ১৬) সাতচাঁদ ১৭) অমরপুর ১৮) কদমতলা (নতুন) ১৯) ডুকলী (নতুন)।

২। হ্যাঁ, আছে।

৩। সবগুলো নতুন অফিস একসাথে খুলতে হলে যে পরিমাণ অর্থ এবং কর্মীর প্রয়োজন তা একসাথে জোগান দেয়া সময় সাপেক্ষ্য। তাই ধাপে ধাপে অফিসগুলো খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই দুটি নতুন অফিস খোলা হয়েছে।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Question & Answers) **Annexure—B**

Admitted Starred Question No. 4

Name of the Member :—Shri Joy Gobinda Deb Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Plainning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে বয়স উত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা কত ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৯৮ ইং এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শিক্ষাগত মান অনুযায়ী কতজন বেকার বিভিন্ন গ্রেডে চাকুরীর বয়স অতিক্রম করে গেছে ?

৩। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জবফর্ম পূরণের সময় চাকুরীর বয়স ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে চাকুরীর বয়স অতিক্রম করে গেছে, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সরকারের কি কি পরিকল্পনা আছে ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে বয়স উত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা ১৫,৪১২ জন। তন্মধ্যে

পশ্চিম জেলা—৬,০২৫ জন
উত্তর জেলা— ১,২৮১ জন
দক্ষিণ জেলা—৬,৫০৩ জন
ধলাই জেলা— ১,৬০৩ জন

২। ১৯৯৮ ইং এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত শিক্ষাগত মান অনুযায়ী বয়স অতিক্রান্ত বিভিন্ন গ্রেডে বেকারের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক)	বিলো মেট্রিক —	৯,৮৮২ জন।
খ)	মেট্রিক	২,০৭৮ জন।
গ)	এইচ এস, প্লাস-টু স্টেইজ—	১,৪৬৮ জন।
ঘ)	বি, এ--	১,০৬৩ জন।
ঙ)	বি, এস, সি--	৪৭ জন।

চ) বি, কম — ১৭৮ জন ।

ছ) এম, এ — ১৪১ জন ।

জ) এম, এস, সি — ১০ জন ।

ঝ) এম, কম — ১৭ জন ।

ঞ) অন্যান্য — ৫৫৮ জন ।

৩ । বয়স অতিক্রান্ত বেকারের কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ সরকারের বিবেচনায় নেই ।

Admitted Starred Question No. 5

Name of the Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১ । ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট কতজনকে আই, আর, ডি, পি ঋণ প্রদানের জন্য বাছাই করা হয়েছিল ?

২ । তন্মধ্যে কতজনকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল, এবং কতজনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে ?
(ব্লক ভিত্তিক ও ব্যাংক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১ । ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ১৬৫২৫ জনকে আই, আর, ডি, পি ঋণ প্রদানের জন্য বাছাই করা হয়েছিল ।

২ । তন্মধ্যে ১১৮৯২ জনকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল । সর্বমোট ১১৬৬৮টি পরিবারকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে । ঋণপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা নিম্নে ব্লক ভিত্তিক ও ব্যাংক ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হল :

ব্লকের নাম	UBI	SBI	TSCB	TGB	CBI	U. Co	Tot
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১ । তেলিয়ামুড়া	২০৩	১৫৮	৮৪	--	--	৯৭	৫৪২
২ । বিশালগড়	৩৯	--	১৪৭	৮১		৪৮	৩১৫
৩ । গোয়াই	১২০	১৩১		—	—	--	২৫১
৪ । তুলাশিখর	১০২	২৯	—	—	—	--	১৩১
৫ । জিরানীয়া	২১৪	—	--	২০	--	—	২৩৪
৬ । মান্দাই	৭০	—	—	২৯	—	—	৯৯
৭ মেলাঘর	২৬০	১৯০	৬৯	৩৫	—	—	৫৫৪

ব্লকের নাম	UBI	SBI	TSCB	TGB	CBI	U. Co.	Total
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮। জম্পুইজলা	—	—	—	৮৭	—	—	৮৭
৯। ডুকলী	১৪৬	৩১১	—	—	—	—	৪৫৭
১০। মোহনপুর	১২৫	১৭১	--	৩৫	১২৪	১০৩	৫৫৮
১১। কুমারঘাট	৫৬৭	৮০১	১০৯	—	—	—	১৫৭৭
১২। পানিসাগর	৩৫	২৭৫	—	১০০	—	—	৪১০
১৩। কদমতলা	১৮০	—	৫১	৮০	—	—	৩১১
১৪। দমদা	১৭৬	—	·	২০১	—	—	৩৭৭
১৫। পেঁচারথল	১৮৩	—	৫০	১৪৭	—	—	৩৮০
১৬। জম্পুই হিল সাব ব্লক	৩৪	—	—	—	—	—	৩৪
১৭। সালেমা	৪৭৯	২৮৩	৩১৯	১৬৭	—	—	১২৭৭
১৮। ডম্বুরনগর	—	—	—	১৬৭	—	—	১৬৭
১৯। ছাওমনু	৬৭	. .	—	১৫	—	—	৮২
২০। মনু	৯৬	৮০	—	৭৮	—	—	২৫৪
২১। মাতাবাড়ী	১৮০	১৬০	২১০	১০৫	—	—	৬৫৫
২২। কিল্লা	১৪০	—	—	২০	—	—	১৬০
২৩। অমরপুর	৩১০	৯৮	—	৪৫	—	—	৪৫৩
২৪। করবুক	২৩৩	৭০	—	১০	—	—	৩১৩
২৫। বগাফা	১৮০	২০০	১১০	১০৫	—	—	৫৯৫
২৬। সাতচাঁদ	২৭৭	২০	১১৭	৯০	—	—	৫০৪
২৭। রূপাইছড়ি		২১১	—	২৫	—	—	২৩৬
২৮। রাজনগর	২৫০	১৬০	১৭০	৭৫	—	—	৬৫৫
সর্ব্বমোট—	৪৬৬৬	৩৩৪৮	১৫৩৬	১৭৪৬	১২৪	২৪৮	১১৬৬৮

Admitted Starred Question No. 6

Name of the Member : Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে আর. এম. এস, পি স্কীমটি চালু আছে কিনা ?

২। থাকলে ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বর্ষে মোট কতজনকে আর, এম, এন, পি স্কীমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে আর, এম, এন, পি স্কীমটি চালু নাই।

২। ১৯৯৭-৯৮ ইং সনেও উক্ত স্কীম চালু ছিল না।

Admitted Starred Question No 8

Name of the Member : -Shri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সদর উত্তরাঞ্চলের গান্ধীগ্রামের স্টেট পোলট্রি ফার্মে শূকরের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে ?

২। গত পাঁচ বছরে উক্ত ফার্মে (বৎসর ভিত্তিক) শূকরের মৃত্যুর সংখ্যা কত ?

৩। উক্ত ফার্মে প্রয়োজনীয় পশু চিকিৎসক সহ অন্যান্য কর্মচারীর অপ্রতুলতা রয়েছে কিনা ?

৪। শূকর মৃত্যুর হার রোধে ঐ ফার্মে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। সদর উত্তরাঞ্চলে গান্ধীগ্রামে পোলট্রি ফার্মে শূকরের মৃত্যুর হার ১৯৯৬-৯৭ সন থেকে ১৯৯৭-৯৮ সনে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই মৃত্যুর হার কমেই চলেছে।

২। গত পাঁচ বছরে উক্ত ফার্মের বৎসর ভিত্তিক শূকরের মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ --

বৎসর	শূকরের সংখ্যা	মৃত্যুর সংখ্যা	শতাংশ হারে
১৯৯৩-৯৪	৭৫৫টি	২০১টি	২৬ ৬২
১৯৯৪-৯৫	৪১৭টি	১৪০টি	৩৩ ৫৭
১৯৯৫-৯৬	৪৩৮টি	৬৭টি	১৫ ২৯
১৯৯৬-৯৭	৭৪৮টি	৫১টি	৬ ৯৫
১৯৯৭-৯৮	১০৬৭টি	১২৪টি	১১ ৬২

৩। উক্ত ফার্মে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক রয়েছে।

৪। শূকরের মৃত্যুর হার রোধে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং ঘরগুলির সংস্কার এবং নতুন ঘর নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 15

Name of the Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৭-৯৮ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে SREP, JRY, EAS, MWS, GKY, SWS, IAY, Untied Fund ইত্যাদির মাধ্যমে মোট কত টাকা ব্যয়িত হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক পৃথক হিসাব)।

২। এই প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে মোট কত শ্রমদিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর

জেলার নাম	ব্লকের নাম	JRY	EAS	MWS	GKY	IAY	RWS	U. Fund	SREP
পশ্চিম ত্রিপুরা	১) মেলাঘর	১৬,২৯,০০০	১,৪৪,০০,০০০	৫,৫৫,০০০	৩,৫৫,০০০	২৪,৬১,০০০	২০,০৪,০০০	৩,১২,৩৩,০০০	—
	২। বিশালগড়	১২,৩৭,৩০০	১,২০,০০,০০০	৪,২১,০০০	১,৯৮,০০০	১৮,৬১,০০০	২১,৯০,০০০	২,৭২,০৫,০০০	—
	৩) জম্পুইজলা	৭,৮৭,০০০	৬৭,০০,০০০	২,৬৮,০০০	১,৮৩,০০০	১৩,৬৪,০০০	৮,৯৪,০০০	১,০৬,৩২,০০০	—
	৪। ডুকলী	১১,৭৯,০০০	৫৩,০০,০০০	৪,০১,০০০	১,৭১,০০০	২১,৬১,০০০	২০,০৪,০০০	২,৯৭,০১,০০০	—
	৫) মোহনপুর	১৬,৮৫,০০০	১,৫৫,০০,০০০	৫,৭৪,০০০	৩,৬৬,০০০	২৮,২৪,০০০	৪০,৫৪,০০০	৩,৪২,৭৩,০০০	—
	৬) জিরানীয়া	৮,৯৯,০০০	৯৬,০০,০০০	৩,০৭,০০০	—	২২,২৪,০০০	২৭,০৪,০০০	১,৯৮,৫৬,০০০	—
	৭) মান্দাই	৭,৮৭,০০০	৭২,০০,০০০	২,৬৮,০০০	১,৮২,০০০	১১,১৮,০০০	২৩,১০,০০০	১,০৫,৬৮,০০০	—
	৮) তেলিয়ামুড়া	১৫,১৩,০০০	১,০৪,০০,০০০	৪,৯৮,০০০	—	২৯,৫০,০০০	২২,৫৫,০০০	২,৪৩,৩২,০০০	—
	৯) খোয়াই	৭,৮৭,০০০	৯২,০০,০০০	২,৬৮,০০০	১,৮২,০০০	৩৮,৮৬,০০০	২৬,৫৪,০০০	১,১৫,৮৯,০০০	—
	১০) তুলাশিখর	৭,৮৭,০০০	১,০৭,০০,০০০	২,৬৮,০০০	১,৮২,০০০	২২,২২,০০০	১৩,৫৪,০০০	৭৮,৮২,০০০	—
	১১) ডি,এফ,ও তেলিয়ামুড়া	—	১,৮৫,০০০	—	EE (RDD) ২৫,২১,০০০	EE (RDD) ৬,২৯,৯৬,০০০	EE (RDD) ২৬,৫৩,০০০	—	—
	১২) সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট (পশ্চিম)	৩৩,০০০	৩৭,৫৫,০০০	—	—	—	—	DM (West) ৫,৫৬,৭২,০০০	—
মোট :—		১,১৩,২৫,০০০	১০,৮০,০০,০০০	৩৮,১৪,০০০	৪৩,৩৪,০০০	৮,৬০,৭২,০০০	২,৪০,০০,০০০	২৬,৩৬,৪৩,০০০	—

জেলার নাম	ব্লকের নাম	EAS	JRY	MWS	GKY	IAY	RWS	UF	SREP
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১) অমরপুর	৯৬,০৯,৯০০	১৫,৩২,১০০	৪,৮৬,২০০	৫,৭৯,১০০	২৭,৫১,৬৮৬	১৪,৫৪,০০০	১,৯৭,৪৮,৫১০	—
	২) করবুক	৪১,৩১,৫৮২	৪,৫৭,৫৬০	১,৬৪,০৬৫	১,৫১,০০০	১৬,১২,৬৯৩	১০,৬৪,৯৬৭	৬০,০১,৩০০	—
	৩) মাতাবাড়ী	১,০৮,৫৫,৬০০	২১,০৪,৭০০	৩,৭০,৭৫৮	৭,৯১,৪০০	৩০,১৯,১৮৭	১৪,৭৬,৫৭৬	৩,৫৬,৬৮,৯৫০	—
	৪) কিল্লা	৪৩,৭৫,৯০০	৭,৯৫,৩০০	২,০২,৫০০	৩,৮০,২০০	১২,০৪,২০০	১,৯১,০০০	৮৩,১৪,৫৪০	—
	৫) বগাফা	১,০৪,৯৮,৫০০	১৬,৮৪,৯০০	৫,৪৩,৩০০	৬,৩২,৫০০	২৭,২২,৪০০	১৭,৭৩,৪৭০	২,৬২,৩০,৮৫৯	—
	৬) রাজনগর	৭৪,৩২,২৯০	১২,৭০,৪৪০	৩,১৭,১২০	৪,৬৭,৭৯৭	২৫,৩৬,১৬৭	৮,৯৩,০০০	২,২৪,৬৩,২৪৯	—
	৭) সাতচাঁন্দ	৯৯,৪২,৭০০	১২,৮৩,৪০০	৩,০৬,১০০	৩,৫৪,২০০	৩০,৪৮,০০০	১০,৭৮,০০০	৮৯,০৩,৮৩০	—
	৮) রুপাইছড়ি	৫১,৯৯,৪০০	৩,৯১,৬০০	১,৪৪,৭০০	২,৩০,১১৫	১৭,৬৮,৮০৩	৮,১৭,০০০	৮৩,৪৭,২০০	—
	মোট : -	৬,২০,৪৬,৮৭২	৯৫,২৭,৯০৭	৩০,৩৪,৯৭৩	৩৫,৮৮,০১২	১,৯২,১০,১৩৭	৮৭,৪৮,০১৩	১৩,৫৬,৭৮,৪১৮	—
ধলাই	১) আমবাসা	৪৩,৩৫,০০০	৫,১১,০০০	২,১৬,০০	১,৫১,০০০	২০,২৪,০০০	১৫,৬০,০০০	৯৫,৬২,০০০	—
	২) সালেমা	৮৩,৪৪,০০০	১৬,২৩,০০০	৪,৫৫,০০০	৭,৭৫,০০০	১৯,৭৯,০০০	১১,৭০,০০০	২,২০,৬০,০০০	—
	৩) ডম্বুরনগর	৪৬,০৮,০০০	১১,৪৮,০০০	১,৮৭,০০০	৩,৩৩,০০০	২০,২৪,০০০	৮,২০,০০০	৫০,০৩,০০০	—
	৪) মনু	৭৬,৪০,০০০	১৪,২৯,০০০	২,৫৭,০০০	৬,৮৩,০০০	২৫,৫০,০০০	১৩,২০,০০০	১,৪৯,৪৪,০০০	—
	৫) ছামনু	৬০,৮৭,০০০	১১,৬৬,০০০	২,৩৭,০০০	-	২১,১৩,০০০	৫,৭০,০০০	৬২,৩২,০০০	—
	৬) EE(RDD	৩০,৭২,০০০	—	—	১,৯৭,০০০	১,৮৯,৪৩,০০০	১৩,৪০,৪০০	—	—
	৭) অন্যান্য দপ্তর	৩৯,২৪,০০০	৭,৬৭,০০০	৫,০২,০০০	—	—	—	—	—
	মোট :—	৩,৮০,০১,০০০	৬৬,৪৪,০০০	১৮,৫৪,০০০	২১,৩৯,০০০	৩,০৯,৩৩,০০০	৭৭,৮০,০০০	৫,৭৬,০১,০০০	—
উত্তর ত্রিপুরা	১) ভাংমুন	৩২,৩৮,০০০	৫,১১,০০০	১,৯১,০০০	১,৯২,৬০০	২২,৮০,০০০	২,৩২,০০০	২২,৩৬,৫৯০	—
	২) কদমতলা	১,০০,০৩,৯০০	৯,২২,০০০	৩,৩২,৬০০	৩,৩৫,২০০	১১০,০০,০০০	৩১,২৯,১০০	২২৮,১১,১৬০	—
	৩) জম্পুইহীল	৯৮,০৭,০০০	৯,২২,০০০	৩,৩২,৬০০	৩,৮৫,২০০	১০৮,০০,০০০	২১,৫৮,৩০০	১০৫,৮৩,৬০০	—
	৪) পেচারথল	৭৩,১২,০০০	১০,২২,০০০	৩,৩২,৬০০	৩,৮৫,২০০	৭৯,৪০,০০০	৮,৩১,০০০	৩১৬,৫২,৪৯০	—
	৫) কুমারঘাট	১,২৪,৬০,০০০	১৯,২১,০০০	৬,৬৫,০০০	৭,০০,৬০০	১১৩,৬০,০০০	৪৬,৩০,১০০	—	—
	৬) দশদা	১০০,৮৯,০০০	১০,২১,০০০	৩,৩১,৬০০	৩,৮৫,১০০	৭৫,৫০,০০০	২২,৯৯,০০০	১৪৭,৭৮,০০০	—
	মোট :—	৫,২৯,৪০,০০০	৬৩,২০,০০০	২১,৮৭,০০০	২৫,০৫,০০০	৬,১৪,৩০,০০০	১,৩২,৮০,০০০	৮,১০,৬২,২৫০	—

২। উক্ত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে মোট শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে—৮৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪ শত।

Admitted Un-Starred Question No. 16

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭, ৯৭-৯৮ ইং সনে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে কতটি শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)।

২। উক্ত কাজে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে (পৃথক হিসাব)।

৩। বর্তমান ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে এ সকল দপ্তরে কত পরিমাণ শ্রম দিবস সৃষ্টি করা হবে ?

উত্তর

১। এ পর্যন্ত পাওয়া দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

দপ্তরের নাম	শ্রমদিবস	
	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮
১। বনদপ্তর—	১,২৪,০০০	৩,৬৯,০০০
২। প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর—	২,৪৫,০৫৮	২,৪১,৭৪৫
৩। ত্রিপুরা বন উন্নয়ন কর্পোরেশন—	৬,৯৭,৫০০	৭,১৫,০০০
৪। উপজাতি পুনর্বাসন দপ্তর—	২,৭২,৫০০	১,৮৩,৪০০
৫ মৎস্য দপ্তর	২,৫৯,৯৬৫	১,০৯,৬৭২
৬। পঞ্চায়েত দপ্তর—	৫,৭৭,৯৫০	৩১,৩৬,৪৯৯
৭। সমাজশিক্ষা দপ্তর—	৭৮০	৭২৫
৮। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর—	৫৬,৯৯,৪০০	৫৭,১০,০০০
৯। শ্রম দপ্তর—	১৯৯৬-৯৭ ও ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে কোন শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়নি।	
১০। পূর্ত দপ্তর—	পূর্ত দপ্তর ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ করা হয়। শ্রমদিবসের হিসাব রাখা হয় না	
১১। হর্টিকালচার দপ্তর—	৩,৫১,৫৩২	৩,৩৮,২৩৬
মোট	৮০,২৮,৬৫৫	১,০৮,৯৭,৭৭৭

২নং প্রশ্নের উত্তর :

দপ্তরের নাম	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	
	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮
১। বন দপ্তর—	৩৬,০০,০০০	১,২৫,৪৬,০০০
২। প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর—	৬৫,১৯,১৬৬	৬৯,৬৯,১০৬

৩।	ত্রিপুরা বন উন্নয়ন কর্পোরেশন-	২,৬৯,৬২০	৩,৩১,৩২৯
৪।	উপজাতি পুনর্বাসন দপ্তর—	৭২,৬২,৯০০	৫৮,৬৯,৯০০
৫।	মৎস্য দপ্তর	৬৯,৮৪,৪০১	৬৭,৯৯,৩৫৪
৬।	পঞ্চায়েত দপ্তর—	১,৮৬,৭৯,৭৫৬	৯,৯৬,৫৭,৬৮২
৭।	সমাজশিক্ষা দপ্তর-	৬৩,৩২০	৫,৪১,৮৮৯
৮।	গ্রামোন্নয়ন দপ্তর—	২৯,৮৩,০২,০০০	৩২,৮৬,৯৩,০০০
৯।	হর্টিকালচার—	৯৭,৭৭,১১৭	১,২৪,১৪,৬৪০
১০।	শ্রমদপ্তর—	১৯৯৬-৯৭ ও ৯৭-৯৮ ইং সনে শ্রমদিবস সৃষ্টির জন্য কোন টাকা ব্যয় করা হয়নি।	
১১।	পূর্ত দপ্তর—	পূর্ত দপ্তর ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ করা হয়।	
	মোট	৫,৬১,২৯,৫৮০	৪৫,৪৯,১১,৯০০

৩নং প্রশ্নের উত্তর :—

	দপ্তরের নাম	১৯৯৮-৯৯ ইং সনে শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হবে।
১।	বনদপ্তর—	এখনও ঠিক হয় নাই।
২।	প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর—	২,৮৫,০৯৭ (আনুমানিক)
৩।	ত্রিপুরা বন উন্নয়ন কর্পোরেশন—	৭,০০,০০০ ঐ
৪।	উপজাতি পুনর্বাসন দপ্তর—	১,০০,০০০ ঐ
৫।	মৎস্য দপ্তর—	১,৫৫,৪৯০ ঐ
৬।	পঞ্চায়েত দপ্তর—	২৮,১০,৮৪০ ঐ
৭।	সমাজশিক্ষা দপ্তর	ঠিক হয় নাই।
৮।	গ্রামোন্নয়ন দপ্তর—	৯৭,১৬,৮৩০
৯।	হর্টিকালচার	ঠিক হয় নাই।
১০।	শ্রমদপ্তর—	ধার্য্য হয় নাই।
১১।	পূর্ত দপ্তর—	ধার্য্য হয় নাই।
	মোট—	১,৩৭,৬৮,২৫৭

Admitted Un-Starred Question No. 27

Name of the Member : Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister–in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং থেকে ১৯৯৮ ইং আর্থিক সনে অমরপুর ও করবুক ব্লকে গ্রামীন ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পে কত পরিমাণ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছিল (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত সময়ে ঐ সকল ব্লকে গ্রামীন বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্পে কত টাকা খরচ হয়েছিল। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। অমরপুর ব্লকে ১৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩১৬ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে। করবুক ব্লকে ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৩১ শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে।

২। অমরপুর ব্লকে খরচ হয়েছিল ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ১৭ হাজার ৬ শত ৮০ টাকা। করবুক ব্লকে খরচ হয়েছিল ২ কোটি ৯৫ লক্ষ ২২ হাজার ৩ শত ১৫ টাকা।

Admitted Un-Starred Question No. 37

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে শূণ্যপদের সংখ্যা কত ? (দপ্তর ভিত্তিক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পৃথক পৃথক হিসাব, ৩১শে মে, ১৯৯৮ ইং পর্য্যন্ত)।

২। এ সকল শূণ্যপদ পূরণে কি নিয়োগ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩। কবে নাগাদ এ সকল শূণ্যপদ পূরণ করা হবে ?

উত্তর

১। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে শূণ্যপদের সংখ্যা হল— ১৪,১২৫টি (দপ্তর ভিত্তিক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পৃথক পৃথক হিসাব এনেক্সার-এ তে দেওয়া গেল।

২। এ সকল শূণ্যপদ পূরণ করার চেষ্টা সরকারের আছে।

এনাক্সার—এ

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	পদের সংখ্যা তৃতীয় শ্রেণী	পদের সংখ্যা চতুর্থ শ্রেণী
১	২	৩	৪
১)	কৃষি বিভাগ	১১১	—
২)	ল্যাণ্ড রেকর্ড ও সেটেলমেণ্ট	১৪৫	২০
৩)	স্বাস্থ্য দপ্তর	৮৮২	২৪১

১	২	৩	৪
৪)	মৎস্য দপ্তর	৬৩	৮
৫)	ট্রাইবেল রিচার্স	৪	১
৬)	তপ: জাতি কল্যাণ ও ও,বি,সি দপ্তর	১০	৯
৭)	জনশক্তি ও কর্ম বিনিয়োগ দপ্তর	৬	—
৮)	উচ্চশিক্ষা বিভাগ	২০৪	১১৯
৯)	সমাজ কল্যাণ দপ্তর	৩১৯	৬৬
১০)	শিক্ষা বিভাগ (নিম্ন)	২১৪১	২
১১)	শিল্প বিভাগ	১৯৯	..
১২)	প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর	২৬৩	১৩
১৩)	ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট	১১৮	৩১
১৪)	পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট	১৬৯	৭৫
১৫)	খাদ্য দপ্তর	৮১	—
১৬)	অগ্নি নির্বাপক দপ্তর	১৪০	৮
১৭)	পরিকল্পনা দপ্তর	১৯	৪
১৮)	অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তর	১	—
১৯)	স্বল্প সঞ্চয় ও সাধারণ ইনস্যুরেন্স দপ্তর	৯	—
২০)	পরিসংখ্যান দপ্তর	১০	১
২১)	উপজাতি পুনর্বাসন দপ্তর	৫৩	৩৬
২২)	শ্রম দপ্তর	১৭	৭
২৩)	সমবায় দপ্তর	১২৭	১০
২৪)	পূর্ত দপ্তর (জল প্রকল্প)	১০১	১০
২৫)	বিদ্যুৎ দপ্তর	১৮৩	—
২৬)	পূর্ত দপ্তর	৪৪৭	৩৯৭
২৭)	জেলা প্রশাসন দপ্তর (পশ্চিম)	২১৪	৪৮
২৮)	জেলা প্রশাসন দপ্তর (উত্তর)	১০৪	—
২৯)	জেলা প্রশাসন দপ্তর (দক্ষিণ)	১২৭	২৭
৩০)	জেলা রেজিষ্ট্রার (পশ্চিম)	৬	২
৩১)	জেলা রেজিষ্ট্রার (উত্তর)	৩	২
৩২)	জেলা রেজিষ্ট্রার (দক্ষিণ)	৭	-

১	২	৩	৪
৩৩)	ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেশান জাজ (উত্তর)	৪	—
৩৪)	ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেশান জাজ (দক্ষিণ)	৭	১
৩৫)	পুলিশ প্রশাসন	৪৪৪৭	২৪৫
৩৬)	পঞ্চায়েত রাজ	৫২১	১৬
৩৭)	টি, পি, এস, সি.	১০	—
৩৮)	টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনার	৩	১
৩৯)	পরিবহন দপ্তর	৬	—
৪০)	ফ্যাক্টরী ও বয়েলার	৩	—
৪১)	রাজ্য সৈনিক বোড	৩	—
৪২)	কমিশনার অব টেক্সেস্	৯	—
৪৩)	ওজন ও পরিবহন দপ্তর	১৩	—
৪৪)	নির্বাচন দপ্তর	৪৬	২
৪৫)	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তর	১২	—
৪৬)	ভিজিলেন্স দপ্তর	৪	—
৪৭)	আই, আর, ডি, পি	৫	—
৪৮)	এস, এ, ডিপার্টমেন্ট	১৭৩	৬৫
৪৯)	আইন দপ্তর	২	—
৫০)	ইভালিউশন অর্গানাইজেশন	১৩	১
৫১)	কারা দপ্তর	৯৮	১
৫২)	আগরতলা পৌরসভা	৩১	৫১
৫৩)	টি, আর. পি. সি.	৩	—
৫৪)	ফরেষ্ট ডেভলাপমেন্ট কর্পোরেশন	৪০	১৬
৫৫)	টি, আর, টি, সি.	৫৯	১১৩
৫৬)	খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ	৪	৪
৫৭)	ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ	৩	—
৫৮)	জুট মিল	৭	১৭৫
৫৯)	ত্রিপুরা হস্ত ও তাঁত শিল্প বিভাগ	৪৩	৭
৬০)	ত্রিপুরা ষ্টেট সোসিয়েল এডভাইজারী বোর্ড	২	—
৬১)	ডিস্ট্রিক রুরেল ডেভলাপমেন্ট এজেন্সি	৪	—
৬২)	ক্রিয়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর	১৭	—
৬৩)	কমিশনার অব এক্সেসাইজ	১২	—
৬৪)	টি. আর, পি এণ্ড পি, জি, পি	৫৩	৩৬
৬৫)	জেলা প্রশাসন ধলাই	১৯৭	৮০
৬৬)	রিপিউজি রিলিফ এণ্ড রীহেবিলেশন	৫	২
	মোট—	১২,১৬৯	১,৯৫৬

Admitted Un-Starred Question No. 40

Name of the Member :—Shri Prakash Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-chatge of the Agriculture (Horticulture & Soil Conservation) Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে Agriculture (Horticulture & Soil Cons.) দপ্তরের অধীনে NWDPRA প্রকল্প বর্ত্তমানে চালু রয়েছে ?

২। সত্য হলে উল্লেখিত প্রকল্পে গত তিনটি আর্থিক বছরে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

৩। উক্ত প্রকল্পে কোথায় কোথায় কি ভাবে রূপায়িত হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে, রাজ্যে Agriculture & Soil Cons.) দপ্তরের অধীনে NWDRPRA প্রকল্প বর্ত্তমানে চালু রয়েছে।

২। গত তিনটি আর্থিক বছরে রাজ্যে এই প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

বছর	টাকার পরিমাণ
৯৫-৯৬	৬১,০৯৩
৯৬-৯৭	১৬,৮১৭
৯৭-৯৮	৫৮,৯১৮
মোট—	১৩৭,৮৩৮

৩। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে রাজ্যে ১৬টি ব্লকে ১৭টি মাইক্রোওয়াটার সেড প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পগুলির নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

ব্লকের নাম	প্রকল্পের নাম
১। মোহনপুর	ফটিকছড়া
২। বিশালগড়	ক) লাটিয়াছড়া
	খ) তুইচাকমাছড়া
৩। জিরানীয়া	তুরাজয়ছড়া
৪। খোয়াই	ইচারবিলছড়া
৫। তেলিয়ামুড়া	বালুছড়া
৬। মেলাঘর	তুইবান্দালছড়া
৭। অমরপুর	একছড়িছড়া
৮। মাতাবাড়ী	তারপাধুমাছড়া

ব্লকের নাম	প্রকল্পের নাম
৯। বগাফা	কালমাছড়া
১০। রাজনগর	অভয়াছড়া
১১। সাতচাঁদ	মাইরাছড়া
১২। কাঞ্চনপুর	বড়হলদিছড়া
১৩। কুমারঘাট	বেতছড়া
১৪। সালেমা	সালেমাছড়া
১৫। ছাওমনু	লংতরাইছড়া
১৬। পানিসাগর	বামনিয়াছড়া

রাজ্যে যে সমস্ত এলাকায় শতকরা ৫০% ভাগেয় একাধিক জমি চাষের আওতাভুক্ত এবং শতকরা ৩০ ভাগের নীচে সেচ এলাকায় অন্তর্ভুক্ত সেইসব এলাকায় জল বিভাজিকা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের রূপরেখা মোটামুটি একই, যদি প্রকল্প ভিত্তিক কাজের পরিমাণ কমে বা বাড়ে এই প্রকল্প রূপায়নে সর্বত্র বিভিন্ন পরিমাণের কার্যাবলী নেওয়া হয়েছে। যেমন বিজ্ঞান ভিত্তিক জল ও ভূমি সংরক্ষণ, এক ফসল, দ্বি-ফসলের প্রদর্শনী চাষ, কৃষি বনায়ন, সামাজিক বনায়ন, টিলা জমিতে বাগিচা ফসলের চাষ, জলাধার নির্মাণ, মৎস্য চাষ, গড়ান পথের পরিচর্যা ইত্যাদি এছাড়া প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বয়নশিল্প ও দারুশিল্পের সামগ্রী বিতরণ, কৃষি পণ্যের বিপনন, এবং প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত উপকৃত ব্যক্তিগণের সম্পর্ক ও উন্নয়নের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 61

Name of the Member : –Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং হইতে ১৯৯৮ ইং সনের জুলাই মাস পর্যান্ত কতজনকে সরকারী দপ্তরগুলিতে ডি, আর. ডব্লিউ, ক্যাজুয়েল লেবার নিয়োগ করা হয়েছে ? (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 62

Name of Member :—Shri Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। এগ্রিকালচার দপ্তরের অধীনে গত ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৮ ইং সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর কতটা করে এগ্রি মার্কেট ও ভি, এল, ডব্লিউ অফিস খোলা হয়েছিল ?

উত্তর

১। ১৯৯৩ হইতে ১৯৯৮ ইং এর জুলাই মাস পর্য্যন্ত যে পরিমাণে মার্কেটে কাজ হয়েছিল তার বিবরণ এইরূপ :

ক্রমিক নং	বৎসর	বাজারের নাম	কৃষি মহকুমা	কাজের বিবরণ
১।	১৯৯৩-৯৪	চেলাগাং	অমরপুর	১টি শেড্
২।	ঐ	খয়েরপুর	জিরানীয়া	১টি শেড্
৩।	ঐ	সিঙ্গিছড়া	খোয়াই	১টি শেড্
১।	১৯৯৪-৯৫	গান্ধীগ্রাম	মোহনপুর	১টি শেড্
২।	ঐ	আনন্দনগর	বিশালগড়	১টি শেড্
৩।	ঐ	পানিসাগর	পানিসাগর	১টি শেড্
১।	১৯৯৫-৯৬	দশদা	কাঞ্চনপুর	১টি শেড্
২।	ঐ	মেলাঘর	মেলাঘর	২টি শেড্
৩।	ঐ	চেবরী	খোয়াই	১টি শেড্
৪।	ঐ	পূর্ব তিলথৈ	পানিসাগর	১টি শেড্
৫।	ঐ	মিশনটিলা	পানিসাগর	১টি শেড্
৬।	ঐ	সৎসঙ্গম	পানিসাগর	১টি শেড্
৭।	ঐ	কাকরাইছড়া	তেলিয়ামুড়া	১টি শেড্
৮।	ঐ	গোলাঘাটি	বিশালগড়	১টি শেড্
৯।	ঐ	পূর্ব রাতাছড়া	কুমারঘাট	১টি শেড্
১০।	ঐ	প্রেমতলা	পানিসাগর	১টি শেড্
১১।	ঐ	পেচারথল	কাঞ্চনপুর	১টি শেড্
১২।	ঐ	মহারাণী চৌঃ	মাতাবাড়ী	১টি ষ্টল
১৩।	ঐ	জুলাইবাড়ী	বগাফা	১টি ষ্টল
১৪।	ঐ	মনু	সাতচাঁন্দ	১টি শেড্ পুনঃ নির্মাণ
১৫।	ঐ	জম্পুইজলা	বিশালগড়	১টি শেড্ ,,
১৬।	ঐ	মধুপুর	বিশালগড়	১টি শেড্ মেরামতি

ক্রমিক নং	বৎসর	বাজারের নাম	কৃষি মহকুমা	কাজের বিবরণ
১৭।	১৯৯৫-৯৬	শিলাছড়ি	সাতচাঁন্দ	৪টি শেড্ মেরামতি, বাজার চত্বর উন্নয়ন
১৮।	ঐ	হেরমা	বিশালগড়	১টি শেড্ মেরামতি
১৯।	ঐ	টাকারজলা	,,	২টি শেড্ মেরামতি
২০।	ঐ	দুর্গানগর	,,	১টি শেড্ মেরামতি
২১।	ঐ	চারিপাড়া	,,	৩টি শেড্ মেরামতি
২২।	ঐ	বিশালগড়	,,	১) সব্জি শেডে খোলা বারান্দা নির্মাণ ২) ১০টি ডাষ্টবিন তৈরী। ৩) ড্রেনের উপর আর, সি, সি নির্মাণ ৪) পাকা ড্রেনের সম্প্রসারণ।
১।	১৯৯৬-৯৭	বক্সনগর	বিশালগড়	১টি শেড্
২।	ঐ	কমলনগর	মেলাঘর	১টি শেড্
৩।	ঐ	চড়িলাম	বিশালগড়	১টি শেড্ মেরামতি
৪।	ঐ	মনাইপাথর	মেলাঘর	২টি শেড্ মেরামতি
১।	১৯৯৭-৯৮	সালেমা	সালেমা	১টি শেড্
২।	ঐ	হরিনা	সাতচাঁন্দ	১টি শেড্ ও গুদাম নির্মাণ
৩।	ঐ	বাগমা	মাতাবাড়ী	১টি ষ্টল
৪।	ঐ	হোলাক্ষেত	মাতাবাড়ী	১৩টি ষ্টল
৫।	ঐ	মনাইপাথর	মেলাঘর	১টি ষ্টল ১৫টি কক্ষ বিশিষ্ট
৬।	ঐ	ডলুগাঁও	কুমারঘাট	১টি শেড্ পুনঃ নবীকরণ।
৭।	ঐ	পানিচৌকি	,,	চাল বাজারের শেড্ নবীকরণ
৮।	ঐ	বাঘাইবাড়ী	খোয়াই	গোদাম ঘর মেরামত।
৯।	ঐ	পাবিয়াছড়া	কুমারঘাট	সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ।

১৯৯৩ ইং হইতে ১৯৯৮ ইং এর জুলাই মাস পর্যান্ত যে পরিমাণ ভি, এল, ডব্লিউ অফিস নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ :—

ক্রমিক নং	বৎসর	ভি, এল, ডব্লিউ অফিস কাম গোডাউনের নাম	কৃষি মহকুমার নাম
উত্তর ত্রিপুরা			
১।	১৯৯৪-৯৫	রাজনগর	পানিসাগর
২।	১৯৯৫-৯৬	পদ্মবিল	পানিসাগর
৩।	ঐ	ফুলবাড়ী	,,

ক্রমিক নং	বৎসর	ডি, এল, ডব্লিউ অফিস নাম গোডাউনের নাম	কৃষি মহকুমার নাম
৪।	ঐ	কালাঝড়ি	সালেমা
৫।	ঐ	হরিনা	,,
৬।	ঐ	করাতিছড়া	ছাওমনু
৭।	ঐ	জগবন্ধুপাড়া	গণ্ডাছড়া
৮।	ঐ	গণ্ডাছড়া	,,
৯।	১৯৯৬-৯৭	রাগনা	পানিসাগর
১০।	ঐ	কালাছড়া	,,
১১।	ঐ	মাছলি	কুমারঘাট
১২।	ঐ	দেওছড়া	,,
১৩।	ঐ	সাতনালা	কাঞ্চনপুর
১৪।	ঐ	শান্তিপুর	,,
১৫।	ঐ	আমবাসা	সালেমা
দক্ষিণ ত্রিপুরা			
১।	১৯৯৩-৯৪	সদর পশ্চিম	মাতাবাড়ী
২।	১৯৯৪-৯৫	ধ্বজনগর	,,
৩।	ঐ	দাতারাম	,,
৪।	১৯৯৫-৯৬	এন, বি, সি নগর	রাজনগর
৫।	ঐ	অভয়নগর	,,
৬।	ঐ	শান্তির বাজার	বগাফা
৭।	১৯৯৬-৯০	একিনপুর	রাজনগর
৮।	ঐ	তুলামুড়া	মাতাবাড়ী
৯।	ঐ	মিরজা	,,
১০।	১৯৯৭-৯৮	দেবীপুর	বগাফা
১১।	ঐ	সাতচাঁন্দ	সাতচাঁন্দ
পশ্চিম ত্রিপুরা			
১।	১৯৯৪-৯৫	গোপীনগর	বিশালগড়া
২।	১৯৯৫-৯৬	হদ্রাই	তেলিয়ামুড়া
৩।	১৯৯৬-৯৭	লেম্বুতলী	বিশালগড়
৪।	ঐ	পুটিয়া	মেলাঘর

ক্রমিক নং	বৎসর	ভি, এল, ডব্লিউ অফিস নাম গোডাউনের নাম	কৃষি মহকুমার নাম
৫।	১৯৯৬-৯৭	দেবীপুর	মেলাঘর
৬।	ঐ	কলমছড়া	,,
৭।	ঐ	বাঙ্গামাটি	,,
৮।	ঐ	রহিমপুর	,,
৯।	ঐ	উঃ ঘিলাতলী	তেলিয়ামুড়া
১০।	ঐ	পূর্ব গনকী	খোয়াই
১১।	ঐ	লেম্বুছড়া	মোহনপুর
১২।	১৯৯৭-৯৮	লঙ্কামুড়া	,,
১৪।	ঐ	নলছড়	মেলাঘর

২নং প্রশ্ন—বর্তমান অর্থ বৎসরে কতটি এগ্রি মার্কেট ও ভি,এল,ডব্লিউ অফিস খোলার পরিকল্পনা আছে ?

২নং উত্তর—বর্তমান আর্থিক বছর অর্থাৎ ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে মোট ১২টি বাজারে উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণ করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন।

বর্তমান অর্থ বছরে ভি. এল, ডব্লিউ অফিস নির্মানের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই।

৩নং প্রশ্ন—থাকলে কোথায় কোথায় ?

৩নং উত্তর—বর্তমান অর্থ বছরে যে সমস্ত বাজারে উন্নয়নের কাজ বিবেচনাধীন আছে তাহা এইরূপ :—

ক্রমিক নং	বাজারের নাম	কৃষি মহকুমার নাম	কাজের বিবরণ
১।	ছাওমনু (এ, ডি. সি)	ছাওমনু	১টি শেড্
২।	গণ্ডাছড়া ঐ	গণ্ডাছড়া	১টি শেড্
৩।	গোলাঘাটি	বিশালগড়	১টি শেড্
৪।	যোগেন্দ্রনগর	বিশালগড়	১টি শেড্
৫।	ছনখলা/সোনাবাম	মোহনপুর	১টি শেড্
৬।	তুলাশিখর (এ, ডি, সি)	খোয়াই	১টি শেড্
৭।	শরৎ চৌধুরী পাড়া (ঐ)	মোহনপুর	১টি শেড্ মেরামত
৮।	মনুঘাট (ঐ)	সাতচাঁন্দ	১টি শেড্ মেরামত
৯।	সোনাই (ঐ)	ঐ	১টি শেড্ মেরামত
১০।	প্রমোদনগর (ঐ)	তেলিয়ামুড়া	১টি শেড্ মেরামত
১১।	চম্পকনগর (নির্ধারিত বাঃ)	জিরানীয়া	প্রেশার এয়ারকুলার সহযোগে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও মার্কেট সেক্রেটারী অফিস গৃহ মেরামত প্রভৃতি
১২।	কাঞ্চনপুর (এ, ডি, সি)	কাঞ্চনপুর	১টি শেড্ মেরামত

Admitted Un-Starred Question No. 65

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে কত পরিমাণ জায়গা কৃষি কাজের আওতায় রয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে কৃষি কাজের আওতায় রয়েছে আনুমানিক ২,৮০,০০০ হেক্টর জমি। তার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

কৃষি মহকুমার নাম	জমির পরিমাণ (হেক্টর)
পানিসাগর	১৫০০০
কাঞ্চনপুর	১২০০০
কুমারঘাট	২০০৫০
মোট উত্তর ত্রিপুরা :—	৪৭০৫০
ছাওমনু	৩৪৩৩
সালেমা	১১৩৩১
গণ্ডাছড়া	৪৩৭০
মোট ধলাই জিলা :—	২২০৪৫
বিশালগড়	২৯৮৪০
খোয়াই	১১৩৮০
তেলিয়ামুড়া	১৪১৪০
জিরানীয়া	১৭৪৩০
মোহনপুর	২০৭৭৫
মেলাঘর	৪৪৩৮৫
মোট পশ্চিম ত্রিপুরা :—	১৩৮১১০
উদয়পুর	১১৭৩০
অমরপুর	১৪০৩০
বগাফা	১১২১৫
রাজনগর	১১৯৯০
সাতচাঁদ	১২৮৩০
মোট দক্ষিণ ত্রিপুরা :—	৭২৭৯৫

প্রশ্ন

২। গত পাঁচ বছরে কত পরিমাণ জায়গা কৃষি কাজের আওতায় আনা হয়েছে? (গত পাঁচ বছরের বৎসর ভিত্তিক এবং ব্লক ভিত্তিক পরিসংখ্যান)।

উত্তর

২। **গত পাঁচ বছরে** সারা রাজ্যে যে **পরিমাণ জমি কৃষি কাজের** আওতায় আনা **হয়েছে তার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক** আনুমানিক হিসাব নিম্নরূপ :—

কৃষি মহকুমার নাম	বৎসর ভিত্তিক জমির পরিমাণ (হেঃ)				
	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮
পানিসাগর	১৯৬৩০	১৯৮০৭	১৯৭৩৯	১৯৮০৭	১৫০০০
কাঞ্চনপুর	১৩০০০	১৩১১৭	১৩০৪৯	১৩১১৭	১২০০০
কুমারঘাট	১৬১০০	১৬২৪৫	১৬১৭৭	১৬২৪৫	২০০৫০
মোট উত্তর ত্রিপুরা :—	৪৮৭৩০	৪৯১৬৯	৪৮৯৬৫	৪৯১৬৯	৪৭০৫০
ছাওমনু	৮৮৬০	৮৯৪০	৮৮৭২	৮৯৪০	৬৩৪৪
সালেমা	১৪৩৬০	১৪৪৯০	১৪৪২১	১৪৪৯০	১১৩৩১
গণ্ডাছড়া	১২৬০০	১২৭২০	১২৬৫২	১২৭২০	৪৩৭০
মোট ধলাই :—	৩৫৮২০	৩৬১৫০	৩৫৯৪৬	৩৬১৫০	২২০৪৫
খোয়াই	১৬২০৫	১৬৩৫০	১৬২৮২	১৬৩৫০	১১৩৮০
তেলিয়ামুড়া	১৮০৩৫	১৮১৯৭	১৮১২৯	১৮১৯৭	১৪২৪০
জিরানীয়া	২০১০০	২০১৮০	২০২১২	২০২৮০	১৭৮৩০
মোহনপুর	১৭৮১০	১৭৯৭০	১৭৯০২	১৭৯৭০	২০৭৭৫
বিশালগড়	২৯৯৭০	৩০১৪০	৩০১৭২	৩০০৯০	২৯৮৪০
মেলাঘর	২৭৮৮০	২৮১৩০	২৮০৬২	২৮১৩০	৪৪৩৮৫
মোট পশ্চিম ত্রিপুরা :—	১৩০০০০	১৩১২৬৭	১৩০৮৫৯	১৩১০১৭	১৩৮১১০
উদয়পুর	২৪৬৬০	২৪৮৮০	২৪৮১২	২৪৮৮০	২১৭৩০
অমরপুর	১২৩৬০	১২৪৭০	১২৪০১	১২৪৭০	১৪০৩০
বগাফা	১২৪৯০	১২৬১২	১২৫৫০	১২৬১১	১১২১৫
রাজনগর	১০৩২০	১০৪১২	১০৩৪৪	১০৪১২	১২৯৯০
সাতচাঁন্দ	২২৭০	২২৯০	২২২২	১১৯০	১২৮৭০
মোট দক্ষিণ ত্রিপুরা :—	৬২১০০	৬২৬৬৪	৬২৩৩০	৫২৬৬৪	৭২৭৯৫
মোট ত্রিপুরা :—	২৭৬৬৫০	২৭৯১৫০	২৭৮০০০	২৭৯০০০	২৮০০০০

Admitted Un-Starred Question No. 71

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Devartment be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি মার্ক-থ্রী, কয়টি মার্ক-টু স্যালু টিউবওয়েল, কয়টি রিং-ওয়েল এবং কয়টি সিনিটারী ওয়েল আছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২। এর মধ্যে কয়টি বর্তমানে নষ্ট হয়ে আছে ? (আলাদা আলাদা হিসাব এবং ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। নষ্টগুলি সারাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছি কি ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বর্তমানে ১০,৩৫৯টি মার্ক-থ্রী ও মার্ক-টু, ১৫,২৮৮টি সেলু-টিউবওয়েল, ২,২৪১টি রিং-ওয়েল এবং ৭,১০৩টি স্যানিটারী ওয়েল রয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ)

২। উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে বর্তমানে নষ্ট হয়ে আছে এরকম টিউবওয়েল ইত্যাদির সংখ্যা ৭৯৪টি মার্ক-থ্রী ও মার্ক-টু, ২.১২৮টি সেলুটিউবওয়েল, ৪৮২টি রিং-ওয়েল এবং ৪৮১টি স্যানিটারী ওয়েল রয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ)

জেলার নাম	ব্লকের নাম	মার্ক-থ্রী		মার্ক-টু		সেলুটিউবওয়েল		রিং ওয়েল		স্যানিটারী ওয়েল	
		সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল	সচল	অচল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পশ্চিম ত্রিপুরা	মেলাঘর	৬৮	৭	৪৯৮	১৭	১৪২০	৩৬	—	—	৪৫৫	১৪
	বিশালগড়	৭৮	৫	৪৩৮	৪৫	১০০৪	৬৩	—	—	৩০৬	২৮
	জম্পুইজলা	৫৬	—	১৪০	১০	২৬৫	১১	—	-	১৫৫	১১
	ডুকলী	৭৫	৫	২৫১	২১	৭০৫	৪০	—	---	১৭৯	৮
	মোহনপুর	৯৫	৫	৪২৫	৬৪	১০৪৪	১৪১	—	—	৪১১	৪০
	জিরানীয়া	১৩৩	৬	৩০২	২০	১১০৩	১১৪	—		২৪৬	৪৮
	মান্দাই	৫০	৫	১৯০	১৩	১৯৯	৮০	—	—	২১৬	৭
	তেলিয়ামুড়া	৯৪	৮	৩৭৯	৩২	৮৪৭	৮৪	—	—	২৩২	--
	খোয়াই	৯২	--	২৫২	১৮	৭৩১	২৭	—	—	২৫৩	—
	তুলাশিখর	৫৬	—	৮৪	১৩	৩০২	১৭	—	—	৫৫	২
	মোট :—	৭৯৭	৪১	৩০৬২	২৫৩	৭৫৪০	৬১৪	—	—	২৬০৮	১৬১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
উত্তর ত্রিপুরা		মার্ক-থ্রী/মার্ক-টু									
	১) কুমারঘাট	৭৫৭	১০৫	—	--	৯৭৪	৩২৫	৪৮৬	৬২	৩৩৫	৫৬
	২) পানিসাগর	৪০৭	১৮	—	--	৫০৯	১২১	২৮১	৭১	৮৮	—
	৩) কদমতলা	২৮৮	৮	—	--	৩১৪	৫২	৬৮	--	২৯০	১১
	৪) পেঁচারথল	১৬২	৪৫	—	—	...	—	২০১	৪৬	২৬৩	৬৫
	৫) দসদা	১২৫	১৮	—	–	—	--	১৪৬	৩২	৪৩৩	৬৮
	৬) জম্পুইহীল	—	—	—	—	—	—	—	—	২১	—
	মোট ঃ	১৭৩৯	১৯৪	—	—	১৭৯৭	৪৯৮	১১৮২	২১১	১৪৩০	১৯০
দক্ষিণ ত্রিপুরা		মার্ক-থ্রী/মার্ক-টু									
	১) অমরপুর	৪০৮	১০	—	—	৭৩৫	৩৬	৪৫	৯	২৪৬	---
	২) করবুক	৩৯৩	১৩	—	—	১২০	৪০	২	১৪	১৭৪	—
	৩) মাতাবাড়ী	৫৬০	৫০	—	—	১১২৯	১৩৩	--	১৪	৩০৬	---
	৪) বগাফা	৫৭২	৮	--	—	১৩২	৩৮	—	৩৭	১১৬	—
	৫) কিল্লা	১৮০	১২			১০৯৯	৩৩৪	১১০	৮	৪৩২	—
	৬) রাজনগর	৫১৭	৩১	—	—	৮৭৬	১৭৬	—	—	৩৮২	—
	৭) সাতচাঁদ	৩৯১	৩১	---	—	৫৪৩	৪৭	৫০	—	৩৬১	৫০
	৮) রূপাইছড়ি	২২৮	৬৩	---	—	১৫৯	৪৯	১১৫	—	১৩৬	৩০
	মোট ঃ —	৩১৪৯	২১৮	—	—	৬৭৯৩	৮৫৩	৩৩২	৮২	২১৫২	৮০
ধলাই	১) আমবাসা	২৩৫	২৬	--	—	৭৭	৪৬	১০০	৪৬	৭৬	২০
	১) সালেমা	৬৯৮	১৭	—	—	৮৭৩	৮৩	১৯৬	১	২২৩	—
	৩) ছামনু	১৪	৩	–	—	২	১	৫৪	৪	১৭৫	২৪
	৪) ডম্বুরনগর	২১৭	১৯	—	--	১৪	২	১১১	১০২	১১০	১
	৫) মনু	৪৩৮	১৩	—	–	১৯১	৩১	২২৬	৩৭	৪২৯	—
	মোট ঃ—	১৬১২	৮৮	—	—	১১৫৮	১৬৩	৭২৭	১৮৯	১০১৩	৪৫
		মার্ক-থ্রী মার্কটু									
	সর্বমোট ঃ—	১০,৩৫৯	৭৯৪		—	১,৫২৮৮	২,৯১৮	২,২৪১	৪৮২	৭.২০৩	৪৮১

৩নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নষ্টগুলি সারাই করার জন্য বি,ডি,ওদের মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 73

Name of the Member :—Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Ministei-in-change of the Appeintment & Services Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৯৮ ইং সনের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত রাজ্যে কর্মরত আই,এ, এস অফিসারদের বাড়ীতে টেলিফোন বিল (এস,টি,ডি/আই,এস,ডি) বাবদ কত টাকা পেমেন্ট করতে হয়েছে ? (জেলা ও বছর ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 74

Name of the Member :—Shri Billa Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮ ইং সনের মার্চ হইতে জুলাই '৯৮ ইং এই পাঁচ মাসের এস,আর,ই,পি/জে,আর,ওয়াই/ই,এ,এস স্কীমে রাজ্যে কত শ্রমিকদের কাজ হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। তাতে কি পরিমাণ সম্পদ স্থায়ীভাবে করা হয়েছে ?

৩। বর্তমান ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বৎসরে শ্রমদিবসের লক্ষমাত্রা কত ?

উত্তর

১। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

জেলার নাম	ব্লকের নাম	এস,আর,ই পি	জে,আর,ওয়াই	ই.এ.এস
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১) অমরপুর	—	৩,৬১৪	১,৫৪,২৬৮
	২) করবুক	—	১,৪৫৩	৭৭,৪৭৭
	৩) মাতাবাড়ী	—	২৮,২০৫	১,৩৮,৫৫৯
	৪) কিল্লা	—	৩,৫১৩	৩৪৯৭০
	৫) বগাফা	—	১৬,১৩৫	১,০১,২০২
	৬) রাজনগর	—	৬,৫০৯	৬৭,৯৭১
	৭) সাতচাঁন্দ	—	১৯,৫৭৯	১,০৯,৩৩৮
	৮) রূপাইছড়ি	—	১,০৬৯	৭৪,৮৭৬
	মোট :—	—	৮০,০৭৬	৭,৫৯,৬৬২

জেলার নাম	ব্লকের নাম	এস,আর,ই,পি	জে,আর,ওয়াই	ই,এ,এস
উত্তর ত্রিপুরা	১) কুমারঘাট	—	-	১৭,৭০০
	২) পানিসাগর	—	৬,৫০০	১,২২,৬০০
	৩) কদমতলা	—	৬,৪০০	৫৯,২০০
	৪) পেঁচারথল	—	৫,৭০০	৫০,০০০
	৫) দশদা	—	৩,৫০০	৮২,৭০০
	৬) জাম্পুইহীল	—	১,৪০০	১৫,৮০০
	মোট :—	—	২৩,৫০০	৩,৪৮,০০০
ধলাই	১) আমবাসা	—	৪৬,৩৩৭	১,২৬,৩২৬
	২) সালেমা	—	৮,৬৭১	৩৮,১২৫
	৩) ডম্বুরনগর	—	৩০,২৭৫	৯৪,০২৩
	৪) মনু	—	১৯,৮০১	৭০,২৩৭
	৫) ছাওমনু	—	২০,২৭৫	৮৭,৬০১
	মোট :—	—	১,২৫,৩৫৯	৪,১৬,৩১২
পশ্চিম ত্রিপুরা	১) মেলাঘর	—	—	১৭,০০০
	২) বিশালগড়	—	—	১৬,০০০
	৩) জম্পুইজলা	—	—	২৯,০০০
	৪) ডুকলী	—	৪,০০০	৪,০০০
	৫) মোহনপুর	—	৬,০০০	৮০,০০০
	৬) জিরানীয়া	—	—	১৯,০০০
	৭) মান্দাই	—	১৬,০০০	৩০,০০০
	৮) তেলিয়ামুড়া	—	৪,০০০	২৮,০০০
	৯) খোয়াই	—	১,০০০	১৯,০০০
	১০) তুলাশিখর	—	১১,০০০	৬৬,০০০
	মোট :—	—	৪২,০০০	৩,০৮,০০০
	সর্বমোট :—	—	২,৭০,৯৩৫	১৮,৩১.৯৭৪

২। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

জেলার নাম	ব্লকের নাম	স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ
উত্তর ত্রিপুরা	উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লকের সম্পদ সৃষ্টির হিসাব	উত্তর ত্রিপুরায় মোট ১৯৩টি প্রকল্পে কলা, সুপারী, নারিকেল, আনারস ইত্যাদির চাষ ও খাল খনন, নার্সারী, কাঁচা রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন, সামাজিক বনায়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রন, বাঁধ ইত্যাদি সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।
দক্ষিণ ত্রিপুরা	দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লকের সম্পদ সৃষ্টির হিসাব	১) খাল খনন—৬৬ ৯৮ কিমি। ২) নার্সারী—২০ গণ্ডা ৩) স্কুল মাঠ সমতল—৭টি ৪) রিক্রিয়েশন ঘর—১টি ৫) কাঁচা রাস্তা—৩৬.৫১ কিমি ৬) রাবার বাগান—২৫ হেক্টর ৭) শষ্যক্ষেত্র উন্নতিকরণ—৫.১৪ হেক্টর ৮) সেচ পুকুর—২টি
পশ্চিম ত্রিপুরা	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লকের সম্পদ সৃষ্টির হিসাব	১) সামাজিক বনায়ন ১৩০৫ হেক্টর ২) সেচ খনন—১০ কিমি ৩) গ্রাম্য রাস্তা—৪২ কিমি ৪) জলাশয় ৫৬ মিটার ৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ—২৭টি
ধলাই	ধলাই জেলার বিভিন্ন ব্লকে সম্পদ সৃষ্টির হিসাব	১) কালভার্ট ২টি ২) পাদাড্রেন ১টি ৩) চা বাগান ৬টি ৪) প্রস্রাবাগার—৩টি ৫) প্রাইমারী স্কুল—২টি ৬) ভূমি সংস্কার—৯ হেক্টর ৭) সেচখাল—১৫.৫ কিমি ৮) জলাশয়—৩০ হেক্টর ৯) রিক্রিয়েশন সেন্টার—১টি ১০) ব্যারাক—১টি

জেলার নাম	ব্লকের নাম	স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ
		১১) পুল—১টি
		১২) বালোয়াড়ী—১টি
		১৩) মৎস জলাশয়—৩৭টি
		১৪) লুঙ্গা বাঁধ—৮৮টি
		১৫) নালা—২টি
		১৬) মিনি ব্যারেজ—৯১টি
		১৭) সিজনেল বাঁধ—১টি
		১৮) গ্রাম্য রাস্তা—৬৩টি
		১৯) খাল—১৯টি
		২০) কালভার্ট—১টি

৩। বর্তমান বৎসরে চারটি জেলায় আর, ডি দপ্তর কর্তৃক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপ : —

জেলার নাম	ব্লকের নাম		১৯৯৮-৯৯ সনের জন্য ধার্য্য শ্রমদিবস
উত্তর ত্রিপুরা	১) কুমারঘাট		১১,২৫,০০০ শ্রমদিবস
	২) পানিসাগর		৬,০০,০০০ ,,
	৩) কদমতলা		৪,৫০,০০০ ,,
	৪) পেঁচারথল		৫,৫০,০০০ ,,
	৫) দশদা		১০,২৫,০০০ ,,
	৬) জম্পুইহীল		২,৫০,০০০ ,,
		মোট :	৪০,০০,০০০ ,,
দক্ষিণ ত্রিপুরা	সমস্ত ব্লক	মোট :	২৩,৯৮,৮৩০ শ্রমদিবস
পশ্চিম ত্রিপুরা	সমস্ত ব্লক	মোট :	১৮,৯০,০০০ শ্রমদিবস
ধলাই	১) আমবাসা		২,৪৬,০০০ শ্রমদিবস
	২) সালেমা		১,৭২,০০০ ,,
	৩) মনু		৫,৩০,০০০ ,,
	৪) ছাওমনু		১,৮০,০০০ ,,
	৫) ডম্বুরনগর		৩,০০,০০০ ,,
		মোট :—	১৪,২৮,০০০ শ্রমদিবস

Admitted Un-Starred Question No. 95

Name of the Member :- Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরে D.W.C.R.A. স্কীমে সারা রাজ্যে মোট কতটি কমিউনিটি হল, কয়টি মাল্টিপারপাস ওয়ার্ক শেড্ তৈরী করা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বৎসরে এই স্কীমে কয়টি কমিউনিটি হল এবং কয়টি মাল্টিপারপাস ওয়ার্ক শেড্ তৈরী করার পরিকল্পনা রয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বৎসরে D.W.C.R.A. স্কীমে সারা রাজ্যে মোট ২ (দুই)টি মাল্টিপারপাস ওয়ার্ক শেড্ তৈরী করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ :—

১৯৯৬-৯৭ অর্থ বৎসরে মাতাবাড়ী ব্লকে একটি এবং সাতচাঁন্দ ব্লকে একটি।

২। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বৎসরে এই স্কীমে কোন কমিউনিটি হল এবং মাল্টিপারপাস ওয়ার্ক শেড্ তৈরী করার পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত নেওয়া হয় নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 97

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে ইন্দিরা আবাসন এবং বি, পি, এল আবাসন প্রকল্পে কতজন ত্রিপুরাবাসী ঘর পেয়েছেন। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২। এর মধ্যে এস সি এস টি এবং জেনারেল কতজন। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং হইতে ২২শে জুলাই, ১৯৯৮ ইং পর্য্যন্ত উপরিউক্ত বিষয়ে কতজন ঘর পেয়েছেন। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৪। এর মধ্যে এস,সি এস,টি এবং জেনারেল কত ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে দক্ষিণ ত্রিপুরা বাদ দিয়ে ১৫,৭২৯ জন ত্রিপুরাবাসী ঘর পেয়েছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরার তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। এর মধ্যে ৩৯১৯ জন এস,সি, ৬৮৫২ জন এস টি এবং ৬৯৫৮ জন জেনারেল।

১নং ও ২নং প্রশ্নের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

জেলার নাম	ব্লকের নাম	আই.এ,ওয়াই, বি,পি.এল স্কীমে ঘর পেয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা			
		এস,সি	এস,টি	জেনারেল	মোট
পশ্চিম ত্রিপুরা	১) মেলাঘর	৪১০	২৪০	৩৬০	১০১০
	২) বিশালগড়	৪১০	৪১০	২৪০	১০৬০
	৩) জম্পুইহীল	—	৫২৮	৪৫	৫৭৩
	৪) ডুকলী	৩৫৫	১৫৮	২৯০	৮০৩
	৫) মোহনপুর	৩৫৯	৪৫১	৩৫০	১১৬০
	৬) জিরানীয়া	২৪০	৪১০	১৭৭	৮২৭
	৭) মান্দাই	—	৪৬০	৯০	৫৫০
	৮) তেলিয়ামুড়া	৩৩৫	৩৩৫	৪৪০	১১১০
	৯) খোয়াই	৩২৫	২৬০	৫৬৫	১১৫০
	১০) তুলাশিখর	—	৭৩০	১০০	৮৩০
মোট :—		২৪৩৪	৩৯৮২	২৬৫৭	৯০৭৩
ধলাই	১) আমবাসা	৯৪	১৬০	৪৬	৩০০
	২) সালেমা	২০২	৩৬১	১১১	৬৭৪
	৩) ছাওমনু	১৩১	২৮৩	৪৩	৪৫৭
	৪) মনু	১৪৪	২৭৪	৬৮	৪৮৬
	৫) ডম্বুরনগর	১৪১	২৭৪	৭০	৪৮৫
মোট :—		৭১২	১৩৫২	৩৩৮	২৪০২
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১) তথ্য সংগ্রহাধীন।				
উত্তর ত্রিপুরা	১) কুমারঘাট	১৯৩	৪৯৬	৩১৭	১৩৮৬
	২) কদমতলা	২১৬	৩৯	৩২৬	৭৮১
	৩) পানিসাগর	১৬৮	২১১	৪৭০	৮৪৯
	৪) পেঁচারথল	৭৬	৩৮২	১৮০	৬৩৮
	৫) দশদা	১২০	৩৯০	৯০	৬০০
মোট :—		৭৭৩	১৫১৮	১৯৬৩	৪২৫৪

৩। ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং হইতে ২২শে জুলাই, ১৯৯৮ ইং সময়ের মধ্যে কোন ঘর দেওয়া হয়নি।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 98

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। গত ৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে সারা রাজ্যে কতটি মার্ক-থ্রী এবং সেলো টিউবওয়েল বসানোর লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং এর মধ্যে কতটি বসানো হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২। ৯৮-৯৯ ইং অর্থ বৎসরে সারা রাজ্যে কতটি মার্ক-থ্রী এবং সেলো টিউবওয়েল বসাবার লক্ষ্যমাত্রা ছিল এবং এর মধ্যে কতটি বসানো হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

৩। ৯৮-৯৯ ইং অর্থ বৎসরে সারা রাজ্যে কতটি মার্ক-থ্রী এবং সেলো টিউবওয়েল বসানোর কাজ লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। ৯৬-৯৭ ইং সনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল মার্ক-থ্রী—১২৬৫টি এবং সেলো টিউবওয়েল ৯১২টি। বসানো হয়েছে মার্ক-থ্রী—১২৬৫টি এবং সেলো—২৯১টি।

২। ৯৭-৯৮ ইং সনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল মার্ক-থ্রী ৪৭৮টি এবং সেলো ৫৫টি। বসানো হয়েছে মার্ক-থ্রী ৪১৫টি এবং সেলো ৫৫টি।

৩। ৯৮-৯৯ ইং সনে মার্ক-থ্রী-এর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হয়েছে মোট ৬৫০টি। সেলো টিউবওয়েলের কোন লক্ষ্যমাত্রা নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ)

১নং ও ২নং প্রশ্নের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

জেলার নাম	ব্লকের নাম		১৯৯৬-৯৭ লক্ষ্যমাত্রা	১৯৯৬-৯৭ কাজ হয়েছে	১৯৯৭-৯৮ লক্ষ্যমাত্রা	১৯৯৭-৯৮ কাজ হয়েছে
১	২		৩	৪	৫	৬
পশ্চিম ত্রিপুরা	১) মেলাঘর	মার্ক-থ্রী	৩৯	৩৯	২১	২১
		সেলো টিউবওয়েল	—	—	—	—
	২) বিশালগড়	ঐ	৫৬	৬১	২২	২২
		ঐ	—	—	—	—
	৩) জম্পুইজলা	ঐ	৪৭	৪৭	৬	৭
		ঐ	—	—	—	—
	৪) ভুকলী	ঐ	৩০	৩৭	১২	১২
		ঐ	—	—	—	—

১	২		৩	৪	৫	৬
	৫) মোহনপুর	ঐ	৫৭	৬৭	৩৩	৩৩
		ঐ	—	—	—	—
	৬) জিরানীয়া	ঐ	৯৪	১১৬	২৪	২৪
		ঐ	—	—	—	—
	৭) মান্দাই	ঐ	৫২	৫২	২০	৩
		ঐ	—	—	—	—
	৮) তেলিয়ামুড়া	ঐ	৭১	৭৬	২৬	২৪
		ঐ	—	—	—	—
	৯) খোয়াই	ঐ	৪১	৫৬	২৫	২৫
		ঐ	—	—	—	—
	১০) তুলাশিখর	ঐ	৪১	৫৬	১০	১০
মোট :—		মার্ক-থ্রী	৫২৫	৬০৭	১৯৯	১৮১
		সেলো টিউবওয়েল	—	—	—	—
উত্তর ত্রিপুরা	১) কুমারঘাট	ঐ	১৩৫	১২৫	২২	৩৪
		ঐ	৩৫০	১০৯	৬	৬
	২) পানিসাগর	ঐ	৮০	৬৫	২১	২০
		ঐ	২৭০	৮২	২০	২০
	৩) কদমতলা	ঐ	৫০	৫৮	২০	২৯
		ঐ	২৭০	১০০	২৯	২৯
	৪) পেঁচারথল	ঐ	২০	১১	৯	৭
		ঐ	—	—	—	—
	৫) দশদা	ঐ	১৫	১২	১০	৮
		ঐ	—	—	—	—
	৬) জম্পুইহীল	ঐ	—	—	—	—
		ঐ	—	—	—	—
মোট :		মার্ক-টু/মার্ক-থ্রী	৩০০	২৭১	৮২	৯৮
		সেলো টিউবওয়েল	৮৯০	২৯১	৫৫	৫৫

১	২		৩	৪	৫	৬
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১) অমরপুর	ঐ	৪০	৩৭	২	২
		ঐ	—	—	—	—
	২) করবুক	ঐ	৪৬	২০	২০	১৬
		ঐ	—	—	—	—
	৩) মাতাবাড়ী	ঐ	৫৮	৫৮	২৩	২৩
		ঐ	—	—	—	—
	৪) কিল্লা	ঐ	২৫	১৯	২৯	·
		ঐ	—	—	—	—
	৫) বগাফা	ঐ	৪৮	৪৮	২৭	২৭
		ঐ	—	·	—	—
	৬) রাজনগর	ঐ	৫৩	৫৩	২১	১৯
		ঐ	—	—	—	—
	৭) সাতচাঁন্দ	ঐ	৪৮	৪৮	১৯	১৯
		ঐ	—	—	—	—
	৮) রুপাইছড়ি	ঐ	৪৫	৪৫	১৫	১৩
		ঐ	—	—	—	—
মোট :—		মার্ক-থ্রী	৩৬৩	৩২৮	১৫৬	১১৯
		সেলো টিউবওয়েল	—	—	—	—
ধলাই	১) আমবাসা	ঐ	—	—	১২	৮
		সেলো	—	—	—	—
	২) সালেমা	ঐ	৪০	৪০	১৫	২
		ঐ	৬	—	—	—
	৩) ছাওমনু	ঐ	—	—	—	
		ঐ	—	—	—	—
	৪) মনু	ঐ	২০	১৮	৮	১
		ঐ	১৬	—	—	—
	৫) ডম্বুরনগর	ঐ	১০	১	৬	৬
		ঐ	—	—	—	—
মোট :—		মার্ক-থ্রী	৭৭	৫৯	৪১	১৭
		সেলো টিউবওয়েল	২২	—	—	—

৩। মার্ক-থ্রী—৩০০টি। সেলো—নাই।

পশ্চিম ত্রিপুরা—(ব্লক ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এখনো ধার্য্য হয়নি)

জেলার নাম	ব্লকের নাম	মার্ক-থ্রী	সেলো টিউবওয়েল
উত্তর ত্রিপুরা	১। কুমারঘাট	৬০	—
	২। পানিসাগর	৪৫	
	৩। কদমতলা	৪৫	—
	৪। পেঁচারথল	২৫	—
	৫। দশদা	১৫	—
	৬। ছামনু ইত্যাদি		
	মোট :	১০০টি	—
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১। অমরপুর		—
	২। করবুক	—	—
	৩। মাতাবাড়ী	৫	—
	৪। কিল্লা	১০	—
	৫। বগাফা	১৫	—
	৬। রাজনগর	১০	—
	৭। সাতচাঁন্দ	১০	—
	৮। রূপাইছড়ি	—	—
	মোট :	৫০টি	—
ধলাই	১। আমবাসা	১০	—
	২। সালেমা	২৫	—
	৩। ছামনু	১০	—
	৪। মনু	৩৫	—
	৫। ডম্বুরনগর	২০	—
	মোট :	১০০টি	—

Admitted Un-Starred Question No. 104

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-change of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদের সংখ্যা কত, (এস-টি, এস-সি, আদার্স

আলাদা আলাদা এবং দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)।

২। কবে নাগাদ এই পদগুলি পূরণ করা হবে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Un-Starred Question No. 110

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ৯৬-৯৭, ৯৭-৯৮ ইং অর্থ বৎসরে LIGH এবং EWSS স্কীমে কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। ৯৮-৯৯ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট কতজনকে উপরিউক্ত স্কীমগুলিকে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। LIGH ও FWSS স্কীমদ্বায়১৯৯৫-৯৬ সালের Spillover fund দিয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে নিম্নোক্ত গৃহ ঋণ দেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	মহকুমার নাম	মোট কতজনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে LIGH	EWSS
১	২	৩	৪	৫
১)	পশ্চিম ত্রিপুরা	১। সদর	৫০	৬৪
		২। বিশালগড়	৩২	৩২
		৩। খোয়াই	৪২	৫৩
		৪। সোনামুড়া	৩৬	৪৮
মোট :—			১৬০	১৯৭
২)	উত্তর ত্রিপুরা	১। কৈলাশহর	১৬	১৮
		২। ধর্মনগর	৩১	৪০
		৩। কাঞ্চনপুর	৩১	৪১
মোট :—			৮৮	৯৯

১	২	৩	৪	৫
৩।	দক্ষিণ ত্রিপুরা	১। উদয়পুর	২৬	১০
		২। অমরপুর	--	—
		৩। সাব্রুম	৪০	৩০
		৪। বিলোনীয়া	৭৫	৭৯
মোট :—			১৪১	১২৯
৪)	ধলাই	১। আমবাসা	—	—
		২। কমলপুর	৩৬	৫৯
		৩। লংতরাইভ্যালী	২০	২৫
		৪। গণ্ডাছড়া	--	—
মোট :—			৫৬	৮৪
সর্বমোট :—			৪৭৫	৫০৯

১৯৯৭-৯৮ সালে উক্ত স্কীমদ্বয়ের অধীনে কাউকে ঋণ দেওয়া হয়নি।

২। ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বৎসরে LIGH প্রকল্পে বরাদ্দ রয়েছে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রা এখনও ধার্য্য করা হয়নি।

Admitted Un-Starred Question No. 111

Name of the Member : —Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে কতগুলি গৃহহীন পরিবারের গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে ? তাহার হিসাব।

২। রাজ্যে আরও কতগুলি পরিবার গৃহহীন অবস্থায় আছে ?

৩। তাহাদের গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং

৪। একটি গৃহ নির্মাণ বাবদ কত টাকা ব্যয় করা হয়ে থাকে ?

উত্তর

১। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে ৮২০৮টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে।

২। রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৪৯ হাজার পরিবার গৃহহীন অবস্থায় রয়েছে। (১৯৯৮-৯৯ ইং সনে বি,পি এল সার্ভে অনুযায়ী)।

৩। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের যৌথ প্রকল্প "ইন্দিরা আবাস যোজনায়" ধাপে ধাপে ঘর তৈরী করে গৃহ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি।

৪। অনুমোদিত প্রকল্পের রূপরেখা অনুযায়ী প্রতিটি গৃহ নির্মাণে ২২ হাজার ৫ শত টাকা করে খরচ হচ্ছে।

Admitted Un-Starred Question No. 114

Name of the Member :—Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বিগত ১৯৯৬-৯৭ ইং পর্য্যন্ত আনটাইড ফাণ্ডের ও গ্রামীন শ্রমিকদের কর্ম সংস্থানের জন্যে রাজ্য সরকার কত টাকা বরাদ্দ করেছেন ?

২। সরকারের বিভিন্ন স্কীম থেকে কুমারঘাট ব্লক অন্তর্গত কয়টি পঞ্চায়েতে কতজন গরীব লোককে ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ১৯৯৬-৯৭ আর্থিক বৎসর পর্যান্ত কোন আনটাইড ফাণ্ড অপারেট করেনি গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ১৯৯৬-৯৭ ইং সালে মোট ৩৮ কোটি ৩১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা গ্রামীন শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ করেছেন।

২। কুমারঘাট ব্লকের অন্তর্গত ৬৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ১১০০ জন দরিদ্রকে ঘর তৈরী করে দেয়া হয়েছে।

Admitted Un-Starred Question No. 115

Name of the Member :—Shri Birajit Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের বনদপ্তরের অর্থানুকূলে কফি চাষ করা হয়েছিল কিনা ?

২। যদি হয়ে থাকে তবে কোন্ কোন্ সালে বন দপ্তরের কত টাকা ঐ খাতে খরচ হয়েছে ?

৩। কত হেক্টর জমিতে কোন্ কোন্ মৌজায় কফি বাগান হয়েছে, এবং এখন পর্যন্ত কফি বাগান থেকে কত টাকা আয় হয়েছে ?

৪। কফি বাগানের বর্ত্তমান অবস্থা কি এবং কফি বাগানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বন দপ্তর থেকে পরিচর্য্যা বাবদ এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।
২। }
৩। } তথ্য সংগ্রহাধীন
৪। }

Admitted Un-Starred Question No. 116

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath & Billal Mia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৮ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর সমূহে কয়টি ডাই-ইন-হারনেস্ কেইসের চাকুরী হয়েছে? এবং

২। আরও কত ডাই-ইন-হারনেস্ কেইস এখন পর্য্যন্ত পেন্ডিং আছে? (আলাদা আলাদা হিসাব দপ্তর ভিত্তিক)

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Un-Starred Question No. 121

Name of the Member : Shri Prakash Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Employment Services & Manpower Planning be pleased to state :

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত এস,সি ও এস,টি কর্মচারীদের সংখ্যা কত?

২। স্পেশাল ড্রাইভের মাধ্যমে কতজন এস,সি এবং কতজন এস,টি প্রার্থীকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী প্রদান করা হয়েছে?

৩। এই ক্ষেত্রে ১০০ পয়েন্ট রোষ্টার প্রথা অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন

Admitted Un-Starred Question No 129

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appoinment & Services Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সদ্য টি,সি,এস এবং টি,পি,এস, গ্রেড-টু পরীক্ষার ফলাফল টি,পি,এস,সি কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের

কাছে পাঠিয়েছেন কিনা ?

২। পাঠিয়ে থাকলে সকল পরীক্ষার্থীদের নাম ও ঠিকানা কি এবং প্রাপ্ত নম্বর কত ? (মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার নম্বর প্রত্যেকের আলাদা আলাদা)।

উত্তর

১। হ্যাঁ। কেবলমাত্র সফল পরীক্ষার্থীদের নাম ও ঠিকানা টি,পি,এস,সি সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন।

২। টি,সি,এস/টি,পি,এস,সি সকল পরীক্ষার্থীদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তালিকা এই সঙ্গে পেশ করা হল। কিন্তু টি,পি,এস,সি সফল পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর পাঠাননি এবং নম্বর পাঠাবার রীতিও নেই।

1	2	3	4
1.	4610 (W)	Shri Udayan Sinha, S/o. Shri S. K. Sinha, C/o. Shri Bimal Sinha, Minister of Health and Urban Development, Quarter No. 9, Mantribari Road, Agartala, West Tripura.	pay to be fixed as per Rules.
2	838 (W)	Smti. Kuntal Das, D/o. & C/o. Shri Khagen Das, Ramnagar Road No. 6, P.O. Ramnagar, Pin-799002, Agartala, West Tripura.	—do—
3.	455 (W)	Shri Pankaj Chakraborty. S/o. & C/o. Shri Prasanta Chakraborty, Vill. Bankar, Khowai, S.N.V. Rd, P.O. Khowai, Pin-799201, West Tripura.	—do—
4.	4420 (W)	Shri Bhaskar Das Gupta, S/o. & C/o. Shri P. G. Das Gupta, 19, T. G. Road, P.O. Ramnagar, Pin-799002, Agartala, West Tripura.	—do—

1	2	3	4
5.	1729 (W)	Shri Nripendra Chandra Sarma, S/o. Late Bipin Sarma, C/o. Late Gopesh Bhattacharya, 'Satya Villa', Math Chowmuhani, Jail Road, P.O. Dhaleshwar, Pin-799007, Agartala, West Tripura.	pay to be fixed as per Rules.
6.	1129 (S)	Shri Tamal Majumder S/o. & C/o. Shri Sital Majumder, Vill. Damdama, P.O. Sabroom, Pin-799145, Dist. South Tripura.	—do—
7.	1140 (W)	Shri Nirmal Adhikari, S/o. & C/o. Shri Nani Gopal Adhikari, Vill. West Pratapgerh, P.O. Arundhatinagar, Pin-799003, Dist. West Tripura.	—do—
8.	1816 (W)	Shri Mnslem Uddin Ahmed, S/o. Late Charu Miah, Vill. Aralia, P.O. Sonamura, Pin-799131, West Tripura.	—do—
9.	4529 (W)	Smti. Sujata Dam, D/o. & C/o. Late Sukhes Chandra Dam, Agartala, P.O. Kunjaban, Pin-799006, Dist. West Tripura.	—do—
10.	1 (W)	Shri Sankar Debnath, S/o. & C/o. Shri Suresh Ch. Debnath. Vill. A. D. Nagar (Gajaria), Sarbadharma Mission Coloney, Pin-799003, Agartala, West Tripura.	—do—

1	2	3	4
11.	1623 (W)	Shri Sanjoy Chakraborty. S/o. & C/o. Shri Durganath Chakraborty, Vill. Jogendranagar, P.O. Jogendranagar, Pin-799010, Dist. West Tripura.	pay to be fixed as per Rules.
12.	4586 (W)	Smti. Soma Deb. D/o. Shri Sankar Kr. Deb C/o. Smti. Gouri Sen, Old Kalibari Lane, Krishnanagar, P.O. Agartala, Pin-799001, Dist. West Tripura.	—do—
13.	1418 (W)	Smti. Aditi Majumder, D/o. & C/o. Mr. N. B. Majumder, Vill. Kunjaban, P.O. Abhoynagar, Pin-799005, Agartala, West Tripura.	—do—
14.	1883 (W)	Shri Ratan Biswas, S/o. & C/o. Shri Premananda Biswas, Vill. Bairagi Para, P.O. Ishanpur, Pin-799212, Dist. West Tripura.	—do—
15.	222 (W)	Shri Bimal Riang, (ST) S/o. Late Khachandra Riang, C/o. Shri Chandrama Deb Barma, Nazir Bari, Near Weights and Measure Office, Advisor Chowmuhani, Krishnanagar, P.O. Agartala, Pin-799001, West Tripura.	—do—
16.	645 (W)	Shri Bimal Riang, (ST) S/o. Shri Khachandra Riang, C/o. Anil Deb Barma, Krishnanagar, Old Kalibari Lane, P O. Agartala, Pin-799001, Agartala, Dist. West Tripura.	—do—

1	2	3		4
17.	890 (S)	Shri Birpada Murasing, S/o. & C/o. Shri Dharma Kumar Murasing, Vill. & P.O. Rani, Pin-799105, Dist. South Tripura.	(ST)	pay to be fixed as per Rules
18.	792 (W)	Shri Tapan Kumar Das, S/o. Late Ramanath Ch. Das, C/o. Shri Madan Das, Vill. Boxanagar, P.O. Boxanagar, Pin-799106, Dist. West Tripura.	(SC)	—do—
19.	3072 (W)	Smti. Rakhi Biswas, D/o. & C/o. Shri Nishi Kanta Biswas, Vill. Jogendranagar, Vidyasagar Road, P O. Jogendranagar, Pin-799010, Agartala, West Tripura.	(SC)	—do—
20.	1773 (W)	Shri Sankha Subhra Deb Barman, S/o. & C/o. Shri Salil Deb Barman, 10, Radha Mohan Sarani, PO. Agartala, Pin-799002, Dist. West Tripura.	(ST)	—do—
21.	1389 (W)	Shri Uttam Mandal, S/o. Late Harendra Ch. Mandal, C/o. Shri Jadab Majumder, Vill. Chowranghe Para, P.O. A. D. Nagar, Pin-799003, Agartala, West Tripura.	(SC)	—do—
22.	239 (W)	Shri Ajit Sukla Das, S/o & C/o. Shri Sukumar Sukla Das, Vill. Madhya Chari Para, P.O. Madhya Chari Para, Pin-799003, Dist. West Tripura.	(SC)	—do—

1	2	3		4
23.	6439 (W)	Shri Hiralal Deb Barma, S/o. Shri Radha Charan Deb Barma, C/o. Shri Biralal Deb Barma, Vill. Durga Chowdhury Para, P.O. Khas Noagaon Via-Khayerpur, Pin-799008, Agartala, West Tripura.	(ST)	pay to be fixed as per Rules.
24.	125 (S)	Shri Ananda Hari Jamatia, S/o. & C/o. Shri Ananta Hari Jamatia, Vill. Daria Bagma, P.O. Bagma Bazar, Pin-799119, Dist. South Tripura.	(ST)	—do—
25.	419 (W)	Shri Suithuifru Mog, S/o. Late Sashila Mog, C/o. Office of the Accountant, General (A & E), P.O. Kunjaban, Pin-799006, Agartala, West Tripura.	(ST)	—do—
26.	141 (W)	Shri Usha Jai Mog, S/o. Shri Mongsajai Mog, C/o. Commissioner of Taxee, Palace Compound, P.O. Agartala, Pin-799001, West Tripura.	(ST)	—do—
27.	632 (W)	Shri Manik Lal Das, S/o. & C/o. Late Bharat Chandra Das, Vill. Malay Nagar, P.O. Renters Collony, Pin-799004, Agartala, West Tripura.	(SC)	—do—
28.	639 (W)	Shri Ratan Jit Deb Barma, S/o. & C/o. Shri Uma Charan Deb Barma, Finance Department (Gl.) Branch, Civil Secretariat, P.O. Agartala, Pin-799001, West Tripura.	(ST)	—do—

1	2	3	4
29.	67 (W)	Shri Usha Ranjan Deb Barma, (ST) S/o. & C/o. Shri Mahendra Ch. Deb Barma, Vill. & P.O. Kamaighat, P.S. Sidhai, Dist. West Tripura.	pay to be fixed as per Rules.
30.	5006 (W)	Shri Santosh Das, (SC) S/o. Shri Achhali Das, C/o. Tripura Public Service Commission, P.O. Agartala, Pin-799001, West Tripura.	—do—
31.	3545 (W)	Shri Devananda Reang, (ST) S/o. Shri Sachindra Reang, C/o. Mr. Puranjoy Reang, St. Paul's School, P O. Arundhutinagar, Pin-799003, Agartala, West Tripura.	—do—
32.	1267 (W)	Shri Tarun Deb Barma, (ST) S/o. Shri Hakim Deb Barma, C/o. Balin Deb Barma, S.I.P.A.R.D., A. D. Nagar, Agartala, P.O. Arundhutinagar, Pin-799003, West Tripura.	—do—
33.	6429 (W)	Shri Tinkhuma Darlong, (ST) S/o. Shri Lalhnenga Darlong, Mission Compound, P.O. Arundhutinagar, Pin-799003, Dist. West Tripura.	—do—
34.	434 (Megalya)	Shri Dhan Babu Reang, (ST) S/o. Shri Ram Basai Reang, C/o. Tripura Boy's Hostel, Shillong, P.O. Madanriting, Pin-793021, Dist. East Khasi Hills, Meghalaya.	—do—

1	2	3		4
35.	328 (W)	Shri Dasarath Deb Barma, S/o. & C/o. Shri Samprai Deb Barma, Vill. Balaram Thakur Para, P.O. Champak Nagar, Pin-799045, Dist. West Tripura.	(ST)	pay to be fixed as per Rules.
36.	6269 (S)	Shri Khagendra Reang, S/o. Late Dhumcha Roy Reang, C/o. Dhaha Manta Reang, Vill. Sonachara, PO. Sechua Bazar, Pin-799101, Dist. South Tripura.	(ST)	—do—
37.	2874 (W)	Shri Dhananjoy Deb Barma, S/o. Shri Dayendra Deb Barma, C/o. Shishir Deb Barma, Harish Thakur Road, Krishnanagar, P.O. Agartala, Pin-799001, Dist. West Tripura.	(ST)	—do—

ANNEXURE—II

TRIPURA POLICE SERVICE GRADE—II

Serial No.	Roll No.	Name & Address of the Candidates	Remark
1	2	3	4
1.	2138 (N)	Shri Pradip Dey, C/o. Shri Pravat Chandra Dey, Vill. & P.O. Raghna, Dharmanagar, North Tripura, Pin-799251,	pay to be fixed as per Rules.
2.	5425 (S)	Shri Uttam Kumar Bhoumik, S/o. Shri Amrita Lal Bhoumik, Vill. & P.O. Sarashima, Police Station Belonia, South Tripura.	—do—

1	2	3	4
3.	327 (W)	Shri Krishnendu Chakraborty, S/o. Shri Krishna Ranjan Chakraborty, Vill. Srinagar Road No.-3, P.O. Arundhutinagar, Dist. West Tripura, Pin-799003,	—do—
4.	758 (W)	Shri Prabir Majumder, S/o. Shri Jatindra Kr. Majumder, C/o. Dr. Anup Sarkar, Dhaleswar Nutan Palli Road No.-5, Dhaleswar, Agartala, Pin-799007.	—do—
5.	4349 (W)	Shri Sankar Debnath, S/o. Shri Chandra Sekhar Debnath, C/o. Shri Sukhamay Bhaumik, Vill. Mohanpur Bazar, Majlispur, Pin-799035, West Tripura.	—do—
6.	2597 (W)	Shri Rati Ranjan Debnath, S/o. Shri Binode Behari Debnath, Shyama Prased Colony, Ananda Nagar, P.S. East Agartala, Dist. West Tripura, Pin-799004.	—do—
7.	3710 (W)	Shri Kamal Chakraborty, S/o. Shri Syamapada Chakraborty, C/o. Shri Nagendra Majumder, Dhaleswar, Agartala, Pin-799008,	—do—

Sl. No.	Name & Address of the Candidate
8.	Shri Sanjoy Roy, S/o. Bidya Bhusan Roy, Vill. & P.O. Jogendranagar, P.S. East Agartala. Dist. West Tripura, Pin-799 001.
9.	Shri Sisir Kumar Roy, S/o. Lt. Paresh Lal Roy, C/o. Ramesh H. S. School, P.O. & P.S. R. K. Pur, Dist. South Tripura, Pin-799 120.
10.	Shri Tapan Kr. Debnath, S/o. Shri Nibaran Ch. Debnath, C/o. Nishikanta Saha of Hospital Rd. Extension, Gandhighat, Agartala, Pin-799 001.
11.	Shri Subrata Chakraborty, S/o. Shri Herabma Chakraborty of Vill. Katashewla, Jogendranagar, P.S. East Agartala, Dist. West Tripura, Pin-799 010.
12.	Shri Abhijit Choudhuri, S/o. Shri Ranjit Ranjan Choudhury of Sarashima, P.O. Sarashima, Belonia, South Tripura, Pin-799 155.
13.	Shri Nandan Sarkar, S/o. Shri Phanindra Bhusan Sarkar of Bardowali, P.O. Arundhutinagar, P.S. West Agartala, Dist. West Tripura, Pin-799 003.
14.	Kumari Sudeshna Bhattacharya, D/o. Shri Satyabrata Bhattacharya of Ramnagar Road No. 10, Agartala, Pin-799 002.
15.	Shri Bhanu Pada Chakraborty, S/o. Lt. Ram Chandra Chakraborty, C/o. Lt. Ram Chandra Chakraborty of Netajinagar, P.O. & P.S. Teliamura, Dist. West Tripura.

1	2	3	4
16.	5787 (W)	Shri Kamalendu Bikash Das, S/o. Late Anil Bikash Das, C/o. Smti. Nilima Das of Pyari Babur Bagan, P.S. West Tripura, Pin-799001.	—do
17.	5029 (W)	Shri Jayanta Chakraborty, S/o. Shri Joydeb Chakraborty of Akhaura Road, P.O. Ramnagar, P.S. West, Agartala, West Tripura, Pin-799002.	—do—
18.	3027 (N)	Shri Monojit Majumder, S/o. Dr. Rakhal Ch. Majumder, Vill., P.O. & P.S. Kailasahar, North Tripura, Pin-799277.	—do—
19.	3718 (SC) (W)	Shri Dilip Roy, S/o. Shri Gopal Ch. Roy, C/o. Indra Mohan Debnath, P.O. Dhaleswar, Agartala-799007.	—do—
20.	3449 (SC) (W)	Shri Chinmoy Roy, S/o. Shri Laxmi Narayan Roy, Vill., P.O. & P.S. Amtali, West Tripura, Pin-799130.	—do—
21.	297 (SC) (S)	Shri Manik Das, S/o. Shri Harbilas Das, C/o. Janardhan Saha, Vill., P.O. & P.S. Santir Bazar, South Tripura.	—do—
22.	290 (SC) (W)	Shri Pinaki Samanta, S/o. Shri Jogendra Ch. Samanta of Ramkrishna Ashram Road, Agartala, P.O. Agartala, P.S. West Agartala, Dist. West Tripura.	—do—

1	2	3	4
23.	4297 (ST) (W)	Shri Lal Singh Hrangkhawl, S/o. Shri Rabi Roy Hrangkhawl, Vill. Rankhal Para, P.O. & P.S. Teliamura, West Tripura.	—do—
24.	178 (SC) (W)	Shri Timir Das, S/o. Shri Tapan Das of Ranjit Nagar, PO. Ramnagar, Pin-799002, Agartala.	—do—
25.	3587 (SC) (W) Speed Post.	Shri Ananta Mahishya Das, S/o. Shri Nandalal Mahishya Das of H/No. SMQ. 49/4, Air Force Station, Pathankot, P.S. Pathankot, Dist. Gurudaspur, Pin-145001.	—do—
26.	2555 (ST) (D)	Shri Nagendra Deb Barma, S/o Late Kusum Deb Barma, C/o. Madhu Laxmi Deb Barma of Vill. Baralutma, P.S. Salema, Dhalai, Pin-799286.	—do—
27.	2752 (ST) (D)	Shri Bijoy Deb Barma, S/o. Shri Nikunja Deb Barma, C/o. S. D. O. Longtharai Valley, P.O. Chailengia, Pin-799273, P.S. Manu, Dhalai.	—do—
28.	6232 (SC) (S)	Shri Anup Kumar Das, S/o. Shri Chand Mohan Das of Vill. Chanban, P.O. R. K. Pur, South Tripura.	—do—

1	2	3	4
29.	477 (ST) (N)	Shri Lalhruaia Darlong, S/o. Shri Roikhuma Darlong of Darchoi, P.O. Kumarghat, P.S. Fatik Roy, Dist. North Tripura.	—do—
30.	309 (SC) (W)	Shri Kalyan Sarkar, S/o. Shri Kartik Ch. Sarkar of Gandhi Gram, P.S. Airport, West Tripura, Pin-799012.	—do—
31.	3758 (SC) (S)	Shri Haripada Das, S/o. Shri Banamali Das of Village Badarmokam (Badar sathe bari) Udaipur, P.S. R. K. Pur, South Tripura, Pin-799120.	—do—
32.	3107 (ST) (W)	Shri Dilip Deb Barma, S/o. Shri Nilmoni Deb Barma of Mahania Para, P.O. Golaghati, P.S. Takarjala, West Tripura, Pin-799102.	—do—
33.	18 (ST) (W)	Shri H. Sunga Darlong, S/o. Hrengkhuma Darlong, C/o. ST. Paul's School, Agartala, P.O. A. D. Nnagar, Pin-799003.	—do—
34.	9 (ST) (S)	Shri Apan Jamatia, S/o. Shri Ananta Hari Jamatia of Daria Bagma, P.O. Bagma Bazar, P.S. R. K. Pur, Dist. South Tripura.	—do—

1	2	3	4
35.	488 (ST) (W)	Shri Hirendra Deb Barma, S/o Late Abhiram Deb Barma, C/o. Doordarshan Staff Qrt. Complex, 'C' Block No. G/13, Badharghat, P.O. A. D. Nagar, P S Amtati, West Tripura.	—do—
36.	553 (ST) (S)	Shri Atul Deb Barma, S/o. Late Mathur Ch. Deb Barma, C/o. S D O. Office, Belonia, South Tripura.	—do—
37.	507 (ST) (S)	Shri Lakshmi Charan Jamatia, S/o. Late Bahadur Chandra Jamatia of Darkathang, P.O Manikya, P.S. Killa, South Tripura.	—do—
38.	6310 (ST) (W)	Shri Tapan Deb Barma, S/o. Shri Aswini Deb Barma, C/o. Buddha Deb Barma of Abhoynagar, P.O. Abhoynagar, P.S East Agartala, Dist. West Tripura, Pin-799005.	—do—
39.	852 (ST) (N)	Shri Chandra Krishna Malsom, S/o Shri Ganga Prasad Malsom, C/o. Industrial Training Institute, P.O. & P.S. Kailasahar, North Tripura.	—do—
40.	3686(ST) (W)	Shri Amarjit Deb Barma, S/o Late Mangaljoy Deb Barma C/o Girindra Deb Barma of Latha Bari, P.O. Bachai Bari, Khowai, Pin-799206.	—do—

Admitted Un-Starred Question No. 130

Name of the Member :—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resources Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কয়টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কয়টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র দপ্তরের নিজস্ব জায়গায় রয়েছে ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বৎসরে সারা রাজ্যে কয়টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে ;

এবং

৪। সেগুলি কোথায় কোথায় ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে মোট ৩৮৭ (তিনশত সাতাশি)টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :— আগরতলা—৪৪, বিশালগড়—৪৩, সোনামুড়া—৩৮, খোয়াই—৩৭, উদয়পুর—৩৪, সাব্রুম—২১, অমরপুর—১৯, বিলোনীয়া—৩৭, আমবাসা—৭, গণ্ডাছড়া—৪, লংতরাইভ্যালী—৮, কাঞ্চনপুর—১৯, কমলপুর—১৬, কৈলাশহর—৩১ এবং ধর্মনগর—২৯টি)।

২। এর মধ্যে মোট ৯৪ (চুরানব্বই)টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র দপ্তরের নিজস্ব জায়গায় আছে। (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :— আগরতলা—১৭, বিশালগড়—১২, সোনামুড়া—১৪, খোয়াই—৪, উদয়পুর—১২, সাব্রুম—২, অমরপুর—৬, বিলোনীয়া—১০, আমবাসা—১, গণ্ডাছড়া—১, লংতরাইভ্যালী—৩, কাঞ্চনপুর—১, কমলপুর—৬, কৈলাশহর—৩ ও ধর্মনগর—২টি)।

৩। এখনও এই বিষয় কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 132

Name of the Member :— Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। সরকারী কর্মচারীদের বদলির ব্যাপারে রাজ্যে বর্তমানে কোন বদলি নীতি চালু আছে কিনা ?

২। ১৯৯৩ ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ৪ঠা আগষ্ট, ৯৮ ইং পর্যন্ত কতজন সরকারী কর্মচারীকে সারা রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে বদলি করা হয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)।

৩। উপরোক্ত সময়ে এই বদলির কোন টি.এ,ডি,এ এবং আনুষাঙ্গিক বাবদ কত টাকা সরকারী কোষাগার থেকে ব্যয়িত হয়েছে ?

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর।
২নং প্রশ্নের উত্তর।
৩নং প্রশ্নের উত্তর।

} তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-Starred Question No. 136

Name of the Member :—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। বর্তমান অর্থ বছরে যে সমস্ত গৃহহীন পরিবারকে বাসগৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা কি ; এবং

২। ১৯৯৬-৯৭ ইং অর্থ বছরে কত সংখ্যক বাসগৃহ গৃহহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বছরে এখন পর্যান্ত কোন বাসগৃহ নির্মাণ করা হয় নি।

২। ১৯৯৬-৯৭ ইং সনে মোট ৮২০৮টি ঘর গৃহহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছিল।

WRITTEN STATEMENT LAID ON THE TABLE

Annexure—C

Reply laid on the table of the House on 27/08/1998 by the Home Minister to the Calling Attention Notice given by Shri Amitabha Datta, Member of Tripura Legislative Assembly.

"রাজ্য সরকারের চাহিদা অনুযায়ী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনী প্রেরণ সম্পর্কে" —

রাজ্যে নিম্নে উল্লিখিত নিরাপত্তা বাহিনী বর্তমান

১) সেনাবাহিনী— দুই ব্যাটেলিয়ন।
২) আসাম রাইফেলস্— তিন ব্যাটেলিয়ন।
৩) সি, আর, পি, এফ— এগার ব্যাটেলিয়ন।
৪) বি, এস, এফ— আট ব্যাটেলিয়ন।
৫) টি, এস, আর— তিন ব্যাটেলিয়ন।

১৯৯৮ ইং সালে ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচনের পর এক ব্যাটেলিয়ন সেনাবাহিনী এবং এক ব্যাটেলিয়ন আসাম রাইফেলস্ ত্রিপুরা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

রাজ্যস্তরে নিরাপত্তা সম্পর্কীয় সমন্বয় কমিটির হিসাব অনুযায়ী কমপক্ষে আরও সাত ব্যাটেলিয়ন (আসাম রাইফেলস্/সেনাবাহিনী) প্রয়োজন। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্ম কর্তাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে রাজ্য সরকারের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যের সীমান্তে আঠার ব্যাটেলিয়ান বি, এস, এফ মোতায়েনের প্রয়োজন। সীমান্ত প্রহরা ছাড়াও বি, এস, এফ বাহিনীকে উগ্রপন্থী তৎপরতা বিরোধী কাজের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বলা হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ৫ই আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং নয়াদিল্লীতে এক উচ্চ পর্য্যায়ের বৈঠক হয়। এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন এবং ত্রিপুরা থেকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও পুলিশ প্রধান। এই বৈঠকে আরও নিরাপত্তা বাহিনী দেওয়ার দাবী জানানো হয়। এই বৈঠকের পরে ৬ই আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে আবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকেও অধিক সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী প্রদানের সুনির্দিষ্ট দাবী পূর্ণ ব্যক্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, রাজ্যে অতিরিক্ত বাহিনী প্রেরণ করা হবে। যাহা হউক আশ্বাস অনুযায়ী অদ্যাবধি অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী পাঠানো হয় নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোনে কথা হয়। কাঞ্চনপুরে যাত্রীবাহী বাসে বৈরী আক্রমণের ঘটনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গোচরে আনা হয়। পুনরায় ২৬শে আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে টেলিফোনে আলোচনা করেন এবং উভয় বারই আলোচনার সময় রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ ত্বরান্বিত করার অনুরোধ করা হয়।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDNR THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Friday, the 28th August, 1998

The House met in the Assembly House Agartala at 11 A. M. on Friday the 28th August, 1998.

P R E S E N T

Shri Jitendra Sarkar, Hon'ble Speaker, in the Chair, The Chief Minister, Deputy Speaker 16 Ministers and 37 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলো সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লিখিত করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং– ২১।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—২১।

প্রশ্ন

১। খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহগুলি কোন্ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল ?

২। ইহা কি সত্য যে, বর্তমানে বিদ্যালয় গৃহগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, এবং

৩। উপরোক্ত বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণ করার জন্য বর্তমান অর্থ বর্ষে বিবেচনা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ৭টি গৃহ ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬০ সালের নির্মাণ করা হয়েছিল এবং একটি গৃহ ১৯৮০ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল।

২। ৩টি গৃহ বাদে সবগুলি গৃহই মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

৩। হ্যাঁ, আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করে খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাকা, বাড়ী নির্মাণের কাজ বিবেচনা করা হবে।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন যে, ৫৮ ইংরেজীতে এই স্কুলের গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। এতদিন বাদে আমরা জানি স্থানীয়ভাবে, আপনিও জানেন, পি, ডব্লিউ, ডি, দপ্তর বলেছে যে, উপরে উঠে এই ঘর মেরামত করা সম্ভব নয়। উপরে ওঠে যদি কেউ মেরামত করতে যায়, ভেঙ্গে পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা। হাজারের উপর, প্রায় দেড় হাজারের মত ছাত্রী এই স্কুলে পড়াশুনা করছে। এই অবস্থায় বর্তমান বৎসরেই এই স্কুল ঘরটি পাকা বাড়ী নির্মাণ করার কথা বিবেচনা করা হবে কিনা? বাজেট যদি অন্য স্কুল করা হয় তাহলে এই স্কুলটা নির্মাণ করার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করবেন কিনা?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— টাকা পয়সার সংকট আছে এর মধ্যে আমরা সেখানে ৪ কক্ষ বিশিষ্ট একটা পাকাঘর নির্মাণের জন্য শিক্ষা বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলি দেখছেন। যদি অর্থের সংকুলান করা যায়, নিশ্চয়ই আমরা প্রায়রিটির ভিত্তিতে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রকাশ চন্দ্র দাস।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস (বামুটিয়া) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৯২

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৯২

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, বামুটিয়ায় রবিকুমার হাইস্কুল, গোপালনগর হাইস্কুল, বেড়িমুড়া এইচ এস স্কুল সহ তেপাড়িয়া হাই স্কুল সমূহের গৃহগুলি ভগ্ন প্রায় হওয়াতে বর্ষায় এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে,

২। যদি সত্য হয় উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলির জন্য পাকা গৃহ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না,

৩। না থাকলে বর্ষায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার যে অসুবিধাগুলি হচ্ছে সেগুলি নিরসনে স্থায়ী কি ব্যবস্থা নেওয় হবে, এবং না নেওয়া হলে এর কারণ?

উত্তর

১। আংশিক সত্য

২। বর্তমানে নাই।

৩। ইতিমধ্যে বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার ও নির্মাণের জন্য গোপালনগর হাইস্কুল, রবিকুমার হাইস্কুল, তেপাড়ীয়া হাইস্কুল, দেবিমুড়া হাইস্কুলকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেছেন আংশিক সত্য এবং সেগুলি স্থায়ীভাবে পাকা গৃহ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা দপ্তরের নেই। বর্তমানে শুধু মেরামতের জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই মাননীয় মন্ত্রীর জানা আছে যে বিশেষ করে যে স্কুলগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, রবিকুমার হাইস্কুলের শতকরা ৮০ ভাগ তফসিলী জাতির ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করছে। গোপালনগরে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ তফশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করে। দেবীমুড়ার একই অবস্থা, প্রায় ৭০ ভাগ তফসিলী জাতি এবং কিছু উপজাতিও আছে, সেখানে পড়াশুনা করে। আর তেতাবাড়ীতে প্রায় শতকরা ৯৫ জন তফসিলী জাতির ছাত্রছাত্রীরা সেই স্কুলে পড়াশুনা করছে। কাজেই এই যে তফসিলী জাতি উপজাতির উন্নয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে বা সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় প্রতি বছর বাজেট নেওয়া হয়। কিন্তু তাতে তারা যে বসে একটু সুন্দরভাবে পড়াশুনা করবে বা স্কুলের যে একটা ভাল পরিবেশ হবে সেটা কিন্তু হচ্ছে না। সেখানে স্কুল ঘরগুলি ভাঙ্গা এবং বৃষ্টি হলে বিদ্যালয়ের ভিতরে জল পড়ছে এটা উনি নিজেও স্বীকার করেছেন। তার নিরসনের জন্য সামান্য টাকা দিয়েছেন বলেছেন। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে তফসিলী জাতি উপজাতির এলাকার উন্নয়ন এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেগুলি চিন্তা করে এই অর্থ বৎসরে এই স্কুলগুলিতে পাকা গৃহ নির্মাণ করবেন কিনা এই ব্যাপারে আমার অনুরোধ রইল আশা করি উনি এই ব্যাপারে কিছু বলবেন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ঘর যদি ভাঙ্গা হয় তা শুধু তফসিলী জাতি উপজাতির বা ও বি সির মাথায় জল পড়ে না, জেনারেলের মাথায়ও জল পড়ে এবং কলেভিজে বই নষ্ট হয়। কাজেই এর ভিত্তিতে কোন প্রায়রিটি হয় না। তবে যারা পশ্চাদপদ নিশ্চয়ই তাদের প্রায়রিটি থাকবে। ঘর নির্মাণের ব্যাপারে আমি এখনই কিছু বলতে পারব না কারণ আমার কাছে টাকা নেই। তবে এই স্কুলগুলির জন্য মেরামতি ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য যে টাকাটা সেংশন হয়েছে এটা আমি বলতে পারছি। রবিকুমার হাই স্কুলের জন্য সেংশন হয়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তেতাবাড়ী হাই স্কুলের জন্য ৭ হাজার টাকা। গোপালনগর হাই স্কুলের জন্য ৭০ হাজার টাকা। দেবীমুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, সেংশন হয়েছে। কাজেই সাধ্য মত করা হচ্ছে। কিন্তু একটা পাকা বাড়ী তৈরী করতে গেলে কম পক্ষে ১০ লক্ষ টাকা মিনিমাম

সরকার এই আর্থিক বরাদ্দ আমাদের সাধ্যের মধ্যে এখন নেই। কাজেই যতটুকু সম্ভব আমরা করার চেষ্টা করছি এবং যদি সুযোগ আসে নিশ্চয় দেখা হবে।

শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, সবার মাথায়ই বৃষ্টি পড়ে আমি এই জন্যই বলেছি যে, অন্যরাও আছে যারা এই স্কুলে পড়াশুনা করে তারাও আছে। সবাই শুধু তফসিলী জাতি উপজাতির না বা তাদের মাথায়ই শুধু বৃষ্টি পরে একথা আমি বলিনি। স্পেশাল কম্পোনেন প্ল্যান আমাদের যে বাজেট করা হয়েছে এই বাজেট এলোকেশানে নিশ্চয়ই তফসিলী জাতি উপজাতির জন্য শতকরা যে টাকাটা খরচ করার কথা সেটা সরকারের নির্দেশ রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ও নির্দেশ রয়েছে। কাজেই সেই নির্দেশ থাকা সত্বেও এই টাকাগুলি প্ল্যান মাফিক বা নির্দেশ অনুযায়ী খরচ করা হচ্ছেনা। যার ফলে এই এলাকায় উন্নয়ণে যতখানি হওয়ার কথা সরকারী ভাবে গৃহ নির্মাণ বা অন্যান্য উন্নয়ণ মূলক কাজ সেগুলি সেইভাবে হচ্ছে না। কাজেই উনি যেহেতু তফসিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বে রয়েছেন সেই জন্য তফসিলী জাতির কল্যাণে যে টাকা নির্দেশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের স্পেশাল কম্পোনেন প্ল্যান ও বাজেট থেকে আলাদা করে খরচ করার যে ব্যবস্থা সেটা করবেন কিনা মানে সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করে এটা করবেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্পেশাল কম্পোনেন যে প্ল্যান তাতে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে, যেমন, অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি আছে, পি ডব্লিউ, ডি আছে, তারপর পঞ্চায়েত আছে। প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা ব্যাপার। এস সি ওয়েলফেয়ার একমাত্র বোর্ডিং হাউস ছাড়া আর কোন খরচ করেনা স্কুলের জন্য। এডিউকেশানের জন্য আলাদা বাজেট থাকে। এ ছাড়া বর্ডার প্রজেক্ট আছে, ও বি-ডি-ওর বিভিন্ন স্কীমে আছে। এডিউকেশানের জন্য আলাদা আছে সেখানে আমরা যে টাকা বরাদ্দ পাচ্ছি সেই টাকা সেইভাবে খরচ করছি এবং গত ৫ বছরের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে অনেক জায়গায় স্কুল ঘরগুলি নূতন করে করা হচ্ছে। প্রাইমারি স্কুলগুলি হচ্ছে, অধিকাংশ প্রায় পাকা করা হচ্ছে এবং আমরা চিন্তা করছি যে আর-ডির থেকেও সেটা দিয়ে সাহায্য করা যায় কিনা এবং আনটাইড ফাণ্ড দিয়ে সাহায্য করা যায় কিনা। কাজেই এই স্পেশাল কম্পোনেন প্ল্যান থেকে যে কথাটা বলেছেন এখান থেকে এইভাবে কিছু হয় না এস সি ওয়েলফেয়ারের কতগুলি নির্দিষ্ট কাজ থাকে কোন স্কুলবাড়ী তৈরী করার জন্য আলাদা কিছু থাকে না।

শ্রীরাকেশ আচার্জিয়া (অম্পিনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অম্পি বিধানসভা কেন্দ্রের তিনটা হাই-স্কুলের বিল্ডিং হয়ে রয়েছে তৈতু অম্পি এবং মালবাসা। আর তিনটা স্কুল একেবারেই ভাঙ্গা অবস্থায় আছে একটা ছচুরা, একটা পাহাড়পুর আর একটা কাচকো টি-এন-সি হাইস্কুল। স্যার, এই তিনটার মধ্যে তেতুইবাড়ী হাইস্কুলকে প্রায়রিটি দিতে হয়, কারণ এখানে স্কুল সব চেয়ে বেশী এবং একটা

বর্ডিং হাউস ছাত্রদের জন্য আছে, আর একটা বর্ডিং হাউস ছাত্রীদের জন্য আছে। কাজেই এই স্কুলটা পাকা ঘর করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— যাই হোক এখন এই স্কুলগুলির ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য এবং মেরামতী করার জন্য এক্ষনি এইগুলি যদি করতে হয় তাহলে মিনিমাম ৫০০ কোটি টাকা লাগবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দালানে তৈরী করার আবেদনটা সংগত এবং প্রয়োজন কিন্তু আর্থিক অবস্থাটাও আমাদের দেখতে হবে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার কাছে তথ্য আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না এখন পর্যান্ত পাকা বিল্ডিং তৈরী করাতো দূরের কথা এখন পর্যন্ত ৪২টি স্কুলের ঘরই নেই। দ্বিতীয়ত ৪২৬টি স্কুলের দুই একটি রুম রয়েছে আর কোন ঘরই নেই পাকা বিল্ডিং ছেড়ে দিন। এখন এই সব স্কুলে ঘর তৈরী করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইগুলির তো ব্যাক্‌লগ টানলে জোট আমলে তো এইগুলিতে ঢোলের বাড়ী পড়েনি। তবে আমরা চেষ্টা করব করার। কবে করতে পারব সেটা বলা সম্ভব নয় তবে প্রায়রিটি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস

শ্রীসুধন দাস : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৬৬

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৬৬

প্রশ্ন (১) রাজ্যে মুসলিম সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের ব্যাপারে কি কি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে ?

প্রশ্ন (২) এই সকল সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার মুসলিম সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং অনেক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। যেমন :—

(ক) সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ৪১টি মাদ্রাসাকে গ্র্যান্ট-ইন-এইড আওতাভুক্ত করেছেন। ঐ সকল মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা ওয়াকফ বোর্ড থেকে মেধা ভিত্তিক বৃত্তি পেয়ে থাকে।

(খ) মাদ্রাসা উপদেষ্টা কমিটি ও ওয়াকফ বোর্ড মুসলিম সংখ্যালঘুদের শিক্ষার জন্য নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করছেন।

(গ) ওয়াকফ্ বোর্ড কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহায়তায় ৮৮টি বেসরকারীভাবে পরিচালিত এবং আরও ৩৯টি সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মাদ্রাসাতে আধুনিক বিষয় শিক্ষাদানের জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। ১৯৯৫-৯৬ এবং ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ঐ সকল শিক্ষকদের এক এক জনের বেতন বাবত ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর থেকে প্রতি মাসে ২২০০ টাকা করে পাওয়া গেছে। তাছাড়া ঐসব মাদ্রাসায় প্রতিটিতে অংক ও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ৪,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) রাজ্যে শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদ ভাষাগত সংখ্যালঘু মনিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, কক্বরক, চাকমা, হালাম, কুকীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের বিষয়ে কাজ করে চলেছেন।

(ঙ) হ্যাঁ।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সাম্প্রসারনের জন্য বলেছেন। কিন্তু মাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য যারা ক্লাস এলিভেন বা টুয়েলভ ক্লাসে ভর্তি হয় তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাধ্যমিক পাশ করার পর সেখানে অর্থাৎ মাদ্রাসায় উচ্চতর শিক্ষার কোন সুযোগ নেই। তবে মাননীয় সদস্য যেটা বললেন সেটা রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করে দেখতে পারেন।

শ্রীবিল্লার মিঞা (বক্সনগর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ণ দপ্তর থেকে সাহায্য করে মর্ডান মাদ্রাসাগুলিতে গ্র্যান্ট-ইন-এইড্ দেওয়ার জন্য। যেখানে ১২০০ টাকা করে দেওয়ার প্রয়োজন বা নির্দেশিকা রয়েছে সেখানে কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়া হচ্ছে না। পক্ষান্তরে আমার সোনামুড়া সাব-ডিভিসনের আশাবাড়ী এবং রহিমপুর নামে দুটি জায়গাতে ১২০০ টাকা করে গ্র্যান্ট-ইন-এইড্ প্রদান করা হচ্ছে। বাস্তবে সেখানে মাদ্রাসা অস্তিত্বহীন। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে উনার কাছে এই ধরনের তথ্য আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে গ্র্যান্ট-ইন-এইড নিয়ে যে তথ্য দিলেন সেটা ঠিক নয় এবং এই ধরনের তথ্যও আমার জানা নেই।

শ্রী রুদ্রগোবিন্দ দেবরায় (রাধাকিশোর পুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা বর্তমানে রাজ্যে যে সমস্ত মাদ্রাসা রয়েছে সেগুলিতে কি বিষয় পড়ানো হচ্ছে?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে আগে শুধু মাত্র আরবিক ভাষার শিক্ষা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে মাদ্রাসাগুলিতে অংক এবং বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা (ছামনু) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫০৪।

মি স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫০৪।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চেন নাম্বার—৫০৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে লংতরাইভ্যালী মহকুমার অন্তর্গত ভাই-বোন ছড়া হাইস্কুলটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা সত্বেও কাগজে-পত্রে স্কুল চলছে।

২। সত্য হলে সরকারী নথী মোতাবেক কতজন শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রী বর্তমান শিক্ষা বছরে কর্মরত এবং পাঠরত রয়েছেন, এবং

৩। কতজন ছাত্র-ছাত্রী এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন ?

উত্তর

১। ভাই-বোন ছড়া হাইস্কুলটি অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত স্বাভাবিকভাবে চলছে না। এই স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগ একই সঙ্গে দুপুরে বসে। প্রতিকূল পরিবেশের জন্য স্কুলটি অধিকাংশ সময় স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়।

২। বর্তমানে ঐ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিভাগে দশ জন এবং মাধ্যমিক বিভাগে ৯ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উভয় বিভাগ মিলিয়ে ১৫১ জন।

৩। ১৯৯৮ ইং সনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৬ জনের নাম পাঠানো হয়েছিল। পরীক্ষায় ৬ জন বসেছিল। কিন্তু একজনও পাশ করতেপারে নি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আপনি দয়া করে বিধানসভার একটা এম-এল-এ টিম পাঠান। ঐখানে এক কালে দুই কালে স্কুল যদি হয়ে থাকে তাহলে খুব ভাল। আপনাদের দলের আমাদের দলের দরকার নেই। শুধু বামফ্রন্টের তিনজন এম-এল-এ পাঠানোর জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। স্কুল চলাতো দূরে কথা স্কুলের আশেপাশের জঙ্গলের জন্য সেখানে ঢুকাই যাচ্ছে না। অন্যান্য মাননীয় বিধায়করা যেখানে ঘর তৈরী করায় দাবী করছেন আমার এখানে খুব

আধুনিক বিশাল স্টাইলের বিশাল ইমারত তৈরী করা হল একশ ছাত্র একশ ছাত্রীর জন্য বিশাল হোস্টেলও আছে। এটা হল মানিকপুর এটা ১৯৯২ সাল থেকে জোট সরকারের আমল থেকে বন্ধ হয়েছিল। ১৯৯২ সাল থেকে এখন পর্যান্ত সেখানে কোন দিন কোন ক্লাশ হয় নি। এটা আপনি দয়া করে যদি এম-এল-এ টিম পাঠানো যেহেতু আপনার পেস মেকার আছে আপনি যেতে পারবেন না। অন্যমন্ত্রীকে যদি পাঠান তাহলে ভাল হবে। আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করেছিলাম আপনি বললেন এটা নিরাপত্তার কারণে এরকম ঘটনা। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার জানার ইচ্ছা হয় যে, এইরকম একটা বিশাল এলাকাতে চারটি গাঁওসভায় প্রায় দুই হাজার পরিবারের জন্য এই হাইস্কুল। এই স্কুলটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা নিরাপত্তা ক্যাম্প দিয়ে স্কুলটা এবং অন্যান্য যেসমস্ত অফিস আছে এ, ডি, সিও প্রচুর অফিস আছে সেগুলিকে পুনরায় চালু করার জন্য সবটা বন্ধ। এগুলি চালু করতে এখানে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার কোন দাবী নেই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ এবং দাবী যে ঐখানে একটা নিরাপত্তা চৌকি বসিয়ে সেখানের লোকদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করা যায় কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যা আলোচনা করেছেন তা আমরা অস্বীকার করছি না। চারটি গাঁওসভা এই এলাকার শিক্ষার দরকার, হাইস্কুল আছে, শিক্ষকও আছে। কিন্তু এখানে প্রচণ্ড সেনসেটিভ এবং সবটাই উগ্রপন্থীদের আক্রমনের মুখে যেকোন মুহুর্তে এই অবস্থার মধ্যে সেখানে স্বাভাবিকভাব মানসিকভাবে কাজ করার মত কোন অবস্থা নেই এবং কোন অফিস চলছে না মানিকপুর এলাকার মধ্যে। সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, বেরিয়ে আসতে গেলে মাননীয় বিধায়ক বা স্থানীয় যারা আছেন বা এ্যাজ এ হোল এটা টোটাল ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক সমস্যা সেখানে সকলের দায়িত্ব আছে। এই নিয়ে বসেন আলোচনা করেন তবে একটা বাস্তব সম্মত হতে হবে। একটা সন্ত্রাস একটা আতংকের মুখে একটা বেনেটের মুখে এডুকেশন কোন রকম উন্নয়নশীল ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্ক চালানো যায় না। এই অবস্থা হবে কেন ? সেগুলি আমাদের বিবেচনা করা দরকার। কাজেই আমার বক্তব্য হলো যে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সবাই চেষ্টা করতে হবে। শুধু নিরাপত্তা প্রশ্ন নয় এলাকার সকলের সেই রাজনৈতিক সামাজিক এবং এ্যাকাডেমিক সহযোগিতা শুধু নয় এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া এর কোন সমাধান স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আসা পর্য্যন্ত সম্ভব নয়। এই সমস্যাটা আপনার যতটুকু আমারও ততটুকু।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা উনি রাজনৈতিক কথাবার্তা বলেছেন। এটার সাথে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। এখানে জাতি উপজাতির সমস্যাও নেই। কারণ এখানে

সবই উপজাতি। আর দ্বিতীয়ত, সেখানে রাজনৈতিক ভেদাভেদও নেই। এখানে ১৯৯২ সাল থেকে যে উগ্রপন্থীদের দ্বারা হত্যা তারপরে অপহরণ চলছিল এটা ভয়ংকর এবং ভয়াবহভাবে চলছে। এটা সত্যি ভয়ঙ্কর। সি, পি, এমেরও অনেক খুন হয়েছে। কাজেই এটা রাজ্য সরকারই পারে, এটা জনগণের দ্বারা মোকাবেলা সম্ভব নয়। সেখানে, নৃপেনবাবুর আমলে আসাম রাইফেল ক্যাম্প ছিল। একটা বিশাল এলাকা নিয়ে উপজাতি এলাকায় ১০০০ কানির মত চাষযোগ্য জমি সেখানে আছে। এখন সেখানে চাষ করা যাচ্ছে না। চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। সকলেই পলাতিত হাউমনু এইসব জায়গাতে। কাজেই সেখানে স্কুল চলার তো দূরের কথা ফরেষ্ট এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেখানে ফরেষ্টের বড় বড় অফিস ছিল, এ. ডি. সির বিরাট শুকর পালন কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সেখানে আজকে ঐ সবের কোন অস্তিত্ব নেই। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই আশ্বাস পেতে পারি কিনা যে সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে পুনরায় স্কুল চালু করা হবে কিনা এবং জনজীবন স্বাভাবিক করা হবে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে আমরাও অংশীদার। তবে এটা ঘটনা সেখানে নয়টা গাঁওসভা আছে সেখানের মানুষ অসস্তিতে আছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অনেকের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠেনি। মাঝখানে চেষ্টা হয়েছিল সেখানে ক্যাম্প দিয়ে চলার ব্যাপারটা স্বাভাবিক করা যায় কিনা। এই ব্যাপারে সেখানে পি, ডব্লু, ডি, মিনিষ্টার গিয়েছিলেন। আমি যখন ওখানে যাই এবং আলোচনা করে দেখা গেছে সেখানে স্কুল ঘর আছে বোর্ডিং হাউস আছে সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সবকিছু থাকা সত্বেও সেখানে একটা কিছু করা যাচ্ছে না। যিনি ওখানের এস, ডি, ও সাহেব আছেন উনাকে আমি স্পেশিয়্যালি বলেছি যে, আপনার যে প্রেক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা তার উপর ভিত্তি করে আপনি একটা প্রজেক্ট তৈরী করে দিন। এবং আমরা সেটা এপ্লাই করব। এবং আমি বলছি যে, সেখানে এইভাবে চলতে দেওয়া যায়না। প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সবট ই দেখা হবে।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) **:—** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে এটা জানতে চাই সেটা মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন তার সঙ্গে রিলেটেড। ট্রাইবেল এলাকাতে অনেক হাইস্কুল এলাকার পরিস্থিতির কারনে প্রায় বন্ধ অবস্থায় আছে। এস, টিদের মধ্যে গ্রেজুয়েট টিচার যদি বাইরে থাকে এলাকার গ্রেজুয়েট টিচারকে নিজ এলাকায় ট্রান্সফার করে স্কুলগুলিকে সুষ্ঠুভাবে চলার ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে করা যায় কিনা এবং আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন

অনেক শিক্ষক আছেন আণ্ডার গ্রেজুয়েট নূতন এপয়েন্টমেন্ট হয়েছে যে, সমস্ত ট্রাইবেল এলাকার পরিস্থিতির কারনে স্কুলগুলি বন্ধ আছে সেখানে যাতে স্কুলগুলি চালু রাখা হয় তাদেরকে ডেপুটেশনে নিয়ে এই বিষয়টা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় কোন আদিবাসী শিক্ষক তারা যদি তাদের নিজেদের এলাকায় যেতে চান তাহলে আমরা সেইগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেখব। কিন্তু অনেক সময় হয়না কারণ এইভাবে আসতে চায়না। আর মাননীয় সদস্যরা যদি কেউ জানেন যে এই এলাকার একজন শিক্ষক অন্য এলাকায় আছেন তিনি সেই তালিকা পাঠাতে পারেন। কিন্তু সেই শিক্ষকের সেখানে আসার ব্যাপারে মতামত আছে কিনা সেটিও আমার দরকার আছে। আমরা নিশ্চই চেষ্টা করব এবং আমরা আশা করব যে সমস্ত পার্বত্য এলাকার শিক্ষকের অভাবে ও সমস্ত পরিস্থিতির জন্য শিক্ষার অসুবিধা হচ্ছে। যদি সেখানে সেই এলাকারই উপজাতি শিক্ষক সেখানে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে অবশ্যই সেখানে আমরা সেই ব্যবস্থা নেব ।

মিঃ স্পীকার :— আর সাপ্লিমেন্টারী হবেনা।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— স্যার আমার একটা সাপ্লিমেন্টারী। স্যার, আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাইনি। আণ্ডার গ্রেজুয়েট হাইস্কুলেতো গ্রেজুয়েট ছাড়া নিয়োগ করা যায়না বা ট্রান্সফার করা যায়না। আমার প্রশ্নটা ছিল আণ্ডার গ্রেজুয়েট যে সমস্ত শিক্ষক আছেন তাদেরকে বিশেষ পরিস্থিতিতে তাকে ডেপুটেশনে নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটা একটা পলিসির ব্যাপার। এবাডেমিক পলিসির ব্যাপার, এডুকেশানের পলিসি। এটা চট করে কিছু বলা যাবেনা, তবে কখনো কখনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে একটা হাইস্কুল মাধ্যমিক পাশের শিক্ষকরাই চালাচ্ছেন। সেখানে গ্রেজুয়েট টিচার একজনও নেই। এইগুলিকে আমরা স্বীকার করিনা। কিন্তু এমন অবস্থাও হয়ে যায়। কাজেই, এটা দেওয়া যাবেনা দেওয়ার মত অবস্থা নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয়া সদস্যা শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা।

শ্রীমতি বিজয় লক্ষ্মী সিনহা (কমলপুর) :— স্যার, আমার এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৬৯৩।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৬৯৩।

প্রশ্ন

১) কমলপুর মডেল স্কুল সংলগ্ন সুইমিং পুল খেলার মাঠ ও রাস্তার কাজ অসম্পূর্ণ থাকার কারণ কি ?

প্রশ্ন নং ২ :— উক্ত অসম্পূর্ণ কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। কমলপুর মডেল স্কুল সংলগ্ন সুইমিংপুলের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। খেলার মাঠের প্রস্তাব এখনও আসে নাই। রাস্তার কাজ এই দপ্তরের আওতাধীন নহে।

২। প্রশ্নই উঠেনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা (বীরগঞ্জ) : স্যার, ডেপুটি স্পীকারের আসনে তো একজন খুনের আসামী বসে আছেন, তবু আপনি যখন বলছেন, আমার এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৩৮৮।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৩৮৮।

প্রশ্ন নং ১ :— রাজ্যের কোন কোন সংবাদপত্রকে এ শ্রেণীভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়।

উত্তর :— রাজ্যের নিম্নলিখিত সংবাদপত্রগুলি এ শ্রেণীভুক্ত :—

(১) ডেইলী দেশের (২) মানুষ (৩) দৈনিক সংবাদ (৪) স্যন্দন (৫) ত্রিপুরা দর্পণ (৬) ভাবী ভারত (৭) দৈনিক গণদূত (৮) জাগরণ (৯) গণ সংবাদ (১০) দৈনিক স্বস্তিদূত (১১) বিবেক (১২) বর্তমান ত্রিপুরা (১৩) ত্রিপুরা অবজার্ভার (১৪) ত্রিপুরা টাইমস

প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ২, সংবাদ পত্র বিকাশের স্বার্থে প্রচলিত বিজ্ঞাপননীতি পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

প্রশ্ন নং ৩, না থাকলে কারণ কি?

উত্তর

১। সরকার সম্প্রতি একটি নতুন বিজ্ঞাপন নীতি গ্রহণ করেছে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীজওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এখানে এ কেটাগরী। যতটুকু জানি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এ-১ এবং এ এই ধরণের আরেকটা ক্যাটাগরী করেছে বলে গত কয়েদিন আগেই এই হাউসে একটা তথ্য দিয়েছিলেন। প্রশ্ন কর্তা ছিলেন বিধায়ক শ্রীরতনলাল নাথ। সেখানে এ-১ এবং এ। স্যার এখানে এ শ্রেণীভুক্ত বলে সেটা বলা হচ্ছে সেখানে এ-১ এবং এ যেটা এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিয়েছেন সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। ব্যাপারটা কি হয়েছে?

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞাপনের জন্য যে নতুন নীতি করা হয়েছে সেটা কি ধরণের নীতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তা জানাবেন কিনা? কারণ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন সেটাতে আমি পরিষ্কার হতে পারি নি। আমরা শুনেছি ডেইলি দেশের কথা পত্রিকা কোন সাংবাদিক নাকি নেই। আবার কোন কোন পত্র পত্রিকায় ২-১ জন সাংবাদিক আছে। কাজেই বিজ্ঞাপন নীতি কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে 'এ' কিংবা এ (ওয়ান) কিভাবে ধার্য্য করবেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমরা নুতন যে বিজ্ঞাপন নীতি নির্ধারণ করেছি সেটা যদি কার্যকরী হয় তখন সেখানে এ (ওয়ান) এবং এ ক্যাটাগরী হবে। এটা ঠিক করার জন্য ক্রাইটেরিয়া করা হয়েছে। তবে এটা এখনও কার্যকরী হয় নি। গেজেট নোটিফিকেশান হয় নি। আর আমাদের নুতন বিজ্ঞাপন কি নীতিতে হবে সেটা তো দু' লাইনের ব্যাপার নয়। এটা দেখতে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে পত্রিকার সার্কুলেশন কত জনমত কি রকম আছে জনসাধারণের বক্তব্য কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে এই রকম বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে। তাছাড়া আমাদের রাজ্যে কিছু ম্যাগাজিন বের হয়। এগুলি পিরিয়ডিক্যাল। এরমধ্যে কিছু আছে মাইনরিটি লিনগুইষ্টিক ম্যাগাজিন। যেমন চিনি-কক্ কিংবা বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরিদের কিছু ম্যাগাজিন আছে। এই সব ম্যাগাজিনের আগে কোন রেট ঠিক করা ছিল না। এখন আমরা তাদের রেট ঠিক করেছি। স্যার আমাদের রাজ্যের সবাই জানেন আমরা জানি আপনারা জানেন, কেন্দ্রের একটি আর, এন, আই, নামে সংস্থা আছে তারা সার্টিফাই করে কোন পত্রিকা কত সার্কুলেট হচ্ছে। তারা যে হিসাব দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে যতজন স্বাক্ষর প্রাপ্ত নাগরিক আছেন তাঁরা অন্তত ৩টি পত্রিকা কেনেন। তা কি সম্ভব? কাজেই সঠিক ভাবে যাতে নিরূপণ করা হয় সেটা দেখা উচিত। এমনও কিছু পত্র পত্রিকা আছে যেখানে কোন সাংবাদিক নেই। এমন কি তাদের কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও দেওয়া হয় নি। এরা কত পরিশ্রম করে পত্রিকা বের করেন পত্রিকা বের করার ব্যাপারে কত ব্রতবান হন। এই সব কারণে আমরা সার্টিফিকেট চালু করেছি। আর অ্যাডভারটাইজমেন্টের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্যাটাগরিক্যালি বিজ্ঞাপন নীতি ধার্য্য করে রেট ঠিক করা হয়েছে। স্যার, এখন ঠিক করা হয়েছে আই, সি, এ, টি, ই বিজ্ঞাপন দেবে। আগে বিভিন্ন দপ্তর থেকে পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিত। সেখানে কোন শৃঙ্খলা ছিল না এ কথা আমি বলছি না। তবে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে বলা হয়েছিল যে, তাদের বিল পেমেন্ট ঠিক ভাবে হচ্ছে না। অনেক সময় আটকে থাকে। তার জন্য ঠিক করা হয়েছে আই, সি, এ, টি, থেকেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। এক জায়গা থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া ও পেমেন্ট করা সুবিধে হবে।

শ্রীমানিক দে (মজলিশপুর) ঃ— আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, এ ক্যাটাগরি হিসাবে যে পত্রিকা সার্টিফিকেট পায় তার সার্কুলেশন কপি কত? এবং এই যে সার্টিফিকেট পাচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি তো বলেছি ত্রিপুরা রাজ্যে আর. এন. আই থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্রিকার সংখ্যা এত এক্সাক্ট, আমিতো বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি, ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত গেলে পর ২/১ টা পত্রিকা সেখানে পাওয়া যায়। যত সংখ্যক পত্রিকায় সারকুলেশন নাম্বার দেওয়া হচ্ছে, আই. এন. আই সার্টিফিকেট রয়েছে আমি বলেছি ; ১৯৯৪ ইং পর্যান্ত যে তথ্য আমার হাতে আছে সেটা বলছি—

১৯৯৪ —	দৈনিক সংবাদ —	৪২,৫২৫
	ত্রিপুরা দর্পণ	১২,০৮১
	স্যান্দন	২০,০৪৯
	দৈনিক গণদূত	১৮,৬০৭
১৯৯১ —	ভাবী ভারত	১০,৬৭৮
	মানুষ	১৪,১৫৪
১৯৮৮ —	গণ স বাদ	৮,৮০৮
১৯৯৩ —	দৈনিক সম্ভিদূত	৬,৫৫২
১৯৯৪ —	জাগরণ	১০,০৬০
১৯৯৪ —	বিবেক	৬.৭১৫
	বর্ত্তমান ত্রিপুরা	৫,৬৯৭

এ রকম ভাবে সমস্ত পত্রিকাগুলির এত বিগ নাম্বার, আমার মনে হয়না যে ত্রিপুরা রাজ্যের রীডারসদের কাছে এগুলি পৌছায়।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এডভারটিজমেন্ট ছাড়া কোন পত্রিকা চোখে পড়েনা সেখানে এডভারটিজমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হয়। কোন কোন বিশেষ পত্রিকা দলীয় মুখপত্র কিংবা কিছু কিছু পত্রিকাকে বিশেষভাবে দেওয়া হয় রাজ্যের অধিকাংশ পত্রিকাগুলিকে বঞ্চিত করে। সরকারী পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে লক্ষ লক্ষ টাকা বৈষম্য থেকেই যায়। প্রত্যেকটি পত্রিকা এবং আরও কিছু নূতন পত্রিকা ত্রিপুরাতে বেরোচ্ছে বলে এই সকল পত্রিকা এবং প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কোন উদ্যোগ রাজ্য সরকার নেবেন কিনা ? দ্বিতীয়তঃ, ইনফরমেশান সেন্টারগুলিতে যেখানে গ্রামের মানুষের

পত্রিকা পেতো, এই ৪র্থ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ইনফরমেশান সেন্টারগুলিতে ডেইলী দেশের কথা ছাড়া অন্য কোন পত্রিকা দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই মগজ ধোলাইয়ের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাকে পরিবর্তন করে রাজ্যের বিভিন্ন পত্রিকাগুলি দেবার কোন চিন্তা এই সরকার নিচ্ছেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আগে মানিক দে মহোদয় একটা প্রশ্ন করেছিলেন আমি উত্তর দিতে পারিনি। এটা হলো এই সারকুলেশন নাম্বারের ফিগার চেক্ করার জন্য কোন সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন কিনা ? আমাদের নূতন যে পলিসি হয়েছে এটাতে ঠিক করেছি যে অডিট ব্যুরো সার্টিফিকেটর একটি সংস্থা আছে যারা এই সমস্ত নাম্বারগুলি চেক্ করে, আমরা তাদের সাহায্য নেব। এবং তারপরও আমরা ঠিক করেছি যে একজন অফিসার নট বিলো দ্য রেংক অব ... এ তাঁকে দিয়ে পিরিয়ডক্যালী পত্রিকাগুলির এই সারকুলেশন নাম্বার আমরা চেক্ করাব। নূতন যে ক্যাটেগেরাইজেশান হবে তাতে নূতন পত্রিকা যেগুলি আছে যারা এই ক্যাটাগেরাইজেশান পায়নি বা আপগ্রেড হবে তাদের ক্ষেত্রে যাতে একটা সুনির্দিষ্ট পলিসি করা যায় তার জন্য একটা কমিটি করেছি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলছি মাননীয় সদস্য জওহর বাবু বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার নাকি সংবাদ-পত্রের টুটি চেপে ধরেছিলেন এবং তাদের কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বলব উনারাই সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছিলেন এবং এটাকে আমরাই উন্মুক্ত করেছি কারণ ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার অন্যায় ভাবে ১৯৮৮ সালে বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু এটা আমরা দেওয়া শুরু করেছি কারণ বামফ্রন্ট সরকার কখনও বৈষম্য মূলক আচরণ করে না সঠিক নীতিতে চলে। আমরা নূতন পলিসি নিয়েছি এটা সুষ্ঠু ভাবে সম্প্রসারিত করা যায় কিনা এবং আরও বিভাবে বন্টন করা যায় সেই চেষ্টা এখানে নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাইমাভ্যালী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৬।

শ্রীজওহর সাহা :—স্যার, আমার এটা ক্লিয়ার হয় নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনেকগুলি হয়েছে আর নয়। মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরতনলাল নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী হাউসে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করছেন

এটা কি হাউসের স্বাধীকার ভঙ্গ নয়? কালকেরও কতগুলি প্রশ্ন ছিল এবং আজকেরও কতগুলি প্রশ্ন আছে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর মাননীয় লেবার মিনিষ্টার উত্তর দিয়েছেন ১০টা দৈনিক পত্রিকা এবং ইনফরমেশান মিনিষ্টার উত্তর দিয়েছেন ১৪টা। এটা স্বাধীকার ভঙ্গ। নট অনলি দিস। কারণ কালকেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মাননীয় বনমন্ত্রী বলেছেন অনেকগুলি প্রশ্নের এর উত্তর দিয়েছেন যেগুলি একদম সম্পূর্ণ অসত্য না হয় গোপন করা হচ্ছে নতুবা এই ব্যাপারটা কি এই ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে রুলিং চাই। যতটুকু সত্য ততটুকুই বলুন নতুবা তথ্য সংগ্রহাধীন বলুন। অসত্য যেন না বলে স্যার। ইন দিস রিগার্ড আই ওয়ান্ট টু রুলিং স্যার এটা স্বাধীকার ভঙ্গ

মিঃ স্পীকার :— আমার বক্তব্য হচ্ছে যারা প্রশ্ন করবেন তারা সঠিক প্রশ্ন করবেন আর যারা উত্তর দিবেন তারা সঠিক উত্তর দেবেন। সবাই সত্য বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আমরা হাউসে যে কোয়েশ্চান আনি সেটা তো আপনি এডমিট করেন স্যার

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ

শ্রীরতনলাল নাথ :— আপনি যদি আমাদের প্রশ্নগুলি এডমিট করে থাকেন তাহলে আপনি কি আমাদের মিথ্যা প্রশ্নগুলি এডমিট করেছেন?

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে বসুন। মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— বলেছি তো স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৬।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম হইতে কিছু রিয়াং ও অন্যান্য সম্প্রদায় ভুক্ত শরণার্থী ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন,

২। যদি সত্য হয় তবে তাদের সংখ্যা কত এবং কোথায় কিভাবে কি কি সাহায্য দিয়ে তাদের রাখা হয়েছে?

উত্তর

১। পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরাম হইতে শুধুমাত্র রিয়াং সম্প্রদায় ভুক্ত শরনার্থী ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন।

২। তাদের সংখ্যা ৩৫,১০৮ (পয়ত্রিশ হাজার একশত আটটি জন)। তাহাদিগকে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর মহকুমাস্থিত ৬টি আশ্রয় শিবিরে রাখা হয়েছে।

রিয়াংদের নিয়মহারে চাকমা শরণার্থীদের অনুরূপ সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

প্রাপ্ত বয়স্ক			অপ্রাপ্ত বয়স্ক		
১।	চাউল	৪৫০ গ্রাম প্রতিদিন	১।	চাউল	১২৫ গ্রাম প্রতিদিন
২।	লবণ	১৫ "	২।	লবণ	৭½ "
৩।	মশুরী ডাল	৫০ "	৩।	মশুরী ডাল	২৫ "
৪।	ভোজ্য তৈল	৫ "	৪।	ভোজ্য তৈল	২½ "
৫।	শুকনা মাছ	৩০ পয়সা প্রতিদিন	৫।	শুকনা মাছ	১৫ পয়সা প্রতিদিন
৬।	শুকনা মরিচ	২২ "	৬।	শুকনা মরিচ	১১ "
৭।	জ্বালানী কাঠ	৪০ "	৭।	জ্বালানী কাঠ	২০ "
৮।	নারিকেল তৈল	২০০ গ্রাম প্রতি পরিবারের জন্য প্রতি মাসে বরাদ্দ।	৮।		—
৯।	নগদ অর্থ	২০ পয়সা মাথাপিছু প্রতিদিন	৯।	নগদ অর্থ	২০ পয়সা মাথাপিছু প্রতিদিন

রিয়াং শরণার্থীদের ১) কাশীরামপুর ২) লংতরাইকামী ৩) হেমাছড়া (আনন্দবাজার) ৪) কাঁচকাও (দামছড়ার নিকটে) ৫) হামছা পাড়া ৬) খারচা (শান্তিপুর) এই ক্যাম্পগুলিতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, রিয়াং শরণার্থীদের এখানে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে আরও অধিক প্রায় ৪৫ হাজারের মত আছে। এটা এস. ডি. ও'র কাছে লিষ্ট দেওয়া সত্বেও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে না। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন এস. ডি ও'র কাছ থেকে কাগজ এনেছি এবং আমি দেখেছি ৩৫ হাজার ১৬৮ জন। এস. ডি. ও. এই কথা যখন স্বীকার করলেন যে আরও আছে, কিন্তু রাজ্য সরকার না বললে আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারছি না। এই কথা সত্যি কিনা ? তারা খুব কষ্ট পাচ্ছেন, উনারা রেশনও পাচ্ছেন না এবং লোক্যালের উপর সামাজিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এইভাবে খুব কষ্টে তারা দিন যাপন করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও গেছেন, আমিও কয়েকবার গিয়েছি। এই রেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তারা গত বৎসরের অক্টোবর মাসে এসেছিলেন, মাসখানেক তাদের রেশন দেওয়ার পর বন্ধ। প্রায় ৫ মাস হয়ে গেছে, তাদের ফেরত পাঠানোর কথা, কিছু গেছে, কিছু রয়ে গেছে। যারা রয়ে গেছে তাদেরকে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরে যখন আন্ত্রিক এবং কলেরা ব্যাপক হারে শুরু হল আবার টনক নড়ল তখন গভর্নমেন্ট থেকে চালু করা হয়। কত তারিখ থেকে এই চাকমা শরণার্থী নিয়মে সেটা দেওয়া হচ্ছে ? চাকমা শরণার্থীর নামেই যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাদেরকে গৃহ নির্মাণের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হল না কেন ? এবং লবণ, ডাল, তৈল শুকনো মাছ শুকনো মরিচ এগুলি দেওয়া হচ্ছে

বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, কিন্তু এগুলি আদৌ সত্য নয়। আমি শুনেছি এস, ডি, ও, আমাকে বলেছেন, তাদেরকে মূল্য দিয়ে দেওয়া হয়। মূল্যটা দেওয়া হচ্ছে কিনা, নাকি কাইণ্ডসে দেওয়া হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, প্রথমত: ৪৫ হাজারের মত সংখ্যাটা যে বলছেন, আমাদের এখানে ৩৫ হাজার ১৬৮ জন রেকর্ড আছে। আমি রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দ্বিমত করব না। ৪৫ হাজার না হলেও ক্যাম্পগুলিতে নেই এইরকম কিছু সংখ্যক থাকতে পারে এবং তারা ক্যাম্পে যাননি এবং এটা ঘটনা যে তাদের মধ্যে একটা অংশ ত্রিপুরায় ছিলেন, ওখানে গেছেন, তারাই ফিরে এসেছেন পরিস্থিতির চাপে। তারা অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারেন এইরকম আমি শুনেছি গণ্ডাছড়া এলাকাতেও কিছু এসেছিলেন। তারা ওখানে নিজেরা নিজেদের মত করে থাকছেন, ক্যাম্পে যাচ্ছেন না প্রব্লেমটা হচ্ছে, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বসেছি, তারা বলছেন, "আমাদের রাজ্যে ওত রিয়াংই নেই" এও এক সমস্যা হয়ে গেল। আমি কনট্রাডিক্ট করেছি এটা কি বলছেন আপনি ? সেকেণ্ড তারা বলছেন যে, "ক্যাম্পের মধ্যে আপনার রাজ্যের রিয়াংরা ঢুকে গেছে"। আমি বলেছি যে এটা হওয়াটা অস্বাভাবিক না, আমি বিতর্কে যাইনি। কারণ এখানে আমরা কিছু সাহায্য দিচ্ছি, কিছু রিয়াং যেতে পারে। তবে আমাদের রাজ্যের লোক ঢুকে এটা ৩৫ হাজার করেনি। ধরে নিলাম আমি এক হাজার বা দেড় হাজার হতেই পারে। কিন্তু সমস্যা টা এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন ? ওরা যা বলছেন এটাই হচ্ছে তার জবাব আমি দিচ্ছি। আর একটা যেটা বলেছেন চাকমা রিফিউজীর জন্য যেভাবে আমরা করছি, এগুলি প্রথম থেকে হয়নি, যখন এপিডেমিক ডেভোলাপ করল, তখন আমরা স্পেশ্যাল মিটিং ডেকেছিলাম মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন, সমস্ত অফিসার নিয়ে বসলাম, তখন সেখানে ডাক্তারবাবুদের দিক থেকে একটা প্রশ্ন এল নিউট্রিশানের সমস্যাটা হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গায় আমরা স্পেশ্যালি ডিসিশান নিয়েছিলাম যে, তাদের ফ্রি করব না করব জানি না, চাকমা রিফিউজির জন্য যে প্যাটার্নটা সেই প্যাটার্নটাকে ইনট্রোডিউস করার চেষ্টা করব এবং সেই জায়গার গিয়ে আমরা কাপড় দেওয়ার কথা বলেছিলাম, একটা জুতো দেওয়া যায় কিনা মশারী দেওয়া যায় কিনা, আমরা দেখেছি। প্রথম কথা ছিল কাইণ্ডসে দেওয়া। কিন্তু দেখা গেল কাইণ্ডসে নিয়ে যাওয়ার কতগুলি সমস্যা দেখা গেছে। তারপর কথা ছিল টাকা দেওয়া। টাকা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে অ্যাকস্ট্রিমিষ্টসরা বিভিন্ন সময়ে ওৎ পেতে বসে থাকে। বিভিন্ন সময়ে এই টাকার জন্য অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। এই দুটো নিয়ে একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশান একটা সংকটের মধ্যে ছিল। সেখানে ডিসট্রিক্ট এ ডি, এম, যিনি আছেন, উনি অ্যাকটিভ মেম্বার অফিসার, তাকে বলেছি, তুমি এস, ডি, ওদের সঙ্গে নিয়ে বসে আলোচনা করে যেটা করলে ভাল হয়, সেটাই করুন এবং আমরা প্রথম থেকেই ডিসিশান নিয়েছি একসাথে ২ সপ্তাহের তিন সপ্তাহের রেশন দিয়ে দেব। যাতে

১৩দশংথে দিলে পরে প্রাথমিক অবস্থায় তারা মোটামুটি একটা কভার করে যেতে পারে। এটা আমরা করেছি। আর এখানে পলিথিন সিট দিয়ে কিছু ঘর করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, সব জায়গায় চাকমা রিফিউজীদের জন্য যেভাবে ঘর দোর করে দেওয়া গেছে, সব জায়গায় ঐ রকম ভাবে দেওয়া হয়েছে এটা ঘটনা না। এটা ঠিক না। আর তারিখটা যেটা বলেছেন একজেকৃটলি তারিখটা বলতে পারছি না।

শ্রীমানিক দে :— আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মিজোরাম সরকারের কাছে তাদের জন্য কিছু চাওয়া হয়েছে কিনা বা চাওয়ার পর কোন সাহায্য মিজোরাম সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে কিনা এক নম্বর। ২ নম্বর হচ্ছে, আসাম থেকে কিছু শরণার্থী আসাম হয়ে আমাদের রাজ্যে এসেছে, যারা আসাম হয়ে এসেছিলেন তারা আসাম সরকার থেকে কোন সাহায্য পেয়েছিলেন কিনা এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমত মিজোরাম সরকারের কাছে আমাদের এখানে যারা শরণার্থী হয়ে এসেছেন তাদের জন্য যে খরচ হচ্ছে এটা দেওয়ার জন্য কোন টাকা পয়সা চাইনি। আমরা এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছি। আমরা মিজোরাম সরকারকে বারবার অনুরোধ করছি আজকে এই হাউস থেকেও করছি যে, ওখানে একটা কনফীডেন্সিয়াল অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করে তাদেরকে ফিরে যেতে সাহায্য করুন, এখানে বলুন আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি। মিজোরাম থেকে প্রথম ঘটনায় কিছু আসামে গেছেন, সেখান থেকে তারা আমাদের এখানে এসেছেন, আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করিনি যে আসামে আপনারা কি পেয়েছেন, আর কি পাননি। এটা জিজ্ঞাসা করার বিষয় নয়, মানুষটা যখন শরণার্থী হয়ে তাড়া খেয়ে এসেছেন তখন তাকে সাহায্য করাটাই হচ্ছে আসল বিষয়।

শ্রীমানিক দে :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আসাম থেকে যখন তারা এখানে এসেছেন নিশ্চয়ই তারা সেখানে আশ্রয় পায়নি, এটাই আমার বক্তব্য।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আসামে আশ্রয় পেয়েছে কিনা জানি না, তবে এটাতো ঘটনা যে, আসামে তারা গিয়েছিলেন। এখানে তারা থাকেননি চলে এসেছেন। ওখানে ওদের অসুবিধা হয়েছে, হতে পারে। কিন্তু এই নিয়ে আমরা আসাম গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করিনি।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং (কাঞ্চনপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে মিজোরাম থেকে আসা রিয়াং শরণার্থীরা, চাকমা শরণার্থীরা যেসব সুযোগ সুবিধা পেত তারাও সেই হারে সুযোগ সুবিধাগুলি পাচ্ছেন বলেছেন। কিন্তু এই সাহায্য দিয়ে তো তাদের সমস্যার সমাধান হবে

না। তাদেরকে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে হবে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এবং মিজোরাম সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি তো বলেছি এই চলতি মাসের ৬ তারিখ একটা মিটিং হয়েছে দিল্লীতে এবং এটা ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টারে ডাকে হয়েছে। অনুরোধ তো আমরা করেছিলাম। প্রাইমিনিষ্টার যখন মিটিং ডেকেছিলেন আট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে। তখন স্পেশিয়্যালী প্রাইমিনিষ্টার এবং হোম মিনিষ্টারকে আমি বলেছিলাম যে, এটা আমাদের সমস্যা নয়, আপনি মিটিং ডাকুন দরকার হলে আমাকে ডাকলে আমিও আসব, বসে আলাপ করে এদেরকে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করুন। সেই মিটিংটা ৬ তারিখ হয়েছে। সেই মিটিং-এ আমি যেটা দেখেছি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে, হোম মিনিষ্টারের পক্ষ থেকে মিজোরাম গভর্ণমেন্টকে বারবারই অনুরোধ করা হয়েছে যে, দেখুন আপনাদের ওখানে একটা কিছু তো হয়েছে. না হলে এই লোকগুলি যেত না রাজ্য ছেড়ে। এখন তাদের কিছু বক্তব্য থাকতে পারে আপনাদের সম্পর্কে। কাজেই এই অবস্থায় আপনারা বসে আলোচনা করে একটা সমাধানে আসার চেষ্টা করুন। এটা ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টার-এর তরফ থেকে মিজোরাম গভর্ণমেন্টকে বারবারই বলেছে। মিজোরাম গভর্ণমেন্ট তখন বলেছে ১২ই আগষ্ট মিজোরামে একটা মিটিং হবে এবং সেই মিটিং-এ মিজোরামের চীফ মিনিষ্টার অনুরোধ করেন ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টারের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি যাতে থাকেন। আমি পরবর্তী সময়ে খবর নিয়ে দেখেছি ১২ তারিখের পরে সেখানে এখানে যারা শরণার্থী হয়ে এসেছেন তাদের একটা প্রতিনিধি দলও গিয়েছিলেন। ওখানে আবার গিয়ে ব্রেক করে যায় ডিসকাশন। কারণ, প্রতিনিধি বন্ধুরা বারবার বলেছেন, ওখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদ যদি না দেওয়া হয়, তাহলে তারা যাবেন না এবং কোন কম্প্রমাইজ নেই। আর মিজোরাম গভর্ণমেন্ট বলেছেন এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ করতে গেলে একটা কন্টিগিউয়াস এরিয়া থাকতে হবে লঘুয়া বসতি আছে। রিয়াং অংশের জনসাধারণের এই রকম না থাকলে পরে এটা করা যাবে না এবং এরা বলেছেন যে, এই এলাকাটাকে বলেছেন আপনারা, কিন্তু এই জায়গাতে এই রকম লঘুয়া বসতি নেই ফলে এটা বাস্তব সম্মত দাবী নয় কাজেই সরকার এটা মানতে পারে না। এই রকম একটা জায়গায় গিয়ে সবটাই ব্রেক করে পড়ে গেছে, তারা ফিরে এসেছেন। সেই হচ্ছে অবস্থা। আমি এটা বলব যে, কেন্দ্রীয় সরকার এটা উদ্যোগ নিয়েছেন। এখন এর বেশী তো আমি বলতে পারছি না ...

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— স্যার আমি একটু বলব, প্রথমত হল মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এইমাত্র সভায় এসেছেন, উনি বেশ নিশ্চিন্ত আছেন, মুখে মুখশুদ্ধিও আছে, মুখটা নড়ছে। স্যার, সারা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও দিল্লীতে ড্রপসি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (★) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্রগুলো এবং তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর লিখিত উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURE—A & B

MATTER RAISED BY MEMBERS

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (বিরোধী দল নেতা) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জিরো আওয়ারে আমি একটা ইম্পরটেন্ট ম্যাটার অব পাবলিক ইন্টারেস্ট তোলতে চাই। বিষয়টি হলো মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এইমাত্র সভায় এসেছেন উনি বেশ নিশ্চিন্তেই আছেন মুখে হয়তো কিছু মুখশুদ্ধি আছে। কারণ নড়ছে দেখছি মুখটা স্যার, সারা পশ্চিমবঙ্গ বিহার দিল্লিতে ড্রপসি রোগের মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং প্রচুর লোক ওখানে সরষের তেল খেয়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

মিঃ স্পীকার :— এটার জন্য তো নোটিশ এসেছে আলোচনা করতে পারবেন। আর জিরো আওয়ার বলে তো কিছু নেই। এখানে এর পরিবর্তে রেফারেন্স পিরিয়ড রয়েছে!

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন : স্যার, আগে আমার কথা আপনি শুনুন। আমি আপনার নজরে আনছি। স্যার, অথচ এখন পর্যন্ত এটা ৭২ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও রাজ্যের জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দেওয়ার জন্য খাদ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে রেডিও টি, ভি. এবং পত্রিকা মারফত কোন বিবৃতি নেই। শুধু তাই নয় বাজারে আমি আজকেও সকালে খবর নিয়ে এসেছি মার্চেন্ট এসোসিয়েশনে গিয়েছিলাম স্যার, সেখানে স্যার, যে সব সরষে তেলের বিভিন্ন ব্রাণ্ডের তেল যেমন ধারা গভার্ণমেন্ট কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ উৎপাদন করে ধারা বলুন গনেশ বলুন ট্যাংক বলুন, রানী বলুন গদা মুগুর স্কুটার বিভিন্ন মার্কা সরষের তেল দিল্লীর বাজার থেকে কলকাতার বাজার থেকে তোলে নিয়েছে। এবং প্রতিটি রাজ্যেই এই বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের সরষের তেল তাদের এনালাইস্টস দিয়ে টেস্ট করছে। কিন্তু ৭২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হবার পরেও মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সেদিকে কোন নজর দেন নি, রেডিও টি, ভি, এবং পত্রপত্রিকা মারফত রাজ্যের জনগণকে হুশিয়ার করে দেওয়ারও প্রতিও উনার কোন নজর নেই। আমি সেজন্য আপনাকে অনুরোধ করছি—ইমেডিয়েটলি এই মুহূর্তে মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন জনগণকে হুঁশিয়ারী করে দেওয়ার জন্য। তা নাহলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনসাধারণ সেটা জানতে পারবে না এবং এই মুহূর্তে রেডিও, টি, ভি, এবং পত্রপত্রিকা মারফত যেন তার বিবৃতি প্রচার করে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সমীরবাবু, এইজন্য তো রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। আপনি নোটিশ আনুন, তখন আপনি আলোচনা করতে পারবেন। এইভাবে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ নেই এবং এই ব্যাপারে একটি রেফারেন্স নোটিশও আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, কে রেফারেন্স নোটিশ দিয়েছেন ? আমি জানি না। কারণ এখানে কজলিষ্টে এটা নেই। আপনি বলছেন রেফারেন্স নোটিশের কথা, ঠিক আছে আমি এটাও রেফারেন্স নোটিশ হিসেবে এনেছি এই হাউসে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না, না, আপনি বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আপনি আমাকে দাবিয়ে রাখতে চাইছেন, সেটা হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :— না, না, আপনাকে দাবিয়ে রাখছি না। এই ব্যাপারে একটা রেফারেন্স নোটিশ আছে, আপনি সে সময় আলোচনা করতে পারবেন। আপনার বলার স্কোপ তখন আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— এই গভর্ণমেন্টটা টোটাল্যালী ফেইলুর, সেখানে নজর দেওয়ার পরেই বলছেন—রেফারেন্স আছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি, উনি যেন এক্ষুণি পাবলিক এনালাইসিষ্ট দিয়ে বাজার থেকে নমুনা তেল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করেন। স্যার, আমার কাছে খবর আছে আগরতলা শহরের কয়েকটি গো-ডাউন থেকে ব্যাপক হারে মফঃস্বলে তেল পাচার হয়ে যাচ্ছে। কাজেই মফঃস্বলেও পাবলিক এনালাইসিষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেওয়া হোক। কাজেই আমি অনুরোধ করছি পুলিশ এবং এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের উদ্যোগে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে গো-ডাউনগুলি থেকে তেল বাইরে যেতে না পারে। এই সমস্ত ব্যবস্থা এক্ষুণি না নেওয়া হলে রাজ্যে মহামারী লেগে যাবে স্যার।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) **:—** অনারেবল স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে যে প্রসঙ্গটা তুলেছেন এই ব্যাপারে রাজ্য খাদ্য দপ্তর ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। রাজ্যের সব সাব-ডিভিসনে এই ব্যাপারে ইন্সট্রাকশান চলে গিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাহায্যের প্রয়োজন বলে তাদের সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— কাগজেপত্রে নয়। বাস্তবে কি হচ্ছে সেটা এখানে বলুন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস (মন্ত্রী) **:—** স্যার, বাজার থেকে তেলের নমুনা সংগ্রহ করে পাবলিক এনালাইসিষ্ট পরীক্ষা করে দেখবেন এবং খাদ্য দপ্তরে রিপোর্ট জমা দেবেন সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই যা যা দরকার সেভাবে আমরা প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নেব। আজকেই এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আলোচনা করেছেন। আজকেই আমরা এই ব্যাপারে আবার মিটিং করে প্রয়োজনীয় সব বব্যস্থাই নেব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আমার দ্বিতীয়টি হলো, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয় সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে আছেন।

মিঃ স্পীকার :— না, এটা নিয়ে কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা নিয়ে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। কাজেই এটা নিয়ে আবার আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করিছি না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এটা নিয়ে গতকালই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সুনির্দিষ্টভাবে একটি বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, লীডার অব দ্য হাউস দাঁড়িয়েছেন। উনি কিছু বলবেন, আপনারা বসুন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) : — অনারেবল স্পীকার স্যার, গতকালকে এই ব্যাপারে মূল বিষয়টা ছিল রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই মামলাটা তুলে নেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ বা উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা? আমি বলেছিলাম, এই ব্যাপারে আমার জানা নেই। মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপারে একটি বিবৃতি দাবী করেছিলেন। আপনি সভার পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বা আইন দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে এই সম্পর্কে জেনে হাউসে জানাতে আমি যেন সাহায্য করি। স্যার, আমি গতকাল দুপুরেই এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি। মূল যে বিষয় সেটা হলো রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মামলা তুলে নেওয়ার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা? আমি বলছি এই ধরণের কোন উদ্যোগই সরকার নেয়নি বা নেবেও না। মাননীয় সদস্যদের দাবী হচ্ছে, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় পদত্যাগ করবেন কিনা? আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর ডিসট্রিক্ট সেসন জাজ কোর্টে যাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট আনা হয়েছে তাদের মধ্যে এই হাউসের উপাধ্যক্ষ শ্রীসুবল রুদ্রও রয়েছেন। তাদেরকে ঐদিন কোর্টে হাজির থাকার জন্য বলা হয়েছে। মামলা চলবে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে তখন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজেই এখন উনার পদত্যাগের কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। সেটা আমি গতকালও বলেছিলাম।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : — স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখ এদের বিচার শুরু হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারছেন না এই বিচারের ......

(গণ্ডগোল)

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় সদস্যদের জানার জন্য বলেছি, এই অভিযোগের পরও কিন্তু মাননীয় সদস্য দুইবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন এবং নির্বাচনে দাঁড়াবার আগে সেখানে এফিডেভিট করতে হয়। তখন সমস্ত কিছু শোনার পর তাকে দাঁড়াবার ক্ষেত্রে কেউ আপত্তি ও অভিযোগ করেননি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ রেফারেন্স পিরিয়ড চলে যাবে। আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, খুনের আসামী যদি এখানে থাকতে পারেন, তাহলে এই সরকারকে খুনী সরকার বলতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, যারা চিৎকার করছেন তাদের অনেকের বিরুদ্ধে খুনের মামলা আছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— বসুন বসুন।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— উনাকে পদত্যাগ করতে হবে স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— একজন খুনের আসামী এখানে বসে······

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা বসুন। এটা ঠিক না। এটা ঠিক না। আপনারা বসুন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা ১০ মিনিটের জন্য মুলতুবী রইল।

AFTER ADJOURN AT 12-30 P.M.

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— স্যার, মানুষ পত্রিকায় আমার উপর দোষারোপ করে পত্রিকায়

উঠেছে, আমার ঘরে নাকি কালার টি, ভি, আছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছি। আমি বলেছি ভুল বশতঃ আমার নামে একটা এ্যালটমেন্ট হয়েছে। উনিও সেটা বলেছেন। এই ব্যাপারে আমি ডাইরেকটার আই, সি, আই, টিকে চিঠি লিখে জানিয়েছি। এমনকি সরকার যাওয়ার পর আরেকবার চিঠি লিখেছি। এই চিঠির কপিও আমার কাছে আছে। একটা ডিস এন্টেনা আমার কাছে আছে। এইভাবে আনুমানিকভাবে খবর ছাপানো হল। আমি সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টিতে নিচ্ছি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের কাছ থেকে একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। আমি তা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে তা উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্যের নাম আমি বলছি। শ্রীদীলিপ সরকার।

নেই, ফলস্ থ্রো।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি নোটিশ নিম্নলিখিত সদস্যের কাছ থেকে পেয়েছি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর। আমি সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে তা উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। যে সমস্ত সদস্যরা নোটিশ দিয়েছেন তাদের নাম উল্লেখ করছি—শ্রীমানিক দে এবং শ্রীরতনলাল নাথ।

শ্রীমানিক দে :— "ত্রিপুরায় প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ত্বরান্বিত করা সম্পর্কে।"

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো তা কলিং এটেনশান নোটিশ হিসাবে দিয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ ঠিক আছে। যেহেতু দু'টোর বিষয়বস্তু একই সেই কারণে একত্রে করে দিয়েছি। এখন আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এখন বিবৃতি দিতে না পারেন, আজ অথবা পরে কখন উনি উনার বিবৃতি দেবেন তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীপবিত্র কর (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই ব্যাপারে আগামী ১-৯-৯৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। সেই নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয়

সদস্য মহোদয়ের নাম বলছি—শ্রীঅমিতাভ দত্ত

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তুটি হল— "স্বল্প বর্ষণে আগরতলা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ায় জনদুর্ভোগের কারণ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, এই বিষয়ের উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। তিনি যদি এক্ষুণি বিবৃতি দিতে না পারেন। তা হলে সময় চাইতে পারেন। আজ অথবা পরে কখন বিবৃতি দিতে পারবেন তা জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীর দাস (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ১-৯-৯৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়ের প্রথমটি মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক ২৫-৮-৯৮ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর পূর্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি উক্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উক্ত বিষয়টির উর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হল —"রাজ্যের আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে চন্দ্রপুর হইতে খয়েরপুর পর্য্যন্ত রাস্তা সংস্কারের অভাবে যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী ও জনসাধারণের দুর্ভোগ সম্পর্কে।"

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আসাম-আগরতলা সড়কটি ৪৪নং জাতীয় সড়ক। এই সড়কটি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ৭৫৫ বর্ডার রোড টাস্ক ফোর্স (গ্রীফ)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই রাস্তার চন্দ্রপুর থেকে খয়েরপুর পর্য্যন্ত ১ কিমিঃ অংশের অবস্থা খুবই খারাপ এবং এই অংশে প্রত্যহ গাড়ী চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী রাখতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমি নিজে এবং শিল্পমন্ত্রী সীমান্ত সড়ক সংস্থার সাথে অবিরত যোগাযোগ রাখছেন। রাজ্যের মুখ্যসচিব বিষয়টির অগ্রগতির ব্যাপারে প্রত্যহ সদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখছেন। আমি নিজে, মুখ্যসচিব, মুখ্য বাস্তুকারসহ বি, আর, ও'র স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে গত ২ মাসে ২ বার মিটিং করেছি।

সম্প্রতি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, জেলাশাসক (পঃ ত্রিপুরা), এস, পি, এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ সহ উপরোক্ত রাস্তা পরিদর্শন করেছেন। রাস্তাটি প্রশস্ত এবং দুই পাশের ড্রেন করার জন্য বেদখল জমি মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ চলছে।

রাস্তার এই অংশটি উঁচু করার প্রয়োজন। সীমান্ত সড়ক সংস্থা চুড়াইবাড়ী পর্য্যন্ত ৪৪নং জাতীয় সড়কের চন্দ্রপুর থেকে খয়েরপুর পর্য্যন্ত অংশ সহ মোট ৭'৮ কিমিঃ রাস্তা উঁচু করার জন্য বি, আর, ও. কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭৩৬ লক্ষ টাকার প্রস্তাব দিয়েছেন। খয়েরপুর থেকে চন্দ্রপুর (৬ ৭ কিমিঃ) পর্য্যন্ত অংশটি উঁচু করার জন্য প্রায় ১ (এক) কোটি টাকার প্রয়োজন। বিষয়টি সম্বন্ধে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল পরিবহন মন্ত্রক এবং সীমান্ত সড়ক অধিকর্তার সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ করেছেন। গত ২৩-৫-৯৮ ইং আমি আমার দিল্লী সফরকালে এই বিষয়টি নিয়ে এম, ও, এস, টি-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মিঃ থাম্পি-র সঙ্গে আলোচনা করি। এবং এই রাস্তা সারাইয়ের কাজে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করি। ডাইরেক্টর জেনারেল (এম, ও, এস. টি.) (রোড ডেভেলাপমেন্ট) জানিয়েছেন, বি, আর, ও, কে, এন, এইচ, ৪৪ মেরামতির জন্য অর্থ দিয়েছেন ধর্মনগরের চুড়াইবাড়ী-আগরতলা সড়কের জন্য ১১ কোটি এবং আগরতলা সাব্রুমের (এক্সটেনশন রোড হিসাবে যার কাজ চলছে) রাস্তার জন্য ১৪ কোটি টাকা বর্ত্তমান আর্থিক বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে বি, আর, ও, এর এতদিন অসুবিধা থাকায় এতদিন এভয়েড করার চেষ্টা করছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর টাকার আর সমস্যা থাকবে বলে আমাদের মনে হয় না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা হবে বলে মনে করি। আর খয়েরপুর হইতে জি, বি, হাসপাতাল ভায়া নন্দননগর বিকল্প রাস্তা হিসাবে যানবাহন যেহেতু চলছে তাই বিকল্প রাস্তা হিসাবে এই রাস্তা ডেভেলাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— স্যার, ৪৪নং জাতীয় সড়কের কথা আমরা সবাই জানি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, রাস্তার দুই পাশে ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রী এবং দোকান গড়ে উঠার ফলে মাটি ফেলে রাস্তার ড্রেন বন্ধ করা হয়েছে এবং এর ফলে রাস্তায় জল জমে থাকছে পাস হচ্ছে না তার-জন্য গ্রীষ্ম থেকে সরকারের কাছে কোন অভিযোগ জানানো হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আর যদি অভিযোগ জানিয়ে থাকেন, তাহলে সরকার থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন জানাবেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এটা ঠিক নয় রাস্তাটা কাশীপুর থেকে খয়েরপুর বেশী নষ্ট হয়েছে। আগে যেভাবে রাস্তা করা হয়েছিল, তাতে রাস্তাটা খুবই নীচু ছিল। আর দ্বিতীয়তঃ হাওড়া নদীর জল আটকানোর জন্য কোন ব্যবস্থা না নেওয়াতে একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তা জলের নীচে চলে যায়। এখন নূতনভাবে তারা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, উঁচু করবেন। মাঝখানে পাইপ বসাবেন। ১/২ দিনের ভেতর মাননীয় সদস্যর গেলে দেখতে পাবেন গাছ কাটার প্রয়োজনীয় উদ্যোগও

নেওয়া হয়েছে। যখন দৃষ্টিতে বিষয়টি এসেছে তখন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক দে বিষয়টি দেখছেন এবং তাঁদের উদ্যোগেই গাছ কাটার কাজ শুরু হয়েছে।

শ্রীমানিক দে :— জাতীয় সড়ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গত এক বৎসর ধরে গ্রীফকোম্পানী খুবই নিম্নমানের ইট ব্যবহার করছে এ খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? আর এই রাস্তা কতবার বন্ধ হয়েছে তার তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা? আর তৃতীয়তঃ, বিকল্প রাস্তা হিসাবে জি, বি, রোডের উন্নতি করা হবে কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, বিষয়টি আমি আগেই বলেছি। আর এও বলেছি, বে-আইনী গাছ যা ছিল তা কাটার কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া নিম্নমানের ইট ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা গ্রীফ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পাঠিয়ে দিন। আমি বলেছি, জি বি, চন্দ্রপুর হয়ে খয়েরপুরে বিকল্প রাস্তা আছে। সেটার উন্নতি করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া খয়েরপুর হয়ে সিদ্ধি আশ্রম সাবওয়ে হয়েছে যা সাব্রুমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে। তারজন্য প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক যে যখন আগরতলা-সাব্রুম সড়ককে জাতীয় সড়কে উন্নীত করা হলো তখন তাদের যে ষ্টাফ ছিল তার একটা বড় অংশকে সেখানে সরিয়ে নেয়। এবং এটা ঠিক যে আগরতলা-সাব্রুম সড়কটিকে সংস্কার করার জন্য দ্রুততার সাথে তারা কাজ করেছেন। ফলে সেখানে প্রয়োজনীয় যে ষ্টাফ তার ঘাটতি আছে। আমরা এই বিষয়টি তাদের দৃষ্টিতে নিয়েছি যাতে আরও ষ্টাফ দেওয়া হয় এই কাজগুলি যাতে কোন সময়েই বন্ধ না হয়।

মিঃ স্পীকার :— উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ, শ্রীসমীর দেব সরকার, শ্রীমানিক দে, শ্রীসুধন দাস, শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক গত ২৬-৮-৯৮ ইং তারিখে উত্থাপিত নিম্নে উল্লিখিত বিষয়বস্তুটির উপর শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :—

"রাজ্যের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাচোয়াত কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে কার্য্যকর করা সম্পর্কে।"

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখন বিবৃতিটি উপস্থাপন করছি—

রাজ্যের পত্রিকা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সাংবাদিক এবং অ-সাংবাদিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাচোয়াত ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ প্রযোজ্য, কিন্তু কার্য্যকরী হয় নাই। এই ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ কার্য্যকরী করার জন্য শ্রমমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি গঠন করা হয়। এই

কমিটিতে মালিক পক্ষের ও কর্মচারী পক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

গত ১৭-৮ ১৯৯৬ ইং তারিখে এই ত্রিপাক্ষিক কমিটির সভা ডাকা হয়। এছাড়াও শ্রমমন্ত্রীর অফিস কক্ষে ২২-৮-১৯৯৬ ইং তারিখে আরেকটি সভা হয়। উপরোক্ত সভাগুলিতে কর্মচারী পক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মালিক পক্ষের অনুপস্থিতি ও অনমনীয় মনোভাবের জন্য কোন কিছু সুরাহা করা যায়নি। গত ১১-১২-১৯৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মচারীরা ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট এ্যাক্ট-এর বিধান অনুযায়ী ওয়েজ বোর্ড-এর মজুরি পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ফর্মে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করবেন। রাজ্য সরকার আইন অনুযায়ী দাবীকৃত মজুরি আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। তবে এখন পর্যন্ত এরকম কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। কোন সংবাদপত্রের মালিক এই পর্ষদের সুপারিশ অমান্য করলে কোন পরিদর্শক ওয়ার্কিং জার্নালিষ্ট এ্যাক্ট অনুযায়ী আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে মামলা করিতে পারে না। কারণ, ঐ আইনে পরিদর্শকদের মামলা করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি। শ্রম দপ্তর এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেও এখন পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। উল্লেখ থাকে যে ১৭-৮-১৯৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মালিক পক্ষের একজন মাত্র প্রতিনিধি (জাগরণ) পত্রিকার মালিক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এটা কাউকে দোষ দেওয়ার ব্যাপার নয়, ক্ল্যারিফিকেশানের ব্যাপার নয়, কোন পত্রিকা কত বিজ্ঞাপন বেশী পেল ইট ইজ নট এ মেটার। সেদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে প্রয়োজনবোধে অন্য সমস্ত কর্মসূচী বাদ দিয়ে হলেও এটাকে গুরুত্ব দিয়ে খোলাখুলি আলোচনা যেন করা হয় যাতে এই প্রবলেমটা সোলভ হয়। কংগ্রেসের দোষ, যুব সমিতির দোষ, বামফ্রন্ট সরকারের দোষের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা রুজি রোজগারের। আমার বক্তব্য হলো ১৯৮৯ সাল থেকে আইনটা চালু হয়েছে এবং একটা বাচোয়াত কমিশন হয়েছিল ১৯৮৯ সালে সেটা পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে আরেকটা কমিশন হয়েছিল রিটায়ার জাষ্টিস মনিসেনা সিং-এর নেতৃত্বে এবং তার রিপোর্ট আগামী সেপ্টেম্বর মাসে পেশ হবে। কাজেই ১৯৯৮ সালের সুপারিশ এখনও হলো না। তাই আমার প্রশ্ন হলো—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, মাননীয় শ্রমমন্ত্রী এক একদিন এক একরকম কথা বলেন আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না। কারণ, আজকেই উনি (শ্রমমন্ত্রী) একবার বলছেন ১০টা, আর একবার বলছেন ১১টা, কেউ বলছে মিটিং-এ আসেনি। ঐদিন জাগরণ পত্রিকা ছাড়াও ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার প্রতিনিধি ছিলেন। স্যার, আমি জানি, প্রশ্ন হলো সেটা নয়, প্রশ্ন হলো এই সুপারিশ কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিচ্ছি, আমি যুক্তিতে যাচ্ছি না। ব্যাপারটা হলো কোন পত্রিকার বিরুদ্ধে আন্দোলন নয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতনবাবু এটার দরকার নেই। সুপারিশ কার্য্যকরী যেটা বলার উদ্দেশ্য সেটা বলুন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, বাচোয়াত কমিশনের সুপারিশ কাজ করতে গিয়ে আমার প্রস্তাব যে, এটা সুনির্দিষ্টভাবে দরকার হলে এক বছর দেরী হোক, সুনির্দিষ্ট কতদিনের মধ্যে বাচোয়াত কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা হবে। এটা হলো আমার এক নাম্বার প্রস্তাব। আমার ২ নাম্বার প্রস্তাব হলো, প্রয়োজনবোধে এই হাউস থেকে সম্মিলিতভাবে ট্রেজারী বেঞ্চ এবং অপজিশান বেঞ্চ সবাই মিলে মালিকদের উদ্দেশ্যে আমরা একটা প্রস্তাব রাখি যাতে আমাদের প্রস্তাবের মাধ্যমে তারা যাতে সাড়া দেয়। যদি কোন কারণে সাড়া না দেয়, এই হাউস উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং প্রয়োজনীয় আইন যেটা প্রচলিত আছে সেই আইনে ব্যবস্থা করা হবে কিনা সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমরা বিরোধীদল থেকে অনুরোধ জানাচ্ছি, রিপ্লাইটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আসলে ভাল হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলেছেন, এটা ইয়েস, নো চট করে বললে হবে না। প্রশ্ন উত্তরের যে আওয়ারটা এই রকম বললে হবে না কিছু বলতেই হবে। এটার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ১৯৭৮ সালে পালেকার কমিটি হয়েছে। তার ৫ বছর পর হয়েছে বাচোয়াত কমিশন। বাচোয়াত কমিশন আমাদের রাজ্যে এটা কার্য্যকরী হয়নি। কিন্তু অন্য রাজ্যের কথা জানি না। থার্ড যেটা আপনি (মাননীয় সদস্য রতনবাবু) বলেছেন জাষ্টিস্ মনিসেনার নেতৃত্বে আর একটা কমিটি হয়েছে। কিন্তু আমরা বাচোয়াত কমিশনই কার্য্যকরী করতে পারছি না শুধু তা নয় পালেকার কিছু হয়েছে এটা ঘটনা। আমি কাউকে দোষারূপ করছি না। কিন্তু এখন যেটা বলছেন কতদিনের মধ্যে হবে ? এর আগে ৩/৪টা গভর্ণমেন্ট কাজ করে গেছে কিন্তু আমরা পারিনি। আমি ঐদিন একটা কথা বলেছিলাম, আমাদের এখানে যারা সংবাদপত্রের মালিক তাঁরা কোটিপতি নয়, তাদের মধ্যে কেউ হয়তো থাকতে পারে একটু বিষয়-আসয় বা সম্পত্তি বেশী মাঝারি বা নিম্নবিত্তের অধিকাংশের থেকে তাদের পরিবার চলে, আবার যারা কাজ করছেন তাদের জন্য সাংবাদিক অথবা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত উভয় অংশের জন্য বাচোয়াত কমিশনের রিপোর্ট আগামী দিনে যেটা আসবে সেটাও তাই হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আপনার প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত। সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত যে কোন কর্মী ইনক্লুডিং ওয়ার্কিং জার্ণালিষ্ট তাঁরা বেনিফিটেড হোক। কিন্তু বাচোয়াত কমিশন যেভাবে রিপোর্ট সাবমিট করেছেন, এটা আমি বলছি, মালিকদের পক্ষপাতিত্ব নয় আমি আগেই বলেছি, আমাদের এখানকার মালিকরা দিল্লী, বোম্বের তাদের মত

নয়। ফলে এদেরও বাঁচতে হবে, যাদেরকে ভিত্তি করে তারা শিল্পটা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে তাদেরও বাঁচাতে হবে। এই রকম একটা জায়গায় গিয়ে বসে ফয়সালা করা দরকার। এই চেষ্টা গভর্নমেন্টের তরফ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মালিকদের তরফ থেকে সেই ধরণের কোন পজেটিভ রেসপন্স পাওয়া যায়নি। তারা যদি এসে বলতেন যে 'সবটা আমরা পারব না'। এটা আসুন আমরা মাঝামাঝি জায়গায় বসে রফা করি। দিস ইজ এ্যাক্সপেরিয়েন্স। মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক বলে তো কিছু লাভ নেই। মালিক কম দিতে চাইবে, শ্রমিক বেশী পেতে চাইবে। দিস ইজ ইন্টারন্যাল কনট্রাডিক্শান। এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সেখানে যেটা বলছেন দেশের কথা সম্পর্কে সেটা আমি বলছি দেশের কথার পক্ষ থেকে যারা নাকি আছেন, তারা বলছেন, বাচোয়াত কমিশনের যে রিকমেণ্ডেশান আমরা নীতিগতভাবে সমর্থন করি। দেশের কথার যারা কর্মীরা আছেন তারা সেখানে বলছেন যে, আমাদের এখানে এই বাচোয়াত কমিশনের রিকমেণ্ডেশান যেটা "ডেইলী দেশের কথায়" কার্য্যকরী করেছেন আমরা প্রেস করছি না। কারণ এখানে লাভ লোকসানের প্রশ্ন নেই। এখানে যা রোজগার হয়, এটা দিয়েই পত্রিকাটা চলে, তার উপরই আমরা বেঁচে আছি। কাজেই এখানে কেউ টাকা আলাদা করে ব্যাংকে জমিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাড়ায় না। ডিফারেন্সটা হচ্ছে এই জায়গায়। আমি প্রসঙ্গক্রমে ব্যাপারটা বলে রাখছি। হাউএভার মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব করেছেন, এই হাউস থেকে আমরা বিধানসভার প্রস্তাব হিসাবে মালিক বন্ধুদের আমরা অনুরোধ করব যে আপনার অসুবিধাগুলি জেনেই আমরা বলছি, আমাদের অনুরোধ হচ্ছে বাচোয়াত কমিশনের যে রিকমেণ্ডেশান সেটা হুবুহু কার্য্যকরী করতে যদি নাও পারেন, অন্ততঃ পক্ষে একটা জায়গায়, স্ট্যাটিক অবস্থায় থেকে কিছুই করলেন না, এটা করবেন না। আলোচনা করে একটা একটি জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করুন। অন্ততঃ মনিসেনা কমিটি তার যে রিপোর্ট সেটা আপনার আগে থাই করুন, বসে করুন। এটা বিধানসভার থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি। তারপর যদি উনাদের কাছ থেকে রেসপন্স না পাই, পরেরটা পরে ভাবব আমরা এবং আইনী কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় আগাম বলার তো দরকার নেই। আমরা আশা করব মালিক বন্ধুরা পজিটিভ রেসপন্স দেবেন। তারাও তো ত্রিপুরারই মানুষ। কাজেই এটা না হলে আমরা এটা করব, ওটা নাহলে আমরা সেটা করব। এই জায়গায় যেতে চাইছি না।

শ্রীদীপক কুমার রায়ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এক নং ডিমাণ্ড হচ্ছে অবিলম্বে কর্মরত সাংবাদিকদের সংশ্লিষ্ট পত্রিকা কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্র দিতে হবে। এটা কাদের দাবী? জার্নালিষ্টদের দাবী। এই নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শ্রমমন্ত্রী জানাবেন কি? নিয়োগপত্র যারা পায়, কতদিন কাজ করলে পরে তারা নিয়োগপত্র পায় এবং একটি প্রতিষ্ঠানে কতজন সাংবাদিক, কতজন কর্মী বন্ধু থাকলে, তাদের নিয়োগপত্র দেওয়া

হয়? যদি সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে এখন পর্যন্ত তাদের নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন? যদি বলেন যে মালিকরা আলোচনায় আসেনি, বসেছিলাম ত্রিপাক্ষিক আলোচনায়, এক পক্ষ বয়কট করেছে, আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিনা। শ্রম দপ্তর আপনাদের আইন রয়েছে, আপনারা নোটিশ দিয়ে এনে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। যদি না আসে তাহলে রেজিষ্টে্রশান খতিয়ে যে যে পত্রিকা প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে তাদের কর্মী সংখ্যা রয়েছে, তাদের নাম-ধাম শ্রম দপ্তর রেজিষ্ট্রি করার প্রথা রয়েছে, বিধান রয়েছে। এই নিয়োগপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে মাননীয় শ্রমমন্ত্রী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্যাপারে তিনবার মিটিং হয়েছে আমাদের শ্রম-দপ্তরের উদ্যোগে। মালিক পক্ষ আসেনি। আমাদের-ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ ছিল এইভাবেই যারা সাংবাদিক বন্ধু আছেন, তারা কাজ করেন, তারা যাতে তাদের আইনগত অধিকার পায় তার জন্য আমরা একের পর এক মিটিং ডাকছি। নোটিশ দিচ্ছে উনারা আসেনি। কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়েছেন, আমরা এই বিধানসভা থেকে আগামী দিনে যাতে এই ধরণের উদ্যোগ নিয়ে যারা সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীরা কাজ করেন তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে আমরা উদ্যোগ নেব।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— স্যার, আমার প্রশ্নের উত্তর আসেনি। আমি বলেছি যে তাদের নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে শ্রমদপ্তর থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? শ্রম দপ্তরের যে আইন রয়েছে সেটাকে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছেনা কেন? শ্রমদপ্তর শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করছেনা। এটার কোন অ্যাকটিভিটিস নেই এবং নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যাপারে শ্রমদপ্তরের ভূমিকা কি? কারণ শ্রমদপ্তরটা একটা অথর্ব দপ্তর হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। এটা শ্রমিকদের স্বার্থে কোন কাজ করছে না, এটা পঙ্গু দপ্তর হয়ে আছে।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— এটা আলোচনার ভিত্তিতে আমরা উদ্যোগ নেব।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— স্যার, এখানে আমি বলতে চাই, সাংবাদিকরা তারাও আমাদের মতই ছেলেমেয়ে বাচ্চা নিয়ে সংসার করে। তাদের অভাব-অনটন আছে তাদেরও ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে কাজেই অনারেবল চীফ-মিনিষ্টার ঠিক কথাই বলেছেন, বাচোয়াত কমিশন নয়, আমাদের রাজ্যের যে পরিস্থিতি, আমরা সাংবাদিকদের জন্য এমন কোন আইন তৈরী করতে পারি কিনা যাতে একেবারে নিম্নতম অধিকারটুকুও তারা পেতে পারে। যেমন, অ্যাপয়মেন্ট, তারপর পে-সেলারী ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন, অল দিস থিংস, হোয়েদার ইট ইজ পসিবল হেড এ নিউ লেজিসলেশন। আমার জানা মতে ১৯৯৯ টা সংখ্যা পার হলে যে কোন পত্রিকা অডিট করতে হয়

এবং ৪২ হাজার পর্যন্ত স্মল পেপার আর. এন. আই. নর্মস অনুযায়ী স্মল পেপার হিসাবে টেকেন হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে দশ হাজার পনের হাজার চল্লিশ হাজার হয়ে গেছে। কিন্তু এরা সবাই ছোট পত্রিকা, এগুলি কোনটাই বোম্বে দিল্লীর পত্রিকার মত বড় পত্রিকা নয়। কাজেই মালিকদের স্বার্থ নিশ্চয়ই আমাদের চিন্তা করতে হবে। যাই হোক, আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পরিস্থিতিতে এটা এভাবে করতে পারি কিনা যে. একসীডিং টু থাউজেণ্ড, একসীডিং ফাইভ থাউজেণ্ড, একসীডিং টুয়েনটি থাউজেণ্ড এইভাবে ক্লাসিফিকেশন করে সেই সুযোগ সুবিধা কর্মচারীদের মালিকদের দেওয়া যায় কিনা, মালিকরা মিটিং ডাকলে আসেনা এই কথা যাতে আর না শুনতে হয়, নূতন একটা আইন করে এটাকে কম্পালসরি করে দেওয়া যায় এবং আইন করার আগে আমরা মালিকদের ইনভাইট করতে পারি, তাদের কি সাজেশন আছে সেটা আমরা জানতে পারি। এইভাবে করলে বোধ হয় সমস্যার সমাধান হবে। না হলে পরে এই কমিশন গুলি ইট ইজ নেভার পসিবল ইন ত্রিপুরা। একজন ষ্টাফ রিপোর্টার দশ হাজার টাকা বেতন পায়, আমাদের এখান থেকে সুরজিৎ চক্রবর্তী ছিল ত্রিপুরা থেকে দিল্লী চলে যায় সে আগে ৫০০ টাকা পেত আর এখন সে পায় কুড়ি হাজার টাকা। এটা এখানে সম্ভব না। কাজেই আমি যেভাবে বলেছি সেই ভাবে করা সম্ভব কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভেবে দেখবেন।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— শ্যামাচরণ বাবু যে প্রস্তাবটা রেখেছেন আমি আগের যে প্রস্তাবটাকে একসেপ্ট করছি আমরা আগে এটা করে দেখি তাতে যদি কোন পজেটিভ রেসপণ্ডস না পাই, তারপর আমরা এটার ব্যবস্থা নিতেই পারি, অসুবিধার কিছু নেই। প্রথম আমরা এটা করি। আজকে অ্যাসেম্বলিতে একটা দলমতের উর্ধে থেকে আমরা একটা জায়গায় অ্যাটেণ্ড করছি টু দা কনসার্ন অফ্ আওয়ার ওনার্স অফ্ দা পেপার। আমরা অপেক্ষা করে দেখি, এক মাসের জন্য আমরা অপেক্ষা করে দেখি তারা তাতে রেসপণ্ডস করে কিনা। না হলে পরে আমরা এইভাবে করব, অসুবিধার কিছু নেই।

মিঃ স্পীকার :— আর প্রশ্ন করতে দেওয়া যায়না, মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আমরা একমাস অপেক্ষা করে দেখি। কাজেই আর প্রশ্ন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, আমাকে ১ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে শুধু ১ মিনিট।

শ্রীজওহর সাহা :— পয়েণ্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে তারিখের কথা বলা হয়েছে সে ২২-৮-৯৬ তারিখে যে মিটিং হয়েছে তারপর এই দুই বছরের

মধ্যে আর কোন মিটিং হয়নি। এই দুই বছরের মধ্যে বাচোয়াত কমিশন সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। ওয়ার্কিং জার্নালিষ্টদের ব্যাপারে কোন আলোচনা হয়নি। তারপর স্যার শুধু মালিক পক্ষ যেমন অসহযোগিতা করছে তেমনি মালিকপক্ষ ছাড়াও এই ব্যাপারে সাংবাদিকদের আর যেসব সমস্যা আছে, যেমন সরকারীভাবে আবাসন প্রকল্পে তাদেরকে আনা, মানে সরকারীভাবে আবাসন দেওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে কোন রকম সাহায্য দেওয়া হচ্ছে কিনা। এছাড়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা বা সাংবাদিকদের কল্যাণে তহবিল গঠন করা। এগুলিতো রাজ্য সরকারের ব্যাপার, তা এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি ভূমিকা নিয়েছেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীরঞ্জন বর্মন **:—** স্যার, আপনি একটা প্রপোজেল দিন যে রিসেসের পরে মি: এর ডিসকাশন হবে।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** প্রশ্নটা হচ্ছে, যে বিষয়টার উপর আমরা আলোচনা করেছিলাম এর পরে আলোচনা করলে কি আর বের হবে, আমারতো জানা নেই। আপনার প্রস্তাব একসেপ্ট করে নিয়েছি, প্রপোজেল আপনি যা দিয়েছেন সে প্রস্তাবতো একসেপ্ট করে নিয়েছি। তারপর মাননীয় সদস্য শ্যামাচরণবাবু আরেকটা মোডিফাইড প্রস্তাব এনেছেন। বর্তমান প্রস্তাব কার্য্যকরী হওয়া সাপেক্ষে সেটাও একসেপ্ট করছি। এর পরেও আপনারা কিভাবে এসব বলতেন ?

শ্রীদীপককুমার রায় **:—** পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, নিয়োগ-পত্র সম্পর্কে কোন উত্তর পাইনি।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য দীপকবাবু যে বিষয়টা নিয়োগপত্র সম্পর্কে বলছেন সবগুলিইতো একটা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত।

শ্রীদীপককুমার রায় **:—** মি: স্পীকার স্যার, এইটা শ্রমদপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত !

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মি: স্পীকার স্যার, উনারা মূল যে প্রস্তাবটি এনেছেন তাতে নিয়োগপত্রই বলুন যাই বলুন, সমস্ত বিষয়টি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। তো এই বিষয়টা যখন একটাতে চলে এসেছে বাকিগুলিও হয়ে যাবে। মালিকদের সঙ্গে ফ্রেশ কথাবার্তা হবে। আর এখন উনারা নিয়োগ-পত্রের কথা বলেছেন-আপনারাতো গত ত্রিশ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন কিন্তু তখন তো আপনারা সেটা করতে পারেননি অবশ্য আমি সেকথা বলতে যাচ্ছিনা। আমি বলছি উইথ এ ফ্রেশ লুক ইউনাইটেড লি এটা আপিল করছি টু দ্যা কনশাস অব দ্যা ওনার্স অব দ্যা পেপার্স। লেট আস ট্রাই। আমি একটা কথা বলব—কাউকে ব্লেম করছি না। কমিশনের যে রায়টা সেটা কার্য্যকরী করার জন্য ইণ্ডিভিজুয়েলী কোন সাংবাদিক বন্ধুতো কোন আবেদনও করেননি।

CALLING ATTENTION

মি: স্পীকার **:—** আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার

এবং শ্রীগৌরকান্তি গোস্বামী মহোদয়দের নিকট থেকে পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—
"রাজ্যের বিপর্যস্ত টেলিফোন পরিষেবা সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি এক্ষুণি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রী সুকুমার বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ৩১-৮-৯৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই নোটিশটির উপর আগামী ৩১-৮-৯৮ ইং তারিখে একটি বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"রাজ্যে কাঠের অভাবে কাঠ শিল্পে সংকট সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

আমি এখন শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী পবিত্র কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশটির উপর আগামী ১-৯-৯৮ ইং তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মহোদয় আগামী ১-৯-৯৮ ইং তারিখে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয় কুমার রাংখল মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"Regarding creation of new Administrative District and Sub-Division for the greater interest of the State."

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ১-৯-৯৮ ইং তারিখে এই নোটিশের উপর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ১-৯-৯৮ ইং তারিখ এই নোটিশটির উপর একটি একটি বিবৃতি দেবেন।

সময় শেষ। আজ যে সকল দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তার সবগুলিই এই সভার টেবিলে লে হয়ে যাবে। ANNEXURE—C.

এই সভা আজ বেলা ২ (দুই)টা পর্যন্ত মুলতবী রইলো।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

LAYING OF PAPER ON THE TABLE OF THE HOUSE

MR. SPEAKER :— Now the question before the House laying of a copy of—"The Tripura Tea Companies (Taking-Over of Management of certain Tea units) (Amendment) Ordinance, 1996 (Tripura Ordinance No. 2 of 1996). Now, I request the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries & Commerce Department to lay the above Ordinance on the table of the House.

SHRI PABITRA KAR (Minister) :— Hon'ble Speaker Sir, I beg to lay a copy of" The Tripura Tea Companies (Taking-Over of Management of Tea units) (Amendment) Ordinance, 1996 (Tripura Ordinance No. 2 of 1996" on the table of the House.)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের সভায় পেশ করা অর্ডিন্যান্সের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, পাবলিক একাউন্টস কমিটি এবং সিডিউলড কাষ্টস ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রত্যেকটির একটি করে শূন্য সদস্য পদ পূরণের জন্য সদস্যদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে গত ২৪শে আগষ্ট, ১৯৯৮ ইং তারিখে আমি এই সভায় ঘোষণা দিয়েছিলাম। তদনুযায়ী উক্ত কমিটি

দুটির জন্য একটি করে মনোনয়নপত্র যথাসময়ে পাওয়া গিয়েছে এবং কোন সদস্যই উনাদের মনোনয়ন-পত্র প্রত্যাহার করেননি। উপরোক্ত কমিটি দু'টির শূন্য সদস্য পদের সংখ্যা একটি করে এবং মনোনয়নপত্র পাওয়া গিয়েছে একটি করে। সবকটি মনোনয়নপত্রই বৈধ। কাজেই নির্বাচনের আর প্রয়োজন নেই। তাই আমি উক্ত কমিটি দুটির জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী সদস্য মহোদয় এবং সদস্যা মহোদয়াকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত বলে ঘোষণা দিচ্ছি।

নির্বাচিত সদস্য মহোদয় এবং সদস্যা মহোদয়ার নাম হলো :—

১) পাবলিক একাউন্টস কমিটির জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা মহোদয়।

২ সিডিউলড কাষ্টস ওয়েলফেয়ার কমিটির জন্য মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি বিজয়লক্ষ্মী সিনহা মহোদয়া।

DISCUSSION AND VOTING ON THE DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1998-99

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি সভায় উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহণ।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ১২টি ব্যয়-বরাদ্দের দাবী রয়েছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলির উপর আলোচনা শুরু হবে এবং আলোচনা শেষে ভোটগ্রহণ হবে।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং মহোদয়কে আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং (মাতাবাড়ী) **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কাট মোশানগুলি এনেছিলাম তারমধ্যে রয়েছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৩, মেজর হেড ২০৫৯। আমার এতে কাট-মোশানটা ছিল হেজলাছড়ায় (তুইনানি-মহারাণী সড়ক) একটি ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। স্যার, হেজলাছড়া এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ব্যাপক উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ চলবে। উগ্রপন্থী দমন করতে সেখানে যদি পুলিশ বা অন্যান্য আরক্ষা কর্মীদের যেতে হয়, তাহলে তারা সেখানে যেতে পারবেন না। কেননা সেখানে একটি ব্রিজের একান্ত দরকার। ব্রিজ পার না হতে পারলে আরক্ষা কর্মীদের নিয়ে গাড়ী যাবে কি করে? তাছাড়া সেখানকার মানুষের জন্য এই ব্রিজ নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী স্যার। কয়েকদিন আগে গন্ডিতে হামলা হয়েছিল, এই হেজলাছড়া থেকেই তারা গিয়েছিল। সমগ্র সাউথ ডিসট্রিক্টে যে তৎপরতা চলছে সেটা হেজলাছড়াকেই ব্যবহার করে। কাজেই সেখানে একটি ব্রিজ নির্মাণ করার জন্য আমি মাননীয় পূর্ত মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমার অপর একটি কাট-মোশান রয়েছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, মেজর হেড ২৮০১-এর উপর। সেখানে গোমতী বিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গতদিন এখানে

মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু বলেছিলেন যে, আমরা সেখান থেকে কিছুই তুলনামূলকভাবে পাচ্ছি না। তথাপি খরচাই করে চলছি। দুই হাজার হেক্টর এলাকার উপর গোমতী হাইড্রেল প্রজেক্টটি রয়েছে। সেটা করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছেন এবং তাদেরকে পুনর্বাসন দিতে হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচা করে সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হচ্ছে। বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে ৭ থেকে ১১ মেগাওয়াট। শুকা মরশুমে পাওয়া যায় মাত্র ৭ মেগাওয়াট। কাজেই এটাতে আমরা কেবল খরচাই করছি। পাচ্ছি না কিছুই। ডম্বুরের জলাশয় আমরা ঠিকভাবে ইউস করতে পারছি না। এখনতো মাছও ধরা যাচ্ছে না উগ্রপন্থীদের কারণে। কালকে যেটা আলোচনা হয়েছিল যে ডম্বুরে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে ট্যুরিজম দপ্তর থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রজেক্ট করা সেগুলি আজকে উগ্রপন্থীদের কারণে হচ্ছে না। কাজেই এটাকে আমরা আরও ইনভেষ্টমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আরও কিভাবে যারা ট্যাকনিকেলম্যান তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাক্রমে গোমতী প্রজেক্টের ইলেকট্রিসিটি যাতে আরও বাড়াতে পারি তার চেষ্টাতো আমাদের করা উচিত। সেইদিকে যাতে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় নজর রাখেন।

আমার আর একটি কাট মোশান হলো— ' Failure to control that wasteful expenditure on irrigation and failure to proper utilization of surface water."

স্যার, আমরাতো সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করতে পারছি না। যারজন্য আমাদের ১২ থেকে ১৩ শতাংশ কালটিভেটর ল্যাণ্ডের উপর এই ইরিগেশন এখন পর্যন্ত আছে। আমরা বড় বড় প্রজেক্ট করি। যেমন চাকমাঘাট প্রজেক্ট কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এখানে কতটুকু ইরিগেশন হবে আমার সন্দেহ আছে। সেখানে ১২ হাজার করার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু বারশত হেক্টর জমিতে হবে কিনা? যেমন আমাদের মহারাণী ব্যারেজ এখানে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এখানে ইলেকট্রিসিটি প্রডাক্ট হওয়ার কথা ৫ মেগাওয়াট কিন্তু এখন একও হয়নি। তাদের অফিসটাও ইলেকট্রিসিটি করতে পারছে না। কাজেই ঐ সুখজলার উপর দিয়ে পাইপ লাইন নেওয়ার জন্য সেখানে বড় বড় এমবাক করা আছে, এটার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে। তারপর বিভিন্ন ফরেষ্ট থেকে শাল বাগান, সেগুন বাগান কেটে রোড করা হচ্ছে। এটা নাকি বিলোনীয়া, রাজনগরের দিকে জল নেবে এটা নাকি প্রজেক্ট। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন লক্ষণ দেখি না সেটার। এবং সুখজলার উপর দিয়ে পাইপ লাইনের জন্য যে রাস্তা করা হচ্ছে, সেটা ঠিক আছে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটার পরও বৃষ্টির পরে ঐ বাঁধ থেকে যেটা ধুয়ে যাচ্ছে, সেটা যাওয়ার ফলে অনেক জমি নষ্ট হচ্ছে। এটা যদি অন্তত: ৫ ইঞ্চি ওয়াল দিয়ে করা হত তাহলে অনেক কৃষকের জমি নষ্ট হত না। সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি।

আমার চতুর্থ কাট মোশান হচ্ছে— "Need to set-up P.H.C. at Tainani Gangachara and District Hospital (South) at Chandrapur."

স্যার, মন্ত্রী নিজেও জানেন তিনি ঐ এলাকার লোক। ঐ এলাকাতে কোনরকম চিকিৎসার সুযোগ নেই। গণ্ডাছড়া উনার এরিয়া তুলামুড়াও উনার এরিয়া। ডিষ্ট্রিক্ট হাসপাতালের জন্য চন্দ্রপুরে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। সেখানে ৩৩ জন ৩২ একর জমি দিয়েছে। সেখানে দুইবার কাজের জন্য টেণ্ডার কল হয়েছে। কিন্তু দুইবারই টেণ্ডার বাতিল হয়েছে।

আর একটা হল আমাদের কলকাতার ত্রিপুরা ভবন। এটা মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরও জানেন। এটা এষ্টিমিটেড কষ্ট ছিল ২ কোটি ৪৮ হাজার টাকা। শেষ পর্যন্ত সেখানে খরচ হয়েছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে সেখানে সেন্ট্রালি এয়ার কণ্ডিশনিং করার কথা ছিল। সেখানে ধরা ছিল ৩২ লক্ষ টাকা। এবং এটা ফাইনিং করছে বোধ হয় সাবওয়ার কোম্পানী এবং কন্ট্রাকশনের জন্য করছেন শম্ভু ঘোষ। সেখানে ঐ কোম্পানী নিয়েছে ৪৮ লক্ষ টাকা এবং কন্ট্রাকশনে ২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। সেটা এয়ার কণ্ডিশন হয়নি সেটা ২৩টা রুমের মধ্যে এয়ার কণ্ডিশনিং করা হয়েছে। সেখানে সেন্ট্রাল এয়ার কণ্ডিশন করার জন্য সেখানে গ্লাস দিয়ে সব কিছু করা হয়েছে। সেখানে যদি এয়ার কণ্ডিশন করার পরিকল্পনা আগের থেকে না থাকতো তাহলে এই খরচটা করা উচিত হয়নি। ২৩ রুমের মধ্যে যদি এয়ার কণ্ডিশন করা হয় তাহলে ৭ বা ৮ লক্ষ টাকার মধ্যে হয়ে যেত। সেখানে ২৮ লক্ষ টাকা শুধু শুধু খরচ করা হয়েছে। আর এখানে যে লিফট বসানো হয়েছে ওটিস কোম্পানী। এটা আমার মনে হয় সেকেণ্ড হেণ্ড। আমাদের মাননীয় এম. পি. সাহেব উঠতে গিয়ে আটকে গেছেন। কাজেই এটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় ইনকোয়ারী করে দেখবেন। কারণ, সেখানে টেকনিক্যালম্যান দিয়ে তদারকি করে দেখা দরকার। সেখানে যে পোদ্দার সাহেব আছেন তিনি তো টেকনিক্যালম্যান নয়। যদি সেখানে তদারকিটা ভাল করে করা হত, তাহলে এইগুলি নিম্নমানের হতো না। সেখানে যে ফুল সিলি দেওয়া হয়েছে, সেটি এয়ার কণ্ডিশন চালানোর পর আস্তে আস্তে সেগুলি গলিয়া পড়ে। এইসবগুলি ভালভাবে ইনকোয়ারী করে দেখা দরকার। কারণ সেগুলিকে মজবুত করে করা দরকার। রাজ্যের ভি আই পিরা যাবেন সেখানে থাকবেন। কাজেই আমাদের চিন্তা করা দরকার যে টাকাগুলি খরচ করব সেগুলি যাতে মিস্-ইউস না হয়। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাট-মোশান দুটো আছে। একটা গোবিন্দবাড়ী রোড আর একটা ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট। গোবিন্দবাড়ী রোডটা রাজ্য সরকার সঠিকভাবে তদারকি না করার ফলে কয়েক বছর ধরে রাস্তাটি খারাপ হয়ে আছে। তারা বলে যে

এন ই সি ফাণ্ড প্রেস করেনি। আমরা কি করব ? কাজেই রাস্তার গুরুত্বটার দিক থেকে চিন্তা ভাবনা করে মাননীয় মন্ত্রী কাণ্ডটা প্রেস করে যাতে কাজটি সঠিক সময়ে সমাপন করা হয়। কারণ ঐ রাস্তার মধ্যে তিনটা বি এস এফ ক্যাম্প আছে। এখন সেখানে রাস্তা না থাকার কারণে বি এস এফরা পায়ে হেঁটে ৩৬ কিমিঃ মত যেতে হয়। শুধু সেটিই না সেখানে থালছড়া বাজারে প্রতি বছর কুড়ি হাজার মণ তিল, কার্পাস এবং পাট এইগুলি বাজারজাত হয়। সেখানে রাস্তা না থাকার ফলে ওরা কম দাম পাচ্ছে। সেখানে যারা উৎপাদন করছে তারা উচিত দাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

আর একটা হচ্ছে ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট। এটাকে যদি উনি সমর্থন করেন তাহলে আমি বাজেটকে নিশর্ত সমর্থন করবই, এবং আমার মনে হয় বিরোধী বেঞ্চের কারো এই ব্যাপারে কোন আপত্তি থাকবে না। সেটা হচ্ছে ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট। শ্বেতহস্তী বলে আমাদের একটা প্রবাদ বাক্য আছে। এটা এখন শ্বেতহস্তী নয়, কালোহস্তী আরো কত কি হস্তী, সেটা সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। এটা শুধু খায়ই খায় কিছুই দিচ্ছে না। এটার কনষ্ট্রাকশন এষ্টিমেটেড কষ্ট ধরা হয়েছিল ৩ কোটি টাকা। যখন এটার কাজ শেষ হল তখন দেখা গেল যে তার খরচ ৩ কোটির জায়গায় ১৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। ১৯৭৫-৭৬ থেকে এখন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত রেকারিং এক্সপেণ্ডিচার হয়েছে ১৯ কোটি টাকা আর এই ২২ বছরে আমরা বিদ্যুৎ পেয়েছি মাত্র ৯ কোটি টাকার। কথা ছিল ৩০/৪০ মেগাওয়াট না কিলোওয়াট নাকি সেটা আমি জানি না পাওয়া যাবে। এখন আমরা ৩, ৪ উর্ধ্বে ৫ পাচ্ছি। আমাদের এখানে বিজ্ঞানীদের মাথা এত মোটা, এত ছোট, সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না। কারণ মনিপুরের লোকতাক প্রজেক্ট আমাদের ডম্বুরের প্রজেক্টের তুলনায় এরিয়াগত খুব একটা পার্থক্য নেই। আমাদের ডম্বুরের প্রজেক্টের এরিয়া হচ্ছে ৩০ বর্গ কিলোমিটার, আর লোকতাকের এরিয়া হচ্ছে ৪৫ বর্গ কিলোমিটার। তারা সেখানে ১০৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। আর আমাদের এখানে লক্ষ্যমাত্রাই হচ্ছে ১৫ মেগাওয়াট। আর উৎপাদন হচ্ছে ৫ মেগাওয়াট। স্যার, আমি বিধানসভার তথ্য দিয়ে এখানে বলছি। এখানে প্রশ্নের উত্তর রেভিনিউ দপ্তরের অর্থাৎ কেশববাবুর দেওয়া। ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট হয় রাইমাভ্যালীতে। সেখানে সর্বমোট আনুমানিক ২৬ হাজার ৫৫৬ একর জমি জলের নীচে নিমজ্জিত আছে। এরমধ্যে চাষযোগ্য জমির পমিাণ কত, এরমধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হচ্ছে চাষযোগ্য জলের নীচে নিমজ্জিত জমির পরিমাণ ২৪ হাজার ৩ একর। এই ২৪ হাজার ৩ একরকে কানিতে পরিণত করলে মোট ৬০ হাজার কানি হয়। আমরা প্রতি কানিতে যে করেই হোক কম করে হলেও ১০ মণ ধান পাই, তাহলে ৬০ হাজার কানিতে মোট ৬ লক্ষ মণ ধান উৎপন্ন হয়। এখন ধানের মণ ২০০ টাকা। আমি ১০০ টাকাই ধরলাম, ১০০ টাকা ধরলেও মোট ৬ কোটি টাকার ধান উৎপন্ন হয়। আর ২০০ টাকা ধরলে ১২ কোটি টাকা। এখানে বৎরে ১০ থেকে ১২ কোটি টাকার ধান উৎপাদন হওয়ার কথা।

কিন্তু সেখান থেকে আমরা ২২ বৎসরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি মাত্র ৯ কোটি টাকার। মাননীয় সদস্য বিজয়বাবু একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে "এটাকে ভেঙ্গে ফেলে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য"। আমি সেই প্রস্তাব দিচ্ছি যে এটাকে ভেঙ্গে ফেলা হউক এবং সেখানে জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হউক। ৬০ হাজার কানি, প্রতি পরিবারকে যদি ৫ কানি করে জমি দেওয়া হয় তাহলে প্রায় ১২ হাজার জুমিয়া পরিবারকে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। এখন আমাদের এখানে মোট ৫৫ হাজার জুমিয়া আছে। এরমধ্যে ২৩ হাজার হচ্ছে হার্ডকোর জুমিয়া। এই ২৩ হাজারের অর্ধেককে আমরা সেখানে পুনর্বাসন দিতে পারি। তখন আর তাদের জুম করতে হবে না। সবাই তখন ক্ষেতে নেমে চাষ করতে পারবে। আমার মনে হয় বাদলবাবু এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

আর একটা এখানে প্রাসঙ্গিক না হলেও আমি অনেকবার চেষ্টা করেছিলাম বিষয়টি তুলতে। এমন কি রেফারেন্স আনতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু একবারও আমাকে সেটা বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। আজকে সুযোগ যখন পেয়েছি তখন ফেলে লাভ নেই। সেটা হল এম, এল, এ; এম, পিদের সঙ্গে অফিসারদের কি রকম ব্যবহার করতে হবে, সেটা নিয়ে সেন্ট্রাল থেকে ১৯৯৩ এবং ১৯৯৬ সালে সার্কুলার দিয়েছিলেন। সেটা এতদিন ফেলে রেখে দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ করে কি কারণে জানি না সেক্রেটারী সেটা আমাদেরকে সার্কুলেট করলেন। এটা এতদিন চেয়েও পাইনি। আমাদের অনেক বিষয় নিয়ে মাননীয় মন্ত্রীদের চিঠি লিখতে হয়। কিন্তু উত্তর পাইনি। অবশ্য অ্যাক্সেপশন্যাল কেহ কেহ আছেন। যেমন বাদলবাবু, অনিলবাবু আছেন। তাঁদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিজি থাকেন, উনার তো দেবার প্রশ্নই নেই, অন্যান্য মন্ত্রীরাও দেন না। তবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখলে তিনি একনলেজমেন্ট পাঠিয়ে দেন। আর সম্ভব হলে উত্তরও দেন। চীফ সেক্রেটারীর থেকে তো উত্তর পাবার আশাই নেই। এমনকি বি, ডি ও, পর্যন্ত উত্তর দেন না। জানি না, এরকম কোন ইন্সট্রাকশন দেওয়া আছে কিনা, বিরোধীদের চিঠির উত্তর না দেবার এটা তো আবার আপনারা ভালই করতে পারেন। কিন্তু এই মেমোরেণ্ডাম ১৯৯৩-এ পরিস্কার লেখা আছে, "Courtesy and consideration should be shown to the Members of Parliament and State Legislatures. While considering carefully what they have to say, Government servants should act according to their own best judgement strictly adhering to the Rules." স্যার আমরা কিছু জানতে চাইলে বলা হয়, "উপর-ওয়ালার নির্দেশ আছে। কোন কিছুই জানতে দেওয়া হয় না।" অবশ্য আপনারা রাইট নিয়ে, ফ্রীডম রাইট নিয়ে আমার বাম বন্ধুরা চিৎকার করেন। আর আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে অনেক কিছুই জানার দরকার আছে। কিন্তু বি, ডি, ও, কয়টা

গাঁওসভা আছে সেটাই আমাদের জানাতে চান। কাজেই চিৎকার করে কি হবে? আর একটা "Officers must provide help to the extent possible to the Members Parliament and State Legislatures in the discharge of their important functions under the Constitution. If unable to accede to the request of a Member, reasons to be courteosly explained."

মিঃ স্পীকার :— কনক্লুড করুন।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমি আজকে কনক্লুড করতে পারব না। সেদিন নবীনবাবু ৪৫ মিনিট বলেছেন। কনক্লুড করতে পেরেছেন? আমি সব সময়ই সময়ের মধ্যে বসে যাই। বেশী বলি না। সব সময় আপনাকে সাহায্য করি। আর আপনি আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন না?

মিঃ স্পীকার :— সাহায্য করছি তো। এই যে সময়ের কথা মনে করিয়ে দিলাম।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— আমার বলা শেষ হলে বসে যাব, তার আগে নয়। আপনাকে বলতে হবে না। শেষ না করে বসব না। স্যার, অনেক সময় আমাদের অফিসে যেতে হয়। কারণ, আমাদের অনেক কিছু জানার থাকে। অফিসাররা বলেন, আসুন আসুন। কিন্তু তারপর এই মিটিং সেই মিটিংয়ে চলে যান। যেতেই পারেন। আমাদের ঘন্টার পর ঘন্টা আম জনতার সঙ্গে বসে থাকতে হয়। আমরাও আম জনতা। তবে আমাদের অন্য কাজ থাকে। বুঝি তাদের মিটিং আছে। সেটা থাকতেই পারে। তবে আমাদের আগে জানিয়ে দিলেই ভাল হয়। সব অফিসার অবশ্য সমান নন। এখানে পরিস্কার বলা আছে, "Any deviation from an appointment made with a Member must be promptly explained to him to avoid any possible inconvenience. Fresh appointment should be fixed in consultation with him."

কোন এম, পি, বা এম, এল, এ গেলে আপ টু ডু লেভেল অব সেক্রেটারী উঠে দাঁড়াবে এবং আসার সময় সি-অফ করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দেখা করতে হলে আমাদের গিয়ে বসে থাকতে হয়, নাম পাঠাতে হয়, রাজী হলে দেখা করতে গেলাম, বক্তব্য শুনলে শুনেন না শুনলে না। এটাই হচ্ছে এখানকার কালচার। "Members of Parliament/State Legislatures of the area to be invariably invited to the public function organised by a Govt. office. Proper and comfortable arrangements at public functions to be made for M.P.s who appear above officers of the rank of Secretaries of

Government of India in Warrang of Precedance." এম, পি, এবং এম, এল, এদের এলাকায় যখন কোন সরকারী অনুষ্ঠান হয় তখন সে এলাকার এম, পি, বা এম, এল, এদের নিমন্ত্রণ করতে হবে, তাঁদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। খাদ্য পীড়িত এলাকায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেলেন, সেখানে গিয়ে বড় মিটিং করলেন, সবাইকে ডাকলেন এ্যাকসক্লুডিং ইলেকটেড মেম্বার অব এরিয়া। আমাকেই বাদ বা কখনও গঙাছড়ায় গেলেন রথীন্দ্রবাবুকে বাদ বা অম্পিতে গেলেন সেখানকার নির্বাচিত এম, এল, এ, কে ডাকলেন না। আমার এলাকার বক্তব্য বলার অধিকার তো আমাদের আছে। সে অধিকার যদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে তো কিছু বলার নেই। উনি গিয়ে উনার দলের কিছু মনোনীত লোকের সাথে কথা বললেন, তারাও বক্তৃতা করল। কারণ নাহলে তাদের চাকুরী যাবে, চাকুরী গেলে তারা খাবে কি। তারপর "Letters from M.P.s and Members of State Legislatures must be promptly acknowledge and a reply went at a appropriate level expeditiously. Relevant provisions in the Manual of Office Procedure should be observed." চিঠি যারা দিল তাদের একনলেজমেন্ট দেওয়া দরকার : আমার জীবনে আমি মাত্র ২/১ জনের কাছ থেকে এক্‌নলেজমেন্ট পেয়েছি। দিস ইজ দ্য রুলস। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখলে অন্তত: একনলেজমেন্টটা পাওয়া যায়। আমাদের এখানে নৃপেনবাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন উনার পপুলারিটি এই কারণেই বেশী। যে কেউ হোক নৃপেনবাবুকে একটা দরখাস্ত দিলে তার রিসিভ কপি পাওয়া যেতো। গ্রামের লোকেরা এতে খুব খুশী হত এবং কপিটা দেখিয়ে বলত— "দেখ আমি মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি পেয়েছি"। কাজেই একনলেজমেন্ট দিতে হবে। মন্ত্রীদের কাছে রেসপনস পাব না, অফিসারদের নিকট ডিউ অনারেবল পাব না দিস শুড বী কনসিডারড ভেরী সিরিয়াসলী।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিজয় কুমার রাংখল ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল (কুলাই :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের উপর ডিমাণ্ড নং ১৪ মেজর হেড ২৮০১ সম্পর্কে বলতে চাই। অনারেবল মেম্বার শ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহোদয় যা বলেছেন ডম্বুরের ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে, এটা সম্পর্কে আমি অনেকবার প্রশ্ন উঠিয়েছি এবং আমার প্রশ্নের লিখিত উত্তর দেওয়া হয়েছে। লিখিত উত্তর হিসাব করে দেখেছি যে শ্যামাবাবু যে রকম তথ্য দিলেন হিসাব অনেক কম। কম সে কম ২ হাজার পরিবারের ২৬,৮১৬ ৮১ একর জমি সাবমারজড। এটা ইকোনোমিক পয়েন্টে যদি দেখা হয় তাহলে এটা ভেরী ভেরী আনইকোনোমিক এবং ষ্টেট গভর্ণমেন্টে যে এক্সচেকার লস হচ্ছে সিকিউরিটি ম্যান্টিনান্স ইঞ্জিনীয়ার ম্যান্টিনান্স-এ, এটা হিসাব করলে আমাদের রেভিনিউ অনেক ক্ষতি। কাজেই এইসব ম্যান্টিনান্সের

চেয়ে যদি ডিসমেন্টাল করা হয়, ডম্বুর বাঁধ একদিন না একদিন তো ভেঙে দিতে হবে। কাজেই আপনারা (বামফ্রন্ট সরকার) থাকাকালীন যদি একটা ষ্ট্যাপ নেন তাহলে বড় কাজ হবে এবং সেখানে যদি ২ হাজার কালটিভ্যাবল ল্যাণ্ড দেওয়া যায় তাহলে উই আর গোয়িং টু সলভ দি ইনসারজেন্সী প্রবলেম অলসো। ইট ইজ এ্যালং টার্ম পলিসি আনলেস উই এ্যাকোমোডেইট আনএমপ্লয়েড ইয়থ উই ক্যান নেভার সলভ দিস প্রবলেম। এটা যদি হয় তাহলে জনসাধারণ একটা খুশি পাবে যে না একটা বিগ্ স্ট্যাপ নেওয়া হচ্ছে। উই হোপ সামথিং শুড বি ডান পজেটিভলি। ঐ কোয়েশ্চানে আমি সেখানে সুযোগ না পেয়ে তারজন্য আমি এই সময়টা নিচ্ছি। স্যার, ডিমাণ্ড নং ৩০ মেজর হেড ২৪০৬ ফরেষ্ট এ্যাণ্ড ওয়াইল্ডলাইফ সম্পর্কে সেদিনও আমি দুইবার বলেছিলাম ফরেষ্ট মেনেজমেন্ট এটা কয়েকটা জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যে শুরু করা হচ্ছে। কিন্তু ডিপার্টমেন্টলি এটা তারা বেশী ইন্টারেষ্ট নেয়নি। এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমরা ক্লিয়ার নই! এই হাউসের মিনিষ্টার-ইন-চার্জ যিনি আছেন তিনিও এই ব্যাপারে তথ্য দেননি যে এটা কি সত্যিকারের ট্রাইবেল যারা শেয়ার পাবে পার্টিসিপেন্টস যারা তারা সঠিক মেটেরিয়েলাইজড করে তারা শেয়ার পাবে কিনা এটা আদৌ ক্লিয়ার হয়নি। ১৯৯২-৯৩ সালে আমবাসা, বাগবাসা এবং আরও কয়েকটি জায়গায় এটার প্র্যাকটিস শুরু হয়েছিল। কাজেই ফরেষ্ট মিনিষ্টারের কাছে আমার অনুরোধ উনি যেন এই ব্যাপারে তথ্য দেন। এটা ওয়ার্কএ্যাবল, এটা মেটেরিয়েলাইজ যাতে হয় এবং এই এসেম্বলী হাউসে শুধু উত্তর দিলেন এটা যাতে না হয়, এটা আমার অনুরোধ। এমন অনেক বেনিফিসিয়ারী আছে তারা খুব ইন্টারেসটেড। তাই তারা যদি বড় বড় খালি জায়গা পায় তাহলে তারা সেখানে গাছ লাগায় এবং ৫/৬ বছর পর এই গাছগুলির যখন একটা সাইজ হয়ে যাবে তখন তাদের কাগজপত্র না থাকায়, রেগুলারাইজড না হয়ে এবং অফিসিয়্যাল কোন রিকগনাইজড কিছুই নেই। কাজেই তখন তারা ডিসইন্টারেসটেড হয়ে যায়। কারণ, পটি সপেন্ট করেও তাদের কোন অধিকার নেই। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের নির্দেশ আছে রিটেন আছে ঐখানেতে ৫০ পারসেন্ট তাও কেটাগরাইজড করা হয়েছে, এই যে ডিগ্রেডেড হলে থ্রি হেক্টারস্ নেচারেল ফরেষ্ট হলে দুই হেক্টার, ৫ হেক্টার পার ফ্যামিলি। এখানে তাদের অবজেকটিভ ছিল যে ডিগ্রেডেড ল্যাণ্ড হোক, নেচারেল ল্যাণ্ড হোক, এটা আমাদের ট্রাইবেল সেকশান এটার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাই। কোন পার্টি লেভেল দেখি না যাতে ফরেষ্ট-এর আরও উন্নতি হয়, এটা আমরা চাই। কিন্তু এটার সহযোগিতা না পেয়ে ফরেষ্ট আরও ধ্বংস হচ্ছে। যদি ফরেষ্ট মেনেজমেন্ট ঠিকভাবে না হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা যদি ৩০০/৪০০ জন মানুষ কাজে লাগিয়ে দিয়ে দিই ত্রিপুরা রাজ্যে তো ১/২ ফার্লং রাস্তা খালি আছে, ভিতরে তো নেই, এটাও ধ্বংস হবে। কারণ, যদি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ঠিকভাবে এটার কার্য্যকরী না করে তাহলে ফরেষ্ট ম্যানেজমেন্ট এটা যদি ঠিকভাবে না করে তাহলে ডেইলী যে ট্রাক লোড করে ৫-৬টা করে আসতেই থাকে,

সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের এবং সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ থাকলেও এগুলি হয়ে থাকে। কাজেই এটা যাতে ঠিকভাবে রেগুলারাইজড করা হয় এটা আমার ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে অনুরোধ।

কারণ হয়ত আমার জোত ল্যাণ্ড আছে, আমার জোত ল্যাণ্ড থেকে আমি অ্যাবসট্রাক্ট করতে পারি, কিন্তু অনেকজনের জোত ল্যাণ্ড নেই, কিন্তু আজকে হাজার টিম্বারস ফ্লো হচ্ছে আগরতলার দিকে, এটা আজকে চলছে। কাজেই এইভাবে যদি আমাদের জনসাধারণ ইন্টারেষ্ট না পায়, এটার শেয়ারিং যদি না পায়, স্টেট গভর্নমেন্টের একটা সার্কুলার আছে, তাদের এখানে পি, জি, পি, ডিপার্টমেন্ট থেকে সার্কুলার আছে, নব্বই পারসেন্ট শেয়ারিং। কিন্তু এটা-ত ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট মানে না। সেলফ কন্ট্রাডিকটরি হয়ে গেছে ষ্টেটের মধ্যে, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এবং পি, জি, পির মধ্যে। কাজেই এই ইস্যুটা ক্লিয়ার না হয় স্যার একটা বিরাট সমস্যা দেখা দেবে স্যার। এই যে পি, জি, পির বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে, তারমধ্যে প্ল্যান্টেশান আছে, অনেক জায়গাতে ম্যাচিউর আছে। কিন্তু তাদের কোন শেয়ার নেই। বিভিন্নভাবে এইসব আমাদের বন ধ্বংস হবে। কাজেই আমার বিশ্বাস যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যদি ডিসকাশানে অংশগ্রহণ করা যায় এবং ফরেষ্ট মিনিষ্টার যদি এগুলি ঠিক নোট করেন এবং এটার রেমেডী কি হতে পারে এটা যদি উনার ওপেনলি কিছু বলেন এবং তদনুসারে যদি এটার রিটেন ইন্সট্রাকশান দেওয়া হয় তাহলে খুব ভাল হবে। তাহলে আমরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বেনিফিসিয়ারী যারা আছেন তাদেরকে আমরা জবাব দিতে পারব না। আমরা এখানে ফরেষ্টেশান করব, প্ল্যান্টেশান করব, ফরেষ্টের ভিতরে, আর এক্টের ভিতরে। আর, এক্টের যে আইনকানুন আছে এটা মেনেও যদি আমার কিছুটা শেয়ার থাকে, দেন সারটেনলি আই উইল প্রোটেক্ট দি ন্যাচারেল ফরেষ্ট হোক, আমার নিজের অর্থাৎ আমি যে গাছ লাগাই, এটাও আমি প্রোটেকশান দেব। নাহলে-ত আমাকে চুরি করে বিক্রী করতে হবে। কারণ এইসমস্ত টীক্ গাছগুলি ফিফটি পারসেন্ট তারা ঐগুলি বিক্রী করে ফেলে। ছোট বড় টীক্ গাছগুলির অনেক দাম আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে আমার অনুরোধ যদি এটার ব্যাপারে ক্লিয়ার হয় তাহলে ভাল হয়। থ্যাংক ইউ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীকাজল চন্দ্র দাস।

শ্রী কাজল চন্দ্র দাস (কল্যাণপুর) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে কয়েকটা কাট-মোশান এনেছি। বিশেষ করে আরবানের উপরে। যদিও আমি গ্রামে থাকি, তবুও শহরে যখন আসি দেখতে পাই কিছু কিছু জায়গায়, আরবান ডেভেলাপমেন্টের নামে যে কাণ্ড ক্রিয়েট করা হয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না। আমি যে জায়গাটায় থাকি বিশেষ করে চন্দ্রপুর এলাকায় সেখানে একটা মুসলিম বস্তি আছে। আগরতলা শহরের লোকেরা এটাকে শ্রীলংকা

বললে চিনে। অর্থাৎ আগরতলা শহরের মধ্যেই আছে একটা দ্বীপের মত। সেখানে একটা রাস্তা নেই, জলের ব্যবস্থা নেই, ড্রেন নেই। প্রতিনিয়ত যখন এখানে বন্যা হয়, বন্যার সময় আগরতলা শহরের হাসপাতালগুলি থেকে তথ্য নিতে পারেন, দেখবেন ওখান থেকেই বেশী লোক ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে, অথবা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যায়। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে আরবান ডেভেলাপমেন্টের যে ফাণ্ড ক্রিয়েট করা হয়েছে সেটা যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগে তারজন্য আমি অনুরোধ করব। আগরতলা শহরে আরও জায়গা আছে, যেমন আস্তাবলের কাছাকাছি মোল্লা পাড়া আছে, এইসব জায়গায় আপনি যান, আপনি গিয়ে দেখতে পাবেন মানুষের জীবন-ধারণের নমুনা। এই অবস্থায় একটা মানুষ বাঁচতে পারে না। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে মাননীয় মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করছি, ঐখানকার মানুষের ন্যূনতম যে সাহায্য, তাদের যে পাবা পাওনা, বিশেষ করে তাদের বাসস্থানের নমুনা, তাদের বিশেষ করে প্রস্রাবাগার থেকে শুরু করে পানীয় জলের ব্যবস্থা, সেগুলির যাতে মূল্যায়ণ করা হয় এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত ন্যূনতম এবং সেখানে গরীব শ্রেণীর লোকেরা বেশী বসবাস করে। তাদেরকে যাতে রক্ষা করা হয়। আর একটা রয়েছে আরবান ওয়াটার সাপ্লাই। আগরতলা শহরে যারা বসবাস করেন, নতুন করে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য কিছু ডিপ-টিপবওয়েলের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আমরা যারা এম, এল, এ, হোষ্টেলে থাকি, এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া হাউস কমিটিকে জলের নমুনা দেখিয়েছেন। উনি এখানে নেই। বিশেষ করে বিরোধীদলের সদস্যরা যারা এম এল এ হোষ্টেলে রয়েছেন, তারমধ্যে উনিই প্রতিনিয়ত বসবাস করেন, বেশীরভাগ সময় কাটান এবং নিজে রান্না করে উনার খাবার তৈরী করেন। উনার হাতটা যদি একবার দেখতেন স্যার, তাহলে অবশ্যই বুঝতেন এখানকার পানীয় জলের নমুনা। সম্পূর্ণ আয়রণ এবং খাবারের জলের অনুপযোগী। এই জল খেয়ে প্রায় মানুষই প্রায় সময়ই ডাইরিয়ায় ভুগছে এবং এইসব অঞ্চলে বিশেষ করে যেখানে এম, এল, এরা যেখানে রয়েছেন সেখানেই জলের নমুনা এইরকম। অন্যান্য জায়গায় পাইপ লাইন নষ্ট, পাইপের ময়লা জলে মিশে যাচ্ছে, আর সেই জল খেতে হচ্ছে, আবার অনেক সময় সেই জলে সাপও পাওয়া যায়। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এগুলি বিশেষ করে আমরা যারা শহরে বসবাস করি তাদের জন্য আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন একটা ফাণ্ড ধরা থাকে শহরী রোজগার যোজনায়। এই স্কীমের টাকার মাধ্যমে শহর অঞ্চলের বিভিন্ন ড্রেনগুলি বিভিন্ন এমপ্লয়-মেন্টের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাধ্যমে পরিস্কার করানো হয়, যাতে শহর অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের রোগ ছড়াতে না পারে, বিশেষ করে শহরটা যাতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে, তারজন্য পরিস্কার করানো হয়। আমরা কি দেখি, আমরা দেখি অনেকদিন আগে থেকে কিছু সংখ্যক কর্মচারী পারমা-

নেওট দেখার রয়েছে, তার বাইরে শহরে নূতন করে যারা আছেন শ্রমজীবি মানুষ, রিক্সাওয়ালা তাদেরকে আমরা কখনও দেখি,না কাজ দিতে। অথচ প্রায় সময় দেখা যায় তারা কাজের অভাবে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে, কাজ পাচ্ছে, না বলে পরিবার চালাতে পারছে না এবং অনাহারে অর্ধাহারে তাদেরকে থাকতে হচ্ছে। কাজেই এই যোজনার যে টাকা সেই টাকাকে যাতে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় সেদিকে যদি মন্ত্রী বাহাদুর একটু লক্ষ্য রাখেন এবং সুযোগটা সকলকে দেন তাহলে আমরা বলতে পারি যে, এই শহর অঞ্চলে যেসব শ্রমজীবি মানুষ আছে তাদের রুটি রোজগারের ব্যবস্থা হবে। এখানে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় আছেন, আমি ওনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যদিও তার সঠিক জবাব আমি পাইনি। একটা লিখিত উত্তর উনি দিয়েছেন। স্যার, আমার কল্যাণপুরে একটা হাসপাতাল আছে যেখানে প্রায় ৭০ হাজার লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তার একদিকে খোয়াই অন্যদিকে তেলিয়ামুড়া, মাঝখানে কল্যাণপুর। এখানে একটা হাসপাতাল আছে। কিন্তু এই জায়গাটা এমন যে আপনি হঠাৎ করে যদি একটা গাড়ী পেতে চান তো গাড়ী পাবেন না। হাসপাতালে প্রায় সময়ই রোগীদের চরম অবস্থা হয়, কারণ সেখানে ভাল ডাক্তার নেই, ডাক্তারের সংখ্যাও সেখানে কম, অনেক সময় জরুরী ভিত্তিতে রোগীকে আগরতলায় নিয়ে আসতে হয়। ওখানে একটা এ্যাম্বুল্যান্স যেটা আছে তার ড্রাইভারটা আবার হার্টের রোগী, ফলে তাকে সব সময় গাড়ী চালাতে দেওয়া যায় না, যদি রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় তাই। আবার এমনও হয় দেখা যায়, সেটা তেলের অভাবে আগরতলাতে আসতে পারছে না। স্যার, এমন একটা পরিবেশের মধ্য দিয়ে সেখানকার মানুষ তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অনেক সময় হাসপালে ঔষধও থাকে না, আবার আগরতলাতেও আসতে পারছে না। এই হচ্ছে সেখানকার অবস্থা। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব, অন্তত সেখানকার জনগণের দিকে নজর দেন। কারণ, সেখানকার বেশীর ভাগ মানুষ হচ্ছে উপজাতি অংশের মানুষ, গরীব অংশের মানুষ, অনেক সময় তারা টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারে না, তদুপরি আগরতলাতে আসার কোন ব্যবস্থা থাকে না, সেদিকে যদি একটু লক্ষ্য রাখেন তো খুশী হব, ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা, আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রীগীতামোহন ত্রিপুরা (জোলাইবাড়ী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট বরাদ্দ নিয়ে বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাজেটের বিরোধিতা করা হচ্ছে, কিন্তু এই বাজেটের বিরোধিতা করার কিছু নেই। রাজ্যের চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি এবং পঞ্চায়েত এলাকায় সংসদ এবং সেই সংসদের মাধ্যমে অবাধ গণতন্ত্র দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগণের জন্য বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছে এবং এই কাজকর্ম করার জন্যই তাদেরকে এই বাজেটে আনতে হয়েছে। কাজেই এই বাজেট অত্যন্ত সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ। আমরা

দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচিত পঞ্চায়েত ও ল্যাম্পস, প্যাক্স এবং সরকারী বে-সরকারী সমস্ত সংস্থাগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে গণতন্ত্রকে খর্ব করে। পরবর্তী সময়ে জোটের সময়ে সেই মনোনীত পঞ্চায়েত দিয়ে সেখানে গণতন্ত্রকে খর্ব করে সর্বস্ব লুটপাট করে দেবার উদ্দেশ্যে এই হাউসে বিরোধীদের পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে জোটের আমলে অনেক কিছুই করা হয়েছে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার বা দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়ের চেয়ে বেশী টাকা পেয়েছেন জোটের সময়ে। কিন্তু কি করা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। তারপর আবার জোলাইবাড়ী এলাকায় ৮টি হাইস্কুল এখন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে করা হয়েছে। কিন্তু জোটের আমলে একটিও করা হয়নি। জোটের সময় গ্রামাঞ্চলে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের মাধ্যমে গরীব জনসাধারণের জন্য সরবরাহ করা হত সেটাও জোটের সময়ে নয়ছয় করা হয়েছে। তারপর ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের যে পুঁজি বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছিলেন তার সমস্ত কিছুই জোট আমলে শেষ করে ফেলেছেন। তারপর বার্ধক্য ভাতা যে সমস্ত বুড়াবুড়িরা পেতেন তাদের ক্ষেত্রেও এরা কারচুপি করতো। যারা বার্ধক্য ভাতা পেতেন তাদের সিলেকশন করার কথা পঞ্চায়েত। কিন্তু সেটা তারা না করে নিজেরাই একটা সিলেকশন করে নিত। তারপর আমাদের জোলাইবাড়ী এলাকায় জোলাইবাড়ী কাকুলিয়া টু বাগানবাড়ী এইটা আউট সাইড এরিয়ার মধ্যে কিন্তু এটাকে এ, ডি, সির রাস্তা দেখিয়ে এই রাস্তা করার ক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতি করেছে জোটের সময়ে। কাজেই এই রাজ্যে চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য, পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য, উপজাতি অংশের মানুষের জন্য তফসিলী অংশের মানুষের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ করেছেন এটা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। এখানে বিরোধীদলের পক্ষ থেকে তার বিরোধিতা করে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করে এবং এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য) **:—** মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, বিরোধীদের মূল বাজেটের উপর আনীত কাট-মোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এবং সেখানে আমার নিজেরও কাটমোশান রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই কাটমোশানগুলিকে আমি সমর্থন করছি।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে আমরা যে কাটমোশানগুলি এনেছি তার কারণটা কি? আসলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বাজেট করা হয়নি। আমি অনেকগুলি উদাহরণ আপনাকে দিচ্ছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই বাজেটকে বলেছেন যে জয়মুখী বাজেট এই

রাজ্যের কর্মচারীদের সংখ্যা লক্ষাধিক। চতুর্থ পে-কমিশন যে তার সুপারিশ করেছেন তা রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিয়েছেন।

এরপর এই বাজেটে পে-কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকর করার জন্য যে ধরণের অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল সেটা এই বাজেটে রাখা হয়নি। উনারা এখানে বলছেন যে, "দেখা যাক আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কত টাকা পাওয়া যায়।" স্বাভাবিকভাবে এই রাজ্যের লক্ষাধিক কর্মচারীকে বঞ্চিত করে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিকভাবে কাজ করতে পারবেন বলে আশা করতে পারেন? কাজেই এটাকে মেনে নেওয়া যায় না।

স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার—৬, মেজর হেড ২২৩৫, আমি এখানে কাটমোশানটা এনেছি এই কারণে যে, এই রাজ্যের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সাংঘাতিক রকমের খারাপ হয়ে গিয়েছে। উগ্রপন্থার কারণে এখানে কৃষিমন্ত্রী বলছেন, উনার দপ্তর "প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না। শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে উগ্রপন্থার কারণে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এই কারণেই বন্ধ রয়েছে।" প্রশাসন এইভাবে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। কৃষির সার বিলি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে রয়েছে।

গত ২৭ তারিখে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় এখানে একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন তার উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় জানান রাজ্যে আধা সামরিক বাহিনী সহ সামরিক বাহিনীর যে হিসাব পেশ করেছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে এখন রাজ্যে সেনাবাহিনীর জওয়ান রয়েছে দুই ব্যাটেলিয়ন, আসাম রাইফেলস তিন ব্যাটেলিয়ন, বি, এস, এফ, এক ব্যাটেলিয়ন, সি, আর, পি, এফ, রয়েছে ১১ ব্যাটেলিয়ন এবং টি, এস আর, রয়েছে ৩ ব্যাটেলিয়ন এছাড়া রাজ্য সরকারের নিজস্ব পুলিশ। এত সংখ্যায় আরক্ষা কর্মী থাকা সত্বেও রাজ্যে কেন উগ্রপন্থা রয়েছে সেটাই সবার জিজ্ঞাসা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্কুল বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাহলে এই বাজেট কিসের জন্য করা হচ্ছে? ধরে নিতে হবে এই বাজেট করা হচ্ছে ক্যাডারদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্যই। এই কারণে বাজেটকে সমর্থন করতে পারছি না বলেই কাটমোশান এনেছি।

স্যার, এবার রাজ্য পূর্ত্ত দপ্তরের কথায় আসা যাক্। অমরপুর, নতুনবাজার, চেলাগাঁও, তৈনানী বা মানিকপুর কিংবা ছৈলেংটার রাস্তার কথা বলে আর লাভ নেই স্যার। সেগুলির অবস্থা বিধ্বংস হয়ে রয়েছে।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনিও এই রাজধানী আগরতলার একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। রাজ্যে পূর্ত্তদপ্তর আগরতলা শহরে যে সমস্ত রাস্তা দেখভাল করার দায়িত্ব রয়েছে সেই সমস্ত রাস্তাগুলির অবস্থাটা একটু বিবেচনা করে দেখুন। বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে কিভাবে চলাচল করতে হচ্ছে নগরবাসীদের? রিক্সা বা গাড়ী দিয়েও যাওয়া যায় না। এই অবস্থাটা কি

চলতেই থাকবে এবং আমরাও এই হাউসে দাঁড়িয়ে পূর্তদপ্তরের কাজকে সমর্থন করে যাব? আর চেলাগাঁও? সেখানকার রাস্তাতো অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে।

স্যার, বীরগঞ্জ ফেরীঘাটে কিম্বা চেলাগাংমুখ থেকে চেলাগাং বাজারে আসার আর একটা রাস্তা আছে। এই রাস্তা অমরপুর তেলিয়ামুড়া রাস্তা যেটা অম্পি হয়ে বাগমা যায়, যেটা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এই রাস্তাগুলি মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের এলাকার মানুষের জীবন জীবিকা যেখানে নির্ভর করে সেই রাস্তাগুলি প্রায়ই বন্ধ থাকে। এই হল পূর্তদপ্তরের কেরামতি স্যার।

এরপরে পাওয়ার দপ্তর। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা করবুকের মত জায়গা সেখানে জনসাধারণ ঐ নতুন বাজার যতনবাড়ী আসলে দেখে শেন্দ্রুযার লোকেরা ইলেকট্রিক দেখতে পায়। তীর্থমুখে গোমতী প্রজেক্ট দশ থেকে বার কিলোমিটারের মধ্যে থাকলেও সেখানকার জনসাধারণ ইলেকট্রিক বাতির সুযোগ তাদের কাছে নেই। স্যার, আপনি বলছেন শর্ট করতে হবে অনেক কিছু বলার ছিল বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়।

তারপর স্বাস্থ্য দপ্তর, চেলাগাং আমার বিধানসভা কেন্দ্র সেখানে অনেকে গিয়েছেন। আমাদের বনমন্ত্রী মহোদয় উনি যখন এ, ডি, সির চেয়ারম্যান ছিলেন তখন উনি অনেকবার চেলাগাং গিয়েছেন। উনি চেলাগাং-এর অবস্থাটা জানেন। আমাদের কৃষিমন্ত্রী অঘোরবাবু তিনি যখন সি, ই, এম, ছিলেন তিনিও গিয়েছেন।

মিঃ চেয়ারম্যান :— আপনার মূল বক্তব্যটা বলুন কে গেছে না গেছে এগুলি বাদ দিন।

শ্রীজওহর সাহা :— আমাদের আসলে একটা ডিসপেনসারী করার জন্য একটা বিল্ডিং সেখানে করা হয়েছিল। এটার অবস্থাটা কি? আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেখানে গেছেন। উনি কেন গেছেন। আমি সেখানকার একজন সি, পি, এমের একজন নেতাকে বলেছিলাম যে এই ডিসপেনসারীটা অপেনিং হয়নি কেন? তিনি বললেন যে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শিয়াল দেখবেন বলেছেন। এখানে এটার মধ্যে শিয়ালের বাসা করেছে এখন। উনি এসে শিয়াল দেখলে পরে তখন এটা ওপেনিং হবে এখন এটার মধ্যে শিয়াল থাকে। সেখানে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— জওহরবাবুর মূল বক্তব্যটা বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়েছে এখনও অপেনিং হয়নি স্যার।

স্যার, ম্যালেরিয়া নির্মূল।

মিঃ চেয়ারম্যান :— জওহরবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বলুন, আপনি চেয়ারের দিকে তাকিয়ে কথা বলুন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, আপনার পরে এই নিয়মটা থাকবেনা। আপনি যদি নিয়মটা সবসময় চালু করে দিতে পারতেন তাহলে ভাল হত।

মিঃ চেয়ারম্যান :— আমি যতক্ষণ আছি এটা চালু থাকবে।

শ্রী জওহর সাহা :— আপনি সবসময় থাকেন আমি বলব কিন্তু তারাতো রাখবে না।

মিঃ চেয়ারম্যান :— ঠিক আছে আপনি বলুন।

শ্রী জওহর সাহা :— স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার বলছে ম্যালেরিয়া নির্মূল কর। ঐ দেখছেন স্যার, আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাঞ্জাবীর হাতা এখানে থাকে কিসের জন্য? ম্যালেরিয়া নির্মূল করে বলে যে এটা দিল্লী থেকে দাওয়াই দিয়েছে। ম্যালেরিয়া নির্মূল করতে হলে পাঞ্জাবীর হাতা এখানে থাকতে হবে।

স্যার, মশারী দিয়েছে, কি মশারী? এটা ফিট করলে পরে মশা ঢুকে যায়।

যে মশারী ম্যালেরিয়া নির্মূল করার জন্য দিয়েছে মানে মশারী দেওয়ার অর্থ হলো মশারীর ভিতরে যাতে মশা না ঢুকে। আর এগুলি ফিট করে যদি ঘুমায় তাহলে সব বাইরের মশা এটার মধ্যে ঢুকে যাবে। তাহলে এখন অবস্থাটা বুঝুন। যারা মশারী পেয়েছে তারা এগুলি সব বিক্রি করে দিয়েছে। কার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে? ঐ যারা মাছ ধরে তাদের কাছে। ঐ নদীর মধ্যে ছড়ার মধ্যে জল বাড়লে এই মশারী দিয়ে তারা মাছ ধরে, স্যার, এই হল ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ। সরকারী ডিসপেনসারী বাদ দিয়ে এটা কেশব আনন্দ ডিসপেনসারী স্যার। এই হচ্ছে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন। আর এ্যাম্বুলেন্স, অমরপুর থেকে জি. বি.তে রোগী নিয়ে আসতে পারেনা স্যার,। সেখানে এমন গাড়ী দেওয়া হয়েছে যে কোন জায়গাতে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই রকম এম্বুলেন্স যদি হয় নূতন বাজার করবুক শিলাছড়ি থেকে যারা রোগী নিয়ে আসবে তারা কি করে বাঁচাতে পারবে? কাজেই এখানে বাজেট রাখা হয়েছে সেইগুলিকে এই কারণেই সমর্থন করতে পারছি না। সেই সব গাড়ীগুলি পরিবর্তন করা দরকার। একটি মাত্র ড্রাইবার দিয়ে দূরের হাসপাতালগুলিতে রোগী বাঁচানো সম্ভব না স্যার। কোন সময় ড্রাইভাররাও তো অসুস্থ থাকে। এমন অবস্থায় যদি কোন মুমূর্ষু রোগী নিয়ে আসার প্রশ্ন উঠে তাহলে আমি আর আপনি চালিয়ে নিয়ে আসতে পারবনা, না স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজে চালাতে পারবে। এটাই

আমাদের বক্তব্য স্যার, যে এই ব্যবস্থাটা কিছু পরিবর্তন করা দরকার। নগর উন্নয়ন, আমি ঐদিনও বলেছিলাম আমাদের নগর উন্নয়ন ব্যাপারে। সেখানে একটা কুকুর মারা গেছে তার দুর্গন্ধে মানুষ থাকতে পারছে না। সেখানে এই কুকুরের দুর্গন্ধের হাত থেকে রক্ষার জন্য অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান সাহেব নিজের পকেট থেকে ১২০ টাকা দিয়ে সহায়তে হয়েছিল। কিন্তু সেখানের এক্সিকিউটিভ অফিসার সেখানে নোট দিয়েছেন, কেন সেখানে টেণ্ডার করা হল না? কাজেই মুল বাজেটকে এই কারণে সমর্থন করতে পারছি না এবং বিরোধী বেঞ্চের সদস্য যারা কাটমোশান এনেছেন তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ ॥

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিএগ। আপনার সময় ১০ মিনিট। এই ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করতে হবে।

শ্রীবিল্লাল মিএগ :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আজকে আমি বাজেটের উপর ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬, মেজর হেড নাম্বার ২২১০ এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯, মেজর হেড নাম্বার ২৪০৩ এইগুলির উপর কাটমোশান এনে এবং বিরোধীদলের সদস্যরা যে কাটমোশানগুলি এনেছেন সেইগুলিকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, এখানে আনা হয়েছে ওয়াকফ বোর্ড তার কাজকর্মের দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। স্যার, ১৯৯৭-৯৮ ইং সনে সোনামুড়াতে মেডিক্যাল এসিষ্টেন্স বাদ দেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। তার মধ্যে স্যার, পলিসি হচ্ছে ডাক্তার লিখে দিতে হবে, তারপরে যদি কোন এম, এল, এ, সই করে তাহলে ২০০ টাকা পাবে, আর কমিটি যদি করে তাহলে ১০০ টাকা পাবে। স্যার, সেখানে নির্বাচনের আগে ৭৬ হাজার টাকার মশারী কিনে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি ধন্যবাদ দেই ওয়াকফ বোর্ডের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে। উনি বলেছেন যে মশারী দিয়েছেন। সেখানে আমার প্রশ্ন যেখানে ফিনান্সিয়্যাল এ্যাসিষ্টেন্স শুধু মেডিক্যালের ক্ষেত্রে দেওয়া হবে, সেখানে কি করে মশারী কিনে দেওয়া হল? আর দ্বিতীয়ত: হচ্ছে যেখানে মাদ্রাসা হয়নি, সেখানে পেমেন্ট হয়েছে ২২ হাজার টাকা করে। তার আগের বছর পেমেন্ট হয়েছে ৩০ হাজার টাকা করে। স্যার, মাইনরিটি কর্পোরেশান করা হয়েছে। সেই মাইনরিটি কর্পোরেশনের কাজ কি জানেন? উনি নির্বাচনে হেরেছেন কিন্তু একটা সরকারী কোয়ার্টার দখল করে বসে আছেন। নৈতিকতার কারণে এই কোয়ার্টার ছাড়তে হয়। স্যার, আমরা যারা আপনার অধীনে আছি অনেক এম, এল, এরা কিন্তু কোয়ার্টার পাইনি। আমরা কোয়ার্টার পাচ্ছি না কিন্তু তিনি একটা কোয়ার্টার দখল করে নিয়ে বসে আছেন। এই কর্পোরেশনের গাড়ী নিয়ে শহরে যাবেন এবং যেখানে প্রোগ্রাম থাকে সেখানে যাবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিন বক্সনগর। সকালবেলায় বক্সনগর, বিকালবেলায় বক্সনগর। কর্পোরেশনের এমন কি কাজ যে সকাল বিকাল বক্সনগর যেতে হয়? তারপরে এই যে অর্থ সেই অর্থ দিয়ে এম, এল, এ কে মারার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, রুখিয়া প্রজেক্ট পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের উপর কাটমোশান এসেছে। সেখানে ইঞ্জিনীয়ারদের অধীনে কিছু কিছু কাজ হয়। সেখানে সমাজদ্রোহীরা

একটি কারখানা করে নিয়েছেন। সেখানে কর্পোরেশনের গাড়ী দিয়ে গিয়ে তিনি তাদেরকে নেতৃত্ব দেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষামন্ত্রী এখানে নেই। গত ২১ তারিখ বল্লনগর এইচ, এস, স্কুলে ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত তাণ্ডব করা হয়েছে স্কুল বন্ধ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্যার, মাইনরিটি কর্পোরেশনের গাড়ী নিয়ে সমাজদ্রোহীদের নিয়ে তা করা হয়েছে। কাজেই আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করার প্রশ্ন উঠে না। স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, আজকে নির্বাচিত এম, এল, এদের কোয়ার্টার নেই। কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে যে একজন প্রাক্তন এম, এল, একে কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে। এখানে আমার প্রশ্ন যদি একজন প্রাক্তন এম. এল, এ, কোয়ার্টার পায়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য প্রাক্তন এম, এল, এরা কেন কোয়ার্টার পাবে না ? একজন পরাজিত প্রার্থী (এম, এল, এ) কোয়ার্টার পান। আর আমরা কোয়ার্টার পাচ্ছি না। এই কর্পোরেশনের গাড়ী নিয়ে এম, এল, একে হত্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে ? সমাজদ্রোহীদের লিফট দেওয়া হয়, টাকা বিলি করা হয়। খুন করার চক্রান্ত হয়েছে। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন করতে হবে ? স্যার, প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী জোট আমলে রুখিয়া প্রজেক্ট যখন করা হয়, তখন বিস্তীর্ণ এরিয়া নিতে হয়েছে। আমি সেখানকার মন্ত্রী ছিলাম, আমি এম. এল, এ আমি জানি, ৮৬টি ফ্যামিলি রুখিয়া প্রজেক্টের জন্য তাদের জমি বাড়ী ছাড়তে হয়েছে। সে সময় বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, চীফ ইঞ্জিনীয়ারকে গিয়ে আশ্বাস দেন, "তোমাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা যোগ্যতা অনুযায়ী এই প্রজেক্টে চাকুরী পাবে।" এবং যারা শিক্ষিত নয়, তারা ক্যাজুয়্যাল লেবার হিসাবে সেই সব ফ্যামিলিকে চাকুরী দেবে। ক্যাজুয়্যাল লেবার হিসাবে এইসব ফ্যামিলিকে চাকুরী দেওয়া হল। কেহ বল্লনগর, কেহ অন্য জায়গায় গেল। বিগত ৯১ থেকে ৯৪ পর্যন্ত তারা কাজ করেছেন। তারপর তাদের নয়খাস্ত করা হল। ৭ জনের আমি নাম বলছি। শ্রীমতি রেখা দাস, পার্বতী দাস, চন্দনা দাস, কুসুমবালা দাস, শ্রীরণজিৎ নমঃ, নয়ন তারা বেগম, শ্রীমতি কল্পনা দাস। এরা কেন সি, পি, এম মেম্বার হয়নি। এই কারণে চাকুরী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীর কাছে কাগজ গেছে, চীফ ইঞ্জিনীয়ারের কাছে কাগজ গেছে। বলা হয়েছে, কেন এই রুখিয়া প্রজেক্ট হবার জন্য যারা জমি দিল, তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়নি। গত এপ্রিল মাসের ২৩ তারিখে আমি নিজে ৭জন ফ্যামিলি মেম্বারের সই নিয়ে একটি মেমোরেণ্ডাম দিয়েছি। অ্যাক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন, 'ওদের বিষয়টি কন্সিডার করা হবে।"

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (মিঃ চেয়ারম্যান) ঃ— মাননীয় সদস্য শর্ট করুন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা ঃ— আমি শর্ট ই করছি। লালবাতি জ্বালালে বসে যাব। স্যার, এরপর আছে ওয়াকফ বোর্ড। সেখানে ৯টি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে শুনেছি। শুনেছি এখানে আছে। তাহলে সংখ্যালঘু এম, এল, এ হিসাবে আমি তো সেখানে মেম্বার থাকতে পারি। আইনে

এর প্রভিশন রয়েছে। কিন্তু সেই প্রভিশন কোথায় গেল? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকলে উত্তর পেতাম। দুঃখের বিষয় তিনি নেই। কাজেই উত্তর পাবার উপায় নেই।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (মিঃ চেয়ারম্যান):— শর্ট করুন।

শ্রীজওহর সাহা:— সংখ্যালঘু সদস্য হিসাবে মাননীয় সদস্যকে কিছু বলতে দিন।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (মিঃ চেয়ারম্যান):— সখ্যালঘু সদস্য কি? সবাই এম, এল, এ,। জওহরবাবু আপনি বসুন।

শ্রীবিল্লাল মিঞা:— এরপরে আসছি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। শুনেছি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১ জন ডাক্তার ও ৪ জন নার্স। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন। সেখানে তাদের থাকার জন্য কোয়ার্টার রয়েছে, কিন্তু কেউ থাকেন না। স্যার, মতিনগর হাসপাতালে কোন ঔষধ নেই, সেখানে ইনডোর নেই। সেখানে ডাক্তারদের থাকার জন্য কোয়ার্টার রয়েছে। ১৯৯২ ইং সালে এটা চালু হয়েছিল, কিন্তু এখন বন্ধ হয়ে রয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এরিয়া মনাইপাথার—এ একটা ডিসপেনসারী খোলা হয়েছিল। সেই ডিসপেনসারী খোলার পর আজ পর্যন্ত ৮ বৎসর হয়ে গেল সেই মনাইপাথারে একজন ষ্টাফও যায়নি। এই যদি হয় তাহলে কিভাবে এই ব্যয় বরাদ্দগুলিকে আমরা সমর্থন করব? আজকে শুধু ওটা নয় স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরে কোন ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না, স্যালাইন নেই, বাজার থেকে রোগীদেরকে কিনতে হচ্ছে।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (মিঃ চেয়ারম্যান):— ইউর টাইম ইজ ওভার। প্লীজ সীট ডাউন। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা, আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা:— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমাকে ৫টি ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান আনতে হয়েছে। ডিমাণ্ডগুলি হলো—ডিমাণ্ড নং ১৩, মেজর হেড ৫০৫৪, ডিমাণ্ড নং ১৪, মেজর হেড ৪৫৫২, ডিমাণ্ড নং ১৬, মেজর হেড ২২১০, ডিমাণ্ড নং ২১ মেজর হেড ৪৪০৮। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারকে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়াজী নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এই কথাটা উনাদের মুখে প্রায়ই বলতে শুনি। ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ। স্যার, আমি এখানে দাবী জানাচ্ছি, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের জন্য নর্থ ইষ্টার্ণের সবচেয়ে ইন্টেরিয়র এরিয়া হিসাবে একটা প্যাকেজ তৈরী করে, স্কীম তৈরী করে, সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এটা নেই। ত্রিপুরাতে কি করা হয়? যখন কাজের জন্য চিৎকার করা হয়, তখন একটা ডিসট্রেস স্কীম করে, ৩০ দিনের জন্য

করে, ১৫ দিনের জন্য কাজ দেই। তারমধ্যে আবার ১০ দিনের কাজ কাজ হয়। এটা প্যাকেজ না। বর্তমান প্যাকেজে ছিল এরিয়ার ডিসট্রেস পকেটগুলিকে চিহ্নিত করা। স্পেশাল একটা স্কীম নিয়ে যদি টাকাগুলি খরচ না করা হয় তাহলে এগুলি নয়ছয়ের মধ্যে পড়ে। যেটা আনটাইড ফাণ্ডের বেলায় হয়। ক্যাটেগরীক্যালী হিসাব করে দেখা যাচ্ছে ছাওমনু, কাঞ্চনপুরে বি, এ, ডি, পি, স্কীমে ১০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এমনিতেই পার ফেমিলীর নামে যদি ৫০ হাজার টাকা করে ফিকসড্ করে দিত তাহলে এটার সুদ দিয়েই তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারত। তাদের নামেই সব রয়ে গেছে কিন্তু তারা কিছুই পায়নি। স্যার, অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এটা বিতর্কের বিষয় নয়। স্প্যাশিয়েল পেকেজে ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট যদি নূতন স্কীম না করেন সার্বিক ভাবে যদি সকলের একই রকম ট্রিটমেণ্ট হয় তাহলে কোন কাজ আসবে না। আমার দাবী হচ্ছে এটা স্পেশাল একটা স্কীম তৈরী যাতে করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে রুখিয়া বড়মুড়ায়, রামচন্দ্র নগরে গ্যাস থারমাল প্রজেক্ট হয়েছে। নৃপেনবাবুর আমলে ১০ মেগাওয়াট পরিকল্পনা ছিল এবং আমরা এসে জোট আমলে সাড়ে ১৬ মেগাওয়াট করেছি। করেছি। তারপর সেখানে একটা পরিকল্পনা ছিল যে, স্কীম কারবাইন অর্থাৎ যে গ্যাসটাকে পুড়ে আমরা শেষ করে ফেলি এটাকে স্কীম কারবাইন করে গ্যাস আরও কিছু উৎপাদন করার একটা পরিকল্পনা কিন্তু তারপর আমরা ক্ষমতাচ্যুত হবার পর পরিকল্পনা আর হল না। এখন হামেশা পত্র-পত্রিকায় দেখি গ্যাস থারমাল প্রজেক্ট মাসে তিন দিন চালু থাকে আর ২৭ দিনই বন্ধ থাকে। স্যার, রুখিয়া এটা নর্থ ইষ্টার্ন রিজনে এন, ই, সির কিছু টাকা আছে যেটা আমাদের সেখান থেকে ৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মিজোরামকে দেওয়ার কথা সেটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে। সেখান থেকে ৩৮ মেগাওয়াট টোট্যাল যে পরিকল্পনা নিয়েছেন এর বাইরে এক মেগাওয়াটেরও পরিকল্পনা নেননি। আমরা যেটা নিয়েছিলাম সেটাও সমাপ্ত করতে পারেননি প্রায়ই বিকল হয়ে থাকে। ৮৪ মেগাওয়াট ২১ ৪ রামচন্দ্র নগরে যেটা এখানে স্যার, ৩৩ মাস শেষ হওয়ার কথা কিন্তু ৩৩ মাস গেল, ৩৪ মাস গেল, ৩৫ মাস গেল এইভাবে যেতে যেতে অনেক মাস গিয়েছে। তারপর কোন রকমে কয়েকটা মেশিন উদ্বোধন হয়েছে। প্রথম যখন উদ্বোধন হয় তখন থেকেই গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। কারণ কয়েকদিন চলে আবার কয়েকদিন বন্ধ থাকে। আমাদের গভর্ণমেন্টের আর একটা পরিকল্পনা ছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এটা স্বীকার করেছেন গ্যাস ব্যবহার করতে হবে হাই ষ্ট্যাণ্ডার্ড মেগাওয়াট আমরা পরিকল্পনা নিয়ে এট বিদ্যুতের যদি পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাহলে ১৭টা দপ্তর পার হতে হয় এবং সেখানে প্রায় ১৬ ঘাট পার হয়ে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিক অথরিটি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তারপর তো আর খোঁজ হলনা। কারণ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু বলেছেন তাতে নাকি শ্বাস-

প্রশ্বাস নষ্ট হবে, অমুক হবে তমুক হবে নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে বামফ্রন্ট সরকার তখন এটা বন্ধ করে দিয়েছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাধির মত লেগে আছে। কিন্তু গ্যাস প্রচুর আছে সেটাকে সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। এটাকে সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমার বিরোধী বন্ধুরা কয়েকজন বলেছেন ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কয়েকটা জায়গায় বেশী সারা বছর মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছি ডি, ডি টি ছড়ানো হয় কিনা ? মনে হয় উনার বাড়ীতে হয় কিনা জানিনা। স্যার, একদিকে বিদ্যুৎ নেই, তাই আলোও নেই, গরমের জ্বালা, মশার জ্বালা, কারণ আগরতলার, মশা থাকা একটা অলংকার স্যার, কারণ এটা না থাকলে শোভা পায়না। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রাখলেও ভিতর দিয়ে ঢুকে যায় এই রকম বেশ বড় বড় মশা স্বাস্থ্যমন্ত্রী বললেন এটা জীবানুমুক্ত। জানিনা কোন মশা এসে উনাকে বলে গেছেন।

(রেড লাইট)

স্যার, আমাকে আর দু মিনিট সময় দিন। স্যার, মশারী থাকলেইযে ম্যালেরিয়া রোগ বন্ধ হয় তা নয়। কারণ আমি যদি দিনের বেলায় কামান চৌমুহনী যাই তাহলে কি মশারী টাঙ্গিয়ে যাব ? এটা কিরকম কথাবার্তা, যদি রিক্সার মধ্যে কোন প্রকারে মশা আমাকে কামড় দেয়। মশারী দিয়ে এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এটা বন্ধ করা যায় না স্যার, এটা অসম্ভব। এখন মনে হয় মুসলীম ধর্মের মহিলাদের মত বোরখা পরিয়ে রাখতে চান। এটা সম্ভব নয়, মশারী দিয়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বন্ধ করা যায়না। এটা ৩ হাজার সালের ভিতর বিশ্ব-স্বাস্থ্যদপ্তরের চিন্তাধারা, সারা ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীতে চলছে এটা বন্ধ করার কথা। কিন্তু আপনারা কোন উদ্যোগ নিচ্ছেননা। কয়েক বৎসর যাবৎ ডি, ডি, টি ছড়ানো হচ্ছেনা। গ্রামে গঞ্জে ডি, ডি, টি ছড়ানো হয়নি। তাহলে মশা-ত বাড়বেই, ম্যালেরিয়াও বাড়বে এবং প্রতি বৎসর মরতেই থাকবে। এই ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে, মানুষের স্বাস্থ্য সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এর জন্য শুধু ব্যর্থ নয়, এই সরকারের একজন স্বাস্থ্যমন্ত্রী একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, তাকেও মেরে ফেললেন। সেখানেও রক্ষা করতে আপনারা ব্যর্থ। অতএব আপনার অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করা দরকার। আপনি বড় অস্বাস্থ্যবান লোক।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য আপনি শর্ট করুন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— হ্যাঁ শেষ করছি, আই ১ মিনিট। স্যার, এখানে জি, বি, হাসপাতালে, কিছু কিছু পাওয়া যায়, বাইরে গিয়ে পাওয়া যায়। যেমন তুলা নেই, স্যালাইন নেই, স্যালাইন

থাকলে পাইপ নেই, ইনজেকশন নেই, । স্যার, কমবুকে একটা হাসপাতাল ছিল শরনার্থীদের। এটা বিমলদাকে অনেক রিকুয়েষ্ট করে তারপরে রাজ্য সরকার থেকে ওপেন করা হয়েছিল। এটা আমাদের আমলে চালু ছিল। তারপরে আপনারা ক্ষমতায় আসার পরে বন্ধ। বিমলদা যেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলেন, আবার চালু হল। বিমলদার পর আপনি যখন এলেন আবার বন্ধ। এটা কি ব্যাপার? কি রকম ম্যাজিক। তারপরে অ্যাম্বুলেন্স নেই। সেখানে ডাক্তার নেই। নার্স একজন রোগীকে ম্যালেরিয়ার ঔষধ দিতে গিয়ে টাইফয়েডের ঔষধ দিয়ে মেরে ফেললেন। স্যার, এইরকম অবস্থা : তারপর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি বললেন, "ম্যালেরিয়ার ঔষধ নেই"।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এক্ষুণি ডাক্তার নেই বললেন, এখন আবার ডাক্তার এল কোথা থেকে?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— তারপরে ডাক্তার এসেছে। তার পোষ্ট মর্টেম করতে নতুন বাজারে আনা হয়েছে। তারজন্য এই যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তাকে তীব্র বিরোধিতা করে এবং আমাদের বিরোধীদের আনীত সমস্ত কাট মোশানকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগও আমি চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— চেয়ারম্যান মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ। আপনার সময় ১০ মিনিট।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি বিরোধীদের আনীত যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এবং আমার যে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমার ডিমাণ্ড নং ১৬ মেজর হেড ২২১০, ১৫-২৭০২। স্যার, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিসেবা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখছি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, এখানে মাননীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, আমার প্রশ্নটা ছিল রাজ্যের এইরকম কোন গাঁওসভা নেই যেখানে স্বাস্থ্য পরিসেবার আওতায় আসেনি? শুনলে অবাক হয় স্যার, এই কথাটা হাউসের মধ্যেই থাকলে ভাল। এটা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বেরুবে। জনগণ জানবে যে প্রত্যেক জায়গায় স্বাস্থ্য পরিসেবা আছে। একথা শুনলে ঘোড়াও হাসবে। স্যার, একটা জিনিস আশ্চর্য্য যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত, পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং এ উনি দায়িত্ব-প্রাপ্ত মন্ত্রী। সেই মিটিংগুলিতে আমিও অ্যাটেণ্ড করি। অবশ্য মাঝে মাঝে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করেন না। যখন আপত্তিজনক কথা থাকে তখন নিমন্ত্রণ করেন না। যাই হোক, ২-৪টা মিটিং-এ আমি উপস্থিত হয়েছি। শাসকদলের চেয়ারম্যান, সিলেকটেড, নির্বাচিত নয় তারাও যখন গ্রামের থেকে আসেন, পঞ্চায়েত প্রধান আসেন, বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রীর একটা জিনিস ভাল, উনার পদত্যাগ দাবী করলেও, আমি একটা পয়েন্টে উনাকে

প্রশংসা করি। উনি সত্য জিনিসটাকে স্বীকার করেন। মিটিং-এও ব্যর্থ চিত্র, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে স্বাস্থ্য পরিসেবা ভেঙ্গে পড়েছেন, উনি অ্যাডমিট করেছেন, উনি সেটা স্বীকার করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কিছু কিছু কাজ করব। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমি অন্যদিকে না গিয়ে এখানে কয়েকটা সাজেশান রাখছি।

স্যার, এই যে একটা স্বাস্থ্য শিবির করা হয়, আমি তার বিরোধিতা করি, কেন বিরোধিতা করি, তার কারণ হচ্ছে, রাজ্যে বর্তমানে স্বাস্থ্য শিবির ও প্রশাসনিক শিবির বলে দুইটা কথা আছে। স্বাস্থ্য শিবিরে কোন উপকার হচ্ছে না, প্রশাসনিক শিবিরে কিছু কিছু উপকার হচ্ছে। উদাহরণ দিয়ে বলছি স্বাস্থ্য শিবিরে যে টাকা খরচ হয়, এটা কোন কাজে আসছে না। কারণ, স্বাস্থ্য শিবিরে শুধুমাত্র প্রচার করা হচ্ছে। কারণ, স্বাস্থ্য শিবিরে ডি টি পি, বি সি জি, ভিটামিন এ, টিকা দেওয়া হয় বিভিন্ন রোগের। এখানে পেছনে বোধ হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসাররাও আছেন, তারাও জানেন, তারাও জানেন। বামফ্রন্ট সরকার এটা করে অযথা কতগুলি টাকা খরচ করছে। এটা এই হাউসে দিয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হল, এই টাকাটা কাজে লাগছে কিনা? কারণ, যেমন ধরুন, এই যে টিকাগুলি স্বাস্থ্য শিবিরে দেওয়া হচ্ছে, এগুলির নিয়ম হল তিনটা ডোজ দিতে হয় এবং তিনবারে তিনটা ডোজ দিতে হয়। সরকার থেকে কি করা হয়, একবার একটা শিবির করে একটা করে ডোজ দিয়ে আসে। দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার আর শিবির করে না। ফলে যে একটা ডোজ দিয়ে আসে, সেটা আর কোন কাজে আসে না। তার মানে এটা করতে গিয়ে সরকারের যে পয়সাটা খরচ হল, সেটা পুরোটাই অযথা খরচ করা হল। সুতরাং আমার সাজেশন, এখানে মোহনপুর ব্লকের বি এ সির চেয়ারম্যান প্রণববাবু আছেন, উনিও মিটিং-এ থাকেন, উনি জানেন কি ব্যর্থ চিত্র চিন্তা করা যায় না। স্যার, মাননীয় সদস্য শ্যামাবাবু প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, কেশববাবুর কাছে চিঠিপত্র দিলে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, উনি অবশ্য পেয়েছিলেন, আমি পাইনি। আমি ৩০-৬-৯৮ ইং তারিখে ওনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে, আদংকরী তুই চাকমা, দৈখলা, উদয় চৌধুরী পাড়া ইত্যাদি গাঁওসভাগুলিতে চিকিৎসার অভাবে লোক মারা যাচ্ছে বলে। উনি আমার চিঠির কোন উত্তর দেননি। এদিকে পত্রিকায় দেখেছি, আমার চিঠি পেয়ে নাকি তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। তারপর আসার পর আবার একটা ষ্টেটমেন্ট দেখলাম পেপারে যে 'সত্য নয়' কিন্তু মিটিং-এ আমি ঐ এলাকার প্রতিনিধি শ্রীগোবিন্দ দেববর্মা এ ডি সির সদস্য ওনার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, সেটিসফেক্টরী উত্তর দিতে পারেন নি। স্যার, আমি প্রাইম-মিনিষ্টারকে চিঠি দিয়েছি এবং তার উত্তর পেয়েছি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বিয়াং শরণার্থীদের চিকিৎসার ব্যাপারে চিঠি দিয়েছিলাম এবং তার উত্তর পেয়েছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কিভাবে উনি চিঠির উত্তর দেন না, বাদলবাবুও উত্তর দেন। স্যার, আমার কাছে রিসিভড কপি আছে বিভিন্ন

ডিপার্টমেন্টের। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি আবার পার্লামেন্টরী এফেয়ারস-এর মিনিষ্টার। স্যার, এই বইটা কেন আছে আমি বুঝতে পারছি না, প্রসিডিউর ফর কমিউনিটি উইথ ডিপার্টমেন্ট, আগে নৃপেনবাবুকে দেখেছি, আমাদের সময়ে শচীনবাবু এবং সুখময়বাবুদের দেখেছি ওনারা ক্লাস নিয়েছেন। এই বইতে যা আছে এগুলি এম এল এদের শিখতে হয়, মন্ত্রীদের শিখাতে হয়, ডিপার্টমেন্টালী উত্তর দিতে হয়। দেন ভা প্রভিশন অ্যাণ্ড সিষ্টেম হল। আমি নিজে কাউকে চিঠি দিতে পারব না। কিন্তু যদি সেক্রেটারী উত্তর না দেয়, পার্লামেন্টরী মিনিষ্টার তারজন্য ব্যবস্থা নিতে পারবে। এখানে আমি তো এম এল এ, উনি রিয়েলাইজ করতে পারছে না, কিজন্য আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম এবং তার দুই চারটার উত্তরও পেয়েছি, বাকীগুলির উত্তর কেন পাইনি আমি জানি না স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল অ্যাম্বিউল্যান্স। মফস্বলের হসপিটালগুলি থেকে যদি অ্যাম্বিউল্যান্স আগরতলাতে না আসে তো তাদেরকে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়। স্যার, আমি প্রপোজাল দিয়েছিলাম যে, এই অ্যাম্বিউল্যান্সগুলিকে চালু রাখার জন্য এস ডি ও মেকানিক্যালস-এর আণ্ডারে দিন। অন্যান্য দপ্তরে যেমন আছে এস ডি ও মেকানিক্যাল-এর আণ্ডারে নেওয়া হয়। এইগুলিকে সেইভাবে নেওয়া হোক যাতে করে সব সময় অ্যাম্বিউল্যান্সগুলি চালু থাকতে পারে। স্যার, হোম ডিপার্টমেন্টের যেমন ইমপর্ট্যান্স আছে। হেলথ ডিপার্টমেন্টেরও সেইরকম ইমপর্ট্যান্স আছে। স্যার, মাই সাজেশান ইজ দিস, যদি সম্ভব হয় তো এস ডি ও মেক্যানিক্যাল-এর আণ্ডারে এটা দেওয়া হোক।

যদিও আমি টেকনিক্যালী কিছু জানি না, অনিল মিশ্র সাহেব নাকি কি একটা সার্কুলার দিয়েছেন যে এটা তো হয় না। স্যার নতুবা পি, এইচ, সি, গুলিতে যে অ্যাম্বিউল্যান্স আছে সেখানকার ডাক্তারবাবুদের কাছে উনি ইমার্জেন্সীতে তেল কিনে তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিতে পারেন। তারজন্য অন্ততঃ ১০ হাজার টাকা ইম্প্রেষ্ট মানি দেওয়া হোক মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে যাতে পাঠানো যায়।

স্যার, আমার আরেকটা বক্তব্য—জি, বি, হাসপাতালে এক্সরে এবং সোনোগ্রাফিতে এম, এল, এরা চিঠি দিলে সাবসিডির ব্যবস্থা আছে। গুড! ভেরী গুড। এবং এ, এল, এরা সার্টিফিকেট দিলে মানুষ কনসিডার পায়। সিটিস্ক্যান একটা ডিপার্টমেন্ট আছে জি, বিতেই। সিটিস্ক্যান শুধু ব্রেইনেরই নয় হাত, পা বা পেটের যে কোন জায়গায়ই সিটিস্ক্যান করা যায়। কিন্তু এই সিটিস্ক্যানের উপর কোন সাবসিডি নেই। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি, এই সিটিস্ক্যানের ক্ষেত্রেও যেন সাবসিডির ব্যবস্থা চালু করা হয়। তারপর আরো শুনেছি যে এই সিটিস্ক্যানের রেট নাকি আরো বেড়ে যাচ্ছে। সেটা যদি হয় তাহলে অবস্থা আরো খারাপ হবে। যারা ভি, আই, পি, মন্ত্রী এবং এম, এল, এরাই এই সুযোগ পাবে, কিন্তু সাধারণ গরীব

মানুষেরা কোন সুযোগ পাবে না। কাজেই এটার রেট যাতে আর না বাড়ানো হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে রকম সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে, সে রকম সাবসিডি যেন এই সিটিষ্যানের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, এই অনুরোধ রাখছি।

তারপর মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, চিকেন পক্স বলে কোন রোগই নেই। কিন্তু আমার সিকিউরিটি শ্রীশেখর রায় বর্ধন, এখন সে রামনগরে আছে। আজকে প্রায় ১৫ দিন যাবৎ তার চীকেন পক্স। স্যার, তার শরীর চেহারা সমস্ত কিছুই বদলে গেছে। অথচ স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বলা হচ্ছে, চীকেন পক্স নাকি নেই। তারপর ম্যালেরিয়া রোগের নির্মূলীকরণের জন্য নির্বাচনী ইস্তাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। বলেছেন, 'ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা সহ বিভিন্ন রোগের নির্মূল করতে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'' কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেই স্যার। দেখা গেছে, এখানে ৫০০ জনের রক্তে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সংখ্যা কম করে হলেও ৫০,০০০ জনের উপরে রয়েছে। ম্যালেরিয়াকে কে নির্মূল করবে?

স্যার, এই হাউসে একটা প্রশ্ন এসেছিল, সদর এবং জেলা হাসপাতালগুলিকে আধুনিকীকরণের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হবে কিনা? স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন, ''এই ধরণের কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে এইগুলিকে আধুনিকীকরণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্যার, ৫ জন এম, এল, এ, একটা চিঠি দিয়েছিলাম মোষ্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার ইজ দিস। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের জলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আর্সেনিক রয়েছে। স্যার, এখানে পেটের রোগী সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৯৫ জনের। এখানে এই সভায় বেশীর ভাগ বিধায়কই পেটের রোগে ভুগছেন। এখানকার জি, বি, হাসপাতালে গ্যাসট্রো এন্ট্রোস্কোপি সম্পর্কে আমরা ৫ জন এম, এল, এ চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু নো রিপ্লাই। স্বাস্থ্য দপ্তরের সেক্রেটারী, কমিশনারকে এবং মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তাদের নিকট থেকে কোন রিপ্লাই পাইনি। এখন এইখানেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন ভিলেজেস ইন রুর‍্যাল এরিয়াজ, মফস্বলে। এখানে মন্ত্রীর এক প্রশ্নের জবাব রয়েছে, বলেছেন, ''টোট্যাল ৮টি সাব-সেন্টার বন্ধ''। তাহলে স্যার, পরিস্থিতিটা কি দাঁড়াচ্ছে। স্যার, উনি নিজেও জানেন না কয়টি বন্ধ। কারণ উনি মোহনপুরে এক মিটিং-এ সেখানে আমরা এবং বিধায়ক প্রণববাবুও উপস্থিত ছিলেন। এই মোহনপুরেই ৯টি বন্ধ রয়েছে কাজেই উনি কিভাবে এই উত্তরটা দিলেন, আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ৩টা বন্ধ ছিল, কিন্তু তার সবগুলিই এখন খোলা হয়েছে।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলোজি দপ্তর যেন খোলা হয় এবং এন্ট্রোস্কোপির ব্যবস্থা যেন করা হয়, এই দাবী আমি রাখছি।

তারপর লিফট ইরিগেশন :— লিফট ইরিগেশন কোন জায়গায় করতে হলে, কতটুকু জল উৎপাদন করা সম্ভব হবে, এসব নির্ণয় করা হয়। চট করে কোন জায়গায় একটা লিফট ইরিগেশন করা যায় না, যে আমার মামার ভাই চাচা একটা দিয়ে দিলাম সেটা নয়।

১৯৯২ সালের চাঁনপুরের বৈরাগী বাজারে একটি সেচ প্রকল্প চালু করার ব্যাপারে প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেটা পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এ এডমিটও করা হয়েছে এবং জেলাশাসক নিজেও সেটা স্বীকার করেছিলেন। উদ্যোগটা বাস্তবায়িত হলে প্রায় হাজার দশেক লোক উপকৃত হতেন। আর এখন সেচ ব্যবস্থা চালু না হওয়ার ফলে সেখানকার ৭ থেকে ৮ হাজার লোক যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তারা বিপন্ন হয়েছেন। উদ্যোগ আজও বাস্তবায়িত হল না। এই ব্যাপারে আমি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বাদলবাবুর কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হল না স্যার।

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আজ আমি এই আলোচনায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর সহ যে সমস্ত দপ্তর নিয়ে আলোচনা করেছি, সেই দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি, আপনারা খোঁজ-খবর নিয়ে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন এবং রাইট টু ইনফরমেশান খুলে যে পদগুলি আছে সেগুলির প্রতি যাতে করে নজর দেওয়া হয়, সেই ব্যবস্থাটুকু নিন। এই বলে এবং সমস্ত কাটমোশানগুলিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি — ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ চেয়ারম্যান মহোদয়, আমার দপ্তরের উপর কোন কাটমোশান আনা হয়নি। আমি মনে করেছিলাম যে আমার দপ্তরের উপরেও বিরোধীদলের সদস্যরা কাটমোশান আনবেন। কিন্তু না, কেউ আনেননি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার কর্পোরেশন ডিপার্টমেন্টে এস, সি এবং এস, টি আলাদা করে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯শে রয়েছে এস, টি এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ২০তে এস, সি। যেহেতু ওখানে আলাদাভাবে দেখানো রয়েছে, সেখানেই কাটমোশান আনা হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, সেটাতো এ্যাপেক্স উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির। কাজেই সেটা আমার দপ্তরের নয়।

মিঃ চেয়ারম্যান :— ঠিক আছে আপনি যেটাতে কমর্দান সেটাই বলুন

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— এখানে বিরোধীদলের সদস্যরা আলোচনা করতে গিয়ে ধান ভাংগতে শিবের গীত গেয়েছেন। আমার দপ্তরের উপর কেউ কাটমোশান আনেননি। খোঁজ নিয়ে বললে ভাল হত।

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, একটা প্রশ্ন এসেছিল আমার দপ্তরের, আমি দেখেছি দুইটা প্রশ্ন ছিল, কিন্তু সেই প্রশ্ন আসেনি। জোট রাজত্বে কো-অপারেটিভ বা সমবায় দপ্তরের হাল বা অবস্থাটা কি ছিল। এটা আমরা সবাই জানি, জোট আমলে নির্বাচন হয়নি। এই নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ছিল। আমি এটার জন্য তৈরী ছিলাম, কিন্তু সেই প্রশ্নটা উঠেনি হাউসে। আমরা ক্ষমতায় আসার পরে এই সোসাইটিগুলির নির্বাচনের ব্যবস্থা আমরা করেছি এবং বলা যায় এটা কনটিনিউয়াস প্রসেস করিয়াছে। কারণ, একই ডেইটে সবগুলি সমিতির নির্বাচন হয় না। ৫৬টা যে ল্যাম্পস আছে, এই পর্যন্ত যে হিসাব আমার কাছে আছে, ৫৬টা ল্যাম্পসের মধ্যে ২৪টা ল্যাম্পসের নির্বাচন হয়ে গেছে। বাকীগুলির প্রসেস চলছে। ১৪টা প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি আছে, এরমধ্যে ১১টার নির্বাচন হয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হল, এ্যাপেক্স মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির নির্বাচন যেটা ২৭ বছর যাবৎ নির্বাচন হয়নি। ঐ ১৯৭১ ইং সালে নির্বাচন হয়েছিল। এরপরে এটার নির্বাচন আর হয়নি। সেই নির্বাচন আমরা সম্পন্ন করেছি। সুতরাং সমবায় আন্দোলনকে আরও ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছি, সেগুলি নাবার্ড ইতিমধ্যে আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন যে দক্ষিণ এবং উত্তর জেলাতে ইনটিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভোলাপমেন্ট প্রজেক্ট করার জন্য। ফলে আমরা ইতিমধ্যে প্রাথমিক যেসব কাজকর্ম সেগুলি হয়ে গেছে। আমরা আশা করি এই দুইটা জেলাতে যদি এই প্রজেক্টটা শুরু করতে পারি, তাহলে পরে গ্রাসরোট লেভেলে যে সমস্ত সমিতিগুলি আছে, তারা উপকৃত হতে পারবে। কারণ আমরা লক্ষ্য করছি, তাদের আর্থিক যে অসুবিধাগুলি সেগুলি আমরা দূর করতে পারব, যদি এই প্রজেক্ট দুইটা দুই জেলাতে চালু করতে পারি। এবং সমবায় যে আন্দোলন এটাকে জনগণের মধ্যে এবং জনগণ যাতে সচেতন হয়, এইজন্য আমাদের এই দপ্তরের যেটা ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ইউনিয়নের কাজকর্ম আগের চেয়ে গতি বেড়েছে বা বৃদ্ধি ঘটেছে। আমরা গত বছরগুলিতে চারটা জেলাতে সদস্য এবং সদস্যদের চেতনার মান বৃদ্ধির জন্য আমরা সেমিনার করেছি। সমস্ত সোসাইটি উপস্থিত হয়ে সমবায়কে আরও শক্তিশালী করতে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এছাড়া বিভাগীয় স্তরে, ব্লক স্তরে এবং সমিতি ভিত্তিক সেমিনার করার জন্য দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে বলা হয়েছে। ফলে আমরা দেখেছি জনগণের মধ্যে সমবায়ের যে চেতনা এবং উৎসাহ সেটা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি ঘটেছে। আমরা আশা করি বর্তমান আর্থিক বছরে যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছি এবং সেই কর্মসূচী নিয়ে জনগণের কাছে

যায় যাতে সমবায় আন্দোলনকে আরও সাফল্য করে তোলা যায়। আমাদের এই রাজ্যে আগে আমরা সমবায় মেলা বলে কখনো দেখিনি। অন্ততঃ পক্ষে দুই বছরে দুইবার সমবায় সপ্তাহব্যাপী মেলা এবং প্রদর্শনী পালন করা হয়েছে। সেখানে সমবায়ের ব্যাপারে কিছু হলে আলোচনার সুযোগ আছে। গত ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৭-৯৮ আর্থিক বছরে দুটি সমবায় মেলা আমরা করেছি। এবং আমরা দেখেছি সমবায় মেলাতে বিভিন্ন সমিতি তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। এবং সারা রাজ্যের মধ্যে ব্যাপক সাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি। আমরা আশা করি এই বছরও আমরা সমবায় মেলা করব। এবং সকল অংশের মানুষের কাছে বিশেষ করে বিরোধীদলের বন্ধুদের কাছেও আমরা সহযোগিতা চাইব, যাতে আরও বেশী বেশী করে এই সমবায় আন্দোলনকে জনগণের কাছে আমরা পৌঁছোতে পারি। আমরা লক্ষ্য করছি যে বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা দুর্নীতি সম্পর্কে বলছেন, এটা হাউসটাকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আমি এটা বলতে চাই আপনাদের সম্পর্কে যেসব কেচ্ছা-কাহিনী আছে যদি বলি সেটা আপনারা সহ্য করতে পারবেন না। অতএব কাঁটা-গায়ে নুন দিতে চাই না।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— মাননীয় মন্ত্রী আপনি যেটাই বলুন, চেয়ারকে এড্রেস করে বলবেন, ব্যক্তিগত কাউকে নির্দেশ করে বলবেন না।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এখানে কয়েকটি ল্যাম্পস এবং প্যাকসের কথা উল্লেখ করতে চাই। তাহলেই বুঝতে পারবেন কোট রাজত্বে দুর্নীতির কাহিনী। ফটিকরায় উপ-নির্বাচনে আমার ল্যাম্পস এবং প্যাকস-এ যেসব টাকা পয়সা যেভাবে নয়ছয় করেছে, এটার তথ্য যদি আমি এখানে পরিবেশন করি, তাহলে আপনিও স্যার আশ্চর্য্য হবেন। ২২-৪-৮৮ ইং গকুলনগর প্যাকস ১ লক্ষ ৮০ হাজার ২ শত ৪০ টাকা বন্টন করা হয়েছে ৩৮৮ জন বেনিফিসিয়ারীকে। স্যার, বেনিফিসিয়ারী আমরা খোঁজ করে দেখেছি সেখানে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কে কে টাকা নিয়েছে? কে এই টাকা ফেরত দেবে? তারপর রাজকান্দি ল্যাম্পস, সেখানে ৩ লক্ষ টাকা বিলি হয়েছে। ৪৫০ জন বেনিফিসিয়ারীকে সেখানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ৪৫০ জন বেনিফিসিয়ারী রাজকান্দি এলাকাতে নেই। ২১-৪-৮৮ রাধানগর প্যাকস, ১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা সেখানে বিলি হয়েছে, ২৮ জন বেনিফিসিয়ারীদের মধ্যে। ২২-৮-৮৮ সমাজ কল্যাণ প্যাকসে উনারা বিলি করেছে ১৮ হাজার টাকা। ২২-৪-৮৮ কৃষ্ণনগর প্যাকসে উনারা বিলি করেছে ৪৪ হাজার টাকা। ২২-৪-৮৮ কাঞ্চনবাড়ী প্যাকসে উনারা বিলি করেছে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ১৮-৪-৮৮ ফটিকরায় প্যাকসে উনারা বিলি করেছে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এই যে গরীব মানুষদের জন্য, কৃষকদের জন্য তাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য ল্যাম্পস, প্যাকস-এর টাকা ফটিকরায় উপ-নির্বাচনকে উপলক্ষ্য করে এইভাবে টাকা বিলি বন্টন করা হচ্ছে ভোটারদের মধ্যে। এই যদি হয় তাহলে কি করে সমবায় আন্দোলন

শক্তিশালী হবে? এখানে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু গতকালকে বলেছেন চম্পকনগরের কথা। বলুন তো সেই চম্পকনগরে কতজন ষ্টাফ আছেন? আপনাদের আমলেই তো ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের কোন সামঞ্জস্য না রেখে, সেখানে ষ্টাফ দেওয়া হয়েছে ১৯ জন স্যার। এই ১৯ জন ষ্টাফের বেতন ভাতা কোথা থেকে আসবে? সেখানে আয়ের কি সোর্স আছে? ম্যানেজারীয়েল সাবসিডি, শেয়ার ক্যাপিটাল ছাড়া আমাদের তো দেওয়ার মত কিছু নেই। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকের কথা আমি বলছি, চেয়ারম্যান ছিলেন, শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং, ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন, শ্রীঅমিয় দেববর্মা। উনারা সেখান থেকে কেন টাকা নিয়েছেন? গৌরী শঙ্করবাবু টাকা নিয়েছেন ৬ হাজার টাকা এবং অমিয়বাবু নিয়েছেন ৪,২৪০ টাকা। সেই টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এখনো উনারা সেই টাকা ফেরত দেননি। এই ধরণের অসংখ্য ম্যালপ্রেকটিসের অভিযোগ আমার কাছে আছে। বলুন কেন, কিসের জন্য আপনারা সিমলা ভ্রমণে গিয়েছিলেন? সেই সিমলাতে বিলাস বহুল হোটেলে আপনারা এল. ডি. ব্যাংকের হাজার হাজার টাকা খরচ করেছেন। কুকীর্তি করেছেন। আমার ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক বা কো অপারেটিভের কি উন্নয়ন হয়েছে? কিসের জন্য আপনারা সেখানে গিয়েছিলেন? খোঁজ নিয়ে দেখুন কে, কে গিয়েছিল? স্যার, উনার দুর্নীতি এবং অন্যান্য নানা বিষয় সম্পর্কে তুলেছেন কাকে বোকা বানানোর জন্য আমি বুঝতে পারছি না। সমবায়ের জন্য আরো টাকার দরকার আছে। ত্রিপুরার সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে আমরা তো বিরোধীদলে ছিলাম, ১৯৭২ ইং সনে আমি প্রথম বিধানসভায় এম. এল. এ হয়ে আসি। এখানে সমীরবাবু আছেন. উনি আর আমি এক সঙ্গে এখানে এসেছি। এই রকম তো ছিল না? আমরা তো বিরোধী দলের মধ্যে থেকে গঠনমূলক বিরোধিতা করেছি। ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করিনি। বরং কেন্দ্রকে রাজ্যের সার্বিক অগ্রগতির জন্য আরো সাহায্য সহায়তা করতে হবে। কি উন্নয়নের ব্যাপারে, কি শিল্পের ব্যাপারে, কি রাস্তাঘাটের ব্যাপারে আমরা সহযোগিতা করেছি। কিন্তু আমি জানি না, কেন উনারা সর্বত্র বিরোধিতা করছেন। টাকা চাই, টাকা আরো দরকার আমাদের। রাজনৈতিক বিভিন্নতা থাকতে পারে, মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু এই রাজ্যের মানুষ তো আপনার আমার সবার মানুষ। এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আপনাদের যা কর্তব্য আমাদেরও একই কর্তব্য। আপনারা এক সময় ক্ষমতায় ছিলেন, আমরা এখন ক্ষমতায় আছি। স্যার, নিশ্চয়ই সারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকে বিরোধীদলে মাননীয় সদস্য যারা আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব, উনারা যে কাটমোশানস এনেছেন সেইগুলি প্রত্যাহার করার জন্য এবং বাজেটকে সমর্থন করার জন্য। আর আমি বাজেটের সমস্ত দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দকে

সমর্থন করে বিরোধীদের আনীত সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাবকে বিরোধিতা করে, আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, ডিমাণ্ড নং ১৩ পূর্ত দপ্তর বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, ১,৩৭,৩৮,৫৭,০০০ টাকা, ডিমাণ্ড নং ১৪, বিদ্যুৎ সেখানে চাওয়া হয়েছে, ১০২,৯৬,৭৮,০০০ টাকা, ডিমাণ্ড নং ১৫, ইরিগেশান অ্যাণ্ড ফ্লাড কন্ট্রোল সেখানে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৭৮,৩১,০৯,০০০ টাকা। সর্বশেষ আমার ডিমাণ্ড নং ৪৩, ফিন্যান্স সেখানে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, ২৬৮,৯১,২৮,০০০ টাকা। এই আমার চারটা ডিমাণ্ডের মধ্যে একমাত্র ফিন্যান্স ছাড়া বাকী ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান আনা হয়েছে। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা ফিন্যান্সের উপর যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তা দেখে খুবই খুশী হয়েছেন মনে হচ্ছে। এজন্য আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাননীয় সদস্য কাশীরাম রিয়াং, বন্ধু রবীন্দ্র দেববর্মা, জওহর সাহা, শ্যামাচরণ বাবু, রতনবাবু, রতিবাবু আমার বাকী তিনটি ডিমাণ্ডের উপর অনেকগুলি কাটমোশান এনেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, প্রথমত আমি পূর্ত দপ্তর সম্পর্কে বলব। এই পূর্ত দপ্তরের উপর ৪টি কাটমোশান এসেছে। তাঁরা সবাই এখানে আলোচনা করতে গিয়ে সেতু নির্মাণ করার জন্য বলেছেন। কাশীবাবু বলেছেন, হেজলাছড়া-মহারাণী ব্রিজের কথা। এটা এতদিন জেলা পরিষদের হাতে ছিল। জেলা পরিষদ এই বছরই এই ব্রিজকে পূর্ত দপ্তরের হ্যাণ্ড-ওভার করে। এটা করার জন্য আমরা এষ্টিমেট তৈরীর কাজে হাত দিয়েছি। দ্বিতীয় কাটমোশান এসেছে, রবীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে। তাঁর কাটমোশান হচ্ছে, পি, এইচ, এস, প্যাকেজ প্রোগ্রাম ইন দি এরিয়াস। মাননীয় সদস্যকে আমি বলতে চাই, এটা ঘটনা যে যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া যখন উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরে আসেন, তখন কিছু প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন এবং তাছাড়া শুক্লা কমিশন গঠন করেন। তাঁর এই প্যাকেজে ত্রিপুরার জন্য ছিল কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেললাইনের জন্য ৫২৫ কোটি টাকা। ২টি আই, আর, বাহিনী করার জন্য অনুমতি প্রদান, বিমান বন্দরের উন্নতি করা এবং লাইটের ব্যবস্থা করা যাতে দিনে রাত্রে বিমান উঠা নামা করতে পারে। আর ছিল, একটি এল, পি, জি, বটলিং কেন্দ্র করা। আর একটি ছিল ১০ কোটি টাকা দিয়ে কেন্দ্রীয় সহায়তায় একটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপন। তারপর আছে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রাস্তার জন্য ৬০ কোটি অর্থ বরাদ্দ। পরবর্তী সময়ে গুজরাল মহোদয় যখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে এখানে এসেছিলেন, তখন আরো ৩টি এর সাথে সংযোজন করেন। একটি হচ্ছে দূরদর্শন ও আকাশবানীকে আরো উন্নয়ন করা, আগরতলা-জোলাইবাড়ী যাওয়ার জন্য ২৮ কিমিঃ রাস্তার উন্নয়ন এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আরো ৬ হাজার বর্গ কিঃ প্রাকৃতিক তৈল সম্পদ

খননের জন্য ৩টি কোম্পানীকে দেবেন। আমরা সবাই জানি, মারঘাট-আগরতলায় কাজ শুরু হয়েছে। গ্যাস বটলিং ত্রিপুরায় শুরু হয়ে গেছে। বিমান বন্দরের কাজ হয়েছে। শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করার জন্য বোধজংনগরীকে সিলেকট করা হয়েছে।

আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের কাজ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। এবং আগরতলা বিমান বন্দরের আরও উন্নতিকল্পে ইতিমধ্যেই ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার কাজকর্মও শুরু হয়েছে। এছাড়া মধ্য ও পূর্বাংশে ৩ হাজার বর্গ কিমিঃ এলাকাতে তৈল ও প্রকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য একটা বিদেশী কোম্পানীর-অকল্যাণ্ড কোম্পানীর সহিত কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন, বিশেষ করে আঠারমুড়া, লংতরাই এবং গণ্ডাছড়া সাবডিভিশনে অয়েল এ্যাকরেরেশানের জন্য ইতিমধ্যেই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। এবারের বাজেটে আমরা যখন প্ল্যানিং কমিশনে যাই তখন বাজেটে আরও কিছু টাকা সেখানে রাখা হয় যদি কিছু কাজ বাকী থাকে সেগুলিকে করার জন্য ১৫ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। বর্তমানে যে প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে তার অধিকাংশ কাজই রূপায়ণের পথে। সেই দিকে আমরা নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে এর ১৫ কোটি টাকা যেটা প্রাইম মিনিষ্টারের প্যাকেজে এসেছে, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অনেক প্রস্তাব তুলেছেন দুর্গমাঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই টাকাগুলিকে রূপায়িত করা যায়। আমরাও চেষ্টা করব যাতে দুর্গমাঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই টাকাগুলিকে রূপায়িত করা যায়। এছাড়া, বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকার রাস্তাঘাট সম্পর্কে এখানে অধিকাংশ সদস্যই আলোচনা করেছেন। আমি আপনাদের সামনে এটা বলতে পারি যে, এই চিন্তা ভাবনাটি আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে রেখে আমরা এই বছর এই ধরণের ৩৬টা রাস্তাকে আইডেন্টিফাই করেছি। প্রায়রিটি বেসিসে এই কাজগুলি আমরা এ বছর শুরু করব। সময় খুব কম তাই সবটা আমি বলতে পারছি না। আমার সঙ্গে কয়েকটি কপি আছে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব। এগুলির অধিকাংশই হচ্ছে ইন এ্যাক্সেসিবাল্ এরিয়ার। এছাড়া পি. ডাবলিউ, ডি তাদের রোডস এ্যাণ্ড ব্রিজেস ওয়ার্ক সিড্যুল ইতিমধ্যেই বের করেছে। বিধানসভা সেক্রেটারিয়েটে অলরেডি কপি গত পরশুদিন পাঠানো হয়েছে। আমি আশা করছি মাননীয় সদস্য মহোদয়রা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। এছাড়া আরও ১১টা ব্রিজ আমি আগেও বলেছি যে আমরা এই বছর কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা ঃ— এগুলিতো বাজেটের সঙ্গেই দেবার কথা। কিন্তু এখনও তো দেওয়া হলো না।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— বাজেটের সঙ্গে দিতে হবে এখন কোন কথা নেই। এগুলি বাধ্যতামূলক নয় তবে আমরা দেই। কারণ আমাদের কর্মসূচীকে গোপন রাখতে চাই না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ইরিগেশানের ব্যাপারে?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :—ইরিগেশানের ব্যাপারটিও আমরা দিয়ে দেব। এটা এখনও তৈরী হয়নি। স্যার, এম, ই; সি থেকে যাতে আমরা বেশী টাকা আনতে পারি. নাবার্ড এবং ওয়ার্লর্ড ব্যাংক থেকেও আনতে পারি সে ব্যাপারে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ওয়ার্লড ব্যাংকের ব্যাপারে আমি বলতে পারি তারা রাজী হয়েছেন ১০ কোটি টাকা দেবেন যদি প্রজেক্ট তৈরী করে এক বছরের মধ্যে আমরা দিতে পারি। ইতিমধ্যেই টেণ্ডার কল করা হয়েছে যারা এই ধরনের প্রজেক্ট তৈরী করেন। ৬টা কোম্পানী টেণ্ডার কোট করেছেন। আমরা আশা করছি তাড়াতাড়িই আমরা এটা করে তাদের হাতে দিতে পারব। ডিষ্ট্রীক্ট এবং সাবডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টারগুলির সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত রাস্তাগুলি আছে সেগুলিও আমরা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারব।

আমাদের আর্থিক সঙ্গতির যে অভাব আছে সেটা আমরা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারব এবং কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারব। এবার লোন হিসাবে আমরা বলতে পারি ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পাচ্ছি বি, এম, এস থেকে। আদার দেন বি, এম, এস, ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাচ্ছি। পি, এম, প্যাকেজের মধ্যে ১২ কোটি টাকা আছে। নাবার্ড থেকে রাস্তা এবং ব্রীজ নির্মাণ করার জন্য ১০ লক্ষ টাকা নিচ্ছি। বি, ডি, পি, থেকে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে এই সব মিলিয়ে ৬০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা পাব। আমাদের এই বাজেটে ডিপেণ্ড করার দিক থেকে কর্মসূচী এই জায়গার মধ্যে রূপায়িত করতে পারব। দ্বিতীয়ত: যেটা সেটা সেচ সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা কিছু কাট মোশান এনেছেন এখানে বিশেষ করে মিডিয়াম ইরিগেশান এবং অন্যান্য দিক থেকে আমাদের বাজেট বক্তৃতার মধ্যে বলেছি যে ১৩ % জমি আমরা কভার করতে পেরেছি এবং সেদিক থেকে এটা আমাদের যা কালটিভ্যাবল ল্যাণ্ড যেটা আসতে পারে সেটা আপনাদের সময় বিভিন্ন সময়ে এইগুলি তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমি করতে যাচ্ছি না। যত বেশী জায়গার মধ্যে কভার করা যেতে পারে সে জন্য এ, আই, বি, পি, স্কীম যেটা মূলত মিডিয়াম ইরিগেশানের জন্য ছিল। স্যার, এখানে তিনটি স্কীমের মধ্যে রূপায়িত হচ্ছিল একটা খোয়াইতে মহারাণী চাকমা ব্যারেজ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে মনু এটা বিস্তৃতভাবে আগেও আমাদের পক্ষ থেকে আলোচনা হয়েছে। এবার প্ল্যানিং কমিশনে আলোচনার সময় আমরা সেটা জোর দিয়েছি মাইনর ইরিগেশানে। কারণ এটার সম্ভাবনা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বেশী। এখানে ম্যাক্সিমাম সারফেইজ ওয়াটার আমরা বলি বা গ্রাউণ্ড ওয়াটার বলি এই সবটাকে ব্যবহার করতে গেলে মইনর ইরিগেশানের জন্য যে টাকা আছে সে টাকার মধ্যে, সেই অবস্থানের মধ্যে খুব একটা বেশী কিছু দরকার নেই। তাতে পরিকল্পনা কমিশন তারা বলছে স্পেশাল ক্যেটাগরি ষ্টেট হিসাবে

বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য মাইনর ইরিগেশান যাতে এ. পি. বি স্কীমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার জন্য তারা সেখানে বলেছেন "আমরাই এটা উদ্যোগ গ্রহণ করব" এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আমরা নেব এবং এটাকে দৃষ্টির মধ্যে রেখে আমাদের এ. পি. সি স্কীমে ৪০ কোটি টাকা সেখানে বরাদ্দ করবেন। আর মধ্যে ৭০ ভাগ টাকা আসবে কেন্দ্র থেকে এবং ৩০ ভাগ টাকা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে। আমরা আশা করছি মন্ত্রিসভা প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং এটা দ্রুত রূপায়ন করার দিক থেকে আমাদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারব। বন্যা নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য ব্রহ্মপুত্র বোর্ড কাজ করেছে। এটা গঠিত হয়েছে অনেক আগে কিন্তু কাজকর্ম এই রাজ্যে তার আগে ছিলই না। তাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তার সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু এবার প্রথম তারা আমাদের রাজ্যে মিটিং করেছে এবং তাতে দেখা দেখা গেল আমাদের ফ্লাড সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি আছে সে সমস্তগুলিতে অনেক স্কীমই রূপায়ণের দিক থেকে শুধু প্রজেক্টটায় করে যাওয়া নয় তাদের এখন কেন্দ্রীয় সরকার প্রজেক্ট রূপায়ণেরও দায়িত্ব দিয়েছেন। আসামে তারা কয়েটা প্রজেক্ট বরাদ্দ করেছেন এবং নিজেরাই সেগুলি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমরা যেদিক যে দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র বোর্ডকে বলেছি আপনারা কিন্তু আমাদের রাজ্যের জন্য এতদিন দায়িত্ব পালন করেননি। তাই এখন সেই দায়িত্ব পালন করার দিক থেকে সচেতন হবেন, এগিয়ে আসবেন এবং এরমধ্য দিয়ে আমরা উপকৃত হব। এখানে যেটা ফ্লাড কন্ট্রোলের দিক থেকে এসেছে, সয়েল ইরিগেশন যেটা এটা খুব বড় রকমের ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে আগে পাহাড়ে কিছু জল আটকে থাকত, এখন আর সেই জল পাহাড়ে আটকে থাকে না, ফলে জল উপচে পড়ে এবং পাহাড় থেকে যে সমস্ত বালি নিয়ে জমির উপর জল পড়ে তাতে জমিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই নদীগুলির নাব্যতা বাড়ানোর জন্য কোন পরিকল্পনা করতে পারিনি। কারণ এইগুলি ব্যয় সাপেক্ষ। কাজেই আমরা সেই রকম স্কীম তৈরী করতে পারিনি। এটা আমাদের জন্য এখন বড় রকমের ঘটনা হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত দিক থেকে আমরা যেটা বলছি, বিশেষ করে আমাদের সীমানার যে শহরগুলি সাব্রুম, বিলোনীয়া, সোনামুড়া, আগরতলা, খোয়াই, ধর্মনগর, কমলপুর, কৈলাসহর অধিকাংশ সীমান্ত শহরগুলি অনেক বেশী বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এক সময় কেন্দ্রীয় সরকার টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্যও করেছেন।

যেহেতু দপ্তরটা এখনও প্রধানমন্ত্রীর হাতে, কেন্দ্রীয় কোন মন্ত্রীকে এখনও দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আমরা নিয়েছি এই সীমান্ত শহরগুলি রক্ষা করার জন্য। কারণ বাংলাদেশ তারা অ্যাকুসটারনেল এইড নিয়ে বড় বড় বাঁধ তৈরী করছেন। আমাদের শহরগুলি

বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আগরতলা শহর এবারও আপনারা দেখেছেন, এই যে বন্যা হল, তারমধ্যে উল্টা ওয়'টার ফ্লো হয়েছে। ব্যাক ওয়াটার শহরের মধ্যে এসে পড়েছে। আমরা এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এনেছি। লিফট ইরিগেশানের জন্য এখন পর্যন্ত আমরা ১৭৮টা প্রজেক্টও এই আর্থিক বছরে আমরা আইডেনটিফাই করেছি। সব কাজ হয়ত আমরা এবার নিতে পারব না। তবে আমরা আশা করছি, অন্তত: আমরা এখানে ৮০টি বসাতে পারব এই বৎসরের মধ্যে। যাতে প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমি জলসেচের মধ্যে আনা যাবে। ডাইভারশান স্কীমের দিক থেকে আমরা এগুলি আইডেনটিফাই করেছি। তবে ৩টা স্কীম যেগুলি জোট আমল থেকে শুরু করেছিলেন, কিন্তু করতে পারেননি, তারমধ্যে মৈলাক একটি। তাতে প্রায় ৬ কোটি টাকার উপর খরচ হবে। তাছাড়া সোনাইছড়া, করমছড়া, মৈলাক সেখানে এম, পি, সি মানে আর, পি, এন, এন, তারা অলরেডী কাজ করেছেন। সোনাইছড়া, করমছড়া টেণ্ডার প্রসেস হয়ে সব রেডী হয়ে আছে। আমি আশা করছি এই কাজগুলি এই বছরের মধ্যে শুরু করতে পারব এবং তাদের হাতে তুলে দিতে পারব। পানীয় জলের দিক থেকে আমরা এটা বলতে পারি, এখানে আগেই শর্ট ডিসকাশানের মধ্যে বলা হয়েছে, আমরা কোন্ কোন্ প্রকল্প রূপায়িত করছি বিভিন্ন শহরের মধ্যে। বিশেষ করে আগরতলা শহরের মধ্যে সেকেণ্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান, যেটা বিভিন্ন কারণে আটকে ছিল, আমরা এখন মাননীয় সদস্য অশোকবাবু, এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, কমিশনার সবাই এগিয়ে এসেছেন এবং আমাদের কাছে যে বাধাটা ছিল আমরা সেটা দূর করে আমরা এই আর্থিক বছরের মধ্যেই সেকেণ্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান হাওড়া নদীর দক্ষিণ পাড়ে যে সমস্ত কাজগুলি আছে সেগুলি সম্পূর্ণ করতে পারব এবং এটা যদি করতে পারি তাহলে আগরতলা শহরের যে পানীয় জলের সমস্যা, সেটাকে সমাধানের দিক থেকে একটা বিরাট পদক্ষেপ নেওয়া যাবে। এছাড়া আমরা ১০০টা নতুন ডিপ-টিউবওয়েলের জন্য আইডেনটিফাই করেছি। সবগুলি হয়ত করতে পারব না। আমরা আশা করছি ৭০-৭২টা এই বছরের মধ্যে আমরা কমিশণড করতে পারব। এছাড়া নতুন লাইনের যে সমস্ত কাজগুলি আছে সেই সমস্ত কাজ আমরা শুরু করতে পারব। বিশেষ করে আয়রণ, আমি আগেও আলোচনার মধ্যে বলেছি, আমরা যা প্রজেক্ট ডিপ-টিউবওয়েলের পানীয় জলের জন্য তারমধ্যে ২৩৭টা আছে টিউবওয়েল, যার মধ্যে আয়রনের কোয়ানটিটি বেশী এসেছে। তার মধ্যে এই বছর আমরা ৩৫টা আয়রন রিমুভেল প্ল্যান্ট বসাতে পারি এবং পর্যায়ক্রমে ২৩৭টা যেখানে আছে সেইসমস্ত জায়গায় আমরা রূপায়িত করতে পারব। এছাড়া ওভারহেড ট্যাংক এটাও আমরা করার জন্য এবারও ১৬টা জায়গায় ওভারহেড ট্যাংক তৈরী করব। ২৬টা আমরা করব ৪০ গ্যালন জল যুক্ত, যাতে এটা সরবরাহের দিক থেকে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। লাষ্ট যেটা, সেটা হচ্ছে পাওয়ার। অনেক আলোচনা আজকে হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে প্রথমতঃ আমাদের যেটা প্রকল্প, প্রথমত আমি যেটা বলব, আমাদের যেটা নিজস্ব প্রডাক্শান তিনটি প্রজেক্ট আমাদের আছে। এরমধ্যে দুইটা হচ্ছে গ্যাস বেইস। একটা

বড়মুড়ায়, একটা রুখিয়ায় আর একটা হচ্ছে গোমতী। সব মিলিয়ে আমাদের প্রডাকশান এটা বলা যায় ৫০ থেকে ৫৬ এর মধ্যে আমরা দেখেছি বড়মুড়ার একটা প্রজেক্ট ৫ মেগাওয়াটের এটা একটু নষ্ট হয়ে আছে। আমরা আশা করব পূজার আগেই মেরামতির কাজ শেষ হয়ে যাবে। রুখিয়াই ৬টি ইউনিট আছে, ৮ মেগাওয়াটের, ২টি অচল হয়ে আছে। ৪টা কাজ চলছে। যে দুটো নষ্ট হয়ে আছে সে দুটো আমরা পূজার আগে ঠিক হয়ে যাবে বলে আশা করি। এগুলি বাদ দিলে পরেও আমাদের গড়ে প্রায় ৫০-৫৫ মেগাওয়াট আমাদের নিজেদের উৎপন্ন হচ্ছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থাগুলি আছে নর্থ ইষ্টার্ণ রিজিওনের মধ্যে প্রজেক্ট তৈরী করছেন, সেগুলি আমরা শেয়ার বেসিসে পাই। এটা ঠিক অনেকগুলি প্রজেক্ট আইডেনটিফাই হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন, কখন থেকে কাজ শুরু করবেন এবং কবে নাগাদ সেই কাজ শেষ করবেন। বিশেষ করে হাইড্রেল প্রজেক্ট যেগুলি ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, তাতে সেখানে দেখা যাচ্ছে উৎপাদনের খরচা সবচেয়ে কম।

অধিকাংশ হাইড্রেলের বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ এখন ৫০ পয়সা হয়েছে, স্বাভাবিক কারণে যারা ভোক্তা তারাও তার মধ্য দিয়ে উপকৃত হবেন। কিন্তু যেসব বড় বড় প্রজেক্টগুলি ছিল অরুণাচলে বা মেঘালয়ে বা মিজোরামের মধ্যে এখন পর্যন্ত সেগুলি একটাও সেখানে রূপায়িত হয়নি। এমন কি আমরা যখন লাষ্ট মিটিং করেছিলাম নর্থ ইষ্টার্ণের সমস্ত বিদ্যুৎ মন্ত্রীরা একসঙ্গে গিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। সেখানে তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন। অন্ততঃ এই প্রজেক্টগুলি এই বছরের মধ্যে ক্লীয়ার করে দেবেন, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ যে সংস্থা আছে তাকে দিয়ে এগুলি আমরা করে দেব এবং এগুলি আসলে পরে তার শেয়ার পাব। সেই সমস্ত দিক দিয়ে আমরা এখানকার বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারব, কিন্তু এখন যেগুলি আছে, সেগুলি থেকে আমরা শেয়ার পাব, আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ৪০ থেকে ৪২ মেগাওয়াট। এইসবগুলি মিলে আমাদের যে উৎপাদন হয়, সেটা হচ্ছে ৮৬ থেকে ৯০-র মধ্যে আমরা থাকি সবসময়। কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে, এখানে প্রায় কম করেও এখন ১১০, আবার এটা কখনও ১১৫ বা ১১৬ পর্যন্ত চলে যায়। তাতে আমাদের প্রায় ২৫ মেগাওয়াটের মত ঘাটতি থেকে যাচ্ছে এবং এই ২৫ মেগাওয়াট ঘাটতি থাকার দরুন আমাদের কাছে আর অন্য কোন বিকল্প নেই, লোডশেডিং করা ছাড়া। তাতে আমাদের কথা ছিল ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা হবে। কিন্তু এটা ঠিক থাকে না কোন কোন এলাকার ক্ষেত্রে। কোন কোন সময় কোন কোন এলাকায় এটা দেড় ঘণ্টাও হয়ে যাচ্ছে। গ্রামের দিকের লোকদের আরও বেশী সাফার করতে হচ্ছে, এর মূলতঃ প্রধান কারণ হচ্ছে, আমাদের যে ট্র্যান্সমিশন লাইনগুলি আছে তার বেশীর ভাগ

ট্রান্সমিশেশন লাইনগুলির বয়স ২৫ থেকে ৩০ বৎসর হবে। এখন এগুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গার মধ্যে নষ্ট হচ্ছে, ফলে বিদ্যুৎ থাকলে পরেও মানে বিদ্যুৎ যেটা আমরা দিতে পারব, সেটাও অনেক জায়গায় পৌঁছাতে গিয়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। কিছু কিছু প্রশ্ন অনেক সময় উঠছে। এখন তো নেপকো এখানো এসেছে, তারা তো বেশী বিদ্যুৎ দিতে রাজী আছে, হ্যাঁ, এটা ঠিক, নেপকো তাদের ৪টা ইউনিটের মধ্যে এখন প্রায় ৩টা ইউনিটের উৎপাদন শুরু করেছে। চতুর্থ যেটা তাদের ছিল মোট ৮৪ মেগাওয়াটের সেটারও কাজ এখন শেষ হওয়ার পথে এবং যে কোন সময় সেটাও উৎপাদন শুরু করতে পারে। কিন্তু নেপকোর সঙ্গে আমরা যেটা পাচ্ছি না, সেটা হচ্ছে বিগ পাওয়ার আমরা যেটাকে বলি মানে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত, এই ৬ ঘন্টায় আমাদের ১১৫ মেগাওয়াটের মত দরকার। অফ পিক যেটা আছে তাতে আমাদের কোন সময় ৫০ থেকে ৭৫ মেগাওয়াটের বেশী দরকার হয় না। ৫০ মেগাওয়াটের যেটা আমরা নিজেরা যেটা উৎপাদন করি তাতে বিগ আওয়ারে অপটিকের যে প্রয়োজন সেটা আমাদের মিটে যায়। এখন নেপকোর তার যে পলিসি সেটা হল, আমি বিগ আওয়ারের যদি বেশী কারেন্ট নিতে চাই তাহলে তখন যা নেব তার ওয়ান থার্ড অপটিকেও নিতে হবে। আমি যদি এখন নেপকো থেকে ৮৪ মেগাওয়াট নিতে চাই তাহলে কম করে হলেও প্রায় বলা যায়, ২৭ থেকে ২৮ মেগাওয়াট আমাদেরকে তার কাছ থেকে নিতে হবে এবং এই ২৭ থেকে ২৮ মেগাওয়াট আমরা নিই ধরুন, যদি আমরা ২০ মেগাওয়াট নেপকো থেকে আনি, তাহলে আমাদের এখানে যে গ্যাসভিত্তিক দুইটা আছে বড়মুড়া ও রুখিয়াতে, তার উৎপাদন আমাদের কমাতে হবে। কিন্তু উৎপাদন কমালেও আমার কোন লাভ নেই। এই কারণে যে গ্যাস যেটা আমাদের চুক্তি হয়েছে, সেটা মানে সেই গ্যাসটা আসবে এবং সেই গ্যাস পুড়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের কাছে আর কোন বিকল্প থাকবে না। আর এই সময় যদি আমি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ নিই, তারজন্য নেপকোকে আমাদের দাম দিতে হবে এবং প্রতি ইউনিটের জন্য আমাদেরকে দিতে হবে ২.২৫ পয়সা করে। তাতে আমরা হিসাব করে দেখেছি আমাদের যে গ্যাস ও এই অফলোড যেটা লোডশেডিং যেটা আছে, সেটাকে দূর করতে গেলে পরে আমাদের গ্যাস পুড়াব প্রতি মাসে দেড় কোটি টাকা। আর আমাদের পেমেন্ট করতে হবে অতিরিক্ত নেপকোক প্রতিমাসে ৩ কোটি টাকা, তাতে গিয়ে এই লোডশেডিং দূর করার ব্যবস্থা এখানে হল। কিন্তু প্রতিমাসে এই অতিরিক্ত সাড়ে ৪ কোটি টাকা ব্যয় করার মত ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই, আমাদের বাজেটও নেই। সেই কারণে অন্ততঃ ঘন্টাখানেক এই লোডশেডিংয়ের সময় যেটা সেটাকে সহ্য করা ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। ট্রান্সমিশানের দিক থেকে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে আমরা এটা এনেছি হ্যাঁ এটা আমাদের দুর্বলতা ছিল, এইজন্য প্রজেক্ট তৈরী করে পাঠিয়ে এটার জন্য অন্য সাহায্য বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে এই সমস্ত সাহায্য গ্রহণ করা যায় কিনা।

কিন্তু আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় সরকার এন. এস. সির জন্য যে ১০ পার্সেন্ট টাকা খরচ করা হয়, তারজন্য একটা ফাণ্ড তৈরী করেছেন। সেই দিয়ে এই ট্রান্সমিশানটাকে ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য করেছেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, কমলপুরের যে ট্রান্সমিশন সেটা হয়েছে কিনা?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, সেটা হয়েছে। তারপর স্যার, সেই টাকার মধ্যে ৯৭ কোটি টাকার প্রজেক্ট আমরা সাবমিট করেছি। সেটা হলে পরে আমরা এটা করব। আর ট্রান্সমিশন থেকে যে লস হচ্ছে, আমাদের সেটা একটা বিরাট লস। সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমরা হিসাব করে দেখেছি, প্রায় ৫০ কোটির মত। কাজেই এই ট্রান্সমিশন-এর ডেভেলাপমেন্ট যদি না করতে পারি, এই লস যদি আমরা না কমাতে পারি, তাহলে রেভিনিউর দিক থেকেও আমাদের সেখানে ঘাটতি থেকে যাবে। সেজন্য আমরা এটার উপর গুরুত্ব দিয়েছি যে আমাদের যে ট্রান্সমিশন লাইন আছে সেটার যাতে উন্নতি করা যায়।

এছাড়া মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে, জোট সরকারের সময় ৫০০ মেগাওয়াট গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে সে ধরনের কিছু করি নাই। গ্যাসভিত্তিক শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন করব, অন্ততঃ আমাদের চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকারের এই ধরনের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। আমরা নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দুইটা নতুন ইউনিট করতে চাচ্ছি, একটা হচ্ছে বড়মুড়ায় ২১ মেগাওয়াটের। এটার জন্য এন. ই. সি. টাকা দেবেন। এতদিন গ্যাস লিংকেজের যে একটা অসুবিধা ছিল, সেটা দূর হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লাক্ষে সাহেব নিজে আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, তিনি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং অনুমতি দিয়েছেন। তারপর নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে আমরা এই বড়মুড়াতেই আর একটা ২১ মেগাওয়াটের ইউনিট করতে চাচ্ছি সেটা আমরা নিজেরাই টাকা দিয়ে করব। আর প্ল্যানটের জন্য টাকার একটা অংশ আমাদের কাছে এসে গেছে। এছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরায় ও. এন. জি. সি. চেষ্টা চালাচ্ছে, যদি সেখানে গ্যাস বেরিয়ে আসে তাহলে আমরা সেখানেও আরেকটা ইউনিট করার জন্য উদ্যোগ নেব। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার মাটির নীচে যে গ্যাস রয়েছে সেটা অত্যন্ত মূল্যবান গ্যাস। এটাকে আমরা আরো মূল্যবান কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি। যেমন ফার্টিলাইজার বা অন্য ফ্যাক্টরী যে সমস্ত আছে, তারপর বাড়ী বাড়ী গ্যাস দেওয়ার এই সমস্ত প্রজেক্টগুলি রয়েছে এইগুলি প্রায়রিটি বেসিসে আমরা রূপায়িত করতে চাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, আসামের কাছে আপনাদের যে ঋণ আছে বা

যে টাকা পয়সা বাকী আছে সেটা পরিশোধ করেছেন কি ?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, উই আর দ্যা অনলি ষ্টেট আমরাই হচ্ছি একমাত্র রাজ্য যাদের এক পয়সাও বাকী নেই, সব পরিস্কার আছে। অন্ততঃ ৯৭-৯৮ অর্থ বছরের একটা পয়সাও বাকী নেই। কিছুদিন আগে এন. ই, আর, এস-এর মিটি-এ যখন আমি গিয়েছিলাম তখন আমি দেখেছি প্রত্যেক ষ্টেটের কাছে তাদের বকেয়া আছে। অথচ একমাত্র আমরাই সমস্ত টাকা ৯৭-৯৮ ইং পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া পরিস্কার করে দিয়েছি। সুতরাং সেদিক থেকে খুব বেশী একটা আতংকিত বা শংকিত হবার কোন কারণ নেই। আমি সেদিক থেকে যারা কাটমোশান এনেছেন তাদের অনুরোধ করব, নিশ্চয়ই তারা তাদের সমস্ত কাটমোশানগুলি প্রত্যাহার করে নেবেন।

শ্রীবিমল সিংহ ঃ— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ৭ জন শ্রমিক রুখিয়া প্রজেক্টের ক্যাজুয়েল লেবার। তারা স্যার, অলরেডী বাড়ীঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে গেছে। তারা সেখানে ছিল কিন্তু তাদের ৯৪ সালে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং এরপরে কেশববাবু মন্ত্রী থাকার সময়ে বলেছিলেন, তাদের নেওয়া হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেন তাদের কাজে নেওয়া হয়নি এবং তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। এটা মাননীয় মন্ত্রী দেখবেন কিনা ? জানতে চাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) ঃ— ঠিক আছে, এটা আমরা দেখব। কাজেই আমি বলব আপনারা আমাদের এই বাজেটকে পুরোপুরি সমর্থন করবেন। এই কয়টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে আমি যে কয়েকটি ডিমাণ্ড সম্পর্কে কথা বলছি। ডিমাণ্ড নাম্বার-১, তাতে চেয়েছি ২,১২ ৭৬.০০০ টাকা। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার-৬ তাতে ৪১,৪৬,৮৭,০০০ টাকা চাওয়া হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার-১৬ এ চাওয়া হয়েছে ৪৭,৮০,১৭,০০০ টাকা। এছাড়া স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসুধীর দাস মহাশয় অন্য একটা কাজে বাইরে গেছেন। উনি আমাকে রিকুয়েষ্ট করেছেন, উনার এখানে ৪টি কাটমোশানস মুভড হয়েছে। সে সম্পর্কে দেখার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। উনার ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫ তাতে ১১,১৮,৭০,০০০ টাকা অনুদান চাওয়া হয়েছে।

দেখা গেছে, বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা এই ডিমাণ্ডগুলির উপরে কয়েকটি কাটমোশানস

এনেছেন। তাঁরা এমন কতগুলি ডিমাণ্ডের উপরে কাটমোশানস এনেছেন যেগুলি যেমন স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং অন্য বিষয়ে, যেগুলি প্রাত্যহিক জনজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত সে সম্পর্কে।

আমরাও এই বিষয়টাতে যথেষ্ট উৎকন্ঠিত। আমারও প্রথমে সেরকমই একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, স্বাস্থ্য পরিসেবা ত্রিপুরা রাজ্যে ঠিকভাবে বজায় রাখতে গেলে যে ধরণের বরাদ্দ থাকা দরকার সেটা আমরা রাখতে পারছি কিনা, সেটা চিন্তা করতে হয়েছে। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৬-এ রয়েছে স্বাস্থ্য পরিসেবা। রোগীদের ঔষধ দেওয়ার জন্য যে টাকাটা প্রয়োজন, সেটা বাড়ানোর চেষ্টা আমরা করেছি। কিন্তু যতটুকু বাড়ানো হয়েছে, তার বেশী আর বাড়ানো সম্ভব হলো না। আমরা এইখাতে চেষ্টা করেও ২,৮১,৫০,০০০ টাকার বেশী বাড়াতে পারছি না। রোগীদের ডায়েটের জন্য ২,০৫,১৩,০০০ টাকার বেশী বাড়াতে পারছি না। আমরা জানি যে এত অল্প টাকা দিয়ে সবটা হয় না। কারণ রাজ্যের ৭৩ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করছেন। তাদের কাছে চিকিৎসা পরিসেবা সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে গেলে টাকা তো আরো লাগবেই। এটা অস্বীকার করা যায় না। আমি যে জিনিষটা এখানে লক্ষ্য করেছি সেটা হল, বাজেট নিয়ে বিরোধী বেঞ্চ থেকে কোন কোন বক্তা যে ধরণের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, সেটা কিন্তু বাস্তব নয়। কারণ, এতে রয়েছে অন্য ধরণের উদ্দেশ্য। উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বাজীমাৎ করার মানসিকতা রয়েছে তাদের আলোচনায়। যেমন মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় বলেছেন, না জেনে বা অল্প জেনে এখানে চিকেন ফক্সের কথা বলেছেন। এটা এখানে থাকতেই পারে। গুটি বসন্ত এখন হয় না। ম্যালেরিয়ার কথা বলেছেন রবীন্দ্রবাবু। উনাকে নাকি আগরতলা থেকে আগরতলার বাইরে বড় বড় মশা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকার বহুদিন আগেই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে নির্মূল করা যায়নি। এখন সেটার নাম দেওয়া হয়েছে ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসাবে এই বছর আমরা ১৫ হাজার ব্লাড স্লাইড কালেকশান করেছিলাম এবং সেগুলি পরীক্ষা করার পর ৫ হাজার স্লাইডে ম্যালেরিয়ার জার্ম পাওয়া গিয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই ৫ হাজারের মধ্যে ধর্মনগরের এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি মারা গিয়েছেন। বাকীদের আমরা বাঁচাতে সক্ষম হয়েছি।

মাননীয় সদস্যদের উৎকণ্ঠার কোন কারণ নেই। আমি উনাদের জানাতে চাইছি যে আমাদের পরিস্থিতিটা কি কি হিসাবে আমরা ঔষধপত্র দিয়ে থাকি। সাব সেণ্টারে সাধারণতঃ ঔষধ থাকার কথা নয়। কারণ সাব-সেণ্টারগুলির মধ্যে দুইজন স্বাস্থ্যকর্মী থাকেন তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করে মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে চেতনা গড়ে তোলার জন্য তারা এগুলি করছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাব সেণ্টারগুলির মধ্যেও কিছু কিছু ঔষধ দিচ্ছি। তবে যত পরিমাণ দেওয়ার কথা ততো পরিমাণ দিতে পারছি না। বৎসরে সাত হাজার টাকার ঔষধ আমরা

দেই এটা একটা নরমাল করে দিয়েছে। আমরা প্রথমতঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্র যেগুলি আছে তারমধ্যে বছরে এক লক্ষ টাকার বেশী ঔষধ দিতে পারি না। গ্রামীন হাসপাতাল যেগুলি আছে সেখানে বছরে তিন লক্ষ টাকার ঔষধ আমরা দেই, মহকুমা হাসপাতালে পাঁচ লক্ষ টাকার ঔষধ, জেলা হাসপাতালে বার লক্ষ টাকার ঔষধ দিচ্ছি। এই রকম একটা নরমাল করে আমরা হাসপাতালগুলিতে দিচ্ছি। তবে এটা মনে রাখা দরকার সব রকমের ঔষধ আমরা হাসপাতালগুলিতে দিতে পারছি না। আমরা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৮৪ ধরণের ঔষধ ব্যবহার করেছি এবং দিচ্ছি। গ্রামীন হাসপাতালে ৮৪ ধরণের ঔষধ আমরা দিচ্ছি, মহকুমা হাসপাতালে ৮৯ ধরণের ঔষধ দিচ্ছি এবং জেলা হাসপাতালে ৯০ ধরণের ঔষধ দিচ্ছি। আমাদের কতটা কি কি ধরণের ঔষধ আমরা দিতে পারলাম সেই অনুযায়ী রোগ আসে না। রোগের মত রোগ আসে, রোগের মত করে ঔষধ আমাদের দিতে হয়। সেইজন্য হাসপাতালে সব ধরণের রোগী যখন আসে তাদের সব ধরণের রোগীর ঔষধ আমরা দিতে পারি না এটাতো স্বাভাবিক। সেইজন্য আমরা বলি আমাদের রাজ্যের এই বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে তা কোথাও কোথাও এই রকম পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা যেটা বলেছেন হাসপাতালে স্যালাইন নেই। আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বস্ত করতে চাই স্যালাইনের কোন অভাব আমাদের নেই। কোথাও কোন অভাব নেই। যদি কেউ বলে থাকে সেটা ভুল বলেছে। নরমাল স্যালাইন আমাদের এখানে যথেষ্ট আছে। স্যালাইনের কোন অসুবিধা নেই। এটা কাগজপত্রে না বাস্তবেও। যাই হোক এখন এই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি। স্যার, মাননীয় সদস্য রতনবাবু বলেছেন যে আমাদের এখানে পেটের গোলমাল হলে, পেটের ভিতরে গোলমাল হলে চিকিৎসা কি হবে না হবে এই সব বলেছেন। আমি নিশ্চয়ই মাননীয় সদস্যকে আশ্বস্ত করতে পারব, কিন্তু স্যার, যন্ত্র বসানোর কথা বলেছে, যন্ত্র কিন্তু সব সময় খুব সুখদায়ক হয়না। পেটের ভেতরে রোগ হয়, পেটের ভিতরে দেখবার জন্য ওখানে যন্ত্র আছে সেই যন্ত্র যখন ঢুকাবে তখন বুঝা যাবে যে কি আছে। সেটা আমরা কিনব। এই এনডোস্কোপি মেশিন আমরা কিনব এটা আমি এইজন্য বলছি যে আমাদের এখানে যেসব চিকিৎসার নতুন সুযোগ আমাদের এখানে করা হয়েছে·· ······।

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— পয়েন্ট অব, অর্ডার স্যার, পেটের ভিতরে যন্ত্র, আধুনিক চিকিৎসার বিরুদ্ধে বলছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— চিকিৎসার বিরুদ্ধে নয়, চিকিৎসার পক্ষে বলছি আমরা কি কি করছি। যাই হোক আমাদের এখানে কিছু বসানো হয়েছে : এবার স্বাস্থ্য পরিসেবার বিষয়টাকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের এই সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও যে অবস্থাটা আমরা করেছি তাতে আটটা জায়গায় আমরা নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলছি (পি, এইচ, সি)। দুইটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নতি করার জন্য আমরা চেষ্টা

করছি, এই ধরণের কনষ্ট্রাকশনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। একটা পানিসাগর এবং আর একটা মোহনপুরে রতনবাবু হয়ত শুনে একটু খুশী হবেন। এগুলি আমরা করার চেষ্টা করছি। জি, বি, হাসপাতাল ওখানে লক্ষ করলে দেখবেন জি, বি এবং আই, জি, এম, হাসপাতালের অবস্থা খুব খারাপ পুরানো যে বিল্ডিংটা আছে এটা ১৯০৩ সালে এই হাসপাতালের পুরানো বিল্ডিং তৈরী হয়েছিল আই, জি, এম হাসপাতালের অবস্থাও খুবই খারাপ। পুরোনো যে বিল্ডিংগুলো, সেটি ১৯০৩ সালে তৈরী হয়েছিল। এখন তার জীর্ণ দশা। সেখানেই চিল্ড্রেন ওয়ার্ডগুলি, অন্যান্য ওয়ার্ডগুলি আছে। আমরা চেষ্টা করছি সেখানে একটা বড়সড় একটি বিল্ডিং কন্স্ট্রাকশন করতে মালটিপারপাশের জন্য একটি বিল্ডিং তৈরী করতে। সেই পরিকল্পনার কথা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি। এবার আমাদের কাছে যা আছে ফাইন্যান্স কমিশন থেকে যে এওয়ার্ড আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তারমধ্য থেকে একটা চিল্ডেন ওয়ার্ড ওখানে করার জন্য আমরা হাত দিয়েছি সেটি হবে ৪০টা সিট বিশিষ্ট। এ ছাড়াও জি বি হাসপাতাল তৈরী হয়েছে ১৯৬৭ সালে। কাজেই এখন সেখানে জায়গা এত কম হয়ে যাচ্ছে যে কোন নূতন মেসিন বসাতে গেলে সেখানে আমাদের জায়গার সংকুলান হচ্ছে না। সেই কারণে আমরা এবার পরিকল্পনা নিয়েছি যে সেখানে ১০০টা বিছানা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং করা হবে। এবং যে কোন নূতন নূতন মেসিন আসবে সেখানে স্থানান্তর করা হবে, যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আমাদের রাজ্যে নেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা আমরা এখানে করবার জন্য চেষ্টা করছি যেমন- ইসিজি মেসিন। ইসিজি মেসিন যখন মাথায় কোন কিছু রোগ হয় তারা চিকিৎসার জন্য সেখানে আমরা বসাব। ট্রিটমেক মেসিন-হৃদ যন্ত্রের যখন গোলমাল হয় তখন সেখানে সেই মেসিনকে কাজে লাগানো হবে। সেটি বসানো হবে। অপারেটিভ মাইক্রোস্কুপ, কানের মধ্যে কোন রোগ দেখা দিলে সূক্ষ্ম যে অপারেশন হয় সেই মেসিনও সেখানে বসাতে হবে। এণ্ডোস্কুপ, খাদ্যনালীর ভিতরে যদি কিছু হয় তাহলে সেই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেই মেসিনও আমরা সেখানে বসাব। পেসমেকার বসানোর যেসব যন্ত্রপাতি আছে সেই যন্ত্রপাতিও আমরা এখানে বসাবো।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, আজকের প্রশ্নের উত্তরে অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। আজকের প্রশ্ন, সেখানে উল্লেখ ছিল হাসপাতালে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীকেশব মজুমদার মন্ত্রী) **:—** স্যার, উত্তরে কোথাও কোন কিছু মিস হতেই পারে যেহেতু এই ফ্লুরে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেখানে কোন বিভ্রান্ত হওয়ার কারণ নেই। এছাড়া ইন্টার-থেরেপিয়েল থেরাপি রোগীদের যেসব ধরণের যন্ত্রনা হয় সেগুলি দেখার জন্য সেগুলি আমরা সেখানে

বসাবো। স্যার, এই সুপার স্পেশিয়েলিটিগুলো এখানে করতে আমরা সেখানে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট করার পরিকল্পনা নিয়েছি। যে একটি নূতন জায়গায় আমরা পি এইচ সি যেটা করছি সেটা হচ্ছে শনিহড়া, যেটা মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছেন; মাছমারা, ভুইওয়ানদাল, নলুয়া, রোপাইছড়ি, রাজনগর, দয়ারামবাড়ী এবং কাঞ্চনমালায় এই আটটি নূতন পি এইচ সি আমরা করেছি। এখন যে ব্যাপারটা হচ্ছে কনষ্ট্রাকশন যাতে তাড়াতাড়ি করা যায়, সেই ব্যাপারে পি, ডব্লিউ, ডি-র সঙ্গে বসে আলোচনা করে, যে সমস্ত টাকা দরকার সেই টাকা দিয়ে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়, সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। এছাড়াও আমাদের আর একটি প্রোগ্রামে আরও কন্‌ষ্ট্রাকশন করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। সেটা হচ্ছে রিপ্রোডাকটিভ চাইলড হেলথ প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামে আমরা স্পেশিয়্যাল রিপেয়ারিং হচ্ছে ১৬টা পি, এইচ, সিতে ? কনষ্ট্রাকশন অব ও, টি, লেবার রুম উইথ ওয়ার সাপ্লাই এরেনজমেন্ট। এই রকম আর ৭টা হাসপাতালকে এই বছরে আমরা উন্নীত করব। ২১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র যেগুলি আগে ছিল না, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাতে ডেলিভারী করানো যায়, আমরা তবে চেষ্টা করছি এবং এটা সবটাই এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে হবে। ৫টা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে লেবার রুম এবং অপারেশন রুম করার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। এই বিষয়গুলি এই বছরে হাতে নিয়েছি স্বাস্থ্য পরিসেবাকে আরও দ্রুত করার জন্য। আরও কিছু প্রোগ্রাম আছে, আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে যদি যদি বলি আর কিছু সময় লাগবে, আমি তাদেরকে অনুরোধ করব, তারা যাহাতে এটাতে সহায়তা করেন। মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা উল্লেখ করেছেন চেলাগাং, সেখানে আমরা একজন মেডিক্যাল অফিসার দিয়েছি। উনি সেখানে থাকবেন। ওর থাকতে কিছুটা অসুবিধা হবে;

সেখানে কোন কোয়ার্টার তৈরী করতে পারিনি। এই বছর আমরা কোয়ার্টার তৈরী করব। সিটিস্কেনের ব্যাপারে উনারা বলেছেন যে, আমরা কম করে নিতে পারি কিনা। স্যার আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের জানাতে চাই, আমাদের এখানে সিটিস্কেন করতে গেলে ৫০০ টাকা লাগে সুতরাং ভারতবর্ষে কোথাও ৫০০ টাকার মধ্যে স্কেনিং করার মত বিষয় নেই। একেকটা অঙ্গের জন্য এক একরকম।

শ্রীসুধীরঞ্জন বর্মণ (কৃষ্ণনগর) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, সমস্ত শরীর করতে গেলে কত টাকার প্রয়োজন হয়?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন রকমের বিষয় আছে। এখন সাধারণত আমরা করি নিউরলিক্যাল প্রবলেম যেটা হচ্ছে, তার জন্য ৫০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এই রেটে কোথাও নেই। সেটা আমরা বাড়াব। নিশ্চয়ই এটা বাড়াতে হবে। কমানোর কোন প্রশ্ন নেই। এখানে একটু সুযোগ দেওয়া হচ্ছে গরীব মানুষ বলতে যারা বুঝায়, বিলো প্রভারটি লাইন

যারা আছে তাদেরকে। এখানে মাননীয় সদস্যদের বুঝা দরকার, এখানে সিটিস্কেন বসানোই বড় প্রশ্ন নয়, সেটাকে মেন্টিনেন্স করাই হচ্ছে বড় প্রশ্ন। স্যার, একটি বাল্ব সিটিস্কেনে থাকে, সেই বাল্বে টিউব থাকে একটা, সেই টিউবে ৩০ থেকে ৪০ হাজার এক্সপ্রোজার দেওয়া যায়। সেই এক একটা বাল্বের দাম হচ্ছে ১৪ লক্ষ টাকা। আমরা যদি ফ্রি করি তাহলে এটাকে মেনটেইন করা হবে কিভাবে? সুতরাং যন্ত্র যেমন থাকবে এবং তার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ব্যবহৃত হবে, সুযোগ যেমন বাড়বে, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্যবহার করার মত পরিবেশ, পরিস্থিতি তৈরী করতে হবে, তা নাহলে যন্ত্র বসিয়ে লাভ নেই। সেটা নষ্ট হতে বাধ্য। এটার জন্য কে খোরাক যোগাবে? সেইজন্য আমাদের এগুলির রেট পুনঃনির্ধারণ করতেই হবে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বি, পি, এল, কার্ড হোল্ডার যারা আছে তাদের জন্য ফ্রির ব্যবস্থা আছে কি?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি সেটা বলেছি। সুতরাং সেইজন্য এই বিষয়টি আমাদের নজরের মধ্যে আছে। আমরা আধুনিক স্বাস্থ্য পরিসেবার কাজ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এমনি করে যে সমস্ত নূতন যন্ত্রপাতি আসবে, তাকে চালাতে গেলে এখন যে আর্থিক অবস্থা আছে তাতে স্বাস্থ্য পরিসেবার কাজ চালানো খুব কঠিন। ভারতবর্ষের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ফ্রি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা আছে। সেইজন্য আমামাদের সেইগুলি দেখতেই হচ্ছে। আমরা তা করে যাচ্ছি। আলট্রাসনোগ্রাফিতে এম, এল, এদের সার্টিফিকেট নিয়ে গেলে গরীব মানুষদের ৫০ পারসেন্ট হচ্ছে। আর বি, পি, এল, কার্ডে ফ্রি আছে। আর সিটিস্কেনে ফ্রি আছে।

শ্রীদীপককুমার রায় :— স্যার, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি সিটিস্কেনের ক্ষেত্রে ফ্রি হচ্ছে না। ফ্রি নেই।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, স্বাস্থ্য পরিসেবার জন্য সহযোগিতা করুন। স্যার, ১ নাম্বার ডিমাণ্ডের উপর কাটমোশান এনেছেন। আমি জানি, কেহ কেহ খুবই উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আমি আজই এই উৎকণ্ঠা অবসান করার জন্য একটি বিল উত্থাপন করব এই হাউসে। সেলারি অ্যালাউন্সেস অ্যাণ্ড পেনশন অব মেম্বারস অব লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর একটি বিল আনব আজকে। স্যার, মাননীয় সদস্য জওহর বাবু এখানে একটি প্রশ্ন তুলেছেন, মরা কুকুরের জন্য টেণ্ডার, না টেণ্ডারের জন্য মরা কুকুর? স্যার, মরা কুকুর দেখার কাজ গভর্ণমেন্টের

নয়। এটা নগর পঞ্চায়েতের কাজ। চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে বসে আলাপ করুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার; ঘটনা সত্য কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি ?

শ্রীব্রজেশ্বর মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— তা তো আমার জানা নেই। এটা কোন বিষয় নয়। মরা কুকুর ফেলার জন্য নগর পঞ্চায়েত আছে, এরজন্য বিধানসভা নয়। এখানে মাননীয় সদস্যদের স্বাস্থ্য পরিসেবা সম্পর্কে যে উৎকণ্ঠা তাতে আমিও শেয়ার করছি। আমরা হিসাব করলে দেখব, ত্রিপুরা রাজ্যে যে লোকসংখ্যা আছে, তাতে মাথাপিছু ৯ টাকা ৪০ পয়সার বেশী ঔষধ দিতে পারি না। আর খাবার দিই ৩ টাকা ৫০ পয়সা। সর্বসাকুল্যে মেডিসিন এবং ডায়েটে আমরা ২০-২৫ টাকা সারা বছরে খরচ করছি। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, আসুন আমরা যাতে দুঃস্থ মানুষকে সেবা দিতে পারি, সে ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করুন। স্যার, অন্যান্য সাথীরা যে ডিমাণ্ড এনেছেন সবগুলি ডিমাণ্ডকে পূর্ণ সমর্থন করে, বিরোধীদল থেকে যে সমস্ত কাটমোশান আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনারায়ণ রূপিনী।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমাণ্ডের উপরে দুইজন প্রাক্তন মন্ত্রী কাটমোশানস এনেছেন। আমার চেয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। কারণ, আমি মাত্র ৫ মাস, আর তাঁরা ৫ বছর। কিন্তু তাঁরা যেভাবে কাটমোশানস এনেছেন সেটা আমি স্বীকার করে নিতে পারছি না। হয়ত আমার বিচার ভুল হতে পারে। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এনেছেন, উনি আবার প্রাণী সম্পদ বিকাশের মন্ত্রীও ছিলেন, তিনি পশু চিকিৎসা খাতে টাকা কমাবার কথা বলেছেন। স্যার, আমি আর কি বলব। পশু চিকিৎসা না করে প্রাণীগুলিকে তো আমরা মেরে ফেলতে পারব না। মাননীয় সদস্য শ্রীবিল্লাল মিঞা হয়ত চুরি যাবার ভয়ে গরু ছাগল রাখেন না। কাজেই আমি উনার এই কাটমোশানের সাথে একমত হতে পারিনি।

(ভয়েসেস্ ফ্রম অপজিশান বেঞ্চ :— মাত্র ১০০ টাকা কমাতে বলেছেন।)

১০০ টাকা কেন, ১০ টাকা হলেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করছি। তাই এই কথা বলছি যে আমাদের চিকিৎসার আরও উন্নতি করার প্রয়োজন এবং তারজন্য এই খাতে আরও টাকা প্রয়োজন আছে। স্যার, ডিম সম্পর্কে এখানে মাননীয় সদস্য মহোদয়েরা প্রশ্ন তুলেছেন যে, ডিম ফার্মে উৎপাদন হয় ঠিকই, কিন্তু এটা নাকি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা সব খেয়ে ফেলছেন। এটা ঠিক নয়। তবে মাঝখানে উৎপাদনটা একটু কমে গিয়েছিল।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? খরগোশ ফার্মে বিক্রী করা হয় কিনা এবং হলে কিভাবে বিক্রী করা হয়?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) **:—** খরগোশ আমরা বিক্রী করি। খরগোশের মাংস ৪০ টাকা কেজি এবং পালনের জন্য হলে ৭৫ টাকা।

তারপর স্যার, গান্ধীগ্রামে মুরগীর ফার্মে ডিমের যে উৎপাদন হয়, তা কয়েক বছর ধরে ডিমের উৎপাদন খুবই নগণ্য ছিল। এই বছর আমরা মুরগীর ডিমের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছি ৭ লক্ষ। গত বছর ৪ লক্ষ ২৫ হাজারের মত ডিম উৎপাদিত হয়েছিল। এই ডিম আমরা খেতে পারি না। কারণ, এখান থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি সভাকে জানাচ্ছি যে, আমাদের সিড্যুয়েল টাইম ছিল বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত। ৫টা তো বেজে গেছে। কিন্তু আমাদের কর্মসূচী শেষ হতে কিছু সময় নেবে। সুতরাং আজকের কর্মসূচী শেষ হতে যতক্ষণ পর্যন্ত সময় নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত হাউসের সময় বাড়ানো হল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— তাহলে টি ব্রেক দেবেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :— নিশ্চয়ই দেব।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) **:—** ওখানের ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হয়। প্রতি ৫ দিনে ৫ হাজার ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো হয়। তারজন্য আমরা ডিম বাজারে বিক্রী করতে পারছি না।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় মন্ত্রী খরগোশের যে চাষ করা হচ্ছে, সেটা কি কি কাজে লাগান হচ্ছে?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) **:—** স্যার আমরা খরগোশের চাষ দু'ভাগে ভাগ করেছি। একটা হচ্ছে মাংসের জন্য, আর একটা হচ্ছে পশমের জন্য। প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর একটা খরগোশ ৬/৭টা করে বাচ্চা দেয় এবং আর, কে, নগরে এই ফার্ম অবস্থিত।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— বছরে কয়বার পশম তোলা যায়, একটা খরগোশ থেকে?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) **:—** বছরে তিনবার পশম তোলা যায়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— বর্তমানে কয়টি খরগোশের বাচ্চা আছে?

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— প্রায় ২০০ কাছাকাছি বাচ্চা আছে।

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস :— বছরে কত কেজিঃ পশম উৎপন্ন হয়?

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :— জানি না কারণ, আমার তো মাত্র ৫ মাস হয়েছে। চিকিৎসার ব্যাপারে আমি বলছি, ৯ লক্ষ ৫ হাজার ৩০০ জন্তু জানোয়ারকে চিকিৎসা করা হয়েছে। ৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকার প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন ১০ জন্তু জানোয়ারকে দেওয়া হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— জন্তু-জানোয়ারদের হাইব্রিডের সিমেন গ্রামে পাওয়া যায় না কেন?

শ্রীনারায়ণ রুপিনী (মন্ত্রী) :— পাওয়া যায়, এটা তো বন্ধ নেই। আপনারা যদি তথ্য দিতে পারেন, তাহলে তদন্ত করে দেখব। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দাস তিনি একটা কাটমোশান এনেছেন এই ব্যাপারে। আমি তো মাত্র ৫ মাস হয়েছে মন্ত্রী হয়েছি। কিন্তু আপনি তো ৫ বছর ছিলেন এবং তখন আপনি সিপাহীজলার জন্য কি করেছেন?

১৯৮৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী আনুমানিক ১৮.৫ বর্গ কিলোমিটার নিয়ে এই সিপাহীজলা অভয়ারণ্য গঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা একমাত্র স্থান যেখানে ৬টি জাতীর বানর একসঙ্গে দেখা যায়। তন্মধ্যে চশমা বাঁদর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন না ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ইহা পাওয়া যায় না। যেহেতু ইন্টারন্যাশন্যাল ইউনিয়ন কনজারভেটর অব ন্যাচারেল পৃথিবীস্থিত বিভিন্ন অভয়ারণ্যের সাথে ইহা নথীভুক্ত। এই অভয়ারণ্যটি ১৫০ হেক্টর জায়গা নিয়ে সিপাহীজলা কমপ্লেকসটি গঠিত। শিশু হইতে আরম্ভ করে, প্রকৃতিপ্রেমী, প্রাণী বিশারদদের ইহা একটি আদর্শ দ্রষ্টব্য স্থান। পর্যটকদের জন্য এখানে অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। ১৯৯৭-৯৮ সনে এই কমপ্লেকসে দর্শনার্থীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক দেড় লক্ষ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই গ্রাম ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকগণ। সিপাহীজলার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সিপাহীজলার চিড়িয়াখানা। এখানে ৬০টি প্রজাতির বিভিন্ন ধরণের পশুপাখী দর্শনার্থীদের জন্য রাখা হয়েছে। ইহাদের সংখ্যা বর্তমানে সর্বমানে ৪৫৬টি। এদের মধ্যে ত্রিপুরার দুর্লভ জন্তু-জানোয়ারও আছে, সেইরূপ অন্যান্য প্রাণীও যা অনুসন্ধিৎসু কিশোর-কিশোরীরা মাত্র সবেতে দেখিয়াছে কিংবা বইতে পড়িয়াছে। ১৯৭২ ইং সনে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা প্রথম শুরু হয়, একটি ছোট মৃগ উদ্যান নিয়ে। তৎপরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে এই জলবায়ুতে বাঁচাতে এই রকম প্রাণী বিভিন্ন স্থান থেকে আনা হয়েছে। তাই সিপাহীজলার চিড়িয়াখানা বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রধান চিড়িয়াখানার মধ্যে একটি। সেন্ট্রাল জো অথরিটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন চিড়িয়াখানাগুলির ভারপ্রাপ্ত দায়িত্বে আছেন। তারা অংশীদারী ভিত্তিতে আর্থিক সাহায্যের

অনুযায়ী এই লাইসেন্স প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন চিড়িয়াখানাগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন এবং কোন কোন খরচাদির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, ইহা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হয়। ১৯৯৮-৯৯ সনের বাজেটে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের যে খরচের মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে, তা চিড়িয়াখানা বাবদ সর্বাধিক। যারা এই চিড়িয়াখানার বিরুদ্ধে কাটমোশানস এনেছেন, আমি বলব এটা উচিত হয়নি। কারণ, এখানে ৪৫১টি প্রাণী আছে, তাদের খাওয়াতে হবে এবং এখানে ১০০ জনের মত কর্মচারী আছে। যদি বাজেটের দিক থেকে একটাও কোন সংখ্যা কম হয়, তাহলে শুধু জন্তু-জানোয়ার মরবে না, তার সাথে সাথে এই ১০০ জনের পরিবারও শেষ হয়ে যাবে। তাই, আমি বলছি উনারা যে কাটমোশান এনেছেন, এই কাটমোশান-গুলিকে সমর্থন করতে পারছি না।

শ্রীবিমল সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটা জিনিষ স্পীকারের মাধ্যমে জানতে চাই। আমি ওনার সঙ্গে বিতর্কে যেতে চাই না, ওনার বাজেটের উপর আমরা কাটমোশান এনেছি, ওনার কাছে আমরা জানতে চাই যে, ওনার বাজেটে প্রাথমিক সেন্টার নূতন করে খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— এটা নিয়ে স্পেসিফিকভাবে যদি প্রশ্ন করেন, তাহলে উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কনক্লুড করুন।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) :— আর একটা প্রশ্ন করেছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীবিজয়কুমার রাংখল, উনি জানতে চেয়েছেন জয়েন্ট ফরেষ্ট মেনেজমেন্ট উত্তর ত্রিপুরায় কেন করা হচ্ছে না। স্যার, জয়েন্ট ফরেষ্ট মেনেজমেন্টের ব্যাপারটা খুব সহজে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি, আমরা এই বিশ্বাসটা মানুষের মনে আনতে পেরেছি যে, বাগান বড় হলে তার অংশীদার তারাও হবে। তাই আমরা ১৭০৮টি পরিবারকে দক্ষিণ ত্রিপুরার মধ্যে সফলতা দিতে পেরেছি এবং এই স্কীমের আওতায় আনতে পেরেছি এবং ১২৬৭ হেক্টর জায়গা আমরা চাষ করতে পেরেছি। এই স্কীমে আছে, সরকার সব খরচ দিয়ে বাগান করে দিলে, শুধু তার দেখাশুনা করে গাছটাকে বড় করা পর্যন্ত এই বেনিফিসিয়ারীদের কাজ হবে। এটার জন্য একটা কমিটি থাকবে এবং সেই কমিটি ঠিক করবে বেনিফিসিয়ারীকে।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা শুনেছি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এইসব

বেনিফিসিয়ারীর জন্য যারা কমিটিতে আছে তাদের সঙ্গে একটা চুক্তিপত্র হতে হয় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে। গ্রামে জয়েন্ট ফরেষ্ট মেনেজমেন্টের সঙ্গে চুক্তিপত্র করতে হয়। আমবাসাতে আমরা এইরকম কোন কাগজপত্র করিনি। এটা আপনার জানা আছে কি?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— এইরকম কোন তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীবিজয় কুমার রাংখল ঃ— তাহলে তো এইসব গাছগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। আমরা যেখানে এসব গাছ এখানে লাগিয়েছি তাতে তারা যদি আমাদেরকে কোন অধিকার না দেয়, তাহলে তো সবগুলি গাছ আবার নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— আমাকে তো সি, সি, এফ, এবং সি, এফ, ও জানিয়েছে যে, উত্তর ত্রিপুরাতে জয়েন্ট ফরেষ্ট মেনেজমেন্ট করার কোন উৎসাহী লোক নেই।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল ঃ— নেই কেন? আমরা তো ষ্টার্ট করেছি আমবাসাতে। আপনি খবর নিন। তারা যদি স্বীকার না করেন, তাহলে আমরা সব কেটে নেব আবার, এছাড়া তো অন্য কোন উপায় নেই।

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— আমি খবর নিয়ে দেখব। আমি আবার মিটিং-এ গিয়ে বলেছি যে ৬টা জেলাতেই একটা করে কমিটি করে দেওয়ার জন্য।

শ্রীবিজয়কুমার রাংখল ঃ— এটা তো অনেকদিন আগে থেকে হয়ে রয়েছে, আপনারা কেন এটাকে রিকগনাইজ করেন না? সাউথে কয়টা রিকগনাইজ হয়েছে বলুন তো?

শ্রীনারায়ণ রূপিনী (মন্ত্রী) ঃ— এই সম্বন্ধে স্পেসিফিকভাবে লিখে দিলে আমি এটা দেখব। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ডের উপর যে দুইজন কাটমোশানস এনেছেন আমি তাদেরকে অনুরোধ করব তাদের এই কাটমোশানগুলিকে তুলে নেওয়ার জন্য এবং সার্বিকভাবে এই হাউসে উত্থাপিত সমস্ত বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীগোপাল দাস মহোদয়, আপনার সময় ১৫ মিনিট।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ২১-এর উপর মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মানে প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয় উনি একটা কাটমোশান এনেছেন। আমার মনে হয় সম্ভবতঃ উনি না জেনে এটা এনেছেন। কারণ, উনি ওনার এই কাটমোশানের সমর্থনে কোন বক্তব্য হাউসে উপস্থাপিত করেননি।

স্যার, এটার উপর কাটমোশান, এটার উপর কাট-এর কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ হচ্ছে যে, ডিমাণ্ডের হেড অব অ্যাকাউন্টস-এর উপরে উনি কাটমোশান এনেছেন, সেটা হচ্ছে রাজ্যের ষ্টেট এক্সচেঞ্জ সেখান থেকে খাদ্য দপ্তরের কোন টাকা ব্যয় করে না। আমি তবে মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১-এ মেজর হেড ৪৪০৮ ক্যাপিটেল আউটলে অন ফুড ষ্টোরেজ অ্যাণ্ড ওয়ারিং হাউসের জন্য কোন খাদ্যশস্য ক্রয় করা হয়নি। সুতরাং এই খাতে খরচের কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রসঙ্গত: বিগত ১-৪-৯৪ ইং তারিখ থেকে খাদ্য দপ্তর রিজার্ভ ব্যাংক-এর অনুমোদনক্রমে ফুড ক্রেডিট লিমিটেড, এস. বি, আই, আগরতলা ব্রাঞ্চ থেকে ঋণ নিয়ে খাদ্যশস্য এফ, সি, আই, থেকে ক্রয় করেন এবং তার আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করেন। এইজন্য বর্তমান বাজেটে ২ কোটি টাকা টোকেন প্রভিশন খাদ্যশস্য ক্রয় এবং পরিবহন অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য ধরা হয়েছে। যাতে ক্যাশ-ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে প্রয়োজনীয় টাকা তাৎক্ষণিক সংকুলান না হলে, লোন হিসেবে খরচ করা যায় এবং পরবর্তী সময়ে এই অ্যাকাউন্টে আবর্তনশীল পদ্ধতিতে টাকার সংস্থান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই টাকা সরকারী খাতে জমা দেওয়া যায়। কাজেই আমি আশা করি যে, এই বিষয়টি মাননীয় সদস্যদের কাছে পরিস্কার হয়েছে।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে রেশন শপের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে যে চাল বন্টন করা হচ্ছে, সেগুলি রাশিয়া এবং চীনে শূকরের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সরকার গ্রামাঞ্চলে অখাদ্য চাল দিচ্ছেন। তারজন্য কি ব্যবস্থা নেবেন সেটা জানতে চাই।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হচ্ছে অন্য প্রসঙ্গ। উনি যে কাট-মোশান এনেছেন, সেটাতে এই বিষয়টি আসে না। এটা অন্য প্রসঙ্গ। এইটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এই বিধানসভাতে। সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বস্ত করতে পারি যে, আমরা এফ, সি, আই, থেকে চালটা কিনে আনি। এবং সেখানে আমাদের যে টেকনিক্যাল টিম আছে, তারা পরীক্ষা করে যেগুলি গ্রহণযোগ্য সেগুলি আমরা গ্রহণ করে থাকি। আর যেগুলি গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলি ফিরিয়ে দেই। কাজেই এই ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠে না।

স্যার, আমি আশা করি যে, আমাদের খাদ্য দপ্তরের উপরে যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা সেটা অনুমোদন দেবেন।

স্যার, আমি আরেকটা জরুরী বিষয়ে এই সভাকে অবগত করাতে চাই যে, আজ সকালে এই হাউসে মাননীয় বিরোধী দলনেতা একটা বিষয় আমার নজরে এনেছিলেন যে, বাজারে সরিষার

তেলের ভেজাল সম্পর্কে এবং সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। স্যার, আমি তখনই জানিয়েছিলাম যে আমাদের সরকার এই সম্পর্কে সচেতন আছেন। এই সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেটা এই সভার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে অবগত করাতে চাই।

প্রথম প্রশ্ন, যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই সরষের তেলের ভেজাল সম্পর্কিত বিষয়টি আমাদের নজরে আসে, সেটা হচ্ছে দিল্লীতে একটা কারখানায় দেখা গেছে যে, বুনো ধুতরা যার সায়েন্টিফিক নাম হচ্ছে "এর্জিমোন মেক্সিকোনা" সেটা সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সে তেল ব্যবহার করে দিল্লীর প্রায় ২৬ জন লোক মারা গেছে এবং ৫০০ জন লোক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে।

এই রোগে বমি হয়, হাত পা ফুলে যায়, বুকে লাল দাগ দেখা দেয় এবং এতে নাকি কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইতিমধ্যেই দিল্লী সরকার চারটি তেলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। সেগুলি হল, ১) স্কুটার মার্কা ২) হাতি মার্কা ৩) পরিবার মার্কা ৪) কানোরিয়া এই চারটি তেল বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই সমগ্র দেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের মানুষও এই ব্যাপারে আতংকগ্রস্ত হয়ে পরেছেন। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। খাদ্য দপ্তরের সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তর, এস পি, এনফোর্সমেন্ট এবং আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির সেনেটারী, স্বাস্থ্য ও ফুড ডিপার্টমেন্টের সংশ্লিষ্ট অফিসার-কর্মচারীদের নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তারা আগরতলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্বে রয়েছে একটি টিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাজার থেকে নমুনা তেল সংগ্রহ করার জন্য। এই তেল পরীক্ষা করবেন পাবলিক এনালাইসিস্টরা। উনারা বলেছেন যে ন্যূনপক্ষে দুই দিন লাগবে পরীক্ষা করতে। সেই পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পরই রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিবেন সংশ্লিষ্ট তেল বাজারে বিক্রি করা যাবে কিনা। কাজেই এই রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত বাজারে তেল বিক্রি করা যাবে না। যে তেলগুলি বিক্রি করা যাবে না সেগুলির মধ্যে রয়েছে :—

(১) লুজ তেল।

(২) হোলসেল মার্কেট থেকে সকল প্রকার তেল ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ থাকবে।

আমরা বলেছি এই তেলগুলি আপাতত: বিক্রি চলবে না। বর্তমানে আমরা রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন করছি তারা যেন সার্টিফাইড সীল যুক্ত ব্যবহার করেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে মহকুমাগুলিতে প্রয়োজনীয় ইনস্টাকশন পাঠানো হয়েছে। সেগুলিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন রিপোর্ট পাওয়া যাবে তারপর যাতে বিক্রি করা হয় তারজন্য আমরা নির্দেশ দিয়েছি। কাজেই জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে আমরা রাজ্যের মানুষের কাছে সকলের কাছে আমরা অনুরোধ রাখতে আমরা যেন এই পরিস্থিতির ফলে কিছুটা অসুবিধা হবে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে

কারণ অনেক সাধারণ মানুষ আছেন যারা ৫০ গ্রাঃ ১০০ গ্রাম তেল সংগ্রহ করতে কষ্ট হয়ে যায়। যারা মধ্যবিত্ত আছেন তারা হয়ত একমাসের তেল নিয়ে যান এটার সংখ্যা হয়ত কম। যার ফলে ফকটা সমস্যা তৈরী হবে। কিন্তু মানুষের জীবনের প্রশ্নে আমরা এই ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য আবেদন রাখছি যাতে এই অসুবিধাটা তারা স্বীকার করেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ করছি তারা যাতে রাজ্যসরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তাছাড়া এই নির্দেশ যারা অমান্য করবেন তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা দেবেন। এই ব্যাপারে আমরা পত্রিকা এবং টি, ভি, রেডিওর মারফৎ আমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করার ব্যবস্থা করেছি। স্যার, তাছাড়া আমরা কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি সেখান থেকে কোন ব্রাণ্ডের তেল বেঞ্চ করার জন্য কোন নির্দেশ দেন নি। তারা শুধু পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলেছেন। সেখানে ভিজিলান্স এবং এনফোর্সমেন্টকে নজর রাখতে বলেছে এবং সেমপল সংগ্রহ করা তেল দ্রুত পরীক্ষা করার ব্যবস্থা চালু রাখতে বলেছেন। কাজেই আমরা এইসমস্ত বিষয়টার উপর আমাদের রাজ্যসরকার সেখানে নজর রাখছে। কাজেই আমরা আশা করছি যে বর্তমানে এই পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে রাজ্যবাসী সকলে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, যাতে আমরা এই কাজটা দ্রুত সম্পন্ন করতে পারি। যত দ্রুত সম্ভব বাজারে তেল বিক্রির ব্যবস্থা করা যায় তারজন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, কোন কোন ব্র্যাণ্ডের তেল পরীক্ষা করার জন্য তেল সংগ্রহ করার জন্য বর্তমান সরকার সেটার নির্দেশ দিয়েছেন ?

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমরা সমস্ত ব্রাণ্ডেড তেলের সংগ্রহ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— উনি বলেছেন তেলের দাম যাতে বাড়তে না পারে তারজন্য ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমাদের কাছে ইনফরমেশান আছে আজকে বেলা দুইটা আড়াইটার পর থেকে অনেক জায়গায়, সকাল বেলায় তেল চলে যাচ্ছিল অন্য জায়গায় আমি হাউসে বলেছি। বাজারে তেলের দাম ইতিমধ্যে এক থেকে দেড় টাকা করে প্রতি প্যাকেটে বেড়ে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী সেই ব্যাপারে কিছু বলেন নি আর একটি ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে [illegible] হয়েছে। মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী কিম্বা এই সরকার এই যে, বমি হলে হাত পা ফুলে গেলে কিডনি খারাপ হলে যে সমস্ত ঔষধের দরকার সেইসমস্ত ঔষধ হাসপাতালগুলিতে সারা রাজ্যে দিয়েছে কিনা ? যদি না দিয়ে থাকে তাহলে সেইসমস্ত ঔষধের বন্দোবস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার

দিয়েছেন কিনা? সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছুই বলেন নি। কাজেই এই ব্যাপারে আমি জানতে চেয়েছি।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি যে দিল্লীতে যে ঘটনাটা ঘটেছে ড্রপসি রোগটা সেটা ভেজাল তেল খেয়ে সেখানে এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে। সেখানে সেই রোগে আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, চিকিৎসা হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে এখনও সেই ধরণের কোন ঘটনা ঘটে নি। যদি সেখানে কিছু হয় তাহলে স্বাস্থ্য দপ্তর ব্যবস্থা নেবেন এবং আমাদের সরকার এই ব্যাপারে সমস্ত ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, উনার বক্তব্য হলো আগে কিছু লোক আক্রান্ত হউক, লোক মরুক তারপরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলা হবে। স্যার, ব্যাপার হলো উনার কাজটা উনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করবেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেন অগ্রিম সেই ব্যবস্থা নিতে পারেন। আর সেখানে মানুষ মরার জন্য অপেক্ষা করছেন। আর দিল্লীতে যেটা হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। বিহারে হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে এমন কি ধারা তেলের বোতল কিনে পশ্চিমবঙ্গে সীল করেছে। সেই বোতল পরীক্ষা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— এখানে প্রশ্ন হচ্ছে প্রিকোশন নেওয়া দরকার। ঠিক আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এখানে যে যে তেলের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি তো আগেই গ্রামাঞ্চলে চলে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেই সমস্ত তৈল সীল করার ব্যবস্থা করেছেন কিনা এবং সেই সমস্ত গ্রামের জনগণকে সতর্ক করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা এবং যদি নেওয়া হয়ে থাকে, ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— এই যে দুই তিনটা ব্র্যাণ্ডের কথা মাননীয় মন্ত্রীও বলেছেন যে পত্রিকাতে উঠেছে। ঐ সমস্ত ব্র্যাণ্ডের তেল আগরতলা শহর থেকে সরে গেছে। সমস্ত রকমের ব্র্যাণ্ডের তেল আমাদের এখানে আছে। সেই ধারাই বলুন, ট্যাঙ্ক আর রাণীই বলুন সেই সবগুলি গ্রামাঞ্চলের দিকে চলে গেছে। যেটা মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু বলেছেন, গ্রামের দিকে চলে গেছে। উনার উচিত ছিল খুব তাড়াতাড়ি এইসব ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) **:—** স্যার, আমরা সমস্ত ব্যবস্থাই নিয়েছি। কাজেই এটা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের সরকার সর্বশক্তি দিয়ে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে। মাননীয় বিরোধীদলনেতা যেটা বলেছেন যে, আমরা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি, এটা ঠিক নয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রব্যমূল্য যাতে না বাড়ে, সেই ব্যাপারে তিনি এখনো কিছুই বলেননি। গত ৭২ ঘণ্টায় যা ছিল থাকুক, সেই কথা তিনি বলেননি। এবং ঔষধপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অনুরোধ স্বাস্থ্য দপ্তরকে করেছেন কিনা; এই ব্যাপারে স্পেসিফিক উত্তর চাই।

শ্রীগোপাল দাস (মন্ত্রী) **:—** আমি আগেই বলেছি যে, সরকার সমস্ত ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্যা এবং সদস্যগণ আজকের সভার কর্মসূচীতে ১৯৯৮-৯৯ ইং সালের আর্থিক বরাদ্দের উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি আলোচ্য ১৯৯৮-৯৯ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি ভোটে দেব। আমি প্রথমে ব্যয় বরাদ্দের উপর ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো একে একে ভোটে দেব। তবে আমরা সামান্য একটি জলযোগের আয়োজন করেছি। তারপরে যে ভোট-এর কর্মসূচী আছে সেগুলি ৩০ মিনিট পরে হবে। আমি সবাইকে এই হাউসের বিরোধী পার্টি, রুলিং পার্টি এবং সাংবাদিক বন্ধু, বিধানসভার কর্মচারী বন্ধুরা এবং বাইরের বন্ধুরা, কর্মরত ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড সবাইকে অনুরোধ করব, নীচের লবিতে গিয়ে তারা যেন এই জলযোগে অংশগ্রহণ করেন। এই সভা ৩০ মিনিটের জন্য মুলতবী রইল।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তখন আপনি বলেছিলেন যে, ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারে রেফারেন্স এনেছিলেন, রেফারেন্সের ব্যাপারে আজকে কোন ডিসকাশন হয়নি। ঠিক আছে তা হয়নি। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলছি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার, দিল্লীতে বিষ তেল বিক্রীর পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা সহ সারা রাজ্যে সরিষার তেল বিক্রীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে : টিনের তেল, খুচরো তেল, পাউচ পলিপ্যাক বা জারের সরষের তেল কিছুই কেনাবেচা চলবে না। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী কলিমুদ্দিন শামস জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫টা থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়েছে, পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে।

খাদ্য দপ্তরের নির্দেশ পেয়েই পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর, পুরসভা কর্তৃপক্ষ, খাদ্য দপ্তর যৌথভাবে রাজ্যের সমস্ত গুদাম, দোকান ইত্যাদি সীল করে দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। সব জেলা-শাসকের কাছেও এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। আটক করা তেলের নমুনা পরীক্ষা করে, তবে তা ফের বিক্রীর ছাড়পত্র দেওয়া হবে। যারা বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য বেশী করে সরষের তেল কিনে রেখেছেন, তাঁদেরকে তা ব্যবহার না করার জন্য বলেছেন।

এদিন বিকালে কলিমুদ্দিন শামস সাংবাদিকদের জানান, দিল্লীতে ৪টি ব্র্যাণ্ডের তেলকে

আলাদা করে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল, হাতী মার্কা, স্কুটার মার্কা, পরিবার মার্কা এবং কানোরিয়া। এই ব্র্যাণ্ডের তেল এ রাজ্যে এসেছে। উল্টোডাঙা এবং হাওড়া রেল ইয়ার্ডে এই তেল এসেছে বলে পুলিশ ও এনফোর্সমেন্ট বিভাগ খাদ্য দপ্তরকে গোপন রিপোর্ট দিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আমরা জানি না, এই তেল কতটা বাজারে বেরিয়েছে। অসাধু তেল বিক্রেতারা এই ব্র্যাণ্ডগুলির টিনের লেবেল পাল্টে ফেলে, স্যার শুধু লেবেল পাল্টে বিক্রী করতে পারেন। তাই সব তেল পরীক্ষা না করে বিক্রী করার অনুমতি দেওয়া হবে না। এই পরীক্ষার কাজ যতদিন চলবে ততদিন পশ্চিমবঙ্গে সরষের তেল খাওয়া বন্ধ। এই হলে স্যার পশ্চিমবঙ্গের সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। ত্রিপুরার খাদ্যমন্ত্রী তো কিছুই বলতে পারলেন না স্যার। উপরন্তু আপনাকে স্যার, ওকে রক্ষা করতে গিয়ে বলতে হল। ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে সরষের তেলের উপর একটা রেফারেন্স পিরিয়ড আনা হয়েছে। স্যার, রেফারেন্স আনা হউক আর না হউক, আপনি বলেছেন। হাউসকে ঠাণ্ডা করার জন্য আপনি এটা বলেছেন, এটা ঠিক আছে। কি ধরণের মন্ত্রী স্যার, সে কোন কাজই করেনি স্যার। স্যার পত্রিকাগুলিতে হেডিং দিয়ে দিন আজকেই, কালকে থেকে যেন তেল ব্যবহার না করা হয়। সেটাও উনি বললেন না যে আমি আই, সি, আই, টি, মিনিষ্টারকে বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। ঠিক আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আপনি একটা নির্দেশ দিন। আপনার নির্দেশ শুনি স্যার।

মিঃ স্পীকার :— সমস্ত রকমের ব্যবস্থাই নেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, যেটা সকালে বলেছি, প্রচুর তেল আগরতলাতে আছে। সারা রাজ্যে আছে। স্যার, আপনি একটা ডিরেকশন আপনার তরফ থেকে দিন। আমি বারবার বলছি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে সিরিয়াস নয়।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। ঠিক আছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ব্র্যাণ্ডগুলি যাতে ব্যবহার না হয়, এই বিষয়ে বলা যায়, এই স্যাম্পল তেল সবার জন্য ক্ষতিকারক।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে। বসুন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এই ব্যাপারে আপনার ডিসিশান চাইছি। আপনি পরিষ্কার করে বলুন।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, এখানে তো মন্ত্রিসভার সদস্যরা আছেন। আমরা একজনকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখছি না। এই যে গুরুতর যেটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সেটাকে মিট আপ করতেই হবে। আমার মনে হয় এই দায়িত্ব মন্ত্রিসভার সকলে শেয়ার করে নেবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— তাহলে মন্ত্রিসভার সকলে এই দায়িত্ব নিলেন।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ নেবেন, নেবেন না কেন ? নেবেন। এটা মন্ত্রিসভার দায়িত্ব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— ঠিক আছে। তাহলে মন্ত্রিসভা এই দায়িত্ব নিলেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্যাসূচীর অন্তর্ভুক্ত ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলো এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন আমি আলোচিত ১৯৯৮-৯৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো ভোটে দেব। সেক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলোর (কাট মোশানস) ভোটে দেব। তারপর মূল ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলো একটি একটি করে ভোটে দেব।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, এস পার প্রভিশন গিলোটিন হয়ে যাক। একসঙ্গে কাট মোশানগুলি ভোটে দিয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :— সবগুলি একসঙ্গে।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— কাট মোশানগুলি আলাদা আলাদা ভোটে দিতে হবে না। একসঙ্গে ভোটে দিয়ে দিন। তবে ডিমাণ্ডগুলি আলাদা আলাদা দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

Now, the question before the House there are 31 cut motions on all demands. So, I am putting the cut motion to vote first, and then the main motion.

The question before the house is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Kashiram Reang that the amount of the Demand No. 13 under Major head 2059 be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the Demand viz :—

"Need to construct bridge on Hajlachera at Tainani-Maharani Road."

Name of the Members	Demand No. & Major Head	Cut Motions
1	2	3
Shri Rabindra Debbarma	13—5054	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :— "Need to extend the P.H.S. Package Programme in the hilly areas."
Shri Jawhar Saha	13—3054	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grivance that :— "Need to construct rural roads from Sesua to Killa, Manikput to Malidhar, Sailangta to Laldinga, Chelagang to Tainani Bazar."
Shri Shyamacharan Tripura	14—4801	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the partscular matter viz : "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Gomti Hydro Electric Project."

1	2	3
Shri Jawhar Saha	15-4701	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Gumti Medium Irrigation Project."
Shri Ratimohan Jamatia	15-2215	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Rural Water Supply."
Shri Kashiram Reang	15-2702	That the amount of the Demand be reduced by Re. 1/- to represent the economy that can be effected on the particular mater viz :— "Failure to control the wasteful expenditure on irrigation and failure to proper utilization of surface water."
Shri Ratanlal Nath	15-2702	That the amount of the Demand be redueed by Rs. 100/- to represent the economy that can be

1	2	3
		effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Lift Irrigation Schemes."
Shri Billal Miah	29-2403	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Veterinary Services & Animal Health."
Shri Prakash Chandra Das	30-2406	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Sepahijala Zoo."
Shri Ratimohan Jamatia	1-2011	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to increase MLA's Salaries & Pensious in view of price-hike."

1	2	3
Shri Jawhar Saha	6-2235	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on Ex-gratia payment to the family effected by extremist violence."
Shri Billal Miah	6-2235	That the amount of the Demand be redueed to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Disapproval of Govt. policy on grants to Wakf Board."
Shri Kashiram Reang	16-2210	That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :— "Need to set up P. H. C. at Tainani-Gangachera and District Hospital (South) at Chandrapur."
Shri Ratanlal Nath	16-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effacted on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Hospitals Dispensaries."

1	2	3
Shri Rabindra Debbarma	16-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & ellminate wasteful expenditure on National Malaria Eradication Programme."
Shri Rabindra Debbarma	16-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- ventilate the specific grievance that :— "Need to set up P. H, C. at Sesua, Taidu, Karbook and Chelagang of Amarpur."
Shri Billal Miah	16-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to take steps selling of rotten food in the Rural & Tribal Markets."
Shri Jawhar Saha	16-2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control and eliminate wasteful expenditure on Anti Mosquito Schemes."

1	2	3
Shri Billal Miah	16—2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to stop the corrupt practices on Madicine supply in the Hospital."
Shri Ratanlal Nath	16—2210	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :— "Need to stop the corrupt practices on Diet supply in the Hospitals."
Shri Kajal Ch. Das	35—2217	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminatewasteful expenditure on urban Development Works."
Shri Kajal Ch. Das	35—2217	That the amount of the Demand be reduced by Rs, 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Fellure to control & eliminate wasteful expenditure on National Slum Development Programme."

1	2	3
Shri Kajal Ch. Das	35—4215	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on urban Water Supply."
Shri Kajal Ch. Das	35—2217	That the amount of the Demand be reduced by Rs 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on Swarna Jayanti Sahari Rojgar Yozana."
Shri Rabindra Debbarma	21—4408	That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :— "Failure to control & eliminate wasteful expenditure on purchase of Food grains."

(All the Cut Motions were put to voice vote and lost.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the demand No. 13 to vote. The question before the House is the Demand No. 13 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department that a sum not exceeding Rs. 137,38,57,000 (excluding the charged Expenditure

Rs. 8,83,00,000) be granted towards defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :—

2045—Other Taxes and Duties on cammodities and Services	Rs. 10,01,000/-
2059—Public Works	Rs, 49,32,80,000/-
2216—Housing	Rs. 1,25,00,000/-
2230—Labour and Employment	Rs. 2,00,000/-
3054—Roads and Bridges	Rs. 7,00,00,000/-
4059—Capital outlay on Public Works	Rs. 1,13,85,000/-
4286—Capital outlay on Housing	Rs. 21,20,00,000/-
4403—Capital outlay of Animal Husbandry	Rs. 5,00,000/-
4552—Capital outlay on North Eastern Areas	Rs. 6,50,00,000/-
5054—Capital outlay on Roads and Bridges	Rs 50,79,91,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 14 to vote. The question before the House is the Demand No. 14 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department that a sum not exceeding Rs. 102,96,78,000 (excluding the charged Expenditure Rs. 11,00,00,000) be granted towards defray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st March, 1999 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2801—Power	Rs. 73,49,12,000/-
4552—Capital outlay on North Eastern Areas	Rs. 50,00,000/-
4801—Capital outlay on Power	Rs. 28,97,66,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Now, I am putting the Demand No. 15 to vote. The question before the House is the Demand **No. 15 moved by the Hon'ble Minister-in-**charge of the Irrigation and Flood **Control** Department **that** a sum not exceeding **Rs.** 78,31,09,000 (excluding **the** charged Expenditure Rs. 35, 83, 000) **be granted towards** defray the charges which will come in course of **payment during the year under** the following **Major Heads** :—

2215—**Water Supply** and Sanitation	Rs. 8,51,50,000/-
2702—**Minor** Irrigation	Rs. 24,29,56,000/-
2711—**Flood Control**	Rs. 1,22,90,000/-
4215—**Capital** outlay on Water Supply and Sanitation	Rs. 22,69,90,000/-
4701—Capital outlay on Minor and Medium Irrigation	Rs. 19,30,22,000/-
4711—Capital outlay on Flood Control	Rs. 2,27,01,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaket :— Now, I am putting the Demand No. 43 to vote. The question before the House is the Demand No. 43 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department that a sum not exceeding Rs. 268,95,28,000 (excluding the charged exdenditure Rs. 150,93,00,000) be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 43 under the following Major Heads :—

2047—Other Fiscal Services	Rs.	61,06,000/-
2052—Secretariate General Services	Rs.	50,00,000/-
2070—Other Administrative Services	Rs.	200,02,45,000/-
2071—Pension and Other Retirement Benefit	Rs.	60,00,00,000/-
2075—Miecellaneous General Services	Rs.	2,00,000/-
2245—Relief on Account of Natural Calamities	**Rs.**	**10,00,000/-**

5465—Investment on General Financial and Trading Institution	Rs. 1,81,00,000/-
7610—Loans to Government Services	Rs. 5,88,77,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 29 to vote. The question before the House is the Demand No. 29 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Resource Dev. Deptt. that a sum not exceeding Rs. 13,70,15,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

2403—Animal Husbandry	Rs. 11,29,58,000/-
2404—Diary Development	Rs. 2,39,57,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs. 1,00,000/-

(The Demand was put to voice vove and passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 30 to vote. The question before the House is the Demand No 30 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department, that a sum not exceeding Rs. 15,26,12,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No, 30 under the following Major Heads.

2402—Soil & Water Conservation	Rs. 94,51,000/-
2406—Forestry & Wildlife	Rs. 13,26,61,000/-
4406—Capital outlay on forestry & wildlife	Rs. 1,00,00,000/-

5465—Investment of General Financial & Trading Institutions	Rs.	5,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 1 to vote. The question before the House is the Demand No. 1 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs Deptt. that a sum not exceeding Rs. 2,12,76,000/- (excluding the charged expenditure Rs. 4,16,000/-) be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year eanding on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 1 under the following Major Head :—

2011—State Legislature	Rs. 2,12,76,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 6 to vote. The question before the House is the Demand No. 6 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department that a sum not exceeding Rs. 48,46,87,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year endins on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 6 under the following Major Heads :—

2020—Collection of Taxes on Income and Expenditure	Rs. 13,85,000/-
2029—Land Revenue	Rs. 9,51,67,000/-
2030—Stamp and Ragistration	Rs. 79,00,000/-
2039—State Excise	Rs. 45,50,000/-
2040—Sale Tax	Rs. 1,29,92,000/-
2053—District Administration	Rs. 8,03,07,000/-
2054—Treasury & Accounts Administration	Rs. 1,82,90,000/-
2235—Social Security & Welfare	Rs 90,00,000/-
2245—Relief on Account of Natural Calamities	Rs. 18,68,84,000/-

2252—Other Social Services	Rs. 40,00,000/-
2506—Land Reforms	Rs. 5,17,58 000/-
3475—Other General Economid Services	Rs. 78,89,000/-
4070—C.O. on other Administration Services	Rs. 49,65,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 16 to vote. The question before the House is the Demand No. 16 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Deptt. that a sum not exceeding Rs. 67,80,17,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 29 under the following Major Heads :—

2210—Medical and Public Health	Rs. 39,21,65,000/-
2211—Family Welfare	Rs. 19,93,59,000/-
2245—Relief on account of Natural Calamities	Rs. 1,000/-
2252—Other Social Services	Rs. 1,000/-
2552—North Eastern Areas	Rs. 8,50,000/-
3454—Census Survey and Statistices	Rs. 12,03,000/-
4210—C.O. on Medical & Public Health	Rs. 5,39,60,000/-
4211—C.O. on on Family Welfare	Rs. 2,00,28,000/-
4552—C.O. on North Eastern Areas	Rs. 1,14,50,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker : Now I am putting the Demand No. 35 to vote. The question before the House is the Demand No. 35 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Urban Development Department that a sum not exceeding Rs. 11,13,70,000 (excluding the charged Expenditure

Rs. 8,00,000) be granted towards defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 35 under the following Major Heads :—

2216—Housing	Rs. 3,50,000/-
2217—Urban Development	Rs. 7,36,70 000/-
4215—Capital Outlay on Water Supply & Sanitation	Rs. 60,25,000/-
4216—Capital Outlay on Housing	Rs. 2,00,00,000/-
4217—Capital Outlay on Urban Development	Rs. 1,18,25,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :— Now, I am putting the Demand No. 12 to vote. The question before the House is the Demand No. 12 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Deptt. that a sum not exceeding Rs. 3,61,36,000 (excluding the charged expenditure Rs. 1,05,00,000) be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1999 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :—

2425—Co-operation	Rs. 2,81,42,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation	Rs. 67,89,000/-
6425—Loans for Co-operation	Rs. 12,05,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Mr. Speaker : Now, I am putting the Demand No. 21 to vote. The question before the House is the Demand No 21 moved by the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. that a sum not exceeding Rs. 30,63,29,000/- be granted towards defraying the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March,

1999 in respect of Demand No. 21 under the following Major Heads.

2408—Food Storage & Warehousing	Rs. 3,15,49,000/-
3456—Civil Supplies	Rs. 1,56,80,000/-
4408—Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	Rs. 25,91,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

GOVERNMENT BILL—Introduced

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "the Tripura Appropriation Bill, 1998 (Tripura Bill No, 6 of 1998). উথ্থাপন।

আমি এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উথ্থাপন করার জন্য সভায় অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Badal Choudhory (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for introduce "The Tripura Appropriation Bill. 1998 (Tripura Bill No, 6 of 1998)".

মিঃ স্পীকার :— এখন অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো "The Tripura Appropriation Bill, 1998 (Tripura Bill No, 6 of 1998.)" এই সভায় উথ্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি উথ্থাপিত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura Tea Companies (Taking-over of Management of certain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 Tripura Bill No 8 of 1998). উথ্থাপিত।"

আমি এখন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উথ্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Pabitrra Kar (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for introducce "The Tripura Tea Companies (Taking over of Management of cartain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 8 of 1998)".

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো:— "The Tripura Tea Companies (Taking-over of Management of certain Tea Units) (Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 8 of 1998), "এই সভায় উথ্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই বিলটি উথ্থাপিত হলো) ।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Salary Allowances and Pension of Members of the Legislative Assemcly (Tripura) Twelfth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No, 10 of 1998)" উথ্থাপন। আমি এখন সংসদ বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উথ্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমীরঞ্জন বর্মন ঃ— স্যার, এই বিলটি মুভ্ করার আগে আমি অনুরোধ রাখব মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যদের কাছে যে এই বিলটি উথ্থাপন করার আগে সরকারী কর্মচারীদের যে দাবীদাওয়া এবং চতুর্থ পে-কমিশনের রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হোক্। তারপর এই বিলটি উথ্থাপন করলে বোধহয় ভাল হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, এইটা নিয়ে পরে আলোচনা হবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce "The Salary Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Twelfth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 10 of 1998)"

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন সংসদ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উথ্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি মোশানটি হলো :— "The Salary Allowances and Pension of Members of the Legislative Assembly (Tripura) (Twelfth Amendment) Bill, 1998 (Tripura Bill No. 10 of 1998)" এই সভায় উথ্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হোক।

(সভা কর্তৃক মোশানটি ধ্বনিভোটে উথ্থাপিত হলো) ।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ আজকের সভায় উথ্থাপিত বিলগুলোর কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, 1998 (Tripura No. 6 of 1998)"

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation Bill, 1998 (Tripura Bill No 6. of 1998)" বিবেচনা করা হউক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, মৈলাকছড়া, করমছড়া এবং ঝুমাইছড়ায় তিনটি ডাইভার্শন স্কীম নিয়ে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন সেটা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। ঐ তিনটি জায়গাতে ডায়ভারশান স্কীম চালু করার ব্যাপারে ১৯৯২ সালেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তারপর তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমি তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদারকে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। উনি বিপ্লাইও দিয়েছিলেন করা হবে বলে। তারপর আমি উনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলাম যে, এটা করা হলে ট্রাইবেল অঞ্চলে সর্ডানাইজেশানের ছোঁয়া লাগবে। তারপর বাদলবাবু এই ব্যাপারে গত ২১ বা ২৪ তারিখে বলেছিলেন এটা করা হবে না। তাতে আমি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এই ভাবেই আমাদের মধ্যে তিক্ততা বাড়বে। কিন্তু আজকে বলেছেন যে এটা হবে। কাজেই আগে তিতা পরে মিঠা। এটা ভাল নয়।

তবে উনি সেতুর কথা যেটা বলেছেন তাতে অম্পি এলাকার মধ্যে একটিও নেই। অম্পি ছড়ার উপর একটি সেতু নির্মাণ করা হলে বিষয়টি যথার্থ হবে বলে মনে হয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) **ঃ—** স্যার, মাননীয় সদস্য সেদিন যখন দেখা করতে এসেছিলেন তখন আমি যা বলেছিলাম তাতে মনে হয় মাননীয় সদস্যের দেওয়া তথ্যে কিছুটা ভুল হয়েছে। এখানে উনি মৈলাকছড়া সম্পর্কে যা বলেছেন সেটা সম্পর্কে আমি আবারও বলছি আর, পি, এল, এল যা এখন আবার এন. পি. সি, সি, হয়েছে তাকে ইতিমধ্যেই কাজটি দেওয়া হয়েছে শুরু করার জন্য। এই ব্যাপারে টেণ্ডার কল্ও হয়েছে। সুতরাং ২১ তারিখে এক ধরণের কথা বলে আজ নুতন করে কিছুই বলছি না।

দ্বিতীয়তঃ উনি বলেছেন যে অম্পিছড়াতে একটি ব্রিজ নির্মাণ করার জন্য। আমি আবারও বলছি একটি অর্থ বছরের মধ্যে একত্রে সবগুলি ব্রিজ করা সম্ভব হবে না; আমরা পর্যায়ক্রমে এস. পি, টি ব্রিজগুলিকে আর. সি, সি. ব্রিজে রূপান্তরিত করব।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Appropriation Bill, 1998 (Tripura Bill No. 6 of 1998)" বিবেচনা করা হউক।

(অতঃপর ধ্বনী ভোটে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৩নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(সভা কর্তৃক বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সর্ব্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত অনুসূচীটি এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতঃপর বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো)।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Appropriation Bill, 1998 (Tripura Bill No. 6 of 1998)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি এখন অর্থ দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রস্তাব করছি যে, "The Tripura Appropriation Bill, 1998 (Tripura Bill No, 6 of 1998.)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো, "The Tripura Appropriation Bill, 1998 (Tripura Bill No. 6 of 1998.)" পাশ করা হউক।

(অতঃপর আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতভাবে গৃহীত হলো।)

PRIVATE MEMBERS, RESOLUTION-Negatived

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো প্রাইভেট মেম্বারস রেজুউলেশান আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি প্রাইভেট মেম্বারস রেজুউলেশান আছে। প্রথম রেজুলেশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা এবং দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার রেজুউলেশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রাইভেট মেম্বারস রেজুউলেশানটি হচ্ছে,"রাজ্যে ব্যাপক বৈরী তৎপরতার কারণে প্রায় লক্ষাধিক জাতি উপজাতি পরিবার নিরাপত্তার অভাবে ঘরবাড়ী ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এতে হাজার হাজার পরিবার বিপুলভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেক পরিবার ঘরবাড়ী গরু বাছুর হারিয়েছেন।" এই বিধানসভা ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে বর্তমান আর্থিক বছরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্ব স্ব স্থানে আর্থিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য রাজ্যসরকারকে অনুরোধ করছি।" স্যার এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মুখ্যমন্ত্রী থাকলে ভাল হত। কারণ এটা উনাদের...... ...।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি আলোচনা করুন। আচ্ছা শুনুন আপনারা সময় পাবেন আড়াই ঘন্টা এই রেজুউলেশানে। এখন আপনারা কিভাবে করবেন?

শ্রীরতনলাল নাথ ঃ— স্যার, উনার বক্তব্য রাখার পরে একজন বলবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, তাহলে সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— স্যার, আসলে এখানে বক্তৃতা দেওয়ার কিছু নেই। কারণ এই সভাতে আছেন তারা হলেন মাননীয় সদস্য এবং আপনি। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, রাজ্যে বৈরী তৎপরতার কারণে মিশ্র এলাকা এমনকি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহ থেকে শুরু করে রাজ্যে এক লক্ষের উপর জাতি উপজাতির লোকজন এলাকাচ্যুত হয়েছেন নিরাপত্তার অভাবে। স্যার, এমনকি এই রাজ্যের বেশ কয়েক হাজার উপজাতি পরিবার নিরাপত্তাজনিত কারণে এই রাজ্য ছাড়তে হয়েছে। বলি একটা দৃষ্টান্ত দেব। আমাদের অমরপুরের পশ্চিম মালকাৱা গাঁও পঞ্চায়েত এখানকার সি, পি, এমের প্রাক্তন প্রধান পদ্মবালা জমাতিয়া বিগত বামফ্রন্ট সরকারের জমানাতে উনি উনার ছেলে, উনার কথা ঢাকবেন না, উনি নিজে সি, পি, এম, করতেন। কিন্তু স্যার, এখানে সি, পি, এম দলের একটা অংশ এমনভাবে উস্কাল বিচারাজ জমাতিয়া উনার ছেলে তাকে উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে দলীয় নির্দেশের ফলে উনি সেই ক্ষোভে তারপরে তিনি বার বার পার্টিতে গিয়ে প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু পার্টি তার কথা শুনল না। এইভাবে যদি যুবকদের উস্কে দেওয়া হয় তাহলে আগামী দিনতো আমাদের এই রাজ্যে থাকতে পারব না। স্যার, শুধু এই ইস্যুতে উনি এই রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন পরিবারের অভ্যন্তরে নিয়ে... ......

ফলে এইভাবে আমার কাছে যে তথ্য আছে, সদর মহকুমার উত্তরাঞ্চল, সদর মহকুমা

পূর্বাঞ্চল, সদর মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল থেকে শুরু করে বিশালগড় সাব-ডিভিশান, উদয়পুর সাব-ডিভিশান, বিলোনীয়া সাব-ডিভিশানের কিছু অংশ, সাব্রুম সাব-ডিভিশানের কিছু অংশ, আমার অমরপুর সাব-ডিভিশানের কিছু অংশ বাদ দিয়ে স্যার, নোটিফায়েড এরিয়াটাও নিরাপদ নয় স্যার। এই নোটিফায়েড এরিয়াটারও কিছু কিছু লোক তাদের নিরাপত্তার জন্য শংকর পল্লীর মত জায়গাতে তাদের বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখানে স্যার, কংগ্রেস, সি পি এম, টি ইউ জে এস, টি এন ভি নয় স্যার। আশংকা হলো যাকে কেন্দ্র করে খোয়াই, আমবাসা, গণ্ডাছড়া, কমলপুর, কৈলাসহর, কাঞ্চনপুর, সোনামুড়া, ধর্মনগর। যার প্রতিটি সাব-ডিভিশনে হাজার হাজার পরিবার, কোন জায়গায় আছে ১২ হাজার পরিবার, কোন জায়গায় আছে ২ হাজার পরিবার, এমনি করে জাতি উপজাতির মানুষেরা তাদের পিতৃ পুরুষের বাড়ীঘর, ভিটেমাটি এইগুলি ফেলে চলে এসেছে স্যার। স্যার, আমরা কিছুক্ষণ আগে যে বাজেটটা পাশ করিয়েছি, আমি সে সময় বলেছিলাম, এখানে যে বাজেটটা পাশ করা হচ্ছে, এগুলি কার স্বার্থে ব্যয়িত হচ্ছে স্যার? এই হাউসে আমার একটি প্রশ্ন ছিল যে, মন্ত্রীরা যে বিবৃতি দেন, যখন এই হাউসে বক্তব্য রাখেন সেটা সত্য কথা। সেখানে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলুন, মাননীয় বনমন্ত্রী বলুন, আমাদের মাননীয় গ্রামমন্ত্রী বলুন, সবাই কিন্তু বলেন, প্রত্যন্ত এলাকায় আমাদের কাজের অসুবিধা হচ্ছে। প্রশ্নটা ছিল ঐ সকল এলাকায় উন্নয়নের টাকা যে বরাদ্দ করা হয়েছে, সেই টাকাটা কি আদৌ খরচ হয়েছে কিনা? আর যদি হয়ে থাকে, সেগুলি কিভাবে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে? আমাকে উত্তর দেওয়া হয়েছে তথ্য সংগ্রহ ধীন। ফলে এই রাজ্যের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যেমন আমার এলাকার উত্তর চেলাগাঙ, মালবাসা ডালাক, মৈলাক, অক্ষয় কলোনী, দেববাড়ী, পাহাড়পুর, ডুলুমা পূর্ব ডুলুমা, চাপিয়াবাড়ী জুমিয়া এরিয়া চাপিয়াবাড়ীতে স্যার, সেখানে ৪৮টা জুমিয়া পরিবার বাস করত আমি যে কথাটি বলছি সেটি দায়িত্ব নিয়েই বলছি। সেটি সত্য কিনা যাই করে দেখেন। সেই ৪৮টি পরিবারের মধ্যে স্যার, উগ্রপন্থী তৎপরতার কারণে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে স্যার। আর ডম্বুর জলাশয়ে সেখানে আগে প্রচুর বাড়ী ছিল। তারা জুম চাষ করত। সেই কালাবাড়ী ধলাবাড়ী পাহাড়ে কয়েকদিন আগে আমি গিয়েছিলাম মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে। স্যার, আমার সৌভাগ্য হয়েছে জুমিয়াদের সঙ্গে দেখা করা এবং তাদের সঙ্গে মিশতে। কিন্তু সেইদিন গিয়ে আমার নূতন একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। স্যার, এখানে যারা আছেন, পুরানো যারা আছেন যেমন নিরঞ্জনবাবুরা বলেন, আর দুর্বাজয়বাবুরা বলেন, সংগ্রামী নেতা। জুমিয়ারা এক জায়গাতে ঐ সংতলে নদীর পাড়ে বাসা করছে। স্যার আমি আর কখনো দেখিনি। ঐ কালাবাড়ী ধলাবাড়ীতে জুমিয়ারা যেখানে জুমচাষ করছে, সেখান থেকে প্রায় আরও ১৫ থেকে ১৬ কিমিঃ দূরে এসে নিরাপত্তার কারণে এই একটি ৪০টি/৫০টি পরিবার করে নদীর পাড়ে এসে বসবাস করছে। কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি স্যার, জুমিয়ারা যেখানে জুমচাষ করবে, সেখানে একটা টঙ ঘর করে জুমের ফসল না উঠা পর্যন্ত সেখানে বসবাস করবে।

আজকে সেখানে নিরাপত্তার অভাবে জুম থেকে কোন উৎপাদন করতে পারছে না স্যার।

পাশাপাশি স্যার, আমাদের মিশ্র বসতি এলাকাগুলিতে যারা অনুপজাতি, তাদের অধিকাংশ হচ্ছে তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত, কিংবা পশ্চাদপদ, আমরা ও. বি. সি. বলে থাকি, আজকে তাদের তাদের করুণ অবস্থাটা কি ? স্যার, নূতন বাজারের খেদানাল, নূতন বাজার থানা থেকে মাত্র দেড় ফার্লং দূরে অবস্থিত, সেখানে বিগত বামফ্রন্টের জমানায় ২৩ বার উগ্রপন্থী হামলা হয়েছে। সেখানে যে জমাতিয়া পাড়া আছে, গারো পাড়া আছে সেই পাড়াগুলির উপজাতি না-বোনেরা পর্যন্ত তার থেকে রেহাই পায়নি। পরবর্তী সময়ে কি হয়েছে, উগ্রপন্থী হামলার এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পরে পুলিশ বীরত্বের সহকারে সেখানে গিয়ে হাজির হয় এবং সেখান থেকে সাধারণ লোকদেরকে থানায় নিয়ে আসে। এই হল পুলিশের অবস্থা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উগ্রপন্থীদের পাশাপাশি পুলিশের অত্যাচারও হচ্ছে। এরজন্য মিশ্র বসতি এলাকার উপজাতি অংশের মানুষ দূর দূরান্তে যেতে বাধ্য হয়েছে। স্যার, আমার এখানে গরু অপহরণ হয়েছে, গরু, ছাগল অপহরণ হচ্ছে। মানুষ অপহরণ হতে শুনেছেন কিন্তু গরু, ছাগল অপহরণ করতে শুনেছেন কি ? হ্যাঁ স্যার, আমার এখানে হচ্ছে। স্যার, তার যদি প্রমাণ চান আমার সঙ্গে চলুন। আগামীকালকে তো হাউস নেই। টাকা দিলে গরু ফিরিয়ে পাবেন। একটি পরিবারে ৪/৫টি গরু আছে। এই গরুগুলির দাম হবে প্রায় ২৫/৩০ হাজার টাকা। তার ৫০ পারসেন্ট দিলে সেই গরুগুলি ফিরিয়ে পাবেন। ছাগলও অপহরণ হচ্ছে। ৫/৬টি ছাগল নিয়ে যাচ্ছে, তারপর বলছে যে ৫০০/৬০০ টাকা দিলে ছাগলগুলি পাওয়া যাবে। এই সমস্তগুলি আমরা থানায় বলেছি। আমার অমরপুরে বীরগঞ্জ থানা, নূতন বাজার থানা, অম্পি থানায় এইগুলি রেকর্ড করা আছে। নামধাম দিয়ে বলেছি। রুলিং পার্টির লোক বলছে যে, গরু নিয়েছে, আপনাকে তো আর নেয়নি। সুতরাং কিছু বলা যাবে না। শুধু আমার এখানেই হচ্ছে না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে! স্যার, গরু অপহরণের ঘটনা। আমার গরু নয়। গরীব কৃষকের। এইসব গরীব কৃষকের এক কানি হয়ত জমি আছে। আর আছে, লাঙ্গল-গরু। হাল দিয়ে কিছু রোজগার করত। এখন গরু অপহরণের পর সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য (অ্যাকটিং চেয়ারম্যান) ঃ— আপনার ১৩ মিনিট সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— আমাকে আর দু' মিনিট সময় দিন। আপনি যখন বলছেন, দু' মিনিটের মধ্যেই শেষ করে ফেলব। স্যার, এখন সবাই ক্লান্ত। তাই একটু না হাসলে চলে না।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য (অ্যাকটিং চেয়ারম্যান) ঃ— আপনি শেষ করে খুব হাসান।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, উগ্রপন্থীর কারণে তাদের আজকে বাড়ী ছাড়াও হতে হয়েছে। ৫ বছর আগেও তাদের বাড়ীঘর ছিল। আজকে তাদের পুনর্বাসন যাতে দেওয়া হয়, সে ব্যাপারে আমি অনুরোধ রাখছি। যাদের গরু, মহিষ, ছাগল, শূকর অপহরণ হয়েছে তা থানায় রেকর্ড করা আছে। থানার রেকর্ড অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য আবেদন জানাব। স্যার, যতই হাসুক, আমার যন্ত্রণা আছে। আমার বক্তব্য এটাই।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য (অ্যাকটিং চেয়ারম্যান) :— আমার দিকে তাকিয়ে বলুন।

শ্রীজওহর সাহা :— আপনার দিকে তাকালে, মাননীয় মন্ত্রীকে দেখব না। স্যার, এইভাবে চলতে থাকলে এই রাজ্যের মানুষ শেষ হয়ে যাবে। জাতি-উপজাতি অংশের মানুষের জন্য, নিরাপত্তার জন্য, আমাদের রাজ্যে কত ব্যাটেলিয়ন সৈন্য আছে, আধা সামরিক বাহিনী আছে, তার হিসাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও কি আমরা তাদের নিরাপত্তা দিতে পারছি। এখানে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, সব দলের উগ্রপন্থী মিলিয়ে আমাদের রাজ্যে ৫০৫ জন উগ্রপন্থী আছেন।

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য্য (অ্যাকটিং চেয়ারম্যান) :— রিজলিউশনের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন কিছু বলবেন না। যদি রিজলিউশনের মধ্যে আপনার আর কিছু বলার না থাকে, তাহলে শেষ করুন।

শ্রীজওহর সাহা :— স্যার, নিরাপত্তার ব্যাপারেই আমি বলছি। এই ৫০৫ জন কি ৫০৬ জন উগ্রপন্থীর জন্য কি এত নিরাপত্তা বাহিনী লাগে? স্যার, আজকে রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়াবহ। আজকে মানুষের নিরাপত্তা নেই, মা-বোনদের নিরাপত্তা নেই, রাজ্যের গরু, ছাগলের নিরাপত্তা নেই। ফলে আজকে ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক পরিবারকে অবিলম্বে আর্থিক পুনর্বাসন দিতে রাজ্য সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅশোক কুমার ভট্টাচার্য্য (চেয়ারম্যান) :— শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয় আজকে হাউসে যে বেসরকারী প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, যে বিষয়টি এখানে উত্থাপন করা হয়েছে, সেটা নূতন কোন বিষয় নয়। এটা বারবার এই বিধানসভায় বিভিন্ন মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে, সদস্য মহোদয়রাও বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে বিরোধীদলের সদস্য মহোদয়গণ এটাই বুঝাতে চেয়েছেন, রাজ্যের পরিস্থিতি কি ভয়াবহ।

উগ্রপন্থীর সমস্যা এবং উগ্রপন্থীর কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে রাজ্যের মানুষকে সরে যেতে হয়েছে। এটার দুইটি দিক আছে। একটা হচ্ছে ভয়ে পালিয়ে আসা এবং অপরটি হল আক্রান্ত হয়ে চলে আসতে হচ্ছে। ভয়ে যারা পালিয়ে এসেছে, তাদের জায়গা জমি, ঘরবাড়ী ছেড়ে কিছু জিনিষপত্র নিয়ে চলে আসতে পারেন। কিন্তু যারা আক্রান্ত হচ্ছে, তাদের হয় যাম দিতে হচ্ছে, তাদের বাড়ীঘর সমস্ত কিছু পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের বেলায় কি হবে? এটারও ক্যাটাগোরী আছে। যেমন উগ্রপন্থীর কারণেই হোক, উদয়পুরে দেওয়ান বাড়ীতে পুলিশের অফিসার, ছড়ছিবাড়ী গ্রামটি পুড়িয়ে ছাই করে দিল। প্রায় ৩০/৪০টি ঘর পুড়ে গেল, সম্পত্তি বিনষ্ট হলো, লোক মারা গেল। তাদেরকে সরকার থেকে ৫০ টাকা করে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হলো। এই ৫০ টাকা দিয়ে কি তাদের সমস্ত কিছু ফিরিয়ে আনা যাবে? তাদের যা পুড়ে গিয়েছে এটা কি ৫০ টাকার সঙ্গে তুলনা করা যাবে? কুটনাবাড়ীতে উগ্রপন্থী এসে টি, এস, আর-এর উপর আক্রমণ করলো। টি, এস, আর, মারা গেল। দুঃখের বিষয় টি, এস, আর, মারা যাবে কেন? এরপর টি, এস, আর-এর লোকেরা ব্যাটেলিয়ন-এর সাথে ওয়াকি টকি নিয়ে কথা বলে' সবাই মিলে এসে আক্রমণ করলো। ৩ জন মারা গেল, ৫০০টি ঘরবাড়ী পুড়ে গেল, বাজার পুড়ে গেল। তার বিনিময়ে তারা কি পেল? ওখানে মন্ত্রী গেলেন তার পেছনে আমিও গেলাম। উনাদের জনতা আটকে রাখলো সঙ্গে আমাকেও আটকে রাখলো সারা রাত ধরে। উনাদের রক্ত মেখে দেওয়া হলো। বাদলবাবুও ছিলেন সেদিন। এই-ভাবে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ট্রাইবেলদের ক্ষোভ হলে এটা চোখের জলে প্রকাশ করে কম। এটাই তাদের নেচার। আমরা যখন আমপুরায় যাই মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবু আমাকে বলেছেন, "বাঙ্গালী হলে হয়তো এক কিমিঃ দূরে থেকে কান্না শুনা যেতো।" কিন্তু তাদের (ট্রাইবেলদের) ক্ষোভ প্রকাশের নমুনা আলাদা, এটা যদি আরও বিকৃত হয়ে যায়, তখন খুনাখুনি হতে পারে, কিন্তু মুখে বলে কম সেদিন কয়েকজন মন্ত্রী ছিলেন, কয়েকজন বিধায়ক ছিলেন এবং তাদের পিছনে আমরা, গাড়ীটাও ছিল, কিন্তু গাড়ীটা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে তুট ছিড়ে সাংঘাতিক অবস্থা স্যার। এই যে আক্রমণ কিসের থেকে এসেছে? ক্ষোভের থেকে এসেছে। তারা বলে এই খুন করা, হত্যা করা এটা অপরাধ। কিন্তু আমরা কি দোষ করেছি এবং তার পরিনামে সরকার কি করছে? তখন দশরথবাবু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। উনার কাছে আমরা গিয়ে যখন ডেপুটেশান দিলাম, উনি তখন বলেছেন, ৯ দিন ধরে আমাকে এই কথা কেউ বলেননি। তখন আমি বলেছিলাম, আপনার শরীরের অবস্থা দেখে হয়তো এই খবর দেওয়া হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্বেও খুব দুঃখের বিষয়। যাই হোক অসুস্থতার কারণে, কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীরা তো ছিলেন, এটা বাস্তব চিত্র। সেদিন সরকারের ব্যবস্থাপনা ছিল না। কিন্তু আমরা সেখানে কাপড়, চাউল ইত্যাদি দিয়েছি। শুধু আমরা নয় অন্যান্য সংস্থাও সেখানে গেছে সাহায্য করতে। মন্ত্রীর টিম, বিধায়কের টিম, মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবুর নেতৃত্বে

আমাদের আমপুরা যেতে হয়েছে। সেখানে ৫/৬ জন মারা গেছে, ২২শে মার্চ আমরা সেখানে গিয়েছিলাম এবং ২৩শে মার্চ বিধানসভার অধিবেশন ছিল। স্যার, তারপর দেওয়ানবাড়ী, চম্পকনগর এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একদিকে পুলিশ, আর একদিকে উগ্রপন্থীর আক্রমণ। আর যে বিষয়টা হচ্ছে উগ্রপন্থীর জন্য কাজে যেতে পারে না, প্রশাসনে পৌঁছতে পারে না। যার ফলে সেখানে কোন কাজ হচ্ছে না। যার ফলে থার্ড লেফট ফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসল তখন ছামনু, নাতীন মনু, কাঞ্চনপুরের ভাণ্ডারীমা এলাকা, গণ্ডাছড়া, গঙ্গানগর এলাকা, আঠারমুড়া এলাকার সমস্ত ট্রাইবেলরা ৬০ হাজারের উপরে হবে, তারা বাইরে চলে গেছে আসাম, মিজোরাম, ম্যাকসিমাম বাংলাদেশে চলে গেছে। এইভাবে কিসের কারণে? উগ্রপন্থীর কারণে, সরকার তারজন্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি। একটা কিছু করুন, হয়তো বলুন তাদের সাহায্য দেওয়া হবে, নতুবা বলুন থাকুন কিন্তু এই কথা বলেননি স্যার। আর একটা খুব ভয়ংকর স্যার, যেমন খোয়াইয়ে পরবর্তী সময়ে যদি কোন কিছু হয়, এটা খুব ভয়ংকর, ভয়ানক হবে। কারণ আশেপাশে, ভিতরে বাঙ্গালীরা যারা ছিলেন, তারা সবাই রাস্তার পাশে চলে এসেছে, ওপারে ট্রাইবেল যারা ছিল, তারা ভিতরে চলে গেছে।

(রেড লাইট)

আমি শেষ করছি স্যার। এটা মিশ্রিত এলাকা থাকার প্রয়োজন আছে। জাতি-উপজাতি সম্প্রীতি সকার্থে এটা বজায় রাখার দরকার আছে। কিন্তু এটা যদি বাড়তে থাকে, আর কোন কারণে যদি জাতি-সম্প্রীতির দাঙ্গা সৃষ্টি হয়, সেটা হবে আরও ভয়ংকর। তখন আরও ভয়াবহ হবে, যার কারণে এটা লাইট করে দেখলে হবে না স্যার, এটা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এই বিষয়টা খুব চিন্তার বিষয়। এখন শুনছি একদিকে বাঙ্গালী বাহিনী তৈরী হচ্ছে, আর একদিকে উগ্রপন্থী বাহিনী, এখন এইভাবে যদি পরস্পর উভয় দিকে আক্রমণ চালানো হয়, তাহলে একটি এ. কে ৪৭ ইট ইজ ভেরী ইজী টু কালেকট। যা আমি মনে করি, এটা খুব বেশী কঠিন নয়, ৬০ ৭০ হাজার হলে পাওয়া যাবে। তাহলে বড় বড় ব্যবসায়ী যারা আছে তারা বলবে আমাদের বাঙ্গালীরা কতজন মরবে আমরা টাকা যোগাড় করব। তখন কি ভয়াবহ অবস্থা হবে, কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং এই পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এটা খুবই গাম্ভীর্য্য এবং জোরদার হবে, বিষয়টা তাই আমাদের খুব লাইট করে নিলে চলবে না। এটা আজকে এখানে দুটো টাকা সরকার দেবে কিনা এটার উপর নির্ভর করছে না। পরিস্থিতিটা গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর দিকে চলে যাচ্ছে। তাই এটা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এবং বিরোধী উভয় দিক থেকে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ চেয়ারম্যান ঃ— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকেশব মজুমদার।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা যে বিষয়টি এখানে উত্থাপন করেছেন, বিষয়টি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপার নিয়ে-ত শুধু বিধানসভার এই সেশানে নয়, বারবার অনেক সেশানে আলোচনা হয়েছে। বাইরেও আলোচনা হয়েছে, ভিতরেও আলোচনা হয়েছে। সুতরাং এর গুরুত্ব সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু মাননীয় সদস্য, সেই সমস্যাটিতে গভীরতা যতটুকু আছে, ঠিক অন্যভাবে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন, এমনভাবে উনি বিষয়টি এনেছেন সেটাতে মনে হয় না আন্তরিকতার কোন স্বাদ আছে। আমরা জানি এই রাজ্যে ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮ সনের মধ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতা বিভিন্ন জায়গায় বেড়েছে। ঘটনাগুলি কিছু জায়গায় ঘটেছে যেমন খোয়াইতে ঘটেছে, সদরে ঘটেছে, উদয়পুরে ঘটেছে, অমরপুরে ঘটেছে, বিলোনীয়াতেও কিছু ঘটেছে, উত্তর ত্রিপুরায় মাছমারাতেও এই ধরণের ২/১টি ঘটনা ঘটেছে। এই যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, তাতে এটা শুনেছি, কিছু লোক আতংকগ্রস্ত হয়ে বাড়ীঘর ইত্যাদি ছেড়েছেন। ছেড়ে আসার পর আমাদের বিহিত ব্যবস্থাদির দ্বারা আশ্বস্ত হয়ে তারা আবার বাড়ীঘরে ফিরে গেছেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য এইভাবে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন যে, লক্ষ লক্ষ পরিবার এখনও বাড়ীঘর ছাড়া হয়ে আছে। এটা ঠিক নয়। সেজন্য এরসঙ্গে প্রথমতঃ একমত হতে পারছি না। স্যার, এটা সকলেরই জানা, আপনারও জানা, এই সমস্যাটি সমাধান করবার জন্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আমরা দুই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। একদিকে যেমন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এইসব ঘটনায় সেইসব পরিবারগুলিতে এটা ঠিক, যেমন ক্ষতি হয়েছে সবতো পূরণ করা যাবে না, এটা কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও আমাদের যা আর্থিক সঙ্গতি আছে তারমধ্যে থেকে সরকারের যে নিয়ম-কানুন ইত্যাদি করা হয়েছে, সেইভাবে আমরা পুনর্বাসিত করার জন্য জাতি-উপজাতি উভয় অংশের মানুষের জন্য সেইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে যে সমস্যাটি এখানে আছে, অ্যাকসট্রিমিজম-এর যে সমস্যা, সেই সমস্যাটি সমাধান করবার জন্য, এই বিষয়টি নিয়ে এই হাউসে বারবার আলোচনা হয়েছে আমি আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারে বারে দিল্লীতে গেছেন, কথা বলেছেন, তিনি আমাদের এখানে উভয় অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এই ব্যাপার নিয়ে তিনি আজকেও কথা বলেছেন। এই মাসের ৫ই আগষ্ট, ১৫ই আগষ্ট, ২৬শে আগষ্ট এই সমস্ত তারিখগুলিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীর সঙ্গে কথা বলেছেন যে তোমাদের প্রতিশ্রুতি মত, আমরা যা চেয়েছি তাতো দিলে না কিন্তু ওরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেই অনুযায়ী আমাদের ফোর্স প্রয়োজন। একসময়েতে উনারাই বলেছেন এবং আমরাও দেখেছি এই সমস্ত ফোর্স না হলে-ত এগুলি করা যাবে না। আমরা উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করেছিলাম, আমাদের নিজস্ব কিছু শক্তি বাড়ানো হয়েছে, তা সত্বেও তা করতে গেলে যত পরিমাণ আমাদের এখানে ফোর্সের দরকার, সেই পরিমাণ ফোর্স আমাদের এখানে দেওয়া

হয়নি। এই দিকটাও আমাদের নজরের মধ্যে রাখতে হবে। তারজন্য যে ঘটনাগুলি ঘটছে, এ-ত অস্বীকার করার বিষয় নয়। কিন্তু আমরা তাদেরকে বলতে পারি যে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এইসব করা হচ্ছে। এই লক্ষ্য হচ্ছে জাতি-উপজাতি মানুষের মধ্যে যাতে একটা অবিশ্বাস, একটা অস্থিরতা ইত্যাদি তৈরী করা, রাজ্যের সম্প্রীতির পক্ষে যে শক্তি, একটা গণতান্ত্রিক শক্তি অগ্রসর হচ্ছে, তাকে যাতে ব্যাহত করা যায়, উভয় অংশের মানুষের মধ্যে গোলমাল পাকিয়ে দিয়ে অবিশ্বাস তৈরী করে যাতে আমাদের উন্নয়নের যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যায়। অন্যদিকে উপজাতি অংশের জনগণ যারা দীর্ঘদিন যাবৎ বঞ্চিত, তাদের উন্নয়নের জন্য যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে, সেই ব্যবস্থাগুলিকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়, এই ধরণের আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেতে, দেশের ক্ষেত্রেতে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেতে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আছে, তারা অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারই বিরুদ্ধে উভয়দিকের, উভয় রকমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটা শুধু প্রশাসনিক বিষয়েতে। এটাকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক পর্যায়ে এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে উভয়দিকের কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন জাতি-উপজাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা, বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ করে যাতে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করা যায়, সেইরকম ব্যবস্থা করার যেমন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অন্যদিকে যারা এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে, যারা এইসব উগ্রবাদী সংগঠনগুলি আছে, তারা এইসব ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি করছে, মানুষের জীবন নিয়ে নিচ্ছেন, তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেজন্য উপযুক্ত বাহিনী আরও আমাদের দরকার রয়েছে। তা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছি, আজকে না শুধু, অনেকদিন থেকে, অনেক আগের থেকে যখন আমরা চেয়েছি, তখন থেকে আমাদের দেওয়া হয়নি। এই সমস্যা একদিনে আসেনি। সেজন্য আমরা আমাদের যতটা সামর্থ রয়েছে, সেই সামর্থের মধ্যে এই সমস্যাটিকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছি আমি মাননীয় সদস্যদের একথা বলব, এটার আলোচনা হয়েছে, আমি আর তার বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু সংক্ষেপে এইটুকু বলছি যে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আমরা তাদেরকে সরকারের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী সহায়তা করছি, যাতে তারা পুনর্বাসন পেতে পারেন, যাদের ঘরবাড়ী জ্বলে গেছে, তাদের ঘরবাড়ী করার জন্য আমরা একদিকে যেমন তাদেরকে ২৬টা করে টিন দিচ্ছি, অন্যদিকে তেমনি তাদেরকে ২ হাজার টাকা করে নগদে দিচ্ছি। যাতে তারা আবার নিজেদের জায়গায় বাড়ীঘর করে যেতে পারে, এই ব্যবস্থাগুলি আমরা করছি। তারপর যাদের বাড়ীঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদেরকে আমরা বাড়ীঘর মেরামত করার জন্য ২ হাজার টাকা করে দিয়েছি। এই ব্যবস্থাগুলি আমরা নিয়েছি এবং তাতে পরবর্তী সময়ে এই সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছি যে, যেসব পরিবারে উগ্রপন্থীদের দ্বারা লোকজন খুন হয়েছে এবং যেসব পরিবারগুলি সর্বশান্ত হয়েছে, তাদের পরিবারের মানে যারা খুন হয়েছেন, সেই পরিবারের অন্তত একজনকে যদি তাতে চাকুরী করার মত লোক থাকেন, তবে আমরা তাকে চাকুরী দেই বা যাদের

পরিবারে এইরকম কোন ব্যবস্থা নেই তাদের পরিবারে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার জন্য সেগুলো সরকারীভাবে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই কাজগুলি করছি। অন্যদিকে যেমন সরকারী কর্মচারীরা রয়েছেন, তাদের মধ্যে যদি কেউ এই ধরনের হয়ে যান, তাহলে তার পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে এবং নিয়ম অনুযায়ী তার পরিবারের যদি অন্য কোন চাকুরী করার লোক না থাকে, ডাইংইন-হারনেসে সেই পরিবারে আবার চাকুরীও পাচ্ছেন। সুতরাং এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছি উভয় দিক থেকে। একদিকে যেমন যাদের যা ক্ষতি হচ্ছে, সব ক্ষতি তো পূরণ করা যাবে না, কিন্তু তাদের বাড়ীঘর করে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে যাতে নূতন করে বাঁচার প্রচেষ্টা চালাতে পারেন সেইদিকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আমাদের সামর্থের মধ্যে থেকে এদের নিজের বাড়ীতে নিজস্ব জায়গায় যাওয়ার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থাগুলি আমরা করছি। আমরা যদি আরও সৈন্যবাহিনী পাই, আমরা যে ফোর্স চেয়েছি তা যদি পাই এবং আমাদের নিজেদের ফোর্স যদি আরও তৈরী করতে পারি, তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারি, তাতে অসুবিধার কিছু নেই। সুতরাং আমি বলব এবং সবাইকে আমি অনুরোধ করব, এই যে সমস্যাটা এটা রাজ্যের একটা জ্বলন্ত সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে কোন রাজনীতির প্রশ্ন নেই এবং এই সমস্যার রাজ্যে যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় তো এটা শুধু নির্দিষ্টভাবে কোন একটা অংশের লোকেরই এরকম হচ্ছে তা তো নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হলে শুধু একটা অংশের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা তো নয়, সব অংশের জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং রাজ্যে উন্নয়নমূলক যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয় সেগুলি সব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং আসুন সবাই মিলে এই সমস্যাটার মোকাবেলা করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি নিয়ে, যাতে কেন্দ্রের কাছে রাজনীতি ইত্যাদি না করে আমাদের রাজ্যের প্রয়োজনে যা শক্তি ও সামর্থ দরকার, যে সৈন্যবাহিনী দরকার সেগুলি যাতে দেয়, আসুন সব পার্টির আলোচনায় আমরা এটা সিদ্ধান্ত নেই, আসুন আমরা সকলে মিলে যাই। এখানে আলোচনা না করে, সবাই চলুন আমরা দিল্লীতে যাই এবং সেখানে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলি, আমাদের প্রয়োজনে এই ব্যবস্থাগুলি দাও আমরা রাজ্যের সব মানুষ দলগত নির্বিশেষে শান্তিতে বসবাস করতে চাই, আমরা ত্রিপুরাকে গড়তে চাই। আমাদের যতটুকু সামর্থ আছে, আমরা সেই অনুযায়ী অগ্রসর হতে চাই, মানুষ তো আর দুর্ভোগ ভুগতে চায় না। কাজেই তাদের সকলকে নিয়ে যাতে অগ্রসর হতে পারি, সেই ব্যবস্থা করুন সুতরাং এখানে এইরকমভাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পরিবার বাড়ীঘর ছেড়ে বসে আছেন, এইরকম কোন বিষয় নয়। তারজন্য আমি এই সমস্যাটিকে উনি যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব প্রস্তাবটি ফিরিয়ে নিয়ে যান কারণ এটা যথোপযুক্ত ভাষায় এইভাবে রচিত হয়নি। এই প্রস্তাবটা যেভাবে এসেছে তাতে আমি তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীজওহর সাহা মহোদয়, আপনি কি কিছু বলবেন ?

শ্রীজওহর সাহা ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, আসলে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি পরিস্থিতিটাকে উপলব্ধি করতে পারেননি, এখানে কত হাজার আর কত লক্ষ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তার সার্ভে উনি করতে পারেননি, তার কোন পরিসংখ্যান উনার কাছে নেই. উনি শুধু স্বীকার করেছেন যে, হ্যাঁ, এভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তার কাউকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তারপর যারা গেলে তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। স্যার, আমি তো যারা মারা গিয়েছে তাদের কথা বলিনি, আমি বলেছি উগ্রপন্থীর তৎপরতায় ফলে যে সকল জাতি-উপজাতি পরিবার নিজৰ বাড়ীঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, আমি তাই বলেছি. এই হচ্ছে আমার ভাষা। এরপর আর কি ভাষা হবে। আমি অনুরোধ করব মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে যে, আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের অবস্থাটা দয়া করে একটু বুঝুন. আমি লক্ষাধিক বলেছি, আপনারা সার্ভে করলে তবে তো তার পরিবারের সংখ্যাটা বলতে পারবেন। ঠিক আছে, নিজ্রান্ত নিন সার্ভে করুন। এরমধ্যে আমি বলছি, যারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক, উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক, তফসিলী সম্প্রদায়ের লোক, তাদের সংখ্যা শতকরা ৯০ শতাংশ। ফলে স্যার, আজকে যারা বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের নতুন করে কোথায় দেবেন পুনর্বাসন ? ফলে স্যার, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বলেছিলাম এই প্রস্তাবটা যখন আলোচনা শুরু হয় তখন আমি বলেছিলাম যে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেখানে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকা প্রয়োজন এবং তিনি এখন উপস্থিত আছেন, কারণ তিনি রাজ্যের কর্ণধার এবং এই হাউসেরও লীডার অব দ্য হাউস। কাজেই উনি উপস্থিত থাকায় আমি আনন্দিত হয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি, আমার এই প্রস্তাবটা পুর্নবিবেচনা করে, এই রাজ্যের মানুষের স্বার্থের কথা ভেবে, সরকার দরকার হলে সংশোধনী আনুন, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তারা এগিয়ে আসবেন। এই আশা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন আমি মাননীয় সদস্য জওহর সাহা কর্তৃক আনীত রিজিলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি।

(নেপথ্যে শ্রীজওহর সাহা :— এটার তো আর ভোটের কোন প্রয়োজন হয় না স্যার।)

রিজিলিউশানটি হলো :— "রাজ্যে ব্যাপক বৈরী তৎপরতার কারণে প্রায় লক্ষাধিক জাতি-উপজাতি পরিবার নিরাপত্তার অভাবে ঘরবাড়ী ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। অনেক পরিবার ঘরবাড়ী, গরু বাছুর হারিয়েছেন।"

এই বিধানসভা ঐ সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে বর্তমান আর্থিক বছরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আর্থিক পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে।"

(রিজিলিউশানটি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়।)

শ্রীসুদীপ রায় বর্মন :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে লীডার অব দ্য হাউসের তথা অনারেবল চীফ মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ সকালে ৮-১৫ মিনিট সময়ে আগরতলার ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হসপিটালে বামফ্রন্টের দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব যথাক্রমে শংকর দত্ত, যিনি হচ্ছেন আমাদের ৬নং আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীমতি কৃষ্ণা রক্ষিতের হাজব্যাণ্ড, তারপর পীযুষ নাগ, কাজল দেব এবং কানু দেব, উনাদের নেতৃত্বে প্রায় ৪০-৫০ জন লোক ক্যাডার ওরা, হাসপাতালে ঢুকে শ্রীমতি পারুল দেবনাথ, হেলপারকে ভীষণভাবে মেরেছে এবং ইতিমধ্যে মহিলাকে জি, বি, হাসপাতালে এফ, এস-২, বেড নাম্বার-১৬ এখনো শয্যাশায়ী। উনাকে রেসকিউ করে আসার সময় ত্রিপুরা আর্মড পুলিশের কনষ্টেবলও মার খেয়েছে এবং কয়েকজন আহত হয়েছে। এই ত্রাসের ফলে সকালবেলা উমাকান্ত স্কুলের ছোট ছোট শিশুরা ছোটাছুটি করতে অল্প বিস্তর অনেকজনই আহত হয়েছে। আমি এই ব্যাপারে আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছি যে, উনি ব্যাপারটা জানেন কিনা? যদি জেনে থাকেন, তাহলে উনি কি এই ব্যাপারে হাউসে একটা ষ্টেটমেন্ট দেবেন? ধন্যবাদ।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, ঘটনাটি আমি জানি। কারণ এইটা বোধ হয় ক্যাজুয়েল ওয়ার্কাসদের চাকুরী পাওয়া এবং কাজের সুযোগ পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদি নিয়ে। ঘটনাটি জানি তখন আমি বাড়ীতে কাজ করছি। এই রকম সময়ে একজন বলল যে, অজয় বিশ্বাস একজন আহত মহিলাকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে উনার যে কথাবার্তা হয়েছে, আমি সেটাই শুধু বলছি স্যার। তখন আমি বলেছিলাম যে, আমার তো কিছুই জানা নেই কি হয়েছে? উনি তখন বললেন যে, "হেলথ ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টরের সঙ্গে কথা হয়েছে।" ডাইরেক্টর বলেছেন যে "বিধানসভার অধিবেশন চলছে, আর আমাদের টাকা পয়সাও কিছুই নেই, কাজেই কিছু সমস্যা আছে। বাজেট সেশান শেষ হয়ে গেলে পরে মিনিষ্টারদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে সুষ্ঠু মীমাংসা করা হবে। আপনারা এখন ষ্ট্রাইক প্রত্যাহার করুন।" তখন অজয়বাবু ডাইরেক্টরের কাছে এই ব্যাপারে একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি চান। সম্ভবতঃ ডাইরেক্টর এই ব্যাপারে কিছু লিখেটিখে দিতে পারেন। তারপর অজয়বাবু বললেন যে, এরপর আমরা যখন ষ্ট্রাইক উইদড্র করে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এইরকম একটা জায়গায় গিয়ে বাইরে থেকে আরেকটা ওয়ার্কাস সংগঠন, আপনারা যাদের নাম বলেছেন, এইটা আমার জানা নেই বা উনিও সে রকম কোন নামটাম আমাকে বলেননি, আরেকটা শ্রমিক সংগঠন তারা সি, আই, টি, ইউ, ভুক্ত তারা গিয়েছে এবং উনার, ষ্টেটমেন্ট অনুসারে তারা গিয়ে বলেছে, যারা হাসপাতালে আছে তাদেরকে থাকতে দেওয়া যাবে না। আমাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই রকমভাবে কথা হচ্ছিল। এর থেকেই হঠাৎ গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় এবং গণ্ডগোলে একজন মহিলা মাথায় আঘাত পেয়েছেন। আমি গিয়ে

আহত মহিলাকে দেখে এসেছি এবং কথাও বলেছি। আমি বলেছি মহিলার চিকিৎসা করা হোক। স্ট্রাইক করার অধিকার আছে। স্ট্রাইকের বিরোধিতা করতে গিয়ে গণ্ডগোল হওয়ার কথা নয়। আমি অজয়বাবুকে বলেছি, আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনারাও প্লীজ ট্যাকেল করুন। যে জিনিষটি নিয়ে মূল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা কিভাবে সমাধান করা যায়, সেটা আমি বলেছি যে আলোচনা করেই সমাধান বের করা হবে। তারপর উনি এসেছেন এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছেন। আমি ডি. এম. এবং এস. পিকে বলেছি, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। বলেছি, কায়দার যাতে কিছু না ঘটে। পরবর্তী সময়ে কি হয় দেখা যাবে। এই ব্যাপারে আমি হেলথ মিনিষ্টারে সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। সিটুর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— না, এই নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই।

শ্রীদীপককুমার রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কিনা, যে মহিলার উপর আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে, তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে আন্দোলন যখন করছিলেন তখন এবং আন্দোলনকে বানচাল করার জন্যই অপর একটি দল তাদের উপর আক্রমণ সংঘটিত করেছে এবং এতেই মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। এই বিষয়টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা ?

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যা জানতে চেয়েছেন, আমি যতটুকু খবর সংগ্রহ করেছি সেটাই এখানে বলেছি। এখানে এই নিয়ে একটুও অতিরঞ্জিত কিছু বলা হয়নি বা একটুও কমতিও নেই। তবে এর থেকে সিদ্ধান্তে আসার অধিকার যে কোন সদস্য-এর থাকতেই পারে। আমি ঘটনার উল্লেখ করেছি উভয় পক্ষই কেইস দায়ের করেছে। মাঝখানে মোটর শ্রমিকদের একটি অংশ জড়িয়ে পড়েছিল। বটতলাতে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

আমরা কিন্তু পরিস্কার করে বলেছি যে এগুলি কিন্তু এলাউ করা যাবে না। এখন পুলিশ অফিসার বলেছেন আমাকে, যদি পুলিশি ব্যবস্থার মধ্যে কিছু হয়ে থাকে সেটাও দেখা হবে। কাজেই এই ব্যাপারে একটুও কমিয়ে বলা হয়নি।

কাজেই আমি বলতে পারতাম যে এই নিয়ে আগামীকাল বিবৃত দেব। আমি কিন্তু এই কথা বলিনি।

শ্রীসুদীপ রায়বর্মণ :— স্যার, আমি এখানে যে নামগুলির উল্লেখ করেছি দায়িত্ব নিয়ে বলছি সে আর রেসপন্সিবল।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে ঘটনার একদিকের রিপোর্ট। আবার আর একটি রিপোর্ট রয়েছে অন্য দিকের। আমি কিন্তু এই ব্যাপারে কমেন্টস করিনি। আমি ডি, এম এবং এস,-পিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। অজয়বাবুর উপস্থিতিতে উনাদের সঙ্গে আমি কথা বলে নির্দেশ দিয়েছি। ইমিডিয়েটলি হস্তক্ষেপ করতে বলেছি। কোন ভেণ্টিলিজম আমরা এলাউ করতে দেব না। আমি বিধানসভায় আসার আগে ডি, এম আমাকে বলেছেন উনি টেকআপ করেছেন। এস, পি, পরে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।

শ্রীমানিক দে :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা যে কাজল দত্ত এবং স্বপন কুমার দাস নামে দুইজনের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে আহত করা হয়েছে এবং ঐ মহিলার হাতেই ওরা আহত হয়েছেন? থানায় এই ব্যাপারে কোন এফ, আই, আর, করা হয়েছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION–**Adopted** in Amended Form :—

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় রেজেউলেশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়। এখন আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি উনার রিজুউলেশনটি এই সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেজুউলেশানটি হলো :— "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছি যে সম্প্রতি মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরী করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন"

মিঃ স্পীকার :— আচ্ছা, শুনুন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের উত্থাপিত রিজুউলেশনের উপর মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং মহোদয় একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমি প্রস্তাবটি গুরুত্ব বুঝে সভায় উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। সংশোধনীর কপিটি মাননীয় সদস্যগণ পেয়েছেন। এখন আমি মাননীয় সদস্য, শ্রীবিন্দুরাম রিয়াংকে অনুরোধ করছি রিজুউলিশনের উপর আনীত উনার সংশোধনী প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্যে।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের প্রাইভেট মেম্বারস রিজুউলেশনের উপর আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হচ্ছে— "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে সম্প্রতি মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরী করতে কেন্দ্র সরকার এবং মিজোরাম সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন।"

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজুউলেশনের উপর আলোচনা করার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক মিজোরামে বিশাল সংখ্যক রিয়াং আমাদের রাজ্যে এসে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় নিয়েছেন। স্যার, এই সমস্যার প্রথমত শুরু হয় যখন সেখানে রিয়াংরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিয়ে সংগঠিত হয়। এখন মিজোরা চেয়েছিলেন না রিয়াংরা সেখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদ পাক। এখানে এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না কারণ এটা মিজোরামের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এটাতে কোন ভুল নেই, এক সময় যদিও মিজোরাম এই ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই ধন্যমাণিক্যের আমলের কথা বিজয় মাণিক্যের আমলের কথা। যখন থানান সিং রাজধানী আক্রমণ করেছিল তখন রাই কাচাক মিজোদের পরাস্ত করে। সেইভাবে ত্রিপুরার মহারাজারা কখনো মিজোরাম বা কুকি প্রদেশ অধিকার করত কখনো নদুয়া রাজ্য অধিকার করতো আর কখনো বা শ্রীহট্ট অধিকার করতো।

কাজেই সেই থেকে মিজোরাম আলাদা হয়ে গেছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আলাদা হয়ে গেছে। শ্রীহট্ট বা সিলেট আলাদা হয়ে গেছে, নাগাল্যাণ্ড মণিপুর ইত্যাদি হয়েছে। ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই রিয়াংদের উপস্থিতি ছিল। ইতিহাসের অনেক উত্থান পতনের পর তারা এখন এই জায়গায় চলে এসেছে। মিজোরামে রিয়াংদের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার রাজনৈতিক সমাধান কি হবে এই ব্যাপারে সম্ভবত এই বিধানসভায় কেউ বলতে চাইবেন না। কারণ এটা অনেকটা ইণ্টারফিয়ারেন্স হবে। কিন্তু তাতে রাজ্য সরকারের কোন দায়িত্ব থাকবেনা এটাওতো ঠিক হবেনা। কারণ শরনার্থীরা এই রাজ্যে এসেছে, তাদের আসার ফলে কি নেগেটিভ কি পজেটিভ রেজাণ্ট আছে সেটা তো রাজ্য সরকারের জানার কথা। সেটা এই রাজ্যকেই জানতে হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই রাজ্য প্রায় ৩৭ হাজার রিয়াং শরনার্থী এসেছে। সরকার তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, তাদেরকে খাদ্য দিয়েছে সেই কথা আমি অস্বীকার করিনা। তার পরে কি আর কোন সমস্যা নেই? স্থানীয় লোকদের মধ্যে এখন হাহাকার শুরু হয়েগেছে। স্থানীয় শ্রমিকরা প্রতিদিন ৩০ টাকা হাজিরাতে কাজ করত এখন রিয়াং শরনার্থীদের আসার ফলে সরকার তাদেরকে যে চাউল দিচ্ছে যে টাকা দেয় সেই টাকা দিয়ে তাদের হচ্ছেনা। তাই তারা সেখানে শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। দিনে যা পায়, যদি ১০. টাকা ৫ টাকা পায় তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই। কারণ তারা তো সরকারের কাছ থেকে চাউল পাচ্ছে, টাকা পাচ্ছে, সুতরাং এই কাজ করার ফলে যে টাকাটা পাবে সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত রোজগার। এরফলে সেখানে স্থানীয় শ্রমিকদের মধ্যে হাহাকার শুরু করে দিয়েছে। তাছাড়া সেখানে যে লাকড়ির কাঠ আছে, জার্লানী কাঠ আছে সেই কাঠ যদি সেখানকার ৩৭ হাজার শরনার্থী

সংগ্রহ করার ফলে সেখানকার স্থানীয় লোকদের মধ্যে হাহাকার শুরু করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক থেকে উপজাতিরা আবাহমান কাল থেকে সংগ্রহ করে আসছে, বাঁশের করুল, মাশরুমগুলির ক্ষেত্রেও হাহাকার শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারটা রাজ্য সরকারকে দেখতে হবে। তাছাড়া রিয়াং শরনার্থী আসার পরে মিজোদের মধ্যেও সবসময় একটা টেনশান চলছে। অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে এবং ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এই সমস্ত পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে রিয়াংদের এখানে বেশীদিন রাখা ঠিক হবেনা। তারা যাতে তাদের রাজ্যে ফিরে যেতে পারে, তাদের সংস্কৃতি বিকাশের প্রশ্ন আছে, তাদের সামাজিক প্রশ্ন আছে সেইগুলিতো আর এখান হবেনা। সুতরাং তারা যাতে তাদের রাজ্যে ফিরে যেতে পারে সেটা অন্তত রাজ্য সরকারকে দেখতে হবে। আমি যে প্রশ্নটা এখানে তুলতে চাইছি সেটা হচ্ছে সেখানে রিয়াংরা যারা আছে তাদের রাজনৈতিক দাবী কি হবে এবং তাদের সেই দাবী কিভাবে পূরণ করা হবে তার সমাধান হবে সেটা তাদের ব্যাপার। তবে ন্যূনতম যে মানবিক অধিকার সেটাকে খর্ব করা হয় তা হলে আমরা নিশ্চয়ই সেটা তুলে ধরব। প্রথম কথা হচ্ছে সেখানে তাদের জমির উপর কোন অধিকার নেই। তারা আবাহমান কাল থেকে এইভাবে আসছে। তারা যাযাবরের মত বসবাস করছে।

সেখানে সমতল জমি নেই। যাযাবর। সীমানা তাদের নেই। যেখানে ভাল জুমের জমি পায় সেখানেই তারা চলে যায়। এইভাবে হয়ত মিজোরামে গিয়ে পৌঁছেছে। স্যার, মিজোরামে যখন মালিকানা সিষ্টেম চালু হয়, অর্থাৎ জমির মালিকানা, বাগানের মালিকানা, তা কিন্তু রিয়াংদের নামে হয় না। স্যার মিজোরামে মানবিক ন্যূনতম অধিকার থেকে রিয়াংরা বঞ্চিত। ভারতের লোক হয়েও এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নাগরিকত্ব পাবে না এটা ভাবা যায় না। কাজেই এদিকে অবশ্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের অধিকার আছে। হয়ত, তার ভাষার অধিকার নেই। রিয়াংরা সেখানে তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, নিজের ভাষায় কোন নামকরণ করতে পারে না। এমন কি ছেলেমেয়েদের নাম পর্যন্ত রাখতে পারে না। গ্রামের নাম করতে পারে না। রিয়াং ভাষায় শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। ৮৫ হাজার রিয়াংয়ের মধ্যে মাত্র ৪ জন আছে গ্র্যাজুয়েট। ৩০ জন হবে মাধ্যমিক পাশ। সবচেয়ে বড় কথা রিয়াং কোন স্কুল সেখানে নেই। স্যার, আমরা এখানে শুধু রিয়াংদের কথাই বলছি না। পৃথিবীতে যারাই সংখ্যায় কম, তাদেরই শক্তিশালী জাতির হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। এটাই ইতিহাস। যারা নির্যাতন হয়েছেন, আন্দোলন করতে করতে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে এনেছেন। অতীতের ইতিহাস এই কথাই বলছে। এই ভাবেই এক সময় যারা দুর্বল ছিল তারা সবল হয়েছে। এই যে এখানে আমাদের ত্রিপুরায় বহু ট্রাইবেলের জমি বাঙ্গালীরা নিয়েছে। নিয়েছে ঠিকই। আবার যেসব উপজাতি সবল, যেমন, জমাতিয়া, ত্রিপুরী, দেববর্মা, মালসুই তারা আবার বাঙ্গালীর জমি নিয়েছে। কাজেই দুর্বল সবল দ্বারা অত্যাচারিত হয়। বাঙ্গালী

বাঙ্গালীকে গ্রাস করে। ট্রাইবেল ট্রাইবেলকে গ্রাস করে। তবে সেটা সবল দ্বারা দুর্বলের প্রতি অত্যাচারের ঘটনার মত ততটা প্রকট হয়। বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে গ্রাস করলে দুর্বল হয় না। জমাতিয়া জমাতিয়াকে গ্রাস করলে দুর্বল হয় না। একটা বড় জাতি যখন ছোট জাতিকে গ্রাস করে, তখনই দেখা দেয় বিপ্লব। রক্ত ঝরে, সংগ্রাম হয়। আমরা চাই না, আবার রক্ত ঝরুক। কাজেই রিয়াংদের ন্যূনতম অধিকার সেটা মিজোরামকে দেবার জন্য ভারত সরকার বুঝিয়ে রাজী করানো দরকার, এটা আমাদের দাবী থাকবে। আমি মিজোরামে গিয়েছিলাম। কিন্তু রিয়াং গ্রামে যাইনি। শুনেছি, প্রায় ২৭টি গ্রাম রিয়াং অধ্যুষিত। কাজেই তাঁদের অন্তত জমির উপর মালিকানা, ভাষার অধিকার, মাতৃভাষার কথা বলার অধিকার, নামকরণের অধিকার, শিক্ষার অধিকার থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। আমি মিজোরামে দেখেছি, সবই মিজো নাম।

স্যার, আর একটা হচ্ছে চাকমা ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল এবং আরেকটা হচ্ছে মৈলাক। ওরা রিয়াংদের চেয়েও সংখ্যায় আরও কম এবং ওরা দাবী করছে ওরা রিয়াংদের চেয়েও প্রাচীন। কাজেই আমার মনে হয়, রাজ্য সরকার থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বারবার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এই উদ্যোগটাকে কেন যে এখানে এমেণ্ডমেন্ট রাজ্য সরকারকে বসিয়ে দিতে চাইছেন এটার মধ্যে কোন রাজনীতি আছে বলে তো আমার মনে হয় না। তবে রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে এটা নীরবে বসে থাকার ব্যাপার নয়। আমি ওদের ক্যাম্পে গিয়ে দেখেছি, তারা বলেছে যে, "তারা ঘর তৈরীর জন্য একটা পয়সাও চায় না এবং দেওয়াও হয়নি।" চাউল দেওয়া হয় সাড়ে চারশত গ্রাম। এতে তাদের সংকুলান হয় না। তারপর পানীয় জলের ব্যবস্থা কিছু কিছু থাকলেও স্নানের জলের ব্যবস্থা একেবারেই নেই। তারপর তাদেরকে সাবান দেওয়া হয় না শিশু আছে তাদেরকে বেবী ফুড দেওয়া হয় না। না খেতে পেয়ে প্রায় ৩০০ মত শিশু মারা গেছে। আমার মনে হয়, ঘর মেরামত না করে দিয়ে টাকার তো প্রভিশান আছে, এবার প্রায় ৫ কোটি টাকা ধরা আছে, তাদেরকে অন্য জিনিষগুলি দেওয়া যেতে পারে। সাবান দেওয়া যেতে পারে, বেবী ফুড দেওয়া যেতে পারে, চিকিৎসার ভাল বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রের দায়িত্ব বেশী। কেন্দ্রীয় সরকার যাতে মিজোরাম সরকারকে বুঝিয়ে রিয়াংদের ফেরত নেন। মিজোরামে সবাই বলছেন যে তাদের মধ্যে কিছু ত্রিপুরাবাসী আছে। থাকতে পারে কিন্তু তারা তো বিদেশী নয়। মিজোরাম থেকে এখানে আসতে পারে, আবার এখান থেকে মিজোরামে যেতে পারে। তবে ত্রিপুরা থেকে যারা খুব কম সংখ্যক গেছে ১০ পারসেন্ট হবে বলে আমি রিপোর্ট পেয়েছি। রিয়াংরা কিছু সংখ্যক মিজোদের উপর ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। শাখানটাং বলে একটা জায়গা আছে, সেখান থেকে নিরাপত্তার অভাবে মিজোদের চলে আসতে হয়েছে। কাঞ্চনপুর, দশদা, সাওনালা থেকে চলে যেতে হচ্ছে। জম্পুই হিলে যে মিজোরা আছে সেটা রিয়াং অধ্যুষিত এলাকা, তাদের নিরাপত্তা দেওয়া

দরকার। আমি তাদের কাছে আহ্বান জানাই মিজোরামে কি হচ্ছে এই সেন্টিমেন্ট যাতে তারা না ভোগেন। সংখ্যালঘু বলে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া, তাদের অধিকার না দেওয়া এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সামগ্রিকভাবে যারা সংখ্যালঘু এবং দুর্বল তাদের কল্যাণে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত মানুষদের এগিয়ে যাওয়া উচিত, তাদের রক্ষা করা উচিত। তাদের যাতে অধিকার পায় সেদিক থেকে সমস্ত মানব জাতির প্রগ্রেসিভ অংশকে এগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই সংশোধনীর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং।

শ্রীবিন্দুরাম রিয়াং ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে আমি যে এমেণ্ডমেন্ট এনেছি তার স্বপক্ষে কিছু কথা বলতে চাই। কারণ, মিজোরাম থেকে অবস্থানকারী কিছু রিয়াং শরণার্থী ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছে। তাদের সংখ্যা সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী ৩৫ হাজার ১৬৮ জন, সরকারী রেকর্ড ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু শরণার্থী ছড়িয়ে আছেন। কারণ, তারা ক্যাম্পে জায়গা পায়নি। সেই কারণে রেকর্ডও করা হয়নি। তাই সর্বমোট প্রায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি হবে। এই রিয়াং শরণার্থীরা ১৯৯৭ ইং সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে দলে দলে কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশনে এসে আশ্রয় নিয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, নারীরা ধর্ষিতা হয়েছে, সম্পত্তি লুঠ করা হয়েছে এবং দৈহিক নির্যাতনও করা হয়েছে। এইভাবে কিছু মিজো যুবকরা তাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। সেই কারণে তারা ওখান থেকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছেড়ে কোন রকমে চলে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছু মিজো যুবক তাদের খুব সাহায্য করেছে। কারণ, সবাই তো আর খারাপ নয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশনের বিভিন্ন হাইস্কুলে, সিনিয়র বেসিক স্কুলে এবং জুনিয়র বেসিক স্কুলে তাদের থাকার জায়গা দেওয়া হয়েছে। তাদের এই অবস্থা দেখে খাওয়ার ব্যবস্থা হিসাবে কিছু খাদ্য দেওয়া শুরু হয় এবং বেসরকারীভাবে জাতি-উপজাতি অংশের মানুষ তাদের জন্য কাপড়, চাউল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হয়। কিন্তু বেসরকারী সাহায্য দিয়ে তো সব কিছু সম্ভব নয়। তারপর সরকারী তরফ থেকে তাদের খাদ্য হিসাবে চাউল, ডাল ইত্যাদি দেওয়া হয়। যারা শরণার্থী হিসাবে এসেছে, তাদের সমস্যাগুলি আমাদের রাজ্যের এম, পিরাও বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করে উনারা তাদের সাথে কথা বলে সমস্যা বুঝার চেষ্টা করেছেন। আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব উনি এই এই খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন যে, "আপনার রাজ্যের হাজার হাজার রিয়াং শরণার্থী আমাদের রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, এটার কারণ কি?" আপনি এই ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিন। সেই খবর পেয়ে তাদের ওখান থেকে কিছু অফিসার পর্যায়ের লোক

পাঠিয়েছিলেন, তাতে কোন কাজ হয়নি। তারা এসেই চলে যায়। বেশ কিছুদিন পরে মিজোরামের সরকারকে আমাদের রাজ্য সরকার থেকে রিকুয়েষ্ট করানো হয় যে, আপনাদের এই রিয়াংদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আপনাদের এই রিফিউজীদের চাল দিতে গেলে দৈনিক প্রায় ১ লক্ষ টাকা দরকার হয়। মাসে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের মাথায় বজ্রাঘাত। এত হিউজ অ্যামাউন্ট, এই খরচটা রাজ্য সরকার কোথা থেকে পাবে ? এই অবস্থার মধ্যে যখন বারবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এবং রাজ্য সরকার তাদের সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে যতটা সম্ভব খাদ্য দিচ্ছে। তাদের সমস্যা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, মিজোরামে গিয়ে দেখুন রিয়াংদের কি অবস্থা ? এটা মাননীয় সদস্য বলেছেন, কি ধরনের ব্যবস্থা। তাদের লেখাপড়ার কি অবস্থা, তাদের ইকনমিক ষ্ট্যাণ্ডার্ডটা কি ধরনের তিনি উল্লেখ করেছেন। এগুলি ঘটনা। কিন্তু এখানে যারা মিজোরাম থেকে এসেছেন তারা তো এখানে বেড়াতে আসেননি বা কোন আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করতে আসেননি। তারা ফিরে যেতে চাইছেন। কিন্তু ফিরে যেতে চাইলেও ফিরে যাওয়ার একটা পরিবেশ, সেই পরিবেশের দরকার। সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে মিজোরাম সরকার যদি উদ্যোগ গ্রহণ না করেন তাহলে তারা সেখানে ফিরে যেতে পারবে না। যেহেতু ঐখানে একটা দায়িত্বশীল সরকার রয়েছে, প্রায় এক বৎসর হয়েছে, এক বৎসর পরেও তারা সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। তাদের এখানে একটা সম্প্রদায় বাস করেন, তারা গরীব অংশের মানুষ, এই গরীব অংশের মানুষ তারা কেন চলে আসছে, দেখার দায়িত্বটা তাদের আছে। দায়িত্বশীল সরকার হিসাবে যদি এইগুলি তারা না দেখেন, তাহলে তাদের উপায় কি হবে ? কাজেই এইক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ এবং মিজোরাম সরকারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদেরকে যে সাহায্য সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে এবং খাওয়ার দিচ্ছেন, পানীয় জলের কিছু ব্যবস্থা, চাকমা শরণার্থী স্কেলে তাদেরকে শরণার্থীর মত একটা খাওয়ার যে স্কেল, তার সাথে সাথে অন্য খরচ যেমন সব্জির খরচ, তেলের খরচ এগুলি শরণার্থীরা যেভাবে পেত এই ত্রিপুরা থেকে সেই হারে দেওয়ার ব্যবস্থা সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করে, কেন্দ্রীয় সরকার যেমন অনুমোদন দিয়েছেন, সেই হারে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এখন রাজ্য সরকারতো আর চুপ করে বসে আছে এমন তো নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করেছেন, মিজোরাম সরকারকে অনুরোধ করেছেন তাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমানিক সরকার মহাশয় কিছু দিন আগেও দিল্লীতে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং অনুরোধও করেছেন এটা আপনারা সবাই জানেন। এখন শরনার্থীদের দাবী দাওয়া থাকতে পারে এটা তাদের ব্যাপার। এখন তারা অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল চায় এটাতো এখন আমাদের রাজ্য সরকারের ক্ষমতার মধ্যে নয়। এটা মিজোরাম সরকারের ব্যাপার। এখন যারা

দাবী করেছেন তাদেরও কোন দোষ নেই, দাবী করাটাতো আর অপরাধ না, দাবী দিতে পারেন আবার নাও দিতে পারেন সেটা সংবিধানের ব্যাপার এবং ঐ রাজ্যের ব্যাপার কাজেই এই ব্যাপারে মিজোরাম সরকার যদি কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করেন এটার স্থায়ী সমাধান হবে না। স্যার, এই ব্যাপারে তারা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন না। কাজেই এখানে আমি তার সংশোধনী এনেছি, আমার সংশোধনীতে লেখা হয়েছে যে, "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, সম্প্রতি মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরী করতে কেন্দ্র ও মিজোরাম সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন।" মি: স্পীকার স্যার, আমি আমার এই প্রস্তাবটা রেখে এবং মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্রবাবু যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীকাশীরাম রিয়াং মহোদয়।

শ্রীকাশীরাম রিয়াং : — মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে একটা সমস্যা হয়েছে রিয়াং শরণার্থীদের ব্যাপারে। এখন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ও মিজোরাম সরকারই পারে এই সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু আমাদের ষ্টেটের মানিক বাবুতো আর এড়িয়ে যেতে পারবেন না, ওনার উপরইতো বসে বসে খাচ্ছে ওরা? সুতরাং, তিনটা সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হবে এবং আমাদের মানিকবাবু যদি খোঁচা না দেন তো কেন্দ্রীয় সরকারও বসে থাকবে এবং মিজোরাম সরকারও বসে থাকবে। কাজেই এখন আপনারা সরকার লেভেল দুইটা গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কথা বলবেন। আমি এখানে শুধু একটু বলব মিজোরামের রিয়াংদের অবস্থাটা, এখানে নগেন্দ্রবাবু বলেছেন অনেক দিন আগে থেকে রিয়াংরা ওখানে ছিল এবং ১৯৯০ থেকে ৯১ সালের সেন্সাসে সেখানে রিয়াংদের সংখ্যা হবে ৮০ থেকে ৮১ হাজার হবে পপুলেশন। তার মধ্যে গত ইলেকশানে ভোটার ছিল ৫৫ হাজার জন। তা এই ৮০ বা ৮১ হাজার জন থেকে এখানে এসেছে আপনারা যেটা বলেছেন যে প্রায় ৪০ হাজার লোক মোট কথা একটা বিরাট অংশ জনগণ এখানে চলে এসেছে, এটা তাদের মানসিক বেদনা থেকে বা ইকনমিক কোন প্রেসার থেকে তারা এখানে এসেছে। অনেক দিন আগে থেকে যেটা নগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে একটা ট্রেস ছিল। রিয়াংরা হিন্দু ধর্মের। তাই সে ব্যাপারেও একটা ট্রেন্স আছে। যার জন্য জমির কোন স্বত্বও তাদের দিত না। তারা গত ৯০ সাল থেকে তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছেন এবং সেখানে গভর্ণমেন্টও কিছু কিছু চেষ্টা করছেন। আমাদেরও কিছু দোষ আছে। কারণ এই যে শিফটিং কালটিভেশন অর্থাৎ জুম চাষ করছে ফলে ১০/১২টি পরিবার করে ঐ দূরে দূরেই তারা থাকে। ফুলড সাই কনষ্টিটিউয়েন্সীর এম, এল, এ উনি সেখানে [illegible]

মিঃ লালসুরামা তিনিও অনেক চেষ্টা করেছেন। পরে আমাকে নিয়ে ১০/১২টা পাড়া নিয়ে একটা গাঁওসভা করেছেন ৪০০-৫০০টি পরিবার নিয়ে। তারপর স্কুলঘর নেই সেটা তিনি করে দিয়েছেন। তিনি অনেক অনেক চেষ্টা করেছেন। সব মিজো তো আর খারাপ না। যেমন আমাদের শিখাবাড়ী, লম্বাছড়া গন্ডুরটন্ডুর নিয়ে আরেকটা ভিলেজ করেছেন এবং রিয়াংরা চাইছে সিকসথ সিডিউল মোতাবেক অটোনোমাস ডিসট্রিক্ট কাউন্সিল। আর এটার কিন্তু কন্টিনিউয়িটি নেই। গত বছরে এই টেনশনটা অনেকদিন ছিল। তদুপরি আমাদের এখানে উগ্রপন্থীরাও যন্ত্রণা রয়েছে। এরফলে অনেক রিয়াং পরিবার মিজোরামে গিয়েছে। ফলে সেখানে টেনশনটা আরো বেড়েছে। এবং গত আগষ্ট মাসের শেষের দিকে দুইজন ফরেষ্টার কর্মীকে মার্ডার করে রিয়াং পাড়াতে ফেলে রাখে। এইটা থেকে এই আউটবার্ষ্টটা হয়েছে। যারফলে ডাইরেক্ট আক্রমণটা এসেছে। এবং এটা দ্রুত বিভিন্ন গ্রামে লুংলে এবং অন্যান্য গ্রামে, বিভিন্ন ডিসট্রিকক্টে সবগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মিজোরামে যত রিয়াং ছিল, তার প্রায় অর্ধেক ত্রিপুরায় চলে এসেছে। কাজেই এই সমস্যাটা অনেক গভীরে চলে গেছে। তারপর এই ব্যাপারে বলতে হচ্ছে, অনেক রিয়াং পরিবার এখানে তাদের সম্পত্তি কাগজেপত্রে এক্সচেঞ্জ করে এসেছে। এখানে কারলুমে যারা আছে একসচেঞ্জ করে এসেছে। সেখানে উগ্রপন্থীরা নাকি তাদের বলেছে যে, "না, তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। তোমরা আবার চলে যাও।" এইটাও কিন্তু দেখার বিষয়। এটা আপনারা দেখবেন যখন গভর্ণমেন্ট লেভেলে আলোচনা হবে। যারা ক্যাম্পে রয়েছে, তাদের মধ্যেও অনেক অসুবিধা, অনেক সমস্যা রয়েছে। তারপর কিছু কিছু লোক ক্যাম্প থেকে চালও বাইরে পাচার করে দিচ্ছে এবং দুই একজন নাকি ধরাও পড়েছে, এরেষ্ট হয়েছে। এইরকম যাতে না হয় সেটাও দেখা উচিত। এমনি তো রিয়াংরা অত্যন্ত দুর্দশার মধ্যে আছে। তাদের যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা দিতে পারছি না। এরমধ্যে যদি আমাদের এখান থেকেও তাদের উপর অত্যাচার হয়, তাহলে সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হবে। রিয়াংদের এই সমস্যার অতি সত্বর সমাধান হওয়া উচিত। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এটা এড়িয়ে যেতে পারবেন না। কারণ, তিনি কিন্তু হোষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকার এবং মিজোরাম সরকার চুপ করে থাকলেও, তাকে কিন্তু এদের খাওয়াতে হবে। কাজেই তিনি এই ব্যাপারে ইনিশিয়েটিভ নেবেন যাতে সমস্যার সমাধান হয়। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রীগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা অতিসত্বর সমাধান হওয়া দরকার এবং তারজন্য উদ্যোগ নিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে আপনার মাধ্যমে স্যার, আমি অনুরোধ করছি। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীমানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— অনারেবল স্পীকার স্যার, এখানে যে বিষয়টির উপর মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় প্রস্তাব এনেছেন, গত বিধানসভার অধিবেশন থেকে শুরু করে, চলতি অধিবেশনে এইটা বেশ কয়েকবার বিভিন্নভাবে আলোচনার মধ্যে এসেছে এবং সবাই সমানভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই ব্যাপারে কিছু তর্ক বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু মূলতঃ বিষয়টি সম্পর্কে সবাই সচেতন, উদ্বিগ্ন এবং সবাই চান যাতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছেন তারা, মিজোরামের রিয়াং নাগরিকরা, তারা যাতে ফিরে যেতে পারেন. আমি সময় নিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাইনা। শুধু এটাই বলতে চাইছি, প্রথম মিজোরাম রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তখন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দশরথ দেব মহোদয় ওখান থেকে সেখানকার হোম মিনিষ্টার আসেন। তখন রাজ্যের হোম মিনিষ্টার ছিলেন শ্রীসমর চৌধুরী। উনারা সেখানে যান এবং কথা বলেন। তৎকালীন সাংসদ তথা বর্তমানে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী এবং মাননীয় শ্রীবাজুবন রিয়াং মহোদয়, উনার একটি সুবিধা হল উনি ওদের ভাষাটা ভাল বুঝেন যেহেতু তিনি নিজে ঐ সম্প্রদায়ের, উনিও সেখানে যান এবং সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। মূল সমস্যা হচ্ছে, রিয়াংরা মিজোরামে তাদের জন্য একটি পৃথক জেলা পরিষদ দাবী করেছিল। তখন সেখানে একটি কনফারেন্স চলছিল এবং তখনই নন-রিয়াংরা এসে তাদের উপর আক্রমণ করেছে এবং তারপর থেকেই নন-রিয়াংরা রিয়াংদের উপর আক্রমণ করতে শুরু করে। এই নিয়ে কাশীবাবু বলেছেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই সমস্যা নিয়ে একটি মিটিং ড'কা হয়। এতে ত্রিপুরা এবং মিজোরামের প্রতিনিধি ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। সেই সভায় মিজোরাম সরকারকে চাপ দেওয়া হয়েছে রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য। পাশাপাশি তখন আমাদেরকে বলা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত এই রিয়াং শরণার্থীরা স্বভূমিতে ফিরে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে যেন থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় টাকা-পয়সা যা দরকার সেটা কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করবেন। সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম কিস্তিতেই ১০ লক্ষ টাকা ত্রিপুরা সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাদের জন্য। আমরা যাদের জন্য সেই টাকা সঠিকভাবে লাগিয়েছি। মিজোরাম সরকারকে বলেছি দেখ, তাদেরকে এই ভাবে ফেলে রাখা যায় না. বিভিন্ন কারণে রিয়াং শরণার্থীদের মধ্যে ২৬০ জন থেকে ২৬৫ জন মারা গিয়েছে। তাদেরকে এইভাবে আমরা আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না। শিশু-নারী- এইভাবে মারা গিয়েছে। আমি এই নিয়ে প্রতিদিনের একটি চিত্র মিজোরাম সরকারের কাছে পাঠাতাম, যে এই হচ্ছে এবং এই হচ্ছে না। যাতে তাদের মনেও এই ব্যাপারে একটু তাগাদা থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন জবাব আমরা পাইনি। তারপর দিল্লীতে গিয়ে এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে হোম মিনিস্টার এবং প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম

দু'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আলাদা করে এই ব্যাপারে আলোচনা করি। আমি যখন ডিমাপুরে গিয়ে ছিলাম তখন সেখানে নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়। তখন আমরা ঠিক করেছিলাম আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কতগুলি কমন ইস্যু নিয়ে কেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করব। দল-টল যাইহোক্ মিটিং-এ আমরা এক হয়ে আলোচনা করব। আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করি এবং সিনিয়র হিসাবে নাগাল্যাণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী সেই সভা ডাকলেন। সেই মিটিং-এ আমি অবশ্য গিয়েছিলাম। তাতে বিভিন্ন রাজনীতি হয়েছে। নাগাল্যাণ্ড ভবনে গেলাম। সেখানে নাগাল্যাণ্ডে চীফ মিনিস্টার ছিলেন মিজোরামের চীফ মিনিস্টার ছিলেন। সেখানে আমি বলি। তার আগে উনার সঙ্গে কখনো আমার কথা হয় নি। প্রথম উনার সঙ্গে কথা হয়, সেখানে সম্মান দিয়ে সম্বোধন করে কথা হয়েছে। আমি বললাম আপনার সঙ্গে একটা সমস্যা নিয়ে কিছু কথা বলব। তিনি বললেন "ঠিক আছে বলব"। আমি বলেছিলাম তাহলে কালকে সকালে বলব। আমি বলেছিলাম আমি কি আপনার এখানে যাব? তিনি বললেন "না না আমি আপনার এখানে আসব"। পর দিন সকালে আমি উনার জন্য ৮টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। তখন উনি টেলিফোন করে আমাকে বলেন আমার তো আসা সম্ভব হচ্ছে না খুব সম্ভবত মিসেসকে এয়ারপোর্টে সি অফ করতে যাবেন। তারপর ঠিক হয়েছে, ঠিক আছে এটা তো আর মিটিং না লাঞ্চে বসে আলোচনা করব। তারপর দেখলাম সেখানে আলোচনা করার কোন পরিবেশ ছিল না। যাই হোক ঐ সময় বেরোচ্ছিলাম এমন সময় আদবানী সাহেব আমার সামনে পরে গেছেন। আমি তখন উনাকে বলেছিলাম যে আমার রাজ্যের সমস্যা ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব। উনি বললেন "প্লীজ এই সাইড এ আসুন" সঙ্গে সঙ্গে উনি ধরলেন কি হচ্ছে আপনার রাজ্যের ব্যাপারে কিছু কিছু কমপ্লেন পাচ্ছি। উনি একটু বিরোধিতার সঙ্গে কথা বললেন। আদবানী সাহেব জিনিষটাকে গুরুত্ব সহকারে দেখলেন। এবং কেমন কেমন যেন হয়ে গেল বললেন "আপনার কি হচ্ছে।" যাই হোক আমরা ওখান থেকে বেড়িয়ে গেলাম। আমার আশা ছিল খাবার সময় উনাকে পাওয়া যাবে। কিন্তু উনি বেড়িয়ে গেলেন। উনাকে পেলাম না উনার যে কোন কাজ থাকতেই পারে তারপর আমি ফিরে এসে উনার ভবনে গিয়ে যোগাযোগ করেছিলাম-যে একটু কথা আছে আপনাকে তো পেলাম না, কি ব্যাপার? পরে উনি আমাকে একটা সময় দেওয়ার চেষ্টা করলেন পরে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হয়নি। আলোচনা না করেই চলে আসলাম। আর ঐ যে লাঞ্চ পিরিয়ডে আমি যে বলেছিলাম উনাকে পেলাম না তখন প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার এবং ফাইন্যান্স মিনিস্টার এক সঙ্গে বসে কথা বলছেন। সেখানে আমি গিয়ে বলেছিলাম এইভাবে হবে না প্লীজ আপনি একটা মিটিং ডাকার চেষ্টা করুন, সেখানে দুই জন মুখ্যমন্ত্রী থাকবে। আমিও থাকব উনিও থাকবেন মিটিং করে আলোচনা করার ব্যবস্থা করুন। তবে প্রাইম মিনিস্টার কথা দিয়েছে যে আমরা একটা কিছু করব এবং তারপর আমি আমাদের রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তিনি আমাকে এডভাইজ করলেন একটা কাজ

করুন "আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের যিনি চেয়ারম্যান মাধব প্রসাদজী উনাকে একটা চিঠি দেন।" আমাদের কাউন্সিল তো এখনো ভেঙ্গে যায়নি। তারা যদি সেখানে একটা কিছু চিন্তা ভাবনা করে। আমি ভেবেছিলাম যে, ঠিক আছে একটা চিঠি দেওয়া দরকার। উনাদের কি করার আছে আমি জানি না। আর যে খরচগুলি হচ্ছে এইগুলি তো বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। আর সব চেয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য তারা কষ্ট পাচ্ছে। চিঠি দেওয়ার পর উনি আমাকে লিখিত জানালেন যে, "টাকা পয়সার ব্যপার তো আমরা কিছু করতে পারব না" আর ঐটার ব্যাপারেও কিছু বললেন না। এখানে কেন্দ্রীয় হোম মিনিস্টারের পক্ষে থেকে বার বার বলা হয়েছে একটা কিছু হয়েছে মিজোরামে না হলে এই লোকগুলি যেত না। আর এখন সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন। আমার পূর্ববক্তা কাশীবাবু বলেছেন ৫৫ হাজার জন হচ্ছে রিয়াং ভোটারস্। আমি যখন বললাম ৩৫ হাজার তখন তারা বললেন "এতগুলি কোথেকে এসেছে এত সংখ্যা রিয়াং তো আমাদের রাজ্যে নেই।" কি বলেছেন এটা বলছেন আর কোন রাজ্যের রিয়াংরা এসেছেন। সেটি আমি কি করে বলব? এতটুকু আমি জানি আসাম থেকে কিছু এসেছে। তারপরে উনি বললেন আমাদের এখানেও তো মণিপুরের লোক আছে। এ খবর তো কেউ নিচ্ছেননা। আমি আর কিছু বলিনি। দেখুন এইভাবে কি সমস্যাটা সমাধান হবে? এটা তো ঠিক হচ্ছে না। মণিপুরে কিছু সমস্যা হয়েছে। সেখানে এথনিক ক্লেশ হয়েছে। তাতে কিছু শিবিরবাসী হয়েছে। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে চিঠি লিখেছে যে আমাদের ফাইন্যান্সিয়েল কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিছু সাহায্য করুন।" আমাদের তো কিছু নেই। তারপরেও আমি চিফ মিনিস্টারের ফাণ্ড থেকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছি একেবারে বিদুরের খুদ। তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। আমি পত্রিকাতে এইগুলি দেই নি। এইরকম পরিস্থিতির মধ্যে এইভাবে যে বলছেন এটাকে ঠিক হবে। এটা ঠিক না। বলুন আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

এই বিধানসভাতে আমরা যদি প্রস্তাব নিই যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে তা হলে কিন্তু মিজোরাম সরকারের কিছু থাকবেনা এটার সঙ্গে কিন্তু ঐটার রিলেটেড। আমরা দায়িত্ব এড়ানোর জন্য বলছিনা। এটা নিজেরা নিজেদের ঘাড়ে টেনে নিয়ে আসছি। তার পর তারা বলবে যে আপনারাই তো প্রস্তাব নিয়েছেন, আপনারাই তার সমাধান করুন। কাজেই এইদিক থেকে এটা ভুল হয়ে যাবে কারণ সমস্যাটা উনাদের, আমরা সবাইমিলে বলছি। মাননীয় সদস্য কাশিরাম বাবু এখানে বলেছেন যে আমার ঘারে বসে কি খাবে, আমার খাওয়ার ক্ষমতা আছে নাকি, আমারতো কিছু নেই। ব্যাপারটা সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেবেনা। নগেনবাবু বলেছেন যে······ কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা। টাকা তো আমাদের দেশের মানুষের টাকা। টাকাগুলি অযথা খরচা হবে। মূল ব্যাপারটা······ হচ্ছে এটা। কাজেই ঐই জায়গায় দাঁড়িয়ে

সংশোধনীর মূল প্রশ্নটা হচ্ছে এখানে। এখানে আমরা আমাদের দায়িত্ব মোটেই অস্বীকার করছি না। আমি আমাদের এখান থেকে কাশী বাবু গেছেন, নগেন বাবু গেছেন এবং আমাদের দলের তারাও গেছেন এবং সেখানে তারা কাজ করেছেন, আবারও আপনারা গিয়ে তাদেরকে বলুন যে তাই তোমাদের যেতে হবে। ঠিক আছে তোমরা দাবী করছ তারা সেই দাবী মানছে না, আমাদের রাজ্যেওতো স্বশাসিত জেলাপরিষদ অনেকে মানে না ষষ্ঠ তপশীল অনেকে মানেননা সেটা তো অনেকদিন সময় লাগার পর তার পর রিয়েলিটি যখন আমরা রিয়েলাইজ করতে পেরেছি তার পরে এই বিধানসভার এই প্রস্তাব পাশ হল। তারপর এটা হল। কাজেই সময় লাগতে পারে। সেখানে একটা দাবী উঠেছে, আমি তা পত্রিকায় দেখেছি তা আমি জানিনা কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, রিয়াং এবং চাকমা উভয়ের বিরুদ্ধে একটা অংশ বলছে যে তারা কেউ মিজোরামে থাকতে পারবেনা। এরকম হলেতো সর্ব্বনাশ হয়েযাবে। সেখানে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম। হিন্দু খ্রীষ্টান, সেটা আরো সিরিয়াস ব্যাপার। কাজেই সেটার সঙ্গে ধর্ম, ভাষা, কমিউনিটি এমনভাবে জড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে এটাকে একেবারে জটিল অবস্থার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। যেটা উনি বলেছেন যে সন্ত্রাসবাদীদের সেখানে একটা ভূমিকা রয়েছে। সেটা সত্য। সেখানে আমরা শুনেছি যে কোন কোন সন্ত্রাস বাহিনী ঢুকছে তাদেরকে অস্ত্র দিচ্ছে. "ব্রু" বলে একটা সংগঠন তৈরী হয়েছে। তাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হয়েছে, এটাকে তো খুব খারাপ জায়গায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যথেকে অতি সত্বর বেরিয়ে আসা দরকার। আর সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে এটা বাংলাদেশের চাকমা শরণার্থী আর ত্রিপুরার ব্যাপার না। মিজোরাম আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য আসাম মিজোরামের মধ্যে বর্ডার নিয়ে যে সমস্যা হয়ে গেল সেই রকম সমস্যা আমরা এলাউ করতে পারিনা। সেটা কোন মতেই হতে পারেনা। দু জায়গার মধ্যে উপজাতি অংশের মানুষরা আছে। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থাতেই ফারদার এ্যাসকালেষ্ট করার সুযোগ দেওয়া উচিৎ নয়। সেটা সভার দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ফলে আমাদের দায়িত্ব আমরা মোটেই সার্ফ করছিনা। এখানে সংশোধনী আকারে যে প্রস্তাবটা এসেছে সেই প্রস্তাবে নগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে মূল বক্তব্য সম্পূর্ণ ভাবে মেন্টেন হচ্ছে এবং সেই জায়গায় এই হাউস থেকে আবার অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় সরকার যাতে তার জন্য উদ্যোগ নেয়। ১২ তারিখ মিটিং মিজোরাম সরকার যেটা ভাবল সেটা ফেল পরে গেলে, তাদেরকে আবার আমরা রিকোয়েষ্ট করছি যে প্লিজ টেইক ইনিসিয়েটিভ তুমি বল এই ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি। এটা আবার তাদের কাছে বলতে পারি এবং যদি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলতে চান, এই ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। যদি আমাকে সেখানে যেতে বলা হয় এতেও আমার কোন আপত্তি নেই। হোম মিনিস্টারী থেকে ইন্সিসট করা

হচ্ছিল মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে এই রাজ্যে আমার জন্য। আমার জন্য যেটা বলেছিলেন, এখানকার রিয়াংদের মধ্যে যে একটা উত্তেজনা এখন বিরাজ করছে এই অবস্থার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি আসেন তাহলে ব্যাপারটা বোধহয় একটু জটিল হয়েযেতে পারে। আমি সেখানে বলেছি যে এটা ঠিক, ঠিক হবে তখন উনি বলেন যে "১২ তারিখ মিটিং ডেকেছি।" আমি বলেছিলাম যে এই মিটিংটা উনি আগে করে নিন। সেখানে উনি রিকোয়েস্ট করলেন যে হোমের একজন লোক থাকা দরকার, আমি সেটাকে সমর্থন করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে ঠিক আছে, সে সঙ্গে সঙ্গে খুব ... পিল্লাই জয়েন্ট সেক্রেটারী, তিনি নর্থইস্টান রিজন দেখেন, উনাকে হোম মিনিস্টার থেকে বললেন যে, "তুমি সেই মিটিংএ এ্যাটেন্ট কর।" এটা হচ্ছে ঘটনা। কাজেই এই বিষয়টাকে যেভাবে ... নিয়েযান এটা আমাদের কারো কাম্যনা। মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলতে পারতাম যে আপনি আসুন। একটা অকোয়াড পশিজানে তো মুখ্যমন্ত্রীকে ফেলা এটা বোধহয় ঠিক হবেনা। ... মাসে সেখানে নির্বাচন আসে। খুব সম্ভবত ঐই সমস্ত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন। তার পরেও এখানে যে প্রস্তাব এসেছে এবং কি কারণে তার সংশোধনী এসেছে সেটাও এখানে আমি পরিস্কার করে বলেছিলাম। আমরা রিকোয়েস্ট করব, যে হাউসের রিকোয়েস্ট এবং আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করব আমাদের এটা পাঠানোর জন্য। আমি আবার মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অভার টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করব যে প্লিজ, ইউ টেক ইনেসিয়েটিভ। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— নগেন্দ্র বাবু কি জবাব দিবেন, দিলে দিতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, নরসীমা রাও একবার এখানে এসেছিলেন,। রাজভবনে বসে তিনি বলেছিলেন, "এটা কি করে হবে? মিজোরা দাবী জানিয়েছে, চাকমা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ভেঙে দেওয়ার জন্য এটা কি করে হবে। তাহলে তো সিংহের মুখে মেষ শাবক তুলে দেওয়ার মত হবে।" কাজেই সবাই মোটামুটি চেষ্টা করছেন, দুর্বলদের নির্যাতিত হবার হাত থেকে বাঁচাতে। আমি এই সেন্টিমেন্ট উপলব্দি করতে পারি। এখন ওখানে চাকমারা দাবী পেয়ে গেছেন। কি রকম আন্দোলন হয়েছে জানা নেই। তবে রিয়াংরা যে তাদের দাবী সময় মত ভুলতে পারেন কি সেটা ইতিহাস বলছে। এবং পৃথিবীতে দেখা গেছে, এক সঙ্গে সব জাতির অভ্যুত্থান হয় না, জাগরণ নয় না, সংগ্রাম হয় না। এক একটি সন্ধিক্ষণে এসে জাতির উত্থান হয়। কাজেই রিয়াংরা একটা সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি মিজোর বিরুদ্ধে বলতে পারি না। এখানে মিঃ রিয়াং ঠিকই বলেছেন, মিজোরাম যখন রিয়াংদের বিরুদ্ধে অত্যাচার হচ্ছিল তখন মিজোর বৃহত্তম অংশ রিয়াংদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এটা বাস্তব। কাজেই, আমি বলব না, মিজোরামের বিরুদ্ধে। তবে সোস্যাল ইকনমির সম্পর্কে তারা কতটুকু সংকোচিত এটা দেখা দরকার এবং এটা সমাধানের ক্ষেত্রে

আন্তরিক হওয়া দরকার। আমরা এই বিধানসভায় অবশ্যই রাজ্য সরকারকে বলতে পারি। আমার এখানে যে ভুল হয়েছে তা, মিজো সরকারের ইনক্লুড করি নি। আলোচনা সব সময় ত্রিপাক্ষিক হলে ভাল হয়। এর প্রয়োজন আছে। মিজোরামের মাথা ব্যথা নেই। কেন্দ্রের কতখানি মাথা ব্যথা আছে জানি না। তবে আমাদের মাথা ব্যথা আছে। কাজেই আমরা রাজ্য সরকারকে নিশ্চয়ই বলব যে, বিশেষ করে মাননীয় চীফ মিনিস্টার বলেছেন, ব্যক্তিগতভাবে। আমি ব্যক্তিগত বলছি না। আমি সরকারকে বলব, এই সমস্ত তুলে ফেলুন। এবং এখানে যে সংশোধনী এসেছে এটা সহ আমারটা ঠিক বলা হউক, রাজ্য সরকার, মিজো সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এব্যাপারে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করুন। এটা আমার বিরুদ্ধেই থাকবে, প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করুন।

মানিক সরকার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমার কোন আপত্তি নেই। কেন্দ্রীয় সরকার, মিজোরাম সরকার ও ত্রিপুরা সরকারে আমার কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার :— তাহলে প্রস্তাবটি এভাবে আনছি, "ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে, যে সম্প্রতি মিজোরাম থেকে আগত রিয়াং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরী করতে কেন্দ্রীয় সরকার, মিজোরাম সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করুক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।)

এই বিধানসভা আগামী ৩১শে আগষ্ট, বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE ANNEXURE—'A

(Questions and Answers)

Admitted Starred Question No. 15

Name of M.L.A. :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Honb'le Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৮-৯৯ ইং অর্থ বৎসরে খোয়াই মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরীটির জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করে তা উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? এবং

২। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর

১। বর্তমানে সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

২। রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অপর্যাপ্ত বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ।

Admitted Starred Question No. 40

Name of the Member :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes & O. B. C. Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে এস, সি, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নতুন বোর্ডিং করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে কোন্ কোন্ জায়গায় করা হবে ?

৩। রাজনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বোর্ডিং করা হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমান আর্থিক বছরে শহর সংলগ্ন অরুন্ধুতীনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ৩০ আসন বিশিষ্ট এস, সি, ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে।

৩। বর্তমান আর্থিক বছরে এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

Admitted Starred Question No. 41

Name of M.L.A. :— Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে পরীক্ষা সেন্টার বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে বিলোনীয়া বিভাগের পশ্চিম পাড়াকে (রাজনগর, বড়পাথারী, রাধানগর, নিহারনগর, পি আর, বাড়ী) কেন্দ্র করে একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টার করার জন্য বিবেচনা করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। বিবেচনাধীন।

২। বিবেচনাধীন।

Admitted Starred Question No. 80

Name of M.L.A. :— Shri Basudeb Majumder and Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ফিক্সড পে তে যে সমস্ত সরকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদেরকে বর্তমান ১৯৯৮ ইং বৎসরে পে স্কেল দেওয়া হবে কিনা, এবং

২। দেওয়া হলে কোন মাস থেকে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এমন কোন সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয় নাই। তবে ইহা সরকারের বিবেচনায় আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 208

Name of Member :— Shri Shyama Charan Tripura

Will the Minister-in-charge Power Department be pleased to State

প্রশ্ন

১। গাবো মাইক্রো হাইডেল প্রজেক্ট স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কোথায় কোথায় করা হতে পারে এবং প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছে কিনা এবং অনুমিত ব্যয় বরাদ্দ কত ?

৩। পরিকল্পনা না থাকিলে কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। একটি ২×৫০ কিলোওয়াট মাইক্রো হাইডেল প্রজেক্ট কমলপুর মহকুমার সাইকার বাড়ীতে বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দ ৬৮ লক্ষ টাকা।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

অতিরিক্ত

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওয়াটার রিসোর্সের মাধ্যমে ত্রিপুরার ডাম্বুর, ঊনকোটি এবং সাইকার বাড়ীতে মাইক্রো হাইডেল স্থাপন করার উদ্দেশ্যে ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করানো হয়। ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করার পর দেখা যায়, একমাত্র সাইকার বাড়ী ছাড়া অন্য দুটি জায়গায় মাইক্রো হাইডেল বসানোর উপযোগিতা নেই। গত বছর আর, পি, এন, এন-এর মাধ্যমে সাইকার বাড়ীতে মাইক্রো হাইডেল প্রকল্পটি রূপায়িত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আর, পি, এন, এন, শেষ পর্যন্ত এই কাজটি করতে পারেনি। এখন নতুনভাবে অন্য এজেন্সীর মাধ্যমে কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 219

Name of M.L.A. :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কোন্ কোন্ কলেজের নিজস্ব জায়গা, কলেজ বিল্ডিং ও খেলার মাঠ নেই,

২। কবে নাগাদ এ সকল কলেজের জন্য নিজস্ব বিল্ডিং ও খেলার মাঠ তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। নিম্নলিখিত কলেজগুলির নিজস্ব জায়গা, কলেজ বিল্ডিং ও খেলার মাঠ নেই।

ক) বি, বি, ইভিনিং কলেজ, আগরতলা।

খ) গভর্ণমেন্ট ডিগ্রী কলেজ, সোনামুড়া।

গ) গভর্ণমেন্ট ডিগ্রী কলেজ, অমরপুর।

২। প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের উপর বিষয়টি নির্ভর করছে।

Admitted Starred Question No: 296

Name of M.L.A. :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে জনস্বার্থে খোয়াই মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরীটির স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনে খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিভালয়ের নিকটে নতুন জমি দেওয়া হয়েছিল ?

২। সত্য হলে কবে নাগাদ লাইব্রেরীটি স্থানান্তরিত হবে ?

উত্তর

১। এই তথ্য আমাদের জানা নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 316

Name of Member :— Shri Billal Miah

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Sch. Castes & O.B.C. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সরকার আলাদা কোন পরিচালকমণ্ডলীর দপ্তর চালু করেছেন কিনা.

২। চালু থাকলে উক্ত দপ্তরের জন্য আলাদা বাজেট করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 370

Name of the Member :— Smti. Bijoy Laxmi Sinha

Will the Honble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কোনও এন, জি, ও সেন্ট্রাল স্পনসরড সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার স্কীমে সাহায্য পেয়ে থাকে কিনা?

২। যদি পেয়ে থাকে কোন জেলায় কতটি?

৩। পশ্চিম ও উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কোন কোন সংস্থা পেয়ে থাকে?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়— ৭টি

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়— নাই

ধলাই জেলায়— নাই

উত্তর ত্রিপুরা জেলায়— ২টি

৩। ১) বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় নিম্নে বর্ণিত এন, জি. ও সেন্ট্রাল স্পনসরড সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার স্কীমে সাহায্য পেয়ে থাকে :—

ক) ত্রিপুরা কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, আগরতলা।

খ) অবলম্বন, আগরতলা।

গ) অল ত্রিপুরা এস, সি/এস, টি, আপলিফটমেন্ট মাইনোরিটি কাউন্সিল, আগরতলা।

ঘ) এসোসিয়েশান ফর সোসিয়েল হেলথ ইন ইন্ডিয়া, ত্রিপুরা শাখা, আগরতলা।

ঙ) কল্যাণ সমিতি, আগরতলা।

চ) অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব এস, সি, এস, টি এণ্ড মাইনোরিটিস কলিকাতা-আগরতলা শাখা।

ছ) প্রতিবন্ধী পুনর্বাস সমিতি, আগরতলা।

২। উত্তর ত্রিপুরা জেলায়— ২টি

ক) নর্থ ত্রিপুরা ডিফ এণ্ড ডাম্ব স্কুল, কৈলাসহর।

খ) দেওয়ান পাশা মহিলা উন্নয়ন সমিতি, ধর্মনগর।

Admitted Starred Question No. 390

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will be the Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে সাব-ইনফরমেশান সেন্টারের সংখ্যা কত?

২। এ সকল সাব-ইনফরমেশান সেন্টারগুলির কাজ কি?

৩। এ সকল সাব-ইনফরমেশান সেন্টারগুলিতে রাজ্য থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র পুনরায় চালু হবে কিনা?

৪। এ কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ কোন খাতে খরচ হয়ে থাকে?

উত্তর

১। ৪২১ (চারশত একুশ)।

২। তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণকে সচেতন করা।

৩। পুনরায় চালু করার প্রশ্নই উঠে না। সাব-ইনফরমেশান সেন্টারগুলিতে রাজ্য থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র স্থানীয়ভাবে ক্রয় করার নির্দেশ রয়েছে।

৪। প্রশ্নই উঠে না। সাব-ইনফরমেশান সেন্টারের জন্য কেন্দ্রীয় খাতে কোন পৃথক অর্থ বরাদ্দ নেই।

Admitted Starred Question No. 405

Name of M.L.A. :— Smti. Bijoy Lakasmi Sinha

PAPERE LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ক) রাজ্যে বর্তমানে কয়টি পাবলিক লাইব্রেরী আছে? এবং

খ) কোথায় আছে?

২। তার মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট পাবলিক লাইব্রেরীর সংখ্যা কত এবং আরো স্থাপন করার কল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা?

৩। যদি থাকে তার মধ্যে কমলপুরে একটি ডিষ্ট্রিক্ট পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। ক) ২৭টি।

খ) পশ্চিম ত্রিপুরায়—

১। বীরচন্দ্র ষ্টেট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী।

২। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা লাইব্রেরী, আগরতলা।

৩। শিশু লাইব্রেরী, গান্ধীঘাট, আগরতলা।

৪। বিশালগড় পাবলিক লাইব্রেরী।

৫। মেলাঘর লাইব্রেরী।

৬। মোহনপুর লাইব্রেরী।

৭। তেলিয়ামুড়া লাইব্রেরী।

৮। খোয়াই বিভাগীয় লাইব্রেরী।

৯। সোনামুড়া লাইব্রেরী।

১০। পদ্মরমুড়া গ্রামীণ লাইব্রেরী।

গ দক্ষিণ ত্রিপুরায়—

১। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা লাইব্রেরী।

২। অমরপুর বিভাগীয় লাইব্রেরী।

৩। বিলোনীয়া বিভাগীয় লাইব্রেরী।

৪। সাব্রুম বিভাগীয় লাইব্রেরী।

৫। কাকড়াবন ব্লক লাইব্রেরী।

৬। বগাফা ব্লক লাইব্রেরী।

৭। রাজনগর ব্লক লাইব্রেরী।

৮। বাইখোরা গ্রামীণ লাইব্রেরী।

ঘ) উত্তর ত্রিপুরায়—

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলা লাইব্রেরী।

২। ধর্মনগর মহকুমা লাইব্রেরী।

৩। কমলপুর মহকুমা লাইব্রেরী।

৪। কাঞ্চনপুর মহকুমা লাইব্রেরী।

৫। পানিসাগর মহকুমা লাইব্রেরী।

৬। আমবাসা মহকুমা লাইব্রেরী।

২। ৩টি জেলা লাইব্রেরী যথা:—

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলা লাইব্রেরী।

২। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা লাইব্রেরী।

৩। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা লাইব্রেরী।

নতুন পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের বর্তমানে সরকারের কোন পরিকল্পনা নেই।

৩। নতুন পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনের কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 409

Name of the Member :— Shri Kashiram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সরকার অবগত আছেন কি "ত্রিপুরা হালাম-কুকি ল্যাংগুয়েজ ডেভল্যাপমেণ্ট এডভাইজারী কমিটি" হালাম-কুকি ভাষার নামে লুসাই ভাষা/মিজো ল্যাংগুয়েজ প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে চালু করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহা হইলে ত্রিপুরা হালাম-কুকি সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রথমে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে যদি মতামত গ্রহণ করা না হয়ে থাকে, তাহা হইলে হালাম-কুকিদের উপরে অন্যায়ভাবে লুসাই ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার কারণ কি ?

৪। উক্ত কমিটি দ্বারা যদি সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত বাতিল করে প্রথমে হালাম-কুকি সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 414

Name of the Member :— Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের 'এ' ক্যাটাগরিভুক্ত পত্রিকাগুলির প্রতিটিতে দৈনিক প্রচার সংখ্যা কত ?

২। এই সমস্ত পত্রিকার মধ্যে গত অর্থ বছরে কোন পত্রিকায় কত টাকা করে সরকারী, আধা সরকারী সংস্থা সমূহের বিজ্ঞাপন মুদ্রণের অর্ডার ইস্যু করা হয়েছিল ?

৩। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রচলিত নীতি নির্দেশিকা লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১।

Sl. No.	Name of the Newspapers	Total circulation	Base year of R.N.I. assessment
1	2	3	4
1.	Daily Desher Khata	5341 Nos.	1994

2.	Dainik Sambad	42525 Nos.	1994
3.	Tripura Darpan	12081 Nos.	1994
4.	Syandan Patrika	20049 Nos.	1993
5.	Dainik Ganadoot	18607 Nos.	1994
6.	Bhabi Bharat	10678 Nos.	1991
7.	Manush	14154 Nos.	1994
8.	Ganasambad	8808 Nos.	1988
9.	Dainik Swastidoot	6552 Nos.	1993
10.	Jagaran	10060 Nos.	1994
11.	Vivek	6715 Nos.	1994
12.	Bartaman Tripura	5997 Nos.	1990
13.	Tripura Observer	5053 Nos.	1994
14.	Tripura Times	2934 Nos.	1990

২। তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে সাধারণভাবে শুধুমাত্র সরকারী দপ্তর সমূহের বিজ্ঞাপন মুদ্রণের অর্ডার ইস্যু করা হয়। আধা সরকারী সংস্থা সমূহ সরাসরি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে।

গত আর্থিক বছরে 'এ' ক্যাটাগরিভুক্ত সংবাদপত্রগুলিতে প্রদত্ত বিজ্ঞাপনের পরিমাণ আর্থিক মূল্যে নীচে দেওয়া হলো :—

Sl. No.	Name of the Newspaper	Total minority involvement during the year 1997-98		
		Classified	Display	Total
1	2	3	4	5
	OFFSET PAPER			
1.	Daily Desher Katha	Rs. 3,40,980/-	Rs. 1,70,064/-	Rs. 5,11,044/-
2.	Dainik Sambad	Rs, 3,25,160/-	Rs 1,06,550/-	Rs. 4,31,710/-
3.	Tripura Darpan	Rs. 3,19,080/-	Rs 86,436/-	Rs, 4,05,516/-

4.	Syandan Patrika	Rs. 3,24,960/-	Rs. 73,056/-	Rs. 3,98,016/-
5.	Ganadoot	Rs. 3,23,060/-	Rs. 57,988/-	Rs. 3,81,048/-
6.	Bhabi Bharat LETTER	Rs. 3,15,420/-	Rs. 19,409/-	Rs. 3,35,424/-
7.	Manush	Rs. 2,53,920/-	Rs. 12,557/-	Rs. 2,66,477/-
8.	Ganasambad	Rs. 2,49,104/-	Rs. 3,968/-	Rs. 2,53,072/-
9.	Dainik Swastidoot	Rs. 2,49,328/-	Rs. 1,152/-	Rs. 2,50,480/-
10.	Jagaran	Rs. 2,52,896/-	Rs. 10,032	Rs. 2,62,928/-
11.	Vivek	Rs. 2,46,160/-	Rs. 6,016/-	Rs. 2,55,176/-
12.	Bartaman Tripura	Rs. 2,49,872/-	Rs. 5,299/-	Rs. 2,55,171/-

৩। না।

Admitted Starred Question No. 426

Name of the M.L.A. :— Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Youth Affairs & Sports Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সদর উত্তরাঞ্চলের জনগণের দাবী অনুসারে মোহনপুর বিধানসভা এলাকায় একটি মিনি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা?

উত্তর

১। মোহনপুর বিধানসভা এলাকায় মিনি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের কাছে আপাতত নেই।

Admitted Starred Question No. 432

Name of M.L.A. :— Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। জোট সরকারের আমলে নিয়োগ করা কতজন কে, বি, টি, ককবরক শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ছাঁটাই করা হয়েছিল ?

২। এরমধ্যে কতজনকে পুনঃনিয়োগ করা হয়েছে ?

৩। বাকীদেরকে নিয়োগ করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। কোন কে, বি, টি, শিক্ষককেই ছাঁটাই করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No: 433

Name of M.L.A. :— Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Eduoati n Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার চেনতুই হাইস্কুলের পাকা ঘর নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ এর কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। না হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১। চেনতুই হাইস্কুল নামে অমরপুর মহকুমায় কোন হাইস্কুল নাই। তবে তেতুইবাড়ী হাইস্কুল নামে অমরপুর মহকুমায় একটি হাইস্কুল আছে। তেতুইবাড়ী হাইস্কুলের পাকা ঘর নির্মাণের কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। অর্থের অভাব।

Admitted Starred Question No. 436

Name of M.L.A. :— Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Youth Affairs & Sports Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাবগুলিতে সরকারী খরচে খেলার সাজসরঞ্জাম দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি?

২। থাকলে অমরপুর মহকুমায় কোন্ কোন্ ক্লাবকে দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। হাঁ।

২। অমরপুর মহকুমায় নিম্নলিখিত ৪ (চার)টি ক্লাবকে খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।

ক) ক্লাব ইন্টিগ্রেশন, অম্পিনগর, অমরপুর।

খ) যুবক সংঘ, পতিছড়ি, অমরপুর।

গ) ত্রিলোচন ক্লাব, বৈশ্যমণি পাড়া, অমরপুর।

ঘ) নিউষ্টার ক্লাব, হরিপুর, অম্পিনগর, অমরপুর।

Admitted Starred Question No. 442

Name of M L.A. :— Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কম করে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক নেই, এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?
(এ. ডি. সি. সহ হিসাব)

২। একজন শিক্ষক আছেন, এমন প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমানে ত্রিপুরায় আছে কিনা ?

৩। থাকিলে উক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১১৩৯টি। (এ, ডি, সি, সহ)

২। হ্যাঁ।

৩। ২৪৫টি। (এ, ডি, সি, সহ)

Admitted Starred Question No. 459

Name of Member :— Shri Rabindra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে যতনবাড়ী ও মন্দিরঘাটের পর্যটকদের জন্য তৈরী গেষ্ট হাউস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয় তার কারণ কি ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 460

Name of Member :— Shri Rabindra Debbarma

Will be the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত বোর্ট আমলে গণ্ডাছড়ার সরমাতে পর্যটকদের জন্য ৩৬টি আসন বিশিষ্ট একটি গেষ্ট হাউস নির্মাণ করার জন্য প্রস্তাব ছিল ?

২। এই গেষ্ট হাউস তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

৩। যদি সত্য হয় গেষ্ট হাউসের কাজ কতটুকু হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ১৯৯২-৯৩ সালে গণ্ডাছড়া মহকুমার সুরমা মোজাতে ১৬ শয্যা বিশিষ্ট পর্যটক নিবাস নির্মাণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেছিলেন।

২। মোট নির্মান ব্যয় ধার্য্য হয়েছিল ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৭ শত টাকা। এর মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছিল।

৩। অতি সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই পর্যটক নিবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 499

Name of the Member :— Shri Sudip Roy Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Information Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to State :—

QUESTION

1. Is it a fact that the Newspapers of Tripura are entitled to get Govt. Advertisement.

2. If so which Newspaper received highest advertisement & lowest advertisement respectively during the last year ? Give reasons.

3. What are the principles for giving advertisement ?

ANSWER

1. State Government has an Advertisement Policy. Keeping inconformity with the provisions of the advertisement policy State Govt, advertisement are issued to the newspapers published from Tripura.

2. During last financial year (1997-98) "Daily Dasher Katha" belongs to 'A' category daily (Offset) newspaper got the highest quantum of classified advertisement of 17049 col. cm. while "Uttar Tripura belongs to category 'C' weekly newspaper got the lowest quantum of classified advertisement of 1127 col cm. In respect of display advertisement during the period in question "Daily Desher Katha" has got display advertisement of Rs. 1,70,064/- (Rupees one lakh seventy thousand sixty four) while the following 'C' category weekly newspapers have got lowest quantum of display advertisement of Rs. 200/- (Rupees two hundred) each :—

1) Samachar 2) Bajrakantha 3) Samadarshan 4) Uttar Tripura 5) Tripura Katha.

State Government followes the principal of category wise equitable distribution of classified advertisement according to the provisions of the approved advertisement policy, as far as paroticable. But due to the different in sizes of the classified advertisement material it is hardly possible to issue equal quantum of classified advertisement all the times. However, the State Government consistently tries to maintain the equality within the same category, even then there might be slight difference. In respect of display advertisement State Government chcose its medium of vehicle for wide publication of the content of the ad. material to the targeted readers.

3. The primary objective of Government Advertisement is to secure the widest possible coverage of the content of the advertisement. While selecting newspaper for issuing Govt. Advertisement, due regard is given to paid circulation, number of pages, print area, periodicity, length of publication, production standard, class of readership, regularity in publication and adherence to accepted standard of journalistic ethics. In respect of eligibility for getting Govt. Advertisement RNI Registration is a must. Daily newspapers after three months of regular publication,

weeklies and others after six months of regular publication are eligible for Govt. Advertisement. Local newspapers have been categorised as 'A' 'B' 'C'. 'A' category get 60% of the advertisement, 'B' category get 22% and 'C' category get 18%.

Admitted Starred Question No. 517

Name of M.L.A. :— Shri Gita Mohan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to Stare :—

১। জোলাইবাড়ী বিধানসভা এলাকায় নতুন করে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমানে এইরূপ কোন পরিকল্পনা নাই ।

Admitted Starred Question No. 519

Name of M. L. A. :— Shri Bindu Ram Reang

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ছৈছামা আবাসিক বিদ্যালয়ের উপজাতি ছাত্রী নিবাসটি মেরামত করে ছাত্রী ভর্তির ব্যবস্থা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২ থাকলে তা কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে আশা করা যায় ?

৩। না থাকলে কারণ কি ?

উত্তর

১। ছৈছামা আবাসিক বিদ্যালয় নামে কোন বিদ্যালয় নাই। তবে উল্লিখিত ছাত্রী নিবাসটি ছৈছামা এলাকায় পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া উচ্চ মাধ্যমিক আবাসিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত। উক্ত ছাত্রীনিবাসটি মেরামত করে ছাত্রী ভর্তির পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ছাত্রীনিবাসটি স্কুল থেকে বেশ দূরে নির্জন এলাকায় অবস্থিত এবং যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব।

Admitted Starred Question No. 523

Name of M. L A. :— Shri Binduram Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত উপজাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সংখ্যা রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি ছাত্র নিবাস আছে? (স্কুলের নাম সহ তাহার হিসাব)।

২। ইহা কি সত্য একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের কে প্রতি মাসে নিয়মিত স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না? এবং

৩। যদি সত্য হয় তবে এর কারণ ?

উত্তর

১। একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত কেবল মাত্র উপজাতি ছাত্রদের জন্য বর্তমানে ৩ (তিনটি) নির্দিষ্ট ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রাবাসগুলি নিম্নলিখিত বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। এই পর্যায়ে উপজাতি ছাত্রীদের জন্য কোন আলাদা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা নাই।

ক)	Bishramganj H/s School	20 seated ST Boys
খ)	K. B. I. Udaipur	30 ,, , ,,
গ)	Khawai Govt. Boys H/s	20 ,, ,, ,

২। সত্য নয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No.—525

Name of the Member :— Shri Khagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-In-Charged of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, ককবরক সহ রাজ্যের অন্যান্য উপজাতীয় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা বিকাশের কাজে এস-সি-ই-আর-টি একটি শাখা হিসাবে কাজ করছে।

২। এস-সি-ই-আর-টি কোন ভাষা বিকাশের জন্য গঠিত একটি সংস্থা কিনা, এবং

৩। যদি তা না হয়ে থাকে, সরকার ককবরক সহ অন্যান্য উপজাতীয় ও সংখ্যালঘুদের ভাষা বিকাশের স্বার্থে একটি পৃথক ডাইরেক্টরেট স্থাপন করবেন কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। আপাতত না।

Admitted Starred Question No. 528

Name of Member :— Joy Gobinda Deb Roy

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the "Social Education" Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের নিয়মিত করণ, বেতন ভাতা বৃদ্ধি ও বদলির ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা দপ্তরের আছে কিনা ?

উত্তর

১। অঙ্গনওয়াদী কর্মীদেরকে সাম্মানিক ভাতা দিয়ে নিযুক্ত করা হয়। তাদেরকে নিয়মিত করার কোন সংস্থান নেই, তবে Seniority অনুসারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের থেকে জুনিয়র এস. ই. ও. পদে ৪০ শতাংশ পদ পূরণ করা হয়। অঙ্গনওয়াদী সাহায্যকারী কর্মীদের থেকে স্কুল মাদার পদে ১০ শতাংশ পুরণ করা হয়। এবং অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের সাম্মানিক ভাতা কেন্দ্র সরকার দিয়ে থাকেন। রাজ্য সরকার রাজ্যের খাত থেকে প্রত্যেক অঙ্গনওয়াদী কর্মী এবং অঙ্গনওয়াদী সাহায্যকারীকে কেন্দ্রীয় ভাতার অতিরিক্ত যথাক্রমে ১৩০ টাকা এবং ১০০ টাকা দিচ্ছেন। রাজ্য সরকার প্রদেয় ভাতা বৃদ্ধি করার সরকারের পরিকল্পনা আছে।

অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের বদলীর ব্যবস্থা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আপাতত: নাই।

Admitted Un-Starred Question No. 87 ANNEXURE—'B'

Name of M. L. A :— Shri Rabindra Deb Barma

Will tne Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased ro State :—

প্রশ্ন

১ ইহা কি সত্য যে, রাজ্যে বেশ কিছু স্কুল বন্ধ আছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ কি ? এবং

৩। রাজ্যে মোট কয়টি স্কুল বন্ধ আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। আংশিক সত্য।

২। উগ্রবাদ জনিত সমস্যা এবং সামরিক বাহিনী থাকার কারণে।

৩। মোট—৩৮টি স্কুল বন্ধ আছে।

ক)	লংতরাই ভ্যালি—	১২টি
খ)	গণ্ডাছড়া—	১৯টি
গ)	কাঞ্চনপুর—	১টি
ঘ)	সাব্রুম—	২টি
ঙ)	উদয়পুর—	১টি
চ)	সদর—	৩টি
		মোট—৩৮টি

Admitted Un-Starred Question No. 90

Name of M.L A.—Shri Ratan Lal Nath.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। একাডেমিক ইন্সপেকশন টিম ১৯৯৬-৯৭ এবং ১৯৯৭-১৯৯৮ ইং শিক্ষাবর্ষে কতগুলি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন ? (জেলা ভিত্তিক স্কুলের নাম সহ)।

২। রাজ্যের শিক্ষা অধিকর্তার কাছে কয়টি রিপোর্ট জমা পড়েছে। (দুইটি শিক্ষাবর্ষের আলাদা হিসাব) এবং

৩। ঐ সকল রিপোর্টের ভিত্তি করে দপ্তর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। মোট—৩৩টি। ১৯৯৬-৯৭ = ৪টি। ১৯৯৭ = ১৯টি। ১৯৯৮ = ১০টি।

১৯৯৬-৯৭ = উত্তর জেলা—৪টি।

" = দক্ষিণ জেলা—একটিও না।

" = পশ্চিম জেলা—একটিও না।

" = ধলাই জেলা—একটিও না।

উত্তর জেলার স্কুলগুলি :—

১) পাবিয়াছড়া H. S. School

২) লেক্রাই দেওয়ান H. S. School

৩) বি, বি, আই H. S School

৪) আর, কে আই H. S. School

১৯৯৭, উত্তর জেলা - ৫টি

১) টিলা বাজার H. S. School

২) পাবিয়াছড়া H. S. School

৩) কুমারঘাট Girls H. S. School

৪) কাছারঘাট High School

৫) বেলকুম বাড়ী High School

১৯৯৭, দক্ষিণ জেলা—৪টি

১) বামপুর High School

২) গামারিয়া H H. School

৩) মির্জা H. S. School

৪) গঙ্গাছড়া H. S School

১৯৯৭, পশ্চিম জেলা—৩টি

১) বিশালগড় টাউন বালিকা High School

২) কাঁঠালঘাট H. S School

৩) রামনগর H S. School

১৯৯৭, ধলাই জেলা ৭টি।

১) হালাহালি H. S. School

২) ছৈইলেংটা H. S. School

৩) মাধবচন্দ্র H. S. School

৪) কুলাই H. S. School

৫) সালেমা H. S. School

৬) জহুরনগর S. B. School

৭) কুলাই জে বি স্কুল।

১৯৯৮, উত্তর জেলা—২টি

১) বিদ্যানগর H. S. School

২) জলুগাঁও H. S. School

১৯৯৮, দক্ষিণ জেলা—৪টি

১) সমরেন্দ্র গঞ্জ H. S. School

২) পতিছড়ি বাজার H. S. School

৩। কে, বি, আই H. S School

৪) উদয়পুর Girls H. S. School

১৯৯৮, পশ্চিম জেলা—২টি

১) ডঃ বি. আর. আম্বেদকর High School

২) বড়জলা High School

১৯৯৮, ধলাই জেলা.—২টি

১) কমলছড়ি H. S. School

২) মোহনপুর High School

২। ২৯টি। যে সকল স্কুলের রিপোর্ট জমা পড়েনি সেগুলি হল:

১) বিদ্যানগর H. S. School

২) জলুগাঁও H. S. School

২) কমলছড়ি H. S. School

৪) মোহনপুর High School

৩) একাডেমিক ইন্সপেকশন, সাধারণ ইন্সপেকশন থেকে আলাদা। বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন প্রক্রিয়ার সার্বিক দিক খতিয়ে দেখে এই অসুবিধেগুলো দূর করে পঠন পাঠনের উন্নতির দিকটি Academic Inspection Committee তুলে ধরেন। এই Committee Academic Inspection এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে বিভিন্ন acadimic বিষয় আলোচনা করেন ও তাৎক্ষণিক পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই Inspection টিম্ প্রতিটি ডিষ্ট্রিক্ট এ, ঐ ডিষ্ট্রিক্ট-এর Dy. Director ও দুইজন উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়ে গঠিত হয়।

PAPERE LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Un-Starred Question No. 93

Name of the Member :— Shri Billal Mia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কতটি এস, ই, সেন্টারে এস, ই, ডব্লিউ নেই ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। যে সকল এস, ই, সেন্টারে এস, ই, ডব্লিউ নেই, সেইগুলিতে এস, ই, ডব্লিউ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

৩ ব্যবস্থা না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরে মোট ৪৪টি এস, ই, সেন্টারে এস, ই, ডব্লিউ নেই। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

১) আমবাসা—৮টি ২) ধর্মনগর—১টি ৩) কুমারঘাট—২টি ৪) মেলাঘর—৭টি ৫) বিশালগড়—২টি ৬) মোহনপুর—২টি ৭) খোয়াই—১টি ৮) বিলোনীয়া—৮টি ৯) উদয়পুর—৪টি ১০) সাতচাঁদ—৬টি ১১) বগাফা—২টি ১২) অমরপুর—১টি।

২। এ সকল এস, ই, সেন্টারগুলিতে নূতন নিয়োগের মাধ্যমে এস, ই, ডব্লিউ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No. 102

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Minister-in-charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় কত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ?

২। উক্ত সময়ের মধ্যে রাজ্যের 'এ' শ্রেণীভূক্ত কোন্ কোন্ সংবাদপত্রকে কত টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে ? (সংবাদপত্রের নামসহ পৃথক হিসাব)।

উত্তর

1. DAILY DESHER KATHA :—

1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
Rs. 2,64,731/-	Rs. 4,62,909/-	Rs. 5,56,407/-	Rs, 6,38,320/-
1997-98			
Rs. 6,11,044/-			

2.

1)	Dainik Sambad	Rs. 15,69,497-40
2)	Tripura Darpan	Rs. 14,34,998-00
3)	Syandan Patrika	Rs. 14 33,727-80
4)	Ganadoot	Rs. 14.28,709-80
5)	Bhabi Bharat	Rs. 11,33,897-40
6)	Manush	Rs. 9,88,128-40
7)	Ganasambad	Rs, 10,10,485-60
8)	Swastidoot	Rs, 6,05 343-50
9)	Jagaran	Rs. 9,52,866-60
10)	Vivek	Rs. 8,60,367-40
11)	Bartaman Tripura	Rs. 6,71,4[illegible]3-40

Admitted Un-Starred Question No. 103

Name of the Member :— Shri Ratanlal Nath

Will the Honble Minister-in-charge of the Social Education Depattment be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে সারা রাজ্য ব্যাপী নিরক্ষর লোকের সংখ্যা কত ? (ব্লক ভিত্তিক পুরুষ মহিলা আলাদা আলাদা হিসাব)।

২। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারীভাবে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

৩। কবে পর্যন্ত সারা রাজ্য সম্পূর্ণ নিরক্ষর মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। জিলা সাক্ষরতা সমিতির সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী সারা ত্রিপুরা রাজ্য ৯—৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিরক্ষর লোকের সংখ্যা হচ্ছে, ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ১২৯ জন। তার মধ্যে মহিলা— ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ১৮ জন এবং পুরুষ—২ লক্ষ ৩ হাজার ১১১ জন।

ব্লক ভিত্তিক চিত্রটি নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
তুলাশিখর—	৩৬২৪	৫৮৭২	৯৪৩৬
খোয়াই—	৪৯৪৮	৭২৮৫	১২২৩৩
তেলিয়ামুড়া—	১১৩৩২	১৭১৯৬	২৮৫২৮
মোহনপুর—	১৫৮৫১	১৯২৬৫	৩৫১১৬
মান্দাই—	৪১২৮	৭০৭৮	১১২০৬
জিরানীয়া—	৭২২৮	১২২০০	১৯৪২৮
আগরতলা পূব এলাকা—	১৫০৭	৩৪৯০	৪৯৯৭
ডুকলী—	৬৮৫২	১১৮০৭	১৮৬৫৯
জম্পুইজলা—	৩৩৯৭	৭৫৫৫	১০৯৫২
বিশালগড়—	৯৫৭৬	১৪৩১৮	২৩৮৯৪
মেলাঘর—	১৬৬৫৭	২৫০৩৩	৪১৬৯০
অমরপুর—	১০২৭৩	১৩৬৭০	২৩৯৪৩
করবুক—	৫০৬৭	৫১২৮	১০১৯৫
বগাফা—	১২০০৫	১৬০০৩	২৮০০৮
রাজনগর—	৯২৪১	১১৩০৩	২০৫৪৪

ব্লকের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট
সাতচাঁদ—	৭১৯৫	৬৯৭১	১২১৬৬
রূপাইছড়ি—	৫০৮১	৬১৯৫	১১২৭৬
মাতাবাড়ী—	১২৩০০	১৯৫৯২	৩১৮৯২
কিল্লা—	৪২০৬	৪৭১২	৯০০৮
মোট—	১৪৮৫৫৮	২১৪৯৭৩	৩৬৩৫৩১
কদমতলা—	৫৩২২	৮০৯৩	১৩৪১৫
পানিসাগর—	৩৫৮৩	৪০৯৩	৭৬৭৬
পেচারথল—	৩৪৩৭	৫৬৪৯	৯০৮৬
কুমারঘাট—	৮৫৮৭	১১৪০৪	১৯৯৯১
দশদা—	৮৪৫৬	১০৪৮৭	১৮৯৪৩
সালেমা—	৭২২৩	৭৮৭৪	১৫০৯৭
মনু—	৪২০৪	৮৫১৯	১২৭২৩
ছামনু—	৩৭০৩	৪৬৬১	৮৩৬৪
ডম্বুরনগর—	১০০৩৮	১১২৬০	২১৩০৩
	৫৪৫৫৩	৭২০৭৫	১২৬৫৯৮
B.F.	১৪৮৫৫৮	২১৪৯৭৩	৩৬৩৫৩১
মোট—	২,০৩,১১১	২,৮৭,০১৮	৪,৯০,১২৯

২। জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী সমাজ কল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

১) রাজ্যের ৪টি জেলায় ৪টি জেলা সাক্ষরতা সমিতি গঠন করা হয়েছে।

২) জেলা সাক্ষরতা সমিতিগুলির তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ব্লকে ১টি ব্লক সাক্ষরতা সমিতি গঠন করা হয়েছে।

৩) ব্লক সাক্ষরতা সমিতিগুলির তত্ত্বাবধানে পঞ্চায়েত স্তরে ১টি করে পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করা হয়েছে। পঞ্চায়েত সাক্ষরতা সমিতি, সাক্ষরতা কর্মসূচী রূপায়ণে প্রাথমিক একক এবং নির্বাচিত ও মনোনীত পঞ্চায়েত এই প্রাথমিক ইউনিটগুলির দায়িত্বে আছে. জেলা সমিতিগুলির দায়িত্বে আছে জেলা শাসক এবং ব্লক সাক্ষরতা সমিতিগুলির দায়িত্বে আছেন বি, ডি, ও।

এছাড়া জনপ্রতিনিধিগণ, ছাত্র যুব প্রতিনিধি ও বিভিন্ন এন, জি, ওরাও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

আশা করা যাচ্ছে, ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে চিহ্নিত বয়স্ক পড়ুয়া শতকরা ৮০ জনকে নিরক্ষর মুক্ত করা যাবে ? .

Admitted Un-Starred Question No. 134

Name of M L.A :— Shri Ratanlal Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, বর্তমানে রাজ্যের বহু স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এ ধরনের স্কুলের সংখ্যা কত ? (ইন্সপেক্টরেট অনুযায়ী হিসাব)।

৩। উক্ত স্কুলগুলিতে প্রধান শিক্ষকের পদগুলি কবে নাগাদ পূরণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১১৭০টি। (ইন্সপেক্টরেট অনুযায়ী হিসাব সঙ্গে দেওয়া গেল ।

৩। ইতিমধ্যে সিনিয়র বেসিক স্কুলে ১৯৬জন প্রধান শিক্ষক ও হাইস্কুলে ৭৮ জন সহকারী প্রধান শিক্ষকের নিযুক্তি পত্র দেওয়া হয়েছে। বাকী অধিকাংশ শূন্য পদগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ঐ পদগুলি যথা শীঘ্রই পূরণ করার জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে।

No. of Junior Basic/Primary/Senior Basic/Junior High/High School and Higher Secondary Schools runing without designated Headmaster. (Inspectorate-wise)

Sl. No.	Name of Inspectorate	No. of Jr. Basic	No. of Sr./Jr. High Basic	High School	Higher Sec. School
1	2	3	4	5	6
1.	Inspectorate Sadar—'A' Agartala.	12	1	3	12
2.	Inspectorate, Bishalgarh.	41	37	14	10
3.	Inspectorate, Mohanpur.	28	17	5	3
4.	Inspectorate, Jirania.	12	16	11	3
5.	Inspectorate, Sonamura.	63	18	19	8
6.	Inspectorate, Khowai.	12	27	3	10
7.	Inspectorate, Teliamura.	32	28	7	8
8.	Inspectorate, Udaipur.	24	23	16	12
9.	Inspectorate, Sabroom.	36	8	11	12

1	2	3	4	5	6
10	Inspectorate, Belonia.	58	21	15	8
11.	Inspectorate, Santirbazar.	28	24	8	4
12.	Inspectorate, Amarpur.	6	20	12	8
13.	Inspectorate, Kamalpur.	37	17	12	7
14.	Inspectorate, Kailasahar,	63	26	12	6
15.	Inspectorate, Chailengta.	—	15	3	4
16.	Inspectorate, Dharmanagar.	71	23	16	11
17.	Inspectorate, Kanchanpur.	—	17	6	3
		529	338	173	130

PAPERS LAID ON THE TABLE.

ANNEXURE—'C'

a) Written statement laid on the Table of the House by the Hon'ble Minister Shri Keshab Majumder on 28/8/1998 in regard to the following Calling Attention Notice by Shri Anil Chakma and Shri Binduram Reang M.L.A.

"গত ২১শে এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং প্রবল ঝড়ে কাঞ্চনপুর মহকুমায় বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয় সম্পর্কে।"

১৯৯৮ ইং পঞ্জিকা বর্ষে রাজ্য দুইবার ঝড়ের তাণ্ডবের সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমবার ২২ থেকে ২৬শে মার্চের মধ্যে এবং দ্বিতীয়বার হয়েছিল ২১শে এপ্রিল থেকে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে। উভয়বারই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

কাঞ্চনপুর মহকুমা:—

২১ থেকে ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে কাঞ্চনপুর মহকুমা ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সেই ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিও হয়েছিল।

সে ঘূর্ণিঝড়ে কৃষিজাত শষ্য, বাস্তুভিটা প্রভৃতি ধ্বংস হয়েছিল এবং গৃহপালিত পশু মারা গিয়েছিল। সর্বমোট ৩৫টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এর ফলে ১ হাজার ১০০ পরিবার এবং ৭৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছিল, ১ ব্যক্তি মারা গিয়েছিল, ৭ ব্যক্তি আহত হয়েছিল।

নিম্নে ক্ষতির পরিমাণ ছক কাটিয়া দেওয়া হল:—

ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামের সংখ্যা	৩৫
ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সংখ্যা	২২৫১
মোট সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ	১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা
মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	১ জন (লক্ষ্মীচরণ চাকমা, বয়স ৬০ ধূপছড়া)
আহত ব্যক্তির সংখ্যা	৭ জন
বাড়ী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত	৬৮৫
বাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ	১৫৬৬
গবাদি পশুর মৃতের সংখ্যা	১১৬
মৃত পলট্রি মুরগীর সংখ্যা	২১৩০
শস্যের ক্ষতির পরিমাণ	২৭৩.৪ একর
সরকারী আবাসন নষ্ট	৬টি

মন্ত্রিসভার দ্বারা পর্যালোচনা:—

রাজ্য মন্ত্রিসভা তাদের ২৪শে এপ্রিল, ১৯৯৮ ইং তারিখের মিটিং-এ ঝড়ের ক্ষতির পরিমাণ

নিরূপণের জন্য এবং সরকারী পরিমাণ অনুযায়ী ত্রাণের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। মন্ত্রিসভা ৭ জুলাই তাদের জন্য একটি মিটিং-এ যে সকল ত্রান প্রার্থী এখনও ত্রান পাননি তাদেরকে অতিসত্বর ত্রান দেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ত্রান

সমস্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ অনুযায়ী ত্রানকার্য্য সম্প্রসারণ করার জন্য বলা হয়েছে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ত্রান তহবিল থেকে উত্তর জেলা প্রশাসককে ত্রানের কার্য্য গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। এই মর্মে নির্দেশিকো দেয়া হয়েছে যে ত্রান বণ্টন উপযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যেন দেয়া হয়। দেরী হলেও যাতে ত্রান সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌছায় তার নিশ্চিয়তা করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

মোট ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা SDO. কাঞ্চনপুর কে C.R.P. তহবিল থেকে দেয়া হয়েছে। আরও দশ লক্ষ টাকা সেই তহবিল থেকে দেয়া হয়েছে এপ্রিল এবং মে মাসে মোট ৬ লক্ষ টাকা এই মহকুমায় দুই হাজার দুইশত একানব্বই পরিবারের মধ্যে প্রাথমিক এবং জরুরী হিসাবে দেয়া হয়েছিল। বিস্তারিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরুপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৪৪ লক্ষ টাকা কৃষি অধিকর্তাকে দেয়া হয়েছে মাচ এবং এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড় এবং বৃষ্টির ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণের ব্যবস্থা করার জন্য সেই ৪৪ লক্ষ টাকা থেকে কৃষি অধিকর্তা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫০০ টাকা কৃষি সুপার কাঞ্চনপুরকে দিয়েছেন।

রিয়াং শরণার্থী আগমনে উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য মহকুমায় পুঙ্খাণুপুঙ্খ ত্রানের কার্য্য ব্যাহত হচ্ছে, কারণ রাজ্য কর্মচারীরা শরণার্থী ত্রানের কাজে ব্যস্ত আছেন। যাই হোক অতি সত্বর ত্রান বন্টনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ জারী করা হয়েছে। এবং আশা করা যাচ্ছে ত্রানের কাজ অতিসত্বর শেষ হবে।

Written statement laid on the Table of the House by the Hon'ble Minister Shri Badal Choudhury on 28/08/1998 in regard to the following Calling Attention Notice by Shri Rabindra Deb Barma

"সারা রাজ্যে প্রতিদিন বিদ্যুৎ ঘন্টার পর ঘন্টা লোডশেডিং-এর ফলে জনসাধারণের চরম দুর্ভোগ সম্পর্কে"।

বর্তমানে রাজ্যে সন্ধ্যাকালীন (সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত) সর্ব্বোচ্চ বিদ্যুতের চাহিদা ১১০ হইতে ১১৫ মেগাওয়াটের মধ্যে থাকে? এই চাহিদা নিম্নলিখিত উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে পূরণ করা হয়:—

১। রুখিয়া হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২৯.০ হইতে ৩১.০ মেগাওয়াট।

২। গোমতী হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৯ হইতে ১০ মেগাওয়াট।

৩। বড়মুড়া হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ৪.০ হইতে ৪.৫ মেগাওয়াট।

৪। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা হইতে ত্রিপুরার প্রাপ্ত অংশ ৪০.০ হইতে ৪২.০ মেগাওয়াট।

(মোট বিদ্যুতের যোগান ৮৬ মেগাওয়াট)।

সুতরাং সান্ধ্যকালীন বিদ্যুতের ঘাটতি ২৫'• হইতে ৩• মেগাওয়াট। এই ঘাটতি পর্য্যায়ক্রমে ১ থেকে ১২ ঘন্টা বিদ্যুৎ ছাটাইয়ের মাধ্যমে চাহিদা ও যোগানের ফারাক পূরণ করা হয়। রুখিয়ার ২টি ৮ মেগওয়াট মেশিন এবং বড়মুড়ার ১টি ৫ মেগওয়াট মেশিন অতিসত্বর বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করিবে বলিয়া আশা করা যায়। তখন এই ঘাটতি কমিয়া ১০-১৫ মেগাওয়াটের এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং লোডসেডিং সময়ও ৪৫ মি: পর্য্যন্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাত্রি ১২টা হইতে বিকেল ৫টা পর্য্যন্ত, নিম্নে। ৫• মেগওয়াট এবং উর্দ্ধে ৭৫ মেগওয়াট। এ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে।

সুতরাং দিনে গড়ে ১২ ঘন্টা সাধারণভাবে কোন ঘাটতি থাকে না। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কারিগরী কারণে, সারাইয়ের নিমিত্তে বৈদ্যুতিক পরিবাহী লাইন বন্ধ থাকিলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আপাতঃদৃষ্টিতে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয়।

সান্ধ্যকালীন বিদ্যুতের ঘাটতি লাঘব করিতে হইলে কেন্দ্রিয় বিদ্যুত সংস্থা যথা রামচন্দ্রনগর তাপ বিদ্যুত কেন্দ্র হইতে অতিরিক্ত বিদ্যুত ২.২৫ টাকা প্রতি ইউনিট দরে অর্থমঞ্জুরীর সাপেক্ষে আনা সম্ভব হইলেও নিম্নে বর্নিত কারণে ইহার প্রতিক্রিয়া দুই রূপে দেখা যাইবে। প্রথমতঃ প্রাত কালীন বিদ্যুতের চাহিদা ত্রিপুরা হইতে উৎপাদিত বিদ্যুত এবং কেন্দ্র সংস্থা হইতে প্রাপ্ত বিদ্যুতের সাহায্যে মেটানো সম্ভব হইলেও, সান্ধ্যকালীন অতিরিক্ত বিদ্যুতের প্রয়োজনে রামচন্দ্রনগর তাপবিদ্যুত কেন্দ্র হইতে রাত্র ১২টা হইতে পরের দিন বিকেল ৬টা পর্য্যন্ত ১০-১৫ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুত ক্রয় করিতে হইবে। যদিও তখন বিদ্যুতের চাহিদা বহুলাংশেই ত্রিপুরার উৎপাদিত বিদ্যুতের দ্বারা মেটানো যায়। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এক দিকে ত্রিপুরার উৎপাদিত বিদ্যুৎ কমিয়া যাইবে। যদিও অনুৎপাদিত বিদ্যুতের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় গ্যাসের দাম দিতে হইবে। অপরদিকে এই বিদ্যুত কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে প্রতি ইউনিট ২.২৫ টাকা দরে ক্রয় করিতে হইবে।

বর্তমানে বিদ্যুতের রক্ষণাবেক্ষণের খাতে খরচের পরিমান ৬• কোটি টাকার মত এবং ২৫ কোটি টাকা বাজেটে আসার কথা কিন্তু বিদ্যুতের মাশুল বাবত আদায়ের পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা ঘাটতি থাকে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। উপরিউক্ত কারণে লোডশেডিং কম করিতে হইলে এই ব্যবধান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। একমাত্র বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির মধ্যম ছাড়া এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নহে।

রামচন্দ্রনগর তাপবিদ্যুত কেন্দ্রের পক্ষে দিনের ২৪ ঘন্টা মধ্যে ১৮ ঘন্টা ১৫ মেগওয়াট এবং বাকি ৬ ঘন্টা ৫০-৭৫ মেগওয়াট বিদ্যুত উৎপাদন করিতে হইলে প্রতিনিয়ত গ্যাসের সরবরাহ অনুপাতিক হারে কমাইতে ও বাড়াইতে হইবে যাহা বৈজ্ঞানিক কারণে সম্ভব নহে বলে ও, এন, জি, সি এবং গেইল অভিমত ব্যক্ত করেছে। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করেই বিদ্যুত ছাটাই করা বিকল্প নেই।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যুত সংস্থার মোট স্থাপিত বিদ্যুতের ক্ষমতা ৬৪৩'৭ মেগাওয়াট যাহা হইতে ত্রিপুরার প্রাপ্ত অংশ ৬২'৪৭ মেগওয়াট। সে অনুপাতে উৎপাদিত বিদ্যুত কমিতে থাকে সেই অনুপাতে ত্রিপুরার প্রাপ্ত বিদ্যুতও কমিয়া যায়। যাহা ২০·৪২ মেগাওয়াটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিগত মে এবং জুন মাসে ত্রিপুরার প্রাপ্ত বিদ্যুতের বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১৫ ও ১৯ মিলিয়ন ইউনিট। কিন্তু ঘাটতির পরিমাণ কমাবার জন্য কেন্দ্রিয় বিদ্যুত সংস্থা হইতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯ এবং ২১ মিলিয়ন ইউনিট ছিল।

কেন্দ্রিয় সংস্থা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুত বন্টন অবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এই অতিরিক্ত বিদ্যুত ব্যবহারের জন্য ত্রিপুরা সরকারকে অবহিত করিয়াছেন। এই বিদ্যুত আনায়নে প্রতি ইউনিটের গড় ক্রয়মূল্য ১'৭৫ টাকা এবং এর উপরে অতিরিক্ত আনয়ন করিলে সর্ব্বোচ্চ হার অনুযায়ী ২'২৫ টাকা প্রতি ইউনিট হিসাবে ধার্য্য হইবে।

চাহিদা ও যোগানের ফারাক থাকায় এবং উপরে বর্ণিত আর্থিক ও বাণিজ্যিক কারণে এই ফারাক পর্যায়ক্রমে বিদ্যুত ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতির সামাল দেওয়া ছাড়া আপাতঃত কোন গত্যন্তর নাই।

Printed by :

Secretary

TRIPURA PRESS OWNER'S ASSOCIATION

AGRATALA, TRIPURA.